ঔরঙ্গজেবের সময়ে মুঘল অভিজাত শ্রেণী

এম আতহার আলি

ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সহযোগিতায় প্রকাশিত

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

অনুবাদক : অরুণ কুমার দে

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯

প্রকাশক :
কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কো'
২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক :
আর কে প্রিন্টার্স
১০-বি ক্রীক লেন,
কলকাতা-৭০০০১৪

আমার পিতা

সৈয়দ সালামৎ আলির

স্মৃতির উদ্দেশে

মুখবন্ধ

গবেষণার ফলাফল ভারতীয় ভাষায় সাধারণ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সব পাঠকরাই আমাদের কাছে আশা করেন যে গবেষণার ফলাফল ভারতীয় ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হোক ; আমাদের গবেষণার কাজ তারই ফলে ব্যাপকতরভাবে প্রচার-লাভ করতে পারে। ইংরেজী ভাষায় লিখিত গবেষণা ভারতীয় ঐতিহাসিকদের আন্তর্জাতিক সুনাম ও মর্যাদা দিতে পারে ঠিকই, কিন্তু সে লেখা ভারতবাসীদের সীমিতসংখ্যক গোষ্ঠীরই উপকারে আসে হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদান ও গবেষণার প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছা বেড়েই চলেছে। কাজেই ভারতীয় ভাষায় লিখিত উপযুক্ত ইতিহাসপুস্তকের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। ভারতীয় ইতিহাস লেখাই আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সেই জন্যে শ্রেষ্ঠ লেখকদের কিছু কিছু উৎকৃষ্ট রচনা এবং ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ ক'রেও সমসাময়িক ধারায় রচিত অন্যান্য কিছু পুস্তকাদি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শাসকসম্প্রদায়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই পুস্তকটিতে। বিভিন্ন সময়ে কত অভিজাত সম্প্রদায় ছিল, তাঁদের সংখ্যা কি হারে বেড়েছে এবং এই বৃদ্ধির ফলে তাঁদের আয়, ও নিজেদের ভেতর একতা কি রূপ পেল, তার বিশদ আলোচনা ক'রে লেখক দেখাতে চেয়েছেন.—ঔরঙ্গজেবের আমলে মনসবদারী কেমন ক'রে চালু ছিল ও কি রকমভাবে কাজ করতো।

এই লেখায় যে সকল সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : (ক) ঔরঙ্গজেব কি পূর্বসূরীদের পন্থাতেই এই ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন, (খ) মুঘল অভিজাত সম্প্রদায় কি দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করেছিলেন এবং (গ) অভিজাত সম্প্রদায় কি তাঁদের কাজকর্ম, ব্যয় ও আমানত ব্যবস্থার দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করেছিলেন না বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। প্রামাণ্য গ্রন্থ ও নজির ব্যবহারে এবং অভিমত প্রকাশে লেখক সন্তর্পণে এগিয়েছেন ও যথেষ্ট সংযম প্রকাশ করেছেন। এই পুস্তকটির একটি

উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,—কয়েকটি তৎকালীন ও সমসাময়িক তথ্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত ঔরঙ্গজেবের সময়ের অভিজাত সম্প্রদায়ের তালিকা। মধ্যযুগীয় ভারতের অভিজাত সম্প্রদায় বিষয়ে যাঁরা জানতে চান তাঁদের কাছে এই পুস্তকটি বিশেষ মূল্যবান।

আমি অনুবাদক শ্রীঅরুণকুমার দে মহাশয়কে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রাম শরণ শর্মা
অধ্যক্ষ
ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ

নিবেদন

এই পুস্তকখানি ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে বর্তমান শিরোনামে অর্পিত পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য গবেষণা পত্রের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। ইতিহাস বিভাগের গবেষণা সংকল্পের ফলেই আমার পক্ষে কয়েক বৎসর যাবৎ গবেষণা করা সম্ভবপর হইয়াছে।

তদানীন্তন উপাচার্য বদর-উদ্দিন তৈয়াবজী হাশান অবস্থায় পুস্তকখানি পাঠ করিয়া এবং উপদেশ দান করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আমার শিক্ষক ও সহকর্মীগণের নিকটেও আমি এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার তত্ত্বাবধানকারী ডঃ সতীশ চন্দ্রের নিকটেও ঋণ অনস্বীকার্য। কারণ সময় ও মনোযোগের দ্বারা উদারভাবে সাহায্য করিয়া তিনি আমাকে চিরঋণী করিয়াছেন। অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং যাহারা তাঁহার প্রেরণাপূর্ণ আলোচনার দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন তাঁহারা যথার্থই স্বীকার করিবেন মূল সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁহার ধীশক্তির প্রসার। গ্রন্থখানির জন্য অধ্যাপক এস. এ. রসিদের নিকট হইতেও সমান সহানুভূতি-পূর্ণ উৎসাহ পাইয়াছি। গ্রন্থখানির জন্য যে সাহায্য প্রয়োজন হইয়াছে অধ্যাপক এস. নুরুল হাসানের নিকট হইতে তাহা অকুণ্ঠভাবে পাইয়াছি। তাঁহার সার্বিক সাহায্যের জন্য এই গ্রন্থ রচনা সম্ভব হওয়ায় তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু ও সহকর্মী ডঃ ইরফান হাবিবের নিকটেও আমি নানাভাবে উপকৃত।

মহারাজকুমার রঘুবীর সিংহ, এম. পি., সিতামৌ গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি ব্যবহারের অনুমতি দিয়া আমাকে অশেষ সাহায্য করিয়াছেন। মৌলানা আজাদ গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ ও ইতিহাস বিভাগের সৈদা আনসারীর নিকটেও আমি সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

আমার সহকর্মী ইক্তিদার আলম খান, আহ্সান জান কাইজার, রিফাকৎ

আলি খান, আহ্‌সান রাজা খান, সতীশকুমার ও আজিজা হাসান বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

পরিশেষে, পুস্তকখানি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমার স্ত্রী ফিরোজা খাতুনের সহযোগিতা ও আত্মপ্রত্যয়ের উল্লেখ না করিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

এম. আত্‌হার আলি

ভূমিকা

প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রচনায় শাসিত শ্রেণী বহুলাংশে অবহেলিত হইয়াছে। তবু ইহাও সমভাবেই সত্য যে, শাসকদের প্রতিও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। অবশ্য ইহা ঠিক যে ভারতীয় রাজন্যবর্গের বহু হৃদয়গ্রাহী আত্মজীবনী ও বংশ বিবরণী রহিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাসকগণ স্বেচ্ছাচারী এবং তাঁহাদের দাবী আড়ম্বরপূর্ণ হইলেও তাঁহারা ছিলেন শাসক শ্রেণীর একটি অংশ মাত্র, যদিও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শাসক শ্রেণীর অন্যান্য ব্যক্তিরা যাঁহারা সব সময়ে না হউক, সাধারণভাবে অভিজাত বা রাজকর্মচারী-রূপে পরিগণিত হইতেন তাঁহাদের দিকেও মন দিতে হইবে। সমাজের যে স্তরগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাদের গঠন, প্রচলিত রীতি, প্রবণতা প্রভৃতি জিনিসগুলি রাজন্যদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও নীতির মতই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নাই।

এই গ্রন্থখানি সমগ্র মধ্যযুগের অথবা সমগ্র মুঘল বংশের আলোচনার দাবী করে না। শেষ ভারতীয় সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাটের অধীনস্থ অমাত্যগণই ইহার আলোচ্য বিষয়বস্তু। এই প্রচেষ্টা যেহেতু এক বিশাল অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রে প্রবেশ মাত্র, সেহেতু ইহাকে একটি খুব বড় বিষয়ের ভগ্নাংশ হিসাবে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিবদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তবে বিভিন্ন কারণেই এই সীমিত বিষয়বস্তুটি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা অন্যায় হইবে না। ঔরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইয়াছিল, তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের আমলে ইহা ত্বরান্বিত ও পরিস্ফুট হইয়াছিল মাত্র। অথবা বলা যায়, যে সময়ে পাশ্চাত্য দেশগুলি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র উন্মোচিত করিতেছিল, সেই সময়ে ভারতীয় সমাজ শুধু গতিশীলতার পরিবর্তে জড়ত্ব লাভ করিয়াছিল তাহাই নয়, ভাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হওয়াতে অন্ততঃ রাষ্ট্রব্যবস্থায় পূর্বার্জিত উন্নতির মান হইতেও নামিয়া আসিতেছিল। কোন পদ্ধতিতে এই রাষ্ট্রীয় অবনতির ব্যাখ্যা করা যাইবে, যাহার ফলাফল পরবর্তীকালের ভারতীয় ইতিহাসে এতই গুরুত্বপূর্ণ? স্পষ্টতঃই এই ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হইতে গেলে কেবল অনুমান

বা জ্ঞানলব্ধ ধারণা কিংবা গতানুগতিক পুস্তক প্রমাণের উপর (যথা রাজগণের ব্যক্তিগত অধঃপতন, দরবারের বিলাস ব্যসন, শাসনকার্যে অযোগ্যতা) নির্ভরশীল হইলে যথেষ্ট হইবে না। কারণ এগুলি প্রতিটি বংশ বা সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। সেইরূপ উপযুক্ত ব্যাখ্যার জন্য মুঘল সাম্রাজ্যের কাঠামোর সমস্ত দিক পর্যালোচনা করাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত এবং মুঘল শাসকবর্গ এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বলিয়া ইহার প্রকৃতি ও উপাদানগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের (১৬৫৮-১৭০৭) প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া মুঘল অভিজাতগণের পর্যালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল যে সব নিয়ম, প্রচলন ও প্রতিষ্ঠানের প্রভাব ইহার গঠন বিন্যাস ও অনুসৃত নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল অথবা বিশেষ চাপ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই যথাযথ বর্ণনা করা।

ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য এ কথা স্পষ্টই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অভিজাতবর্গের প্রকৃতি ও পরিস্থিতি আলোচনাকালে মুঘল শাসক শ্রেণী সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, এ পুস্তকে ব্যবহৃত 'অভিজাত' শব্দটি কোন রূপেই তাহা ব্যক্ত করে না। মুঘল শাসকবর্গ কোন অংশেই রোম সাম্রাজ্যের অভিজাত বা ইউরোপের সামন্তগণের সহিত তুলনীয় ছিল না। ভ্রান্ত ব্যাখ্যার অবকাশ থাকা সত্বেও 'অভিজাত' শব্দটি উপযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়, কারণ ইহার দ্বারা সেই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে বুঝায় যাহারা যুগপৎ রাজকর্মচারী আবার রাজনীতিতে উচ্চ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি এবং এই গ্রন্থে সেই অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দটির অপর উপযোগিতা হইল এই যে, আরবী, ফারসী ভাষায় 'ওমরাহ্' (আমীর কথাটির বহুবচন) শব্দটির ইহাই হইল একমাত্র প্রতিশব্দ যাহা সমগ্র মুঘল ইতিহাসে ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী মনসবদারগণকে অর্থাৎ সমাজের শাসক শ্রেণীর সকল কর্তৃপক্ষকেই বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই পুস্তকখানির স্বল্প পরিসরে মুঘল সাম্রাজ্যের সকল মনসবদার অথবা রাজপুরুষদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মনসব পদাধিকারীদের কথা বিবেচিত হয় নাই; যাহারা তাহাদের আয় ও প্রতিপত্তির দ্বারা সঙ্গতভাবেই কর্তৃত্বের দাবী করিত শুধু তাহাদের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। এই কারণে, অন্ততঃ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে যাহারা শুধু মাত্র কর্মচারী এবং যাহারা সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় কর্তৃত্বের দাবী করিত তাহাদের মধ্যে ১,০০০ জাট শ্রেণীকে মধ্যবর্তী রেখা হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে।

মুঘল অভিজাত শ্রেণীর সংখ্যা ও গঠনাকার লইয়া কিছু পরিমাণে আলোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ব্যাখ্যাগুলি সুষ্ঠু ও নির্ভুল হয় নাই। বিশেষভাবে, বিভিন্ন সময়ে অভিজাতগণের সংখ্যা ও বৃদ্ধির হার, তাহাদের ঐক্য ও আয়ের প্রভাব এই প্রশ্নগুলিরই ব্যাখ্যার প্রয়োজন। ভিতরকার সংবদ্ধতার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে হইলে, যে বিভিন্ন জাতি ও দল লইয়া মুঘল অভিজাত শ্রেণী গঠিত, বিশেষ করিয়া বিদেশী ও তাহাদের বংশধর এবং হিন্দু ও মুসলিম—এই দুটি প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের অনুগামী দল—ইহাদের অবস্থান ও বিন্যাস সম্পর্কে বিষয়গুলি অনুধাবন করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ শেষোক্ত দুটি প্রসঙ্গের আলোচনায় বর্তমান মনোভাব অথবা খণ্ডিত দৃষ্টির প্রযোগ করিলে মোটেই সুবিবেচনার কাজ হইবে না।

সুতরাং সমকালীন ব্যক্তিদের উক্তি ও ঘটনা এবং ঔরঙ্গজেবের আমলে ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব সকল মনসবদার সম্পর্কে বিভিন্ন আকর-গ্রন্থ হইতে জীবনীমূলক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হইতেছে। ঘটনাগুলি আপাত দৃষ্টিতে ছাত্রদের নিকট নীরস বোধ হইলেও পরিসংখ্যান রূপে উপস্থাপিত হইলে বহু আকর্ষণীয় তথ্যের অবতারণা করে। আবার ইহাও স্মর্তব্য যে এইরূপ সূচকেরও ভ্রান্তি আছে। সুতরাং তুলনামূলক বিচারের জন্য তথ্যগুলি শুধু ব্যাপক হইলে চলিবে না, প্রামাণিকও হওয়া আবশ্যক। স্পষ্টতঃই, এই প্রকারের আলোচনায় ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে সংখ্যাভিত্তিক প্রমাণ কখনই অভ্রান্ত হইতে পারে না, তথাপি সাধারণ ধারণার উপর ইহার আকর্ষণী শক্তি ও ভবিষ্যৎ অনুসন্ধিৎসা প্রসারণের ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

মুঘল অভিজাত সম্প্রদায়ের ভিত্তি ছিল মনসবদারী প্রথা। আধুনিক গবেষণার দ্বারা মনসবদারী ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেক উর্ধ্বতন কর্মচারী এক জোড়া করিয়া সংখ্যা প্রাপ্ত হইত—জাট ও সওয়ার ইহা ছিল পদ মর্যাদার দ্যোতক। আরও জানা গিয়াছে (বিশেষ ভাবে মোরল্যাণ্ড ও আবদুল আজিজ কর্তৃক) যে, জাট পদ স্বীকৃত বেতনক্রমের মাধ্যমে অভিজাতগণের ব্যক্তিগত আয় ও মর্যাদার এবং সওয়ার পদ তাহার অধীনস্থ সৈন্য সংখ্যা ও ইহার প্রতিপালন ব্যয়ের প্রতিভূ। ইহা ভিন্ন বহু তথ্য অজ্ঞাত রহিয়াছে। এই অস্পষ্টতা যতদূর সম্ভব দূর করিতে ঔরঙ্গজেবের আমলে মনসবদারী ব্যবস্থা কি ভাবে পরিচালিত হইত তাহা আলোচনা করাও পুস্তক-

খানির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই আলোচনা পাঠকের মনে যাহাতে অহেতুক বিরক্তি ও জটিলতা উৎপাদন না করে সে দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। কিন্তু অমাত্য-গণের আয় ও বাধ্যতার প্রশ্ন মুখ্য আলোচ্য বিষয় হওয়ায় ইহাকে পরিহার করা যায় নাই।

মুঘল অভিজাতগণ নগদ অর্থে অথবা জাগীর হিসাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন অঞ্চলের রাজস্ব হইতে তাহাদের অর্থ গ্রহণ করিত; জাগীরদারগণের বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টের জন্য আমরা মোরল্যাণ্ডের নিকট ঋণী। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে জাগীরদারগণ অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ বাধার সম্মুখীন হইত তাহা আলোচনার দাবী করে এবং সম্রাট ও জাগীরদারদের ক্ষমতা সংযত করিতে কি পন্থা অবলম্বন করিতেন এবং কতখানি সফল হইতেন তাহাও আলোচনার বস্তু। পূর্ববর্তীগণের ন্যায় ঔরঙ্গজেবের আমলেও এই ব্যবস্থার প্রতিটি বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল কি না, তাহাতে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল কিনা অথবা ইহাতে নূতন কোন বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছিল কি না, তাহাও আমাদের লক্ষ্য। বার্ণিয়ে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, জাগীর হস্তান্তরের বিষয়টি কৃষকগণের চরম দুর্দশা এবং ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল; ইহা আধুনিক লেখকগণ কর্তৃকও সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে ইহার দাবী কতখানি তাহা বিচার করা অবশ্যই দরকার।

ভূমি-প্রধান অথবা ভূমি হইতে উৎপাদিত শস্যের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল; সুতরাং মুঘল অভিজাতবর্গ এবং জমিদার শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ ছিল তাহা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। মুঘল শাসক শ্রেণীর মধ্য হইতে জমিদার শ্রেণীর উৎপত্তি শেষোক্তগণের প্রতি প্রথমোক্ত শ্রেণীর ধারণা প্রভৃতি প্রশ্নগুলি যথেষ্ট চিন্তাকর্ষক এবং বিশদ ব্যাখ্যার দাবী রাখে। কারণ ঔরঙ্গজেবের আমলে জমিদারগণের নেতৃত্বে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যখন বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তখন এই প্রশ্নগুলির উত্তর গুরুত্ব লাভ করে।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময়ে সম্রাট বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার জন্য যে সকল নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন সেগুলি অভিজাতগণকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল; ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর অমাত্যবর্গের উপর সম্রাটের মনোভাবের প্রশ্নটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রাজ-পুতগণের প্রতি ঔরঙ্গজেবের নীতি যাহা তাঁহার ধর্মনীতির সহিত যুক্ত হইয়াছে

তাহা যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং সঙ্গত ভাবেই করিয়াছে। এই পুস্তকখানিতে উক্ত নীতির উন্নতি, ইহার বিভিন্ন অবস্থার বিশ্লেষণ এবং যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করা হইয়াছে।

ঔরঙ্গজেবের অধীনে দাক্ষিণাত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহার প্রতি যে নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল সে সম্পর্কে অমাত্যগণের ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাজত্বের শেষ পঁচিশ বৎসরে সম্রাট ব্যক্তিগত ভাবে যখন সমগ্র দাক্ষিণাত্য সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে চলিয়াছিলেন তখন অমাত্যবর্গের সম্মুখে নূতন নূতন সুবিধা ও অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে ঔরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই অমাত্যবর্গের মধ্যে কেমন করিয়া ভাঙ্গন ধরিয়াছিল।

শেষতঃ অমাত্যগণের জীবন ধারণ, শাসন ব্যবস্থায় ভূমিকা এবং অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। অবশ্য এখানে ব্যক্তিগত উদাহরণগুলিকে সাধারণ ভাবে মানিয়া লওয়ার ঝুঁকি লওয়া হইয়াছে এবং সমসাময়িক তথ্যগুলিকে যথা সম্ভব বিচার বিবেচনা করিয়া এবং কোন অমাত্য বিশেষের উপর আরোপিত প্রমাণ বাতিল না করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে শুধু এই কারণেই যে, এগুলি আমাদের দৃষ্টিতে নৈতিকতাবর্জিত ও পাপাশ্রয়ী বলিয়া বোধ হয়। দুইটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তর দানের চেষ্টা করা হইয়াছে : মুঘল অভিজাতবর্গকে সুশাসনের স্তম্ভ বলিয়া কি ভাবে মূল্যায়ন করিব ? এবং মুঘল অমাত্যগণ তাহাদের ব্যয়ভার, বিনিয়োগ অথবা আচরণের দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নতি অবনতিতে কতখানি অংশ গ্রহণ করিয়াছিল ?

সৌভাগ্যবশতঃ আলোচ্য বিষয়ের মৌলিক উপাদানের পরিমাণ যথেষ্ট। একথা সত্য যে, আকবর এবং শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল সম্পর্কে সরকারী পারসিক তথ্যগুলি আমাদিগকে যতখানি সাহায্য করে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর ভিন্ন অন্য সময় সম্পর্কে আমরা ততখানি তথ্য পাই না। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকাল সম্পর্কে শাসন সংক্রান্ত হস্তলিপি, সরকারী প্রমাণ পত্র, আখবরাৎ (খবর সম্বলিত দরবারের পত্রাদি), অন্যান্য দলিল পত্র, চিঠিপত্র প্রভৃতি তথ্যগুলির পরিমাণ যথেষ্ট। বেসরকারী তথ্য এবং জীবনীমূলক অভিধানগুলিও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এ পর্যন্ত অল্প সংখ্যক পারসিক উৎস প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু অধিকাংশই পাণ্ডুলিপির আকারে রহিয়াছে। আচার্য যদুনাথ

সরকার তাঁহার হিস্টরি অভ ঔরঙ্গজেব—মেইনলি বেস্‌ড্ অন্ পার্‌শন্ সোর্সেস—নামক সৌধপ্রতিম গ্রন্থখানিতে দেখাইয়াছিলেন এই উৎসগুলিতে কি পরিমাণ সম্পদ রহিয়াছে। তাঁহার সময় হইতেই প্রয়োজনীয় তথ্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন গ্রন্থাদিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রমাণগুলির উপর নির্ভর করিয়াই আলোচ্য সময়ের প্রায় সর্ব স্তরের রাজনৈতিক তথ্যগুলি পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

পারসিক তথ্যগুলি আবার ইউরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ব্যবসায় ভিত্তিক পত্রাদি এবং ইংরাজ ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত চিঠি পত্রের দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে এবং ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণগুলির ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে। বিপুল সংখ্যক বাণিজ্য সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত দলিল প্রকাশিত হইয়াছে, যদিও এগুলি হইতে আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজন মিটিয়াছে অল্পই। ইউরোপীয় প্রমাণগুলিকে গুরুত্বহীন প্রমাণ করিবার একটি গতি সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। অবশ্য একথা সত্য যে, বিদেশীদের ভ্রমণ কাহিনীগুলি গ্রহণ করিবার সময়ে চিন্তা করিতে হইবে তাহারা প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে কতখানি অবহিত ছিল এবং প্রচলিত বিশ্বাসের উপর কতখানি নির্ভর করিয়াছিল। চিন্তা করিতে হইবে কোন ঘটনা দোষ যুক্ত, কোন ঘটনা দোষ মুক্ত। তবুও তাহাদের এ ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতীয় লেখকগণ যাহাকে সুপরিচিত অথবা নগণ্য বা অযৌক্তিক বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন ইউরোপীয়গণ সেই ক্ষেত্রেই আলোকপাত করিয়াছেন। যদি পারসিক এবং ইউরোপীয় মৌলিক উপাদানগুলি তুলনা, যাচাই ও যুক্ত করিয়া আহরণ করা যায় তবে নিশ্চিত ভাবেই সত্যের নিকটস্থ হওয়া যাইবে।

শব্দ সংক্ষেপ

সংক্ষিপ্ত রূপগুলি সাধারণতঃ তালিকা ও পরিশিষ্টে ব্যবহৃত হইয়াছে

আল.	আলমগীর নামা—মহম্মদ কাজিম।
মা. আ.	মাআসীর-ই আলমগীরী।
আ. মা. তৈ.	আরকান্-ই মাআসীর-ই তৈমুরীয়া।
তা. ম.	তারিখ-ই মহম্মদী।
তা. ও.	তাজকারাৎ-উল্ ওমরা।
আখ.	আখবরাৎ-ই দরবার-ই মোল্লা।
বা. সা.	বাসাতিন্-উস্ সালাতিন্।
সি. ডি. ঔ. রে.	সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ ঔরঙ্গজেব্স্ রেইন্।
ফরহাৎ.	ফরহাৎ-অল্ নাজিরিন্।
আদাব.	আদাব-ই আলমগীরী।
রুক.	রুকাৎ-ই আলমগীর।
জ. আ.	জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী।
হাশিম খান.	আলমগীর নামা।
কামওয়ার.	তাজকারাৎ-উস্ সালাতিন্-ই চাঘ্তা।
ঈশর দাস.	ফুতুহাৎ-ই আলমগীরী।
মামুরী.	"তারিখ-ই ঔরঙ্গজেব"।
মা. ও.	মাআসীর-উল্ ওমরা।
ফো.	ফোলিও।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

অভিজাত সম্প্রদায় : সংখ্যা ও গঠন

মনসবদারগণের সংখ্যা

মুঘল সাম্রাজ্যে মনসবদারগণই শাসকশ্রেণীভুক্ত ছিল। আমলা শ্রেণী এবং সাময়িক পদস্থ ব্যক্তি মিলিয়া প্রায় সমগ্র অভিজাতবর্গ মনসব অধিকার করিত। ফলে, মনসবদারদের সংখ্যা এবং বিভিন্ন সময়ে তাহাদের গঠন শুধু যে রাষ্ট্রনীতি ও শাসনকার্যের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা নয়, সাম্রাজ্যের অর্থনীতিকেও তাহা প্রভাবিত করে। সুতরাং ঔরঙ্গজেবের অধীনস্থ অভিজাতবর্গের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করিতে হইলে ইহার অধিকার ও গঠন সম্পর্কে বিচার করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে, ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব মনসব পদাধিকারীদের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কারণ ইহাদিগকেই আমীর (অভিজাত) বলা চলিত।

মনসবদারগণের সমগ্র সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ কেবল দুইটি সমসাময়িক উক্তি হইতে জানা যায়। প্রথম উক্তি করেন আবদুল হামিদ লাহোরী; তাঁহার মতে, শাহ্জাহানের রাজত্বের বিংশতম বৎসরে সবসুদ্ধ ৮,০০০ মনসবদার এবং ৭,০০০ আহদি ও অশ্বারোহী গোলন্দাজ সৈন্য (অর্থাৎ সম্রাটের প্রত্যক্ষ বেতনভোগী[১]) ছিল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে, সম্ভবতঃ ১৬৯০ খ্রীঃ অব্দের কিছু আগে, মনসবদার, আহদি (দু-আস্‌পা সিহ্-আস্‌পা) বন্দুকধারী ও অনুচরবর্গের মোট সংখ্যা ছিল ১৪,৪৪৯।[২] উপরি উক্ত সংখ্যা লাহোরীর উক্তির সহিত মিলিয়া যায়, কিন্তু মনসবদারদের সঠিক সংখ্যার পৃথক বিবরণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, সম্রাটের অনুচরদের পৃথক হিসাবের দ্বারা এই পার্থক্য জানা যায়। সম্রাটের নগদ বেতনভোগীগণ মনসবদারান্-ই নক্‌দি নামে অভিহিত হইত; ইহাদের

১ বাদশাহ্ নামা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৫।

২ জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ফো. ১৫ এ।

সংখ্যা ছিল ৭,৪৫৭ এবং জাগীরদারদের সংখ্যা ছিল ৬,৯৯২।[১] ইহা একরূপ নিশ্চিত যে, যেহেতু আহদি প্রভৃতি নগদ অর্থ গ্রহণ করিত এবং বেতন তালিকা-ভুক্ত মনসবদারদের সংখ্যা ছিল স্বল্প, সেহেতু এই সংখ্যাগুলি হইতেই অনুমান করা যায় যে প্রকৃত মনসবদারদের (আহদি ভিন্ন) সংখ্যা ছিল ৮,০০০-এর অনধিক। এই ধারণা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে শাহ্জাহানের রাজত্বের বিংশতিতম বৎসর ও জওয়াবিতের সংখ্যা যে বৎসর সংক্রান্ত ইহাদের মধ্যে সংখ্যার কোন বৃদ্ধি ঘটে নাই। কিন্তু যেহেতু ঐ শোষোক্ত বৎসর পরিষ্কারভাবে বলা নাই, সেজন্য এই তুলনার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা আমাদের উচিত হইবে না। খুব সম্ভব যে এই পরিসংখ্যানগুলি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের গোড়ার দিক হইতে পাওয়া গিয়াছে।

এই তুলনার অনিশ্চয়তার জন্য আমাদের অন্যান্য প্রমাণ খুঁজিতে হইবে। আইন-ই আকবরীতে উল্লিখিত ২০০ ও তদূর্ধ্ব সংখ্যক জাট এবং আবদুল হামিদ ও ওয়ারিস কৃত বাদশাহ্ নামায় উল্লিখিত ৫০০ ও তদূর্ধ্বসংখ্যক জাটগণের তালিকা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।[২] 'আইন' গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকায় আকবরের রাজত্বের সকল জাটের উল্লেখ আছে। তাঁহার রাজত্বের ৪০তম বৎসরে যখন 'আইন' প্রণীত হয়, তখন পর্যন্ত যাহারা ২০০ এবং তদূর্ধ্ব মনসব অধিকার করিয়াছিল তাহাদের উল্লেখ আছে। আবদুল হামিদ শাহ্জাহানের রাজত্বের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধের জন্য দুইটি পৃথক তালিকা দিয়াছেন। অপরদিকে, ওয়ারিস তৃতীয় ভাগের তালিকা দিয়াছেন। এই তিনটি তালিকায় মনসবদারগণ যে সব বৎসরে যে শ্রেণীর মর্যাদা ভোগ করিত, সেই অনুসারে নামগুলি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে; কিন্তু ইতিপূর্বেই যাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে কিংবা যাহারা পদচ্যুত হইয়াছে, তাহারা সর্বশেষ যে যে পদে অধিষ্ঠিত ছিল সেইভাবে তাহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শেষতঃ, মহম্মদ সালেহ্, শাহ্জাহানের রাজত্বকালে যে সকল মনসবদার সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছিল, তাহাদের নাম (সর্বোচ্চস্তর

১ জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, কো. ১৫ এ; মুমালিক-ই মাহ্রুসা-ই আলমগীরী, কো. ১৩৭ বি; এস. আর. শর্মা মন্তব্য করিয়াছেন যে জওয়াবিৎ-ই আলমগীরীতে প্রদত্ত সংখ্যা (১৪,৪৪৯) কেবলমাত্র মনসবদারগণকেই বুঝায়—ইহা সত্য নয়।—রিলিজাস্ পলিসি অভ্ মুঘল এম্পারারস্, পৃ. ১৩২।

২ আইন-ই আকবরী, ১ম খণ্ড, ১৬০-৬৫; বাদশাহ্ নামা, ১ম পৃ. ২৯২-৩২৮ ২য়, ৭১৭-৫২।

হইতে,) ক্রমানুসারে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তাহার তালিকা আবদুল হামিদ ও ওয়ারিস কৃত তালিকার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তিনিও শাহজাহানের রাজত্বের শেষ তিন (চান্দ্র) বৎসরে যে সকল নূতন নিয়োগ ও পদোন্নতি হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই।[১] দুর্ভাগ্যবশতঃ, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের এরূপ কোন সরকারী তালিকা পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদান ও বিভিন্ন মনসবদারের কাহিনী ও পদমর্যাদার ভিত্তিতেই এই অভাব পূরণ করিতে হইবে। বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক তথ্য সংগৃহীত ১৬৫৮-৭৮ এবং ১৬৭৯-১৭০৭ সম্পর্কিত দুইখানি তালিকা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে সকল মনসবদার তাহাদের কর্মজীবনে ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট অধিকার করিয়াছিল তাহাদের নাম উভয় তালিকায় ক্রম অনুসারে প্রদত্ত হইয়াছে। ফলে কতকগুলি নাম উভয় তালিকাতেই পাওয়া যাইবে। তালিকাগুলি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিতে শুধু যে ঐতিহাসিক তথ্য জীবনীসম্বলিত অভিধানগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাই নয়, আখবরাৎ, অন্যান্য পত্র ও তথ্যগুলিও ব্যবহৃত হইয়াছে। ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাটের উচ্চতম মর্যাদাভোগী অভিজাতদের তালিকাগুলি প্রায় সম্পূর্ণ। নিম্নতর দুইটি শ্রেণী অর্থাৎ ১,০০০—২,৭০০ পদাধিকারী মনসবদারদের তথ্যসম্বলিত ১৬৫৮-৭৮ খ্রীঃ অব্দের তালিকাটি ১৬৭৯-১৭০৭ খ্রীঃ অব্দের তালিকা অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সম্রাটের রাজত্বের প্রথম দশ বৎসরে ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট-এর মর্যাদাসম্পন্ন যে সকল মনসবদারের উন্নতি হইয়াছিল তাহার বর্ণনা মহম্মদ কাজিম-এর আলমগীর নামা হইতে জানা যায়। ইহার পরবর্তী কালের আর কোন তুলনামূলক বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, নিম্নমর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণীগুলিকে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন নাই। এইভাবে, যদিও ১৬৭৯-১৭০৭ খ্রীঃ অব্দের তালিকাটি ৩,০০০ (জাট)—৪,৫০০ সম্পর্কিত মনসবদারগণের সংখ্যার জন্য বিশেষ সংযোজন দাবী করে না, তবুও ১০০০ (জাট)—২,৭০০ সম্পর্কিত মনসবদারগণের সংখ্যা সম্ভবতঃ প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা যথেষ্ট কম ছিল।

আবদুল হামিদ ও ওয়ারিস প্রদত্ত তালিকাগুলি স্বল্পকালীন বলিয়া ইহাদের সহিত এই তালিকাগুলির বিশেষ সাদৃশ্য নাই, বরং এগুলির সহিত 'আইন' ও সালেহ্ প্রদত্ত তালিকাগুলির মিল রহিয়াছে। 'আইন' ও সালেহ্ প্রদত্ত তালিকা

১ অমল-ই সালেহ্, ৩য়, পৃ. ৪৪৮-৮৯।

এবং আমাকর্তৃক প্রস্তুত মনসবদারগণের তালিকা দুইটির একটি তুলনামূলক দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	আইন	সালেহ্	১৬৫৮-৭৮	১৬৭৯-১৭০৭
সম্রাটের পুত্র ও প্রপৌত্র ভিন্ন মনসবদারগণ	৪০ বৎসর আকবরের রাজত্বকাল	৩০ সৌর বৎসর শাহ্জাহানের রাজত্বকাল	(২১ বৎসর)	(২৯ বৎসর)
৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব	২৯	৪৯	৫১	৭৯
৩,০০০—৪,৫০০	৩০	৮৮	৯০	১৩৩
১,০০০—২,৭০০	৭৪	৩০০	৩৪৫	৩৬৩
মোট	১৩৩	৪৩৭	৪৮৬	৫৭৫

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আকবরের রাজত্বের ৪০তম এবং শাহ্জাহানের রাজত্বের ৩০তম বৎসরের মধ্যে প্রতিটি শ্রেণীর প্রভূত বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল।[১] যাহা হউক, সালেহ্ প্রদত্ত তালিকা এবং ঔরঙ্গজেবের মনসবদারগণের তালিকার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম ২০ (সৌর) বৎসরে ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট-এর মনসবদারগণের সংখ্যা ছিল ৫১, অপরদিকে, শাহ্জাহানের ৩০তম বৎসরের সমগ্র রাজত্বকালে এই প্রকার মনসবদারের সংখ্যা ছিল ৪৯। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম ২০ বৎসরে অপর দুই শ্রেণীর মনসবদারদের সংখ্যা অর্থাৎ ৩,০০০-৪,৫০০ এবং ১,০০০-২,৭০০ তুলনামূলক ভাবে বৃহত্তর, যদিও কোন ক্ষেত্রেই এই পার্থক্য প্রকৃত নয়।[২] ঔরঙ্গজেব তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় ও তাহার অব্যবহিত পরেই যে

১ এই বৃদ্ধি সমভাবেই উল্লেখযোগ্য হইত যদি একটি তালিকা অপরটি অপেক্ষা আরও নির্ভুত হইত এবং আকবরের রাজত্বের ৪০তম বৎসরে ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জীবিত মনসবদারগণের ('আইন' প্রদত্ত তালিকা অনুসারে) সংখ্যা এবং শাহ্জাহানের রাজত্বের ১০ম বৎসরে জীবিত মনসবদারগণের সংখ্যার (লাহোরী অনুসারে) তুলনা থাকিত। পূর্বোক্ত বৎসরে এরূপ মনসবদারের সংখ্যা ছিল ৩৪ এবং শেষোক্ত বৎসরে ১৯১—প্রায় ৫·৫ গুণ বৃদ্ধি।

২ পুস্তকের শেষভাগে ঔরঙ্গজেবের মনসবদারগণের তালিকা দ্রষ্টব্য।

সকল নূতন নিয়োগ ও পদোন্নতি করিয়াছিলেন এই বৃদ্ধির মূল কারণ সম্ভবতঃ তাহাই। কিন্তু শাহ্‌জাহানের ক্ষমতা লাভের সময় মনসবদারগণের অবস্থা অনেক ভাল ছিল, একারণেই তিনি এই শ্রেণীতে পদের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি করেন নাই। নিম্নের তালিকা হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

অতিরিক্ত স্বীকৃত পদসমূহ

(সংখ্যাগুলি জাট্ ও সওয়ার শ্রেণীর পরিশুদ্ধ সামগ্রিক বৃদ্ধির দ্যোতক)

	শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল ১ম দুই বৎসর	ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল ১ম দুই বৎসর
জাট্	৪৩,৫০০	৮৯,০০০
সওয়ার	৪৪,৪২০	৫৪,০০০

(দু-আস্পা সিহ্ আস্পা দ্বিগুণ হিসাবে বিবেচিত)

যাহা হউক, মনে হয় যে, ঔরঙ্গজেব পরবর্তী ৮ বৎসরে পদোন্নতি মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আলমগীর নামা অনুযায়ী নিম্ন প্রদত্ত তালিকা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।

মঞ্জুরীকৃত মোট পরিশুদ্ধ পদ

রাজত্ব	১-২	৩	৪	৫	৬
জাট্	৮৯,০০০	১৭,৭০০	—১০,৯০০	৫,০০০	৭,২০০
সওয়ার	৫৪,০০০	১৬,৪৫০	৭,৫৫০	৫,২৩০	৮,৭০০

রাজত্ব	৭	৮	৯	১০
জাট্	১,১০০	—১০,৫০০	—২০,৫০০	১০,০০০
সওয়ার	১,৭৫৫০	২.৪০০	১,৪০০	৫,৭৭০

১ শাহ্‌জাহানের রাজত্বের প্রথম দুই বৎসরের সংখ্যাগুলি কাজ্‌ভিনী ও লাহোরী উল্লিখিত পদোন্নতি ও নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যের উপর এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দুই বৎসরের সংখ্যাগুলি কাজীম প্রণীত আলমগীর নামার উপর নির্ভরশীল।

তালিকাটি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পদোন্নতির উপর প্রতি বৎসর নিষেধাজ্ঞা জারীর ফলেই সমগ্র রাজত্বকালের মধ্যে শাহ্‌জাহানের রাজত্বের মনসবদারগণের সংখ্যায় অধিক সংখ্যক মনসবদারের উল্লেখ নাই। অপরদিকে, জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী প্রদত্ত মনসবদার ও আহদি সংক্রান্ত সূচক সংখ্যাগুলি সম্ভবতঃ ১৬৫৮-৭৮ খ্রীঃ অব্দের শেষ কোন এক বৎসরের উল্লেখ করে।

পরবর্তী বৎসরগুলিতে (১৬৭৯-১৭০৭) মনসবদারের সামগ্রিক সংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই সময়-সীমা পূর্ববর্তী বৎসর পর্যায় অপেক্ষা আট বৎসর দীর্ঘতর বলিয়াই মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল এরূপ মনে করা ঠিক হইবে না। শাহ্‌জাহানের ৩৩ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী মনসবদারদের সংখ্যা ছিল ৪৯, অথচ রাজত্বের প্রথম ২০ বৎসরে তুলনামূলকভাবে এই সংখ্যা ছিল ৪৭। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম ২১ বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ৫১ এবং শেষ ২৯ বৎসরে ৭৯—এই পার্থক্যই প্রকট, বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৫৬। ৩,০০০—৪,৫০০ শ্রেণীর মনসবদারদের সংখ্যার মধ্যেও শতকরা ৪৮ ভাগ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, যেহেতু বৃদ্ধির পরিমাণ ৯০ হইতে ১৩৩। তৃতীয় অর্থাৎ ১,০০০—২,৭০০ শ্রেণীর মনসবদারদের মধ্যেও ৩৪৫ হইতে ৩৬৩ এই অল্প পরিমাণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ইহার প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ঐতিহাসিকগণ এই শ্রেণীর প্রত্যেক মনসবদারের নাম উল্লেখ করেন নাই।

উপরি উক্ত তথ্য হইতে এই ধারণাই হয় যে, ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বের শেষ দিকে যখন দাক্ষিণাত্য বিজয় ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন তখনই উচ্চ পদাধিকারী মনসবদারগণের প্রকৃত সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, কারণ এই সময়ই প্রচুর দক্ষিণী ও মারাঠা অভিজাত নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিল, অবশ্য কখনও কখনও উত্তম কার্যের প্রতিদান হিসাবে প্রদত্ত হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি দলত্যাগের পুরস্কার। এদিকে মনসবদারদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে

আবদুল হামিদের তালিকা দুইটি যোগ করিয়া ইহা পাওয়া যায়, উভয় তালিকাভুক্ত সাধারণ নামের সংখ্যাগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

তাহাদিগকে মঞ্জুর করিবার মত আর কোন জাগীর ছিল না বলিয়া অভিযোগ আসিতেছিল।[১] সমস্যাটি জটিল আকার ধারণ করায় সম্রাট ও তাঁহার অমাত্যবর্গ নূতন নিয়ম বদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন[২] বটে, কিন্তু পরিস্থিতির প্রভাবে তাঁহাদের নীতি কার্যকর হয় নাই।

অভিজাতবর্গের গঠন

মুঘল অভিজাত সম্প্রদায় ছিল নীতিগত ভাবে সম্রাটের সৃষ্টি। একমাত্র তিনিই তাঁহার প্রজাদের মধ্যে মনসব দান ও বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। আবার কাহাকেও পদচ্যুত বা পদে পুনর্বহাল করিতেও পারিতেন, তবে এরূপ মনে করা ভুল হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলি যোগ্যতার ভিত্তিতে সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়া মনসব অধিকার করিত। মনসবদারগণ শুধু রাজকর্মচারী হিসাবেই নয়, সাম্রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় হিসাবেও গণ্য হইত। সুতরাং সাধারণ প্রজাবর্গের কাহারও পক্ষে সে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই শ্রেণীতে প্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না।

খানাজাদ্

অভিজাতগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহাদের বংশগত গুণাবলী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিত। এই ক্ষেত্রে খানাজাদ্ বা মনসবদারগণের[৩] পুত্র বা বংশধরদের দাবী ছিল সর্বাধিক। একটি দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে ১৬৫৮-৭৮ খ্রীঃ অব্দে ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী মোট ৪৮৬ জন মনসবদারের মধ্যে ২১৩ জনই ছিল অন্যান্য মনসবদারদের পুত্র বা আত্মীয় (বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ ছাড়া)। ১৬৭৯-১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে ৫৭৫ জনের মধ্যে এই প্রকার মনসবদারের সংখ্যা ছিল ২৭২। নিম্নের তালিকায় বিস্তারিত বিবরণ দৃষ্ট হইবে।

১ খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩১৬-১৭, মাসুরী, ফো. ১৫৬ বি-১৫৭ এ, দস্তুর অল্ আমল-ই আগাহি, ফো. ৩৬; রুকইয়-ই করিম, ফো. ২৮ বি।

২ খাফি খান, ২য়, পৃ. ৪১১-১২।

৩ খানাজাদ-এর সংজ্ঞার জন্য দ্রষ্টব্য বাহর্-ই আজম, এ. ভি.। যদিও খানাজাদ্ কথাটির অর্থ "দাস-সন্তান" অথবা দাস-কর্মচারী, ইহার দ্বারা সেই সকল মনসবদারকেও বুঝাইত যাহারা অন্যান্য মনসবদারের আত্মীয় বা বংশধর ছিল।

(ক) ১৬৫৮-৭৮

মনসবদার	মোট	খানাজাদ্	শতকরা হার
৫,০০০ জাট্ ও তদূর্ধ্ব	৫১	২২	৪৯
৩,০০০—৪,৫০০	৯০	৬১	৬৮
১,০০০—২,৭০০	৩৪৫	১২৭	৩৭
	৪৮৬	২১৩	৪৪

(খ) ১৬৭৯-১৭০৭

মনসবদার	মোট	খানাজাদ্	শতকরা হার
৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব	৭৯	২৪	৩০
৩,০০০—৪,৫০০	১৩৩	৭০	৫৩
১,০০০—২,৭০০	৩৬৩[১]	১৭৮	৪৯
	৫৭৫	২৭২	৪৭

উপরি উক্ত পরিসংখ্যান হইতে ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, দুইটি বর্ষ সীমায় খানাজাদ্গণের সংখ্যা অভিজাতগণের সংখ্যার অধিক অপেক্ষা কিছু কম ছিল, কিন্তু ১৬৭৯-১৭০৭ বর্ষ পর্যায়ে তাহাদের সংখ্যা সম্ভবতঃ অপ্রকৃত এবং লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, সর্বোচ্চ (৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব) শ্রেণীতে যেখানে মনসবদার-দের সামগ্রিক সংখ্যার বিবরণ অধিকতর পূর্ণ, সেখানে তাহাদের অনুপাত ৫১ হইতে ২৫ ও ৭৯ হইতে ২৪-এ নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু নিম্নতর পদগুলিতে এই অনুপাতের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাইলেও পদগুলির বিবরণ তত সার্থক নয়। কারণ স্বক্ষমতাসম্পন্ন যে সকল মনসবদার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করে নাই তাহাদের অপেক্ষা যে সকল মনসবদার বিশিষ্ট অমাত্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিল তাহাদের প্রতিই ঐতিহাসিকগণ অধিক আগ্রহী ছিলেন। বস্তুতঃ, একজন সমসাময়িক লেখক দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সময়ে প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যের অভিজাতগণের[২] নিয়োগের ফলেই খানাজাদ্গণের দাবী উপেক্ষিত হইতেছিল।

জমিদার

অতএব মোটামুটিভাবে বলা যায় যে যদিও অভিজাতগণের এক বিরাট অংশ বংশানুক্রমিক গুণের উপর ভিত্তি করিয়াই নিযুক্ত হইত, তবুও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ

১ এই অধ্যায়ের শেষে ৩ (ক) ও ৩ (খ) তালিকা দুইটি দ্রষ্টব্য।
২ মাসুরা. ফো. ১০২বি ১০৭এ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩৯২-৯৭।

একটি অংশ ছিল যাহাদের বংশের কেহ পূর্বে মনসব ভোগ করে নাই। এরূপ ব্যক্তিরা ছিল বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি ছিল যাহারা পূর্বে কিছু ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। সাম্রাজ্যের মধ্যে জমিদারগণ ছিল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সাম্রাজ্যের উর্ধ্বতন কর্মচারীরূপে জমিদারগণের নিয়োগ মুঘল শাসকবর্গের[১] নূতন আবিষ্কার নয়, তবে ইহা সত্য যে, বেশ কিছু জমিদার ও তাহাদের আত্মীয়বর্গকে মনসব প্রদান করিয়া আকবরই এই ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাহাদের জন্মস্থানগুলিকে ওয়াতন-জাগীর হিসাবে গণ্য করিয়া তাহাদের অধীনেই রাখা হইত, কিন্তু সরকারী কর্মচারীরূপে সাম্রাজ্যের[২] সর্বত্র তাহাদিগকে সাধারণ জাগীর দান করা হইত। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমার্ধে (১৬৫৮-৭৮) ৭৮৬ জন উর্ধ্বতন কর্মচারীর মধ্যে কমপক্ষে ৬৮ জন এবং ১৬৭৯-১৭০৭ বর্ষ সীমায় ৫৭৫ জন মনসবদারের মধ্যে ৮১ জন ছিল জমিদার। রাজত্বের শুরুতে ২৯ জন ও শেষের দিকে সমসংখ্যক জমিদার নূতন ভাবে নিযুক্ত হইয়াছিল; ইহাদের পূর্বপুরুষগণ মনসব অধিকার করে নাই। নিম্নের তালিকা[৩] হইতে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে :

(ক) ১৬৫৮-৭৮

	মোট মনসবদার	মোট জমিদার	যাহাদের পিতা বা আত্মীয় মনসবদার ছিল এরূপ জমিদার	অন্যান্য জমিদার
৫,০০০ জাট্ ও তদূর্ধ্ব	৫১	৭	৫	২
৩,০০০—৪,৫০০	৯০	১১	১০	১
১,০০০—২,৭০০	৩৪৫	৫০	২৪	২৬
	৪৮৬	৬৮	৩৯	২৯

১ মৌলানা জিয়াউদ্দিন বরনীর তারিখ-ই ফিরোজ শাহীতে বলবনের অধীনস্থ "রায"-এর উল্লেখ দ্রষ্টব্য। সম্পাদনা, অধ্যাপক এস. এ. রসিদ, আলিগড়, ১ম, পৃ. ৬২, ১০২, ১১৫, ১৬৩

২ ২য় ও ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩ পুস্তকের শেষে পরিশিষ্ট অনুযায়ী।

(খ) ১৬৭৯-১৭০৭				
৫,০০০ জাট্ ও তদূর্ধ্ব	৭৯	১৫	৬	৯
৩,০০০—৪,৫০০	১৩৩	২০	১৩	৭
১,০০০—২,৭০০	৩৬৩	৪৬	৩৩	১৩
	৫৭৫	৮১	৫২	২৯

অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত অমাত্যগণ

জমিদার ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত অভিজাত উর্ধ্বতন কর্মচারীগণও তাহাদের অভিজ্ঞতা, সামাজিক মর্যাদা, প্রতিপত্তি, সৈন্য সংখ্যা, স্থানীয় প্রভুত্ব ক্ষমতা প্রভৃতির গুণেও মুঘল সাম্রাজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বসোরার ওটোমান শাসক হুসেন পাশার ভারত আগমনের অব্যবহিত পরেই পদপ্রাপ্তি। ভাগ্যান্বেষণের পক্ষে ভারতবর্ষ চিরদিনই পারসিক, চাঘ্তাই, এবং উজবেক অমাত্যদের নিকট স্বর্গ রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। দাক্ষিণাত্যের ক্ষেত্রে সামরিক প্রয়োজন ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল যে, যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় ক্ষেত্রেই সেখানকার স্বাধীন রাজ্যগুলির অভিজাত ও পদস্থ কর্মচারীদের বন্ধুত্ব মুঘলগণের অধিকতর কাম্য। এজন্য অমাত্যগণ যাহাতে নিজ নিজ রাজ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মুঘল পক্ষে আসিতে বাধ্য হয় এরূপ লোভনীয় মনসব দানের নীতিও গৃহীত হইয়াছিল। মীর জুমলা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু বিজাপুরী, হায়দ্রাবাদী বা মারাঠা যাহাই হোক না কেন, দাক্ষিণী অভিজাতগণের অধিকাংশই ছিল এই শ্রেণীভুক্ত।[১]

১ এই অধ্যায়ের শেষে ৪(ক) ও ৪(খ) তালিকা দুইটি দ্রষ্টব্য। মীর্জা রাজা জয় সিংহ বিজাপুরের বিশিষ্ট অমাত্য মোল্লা আহ্‌মদ নৈথাকে প্রলুব্ধ করেন এবং তাঁহার অনুরোধে মোল্লা আহ্‌মদ ৬,০০০/৬,০০০ পদ লাভ করেন (আলমগীর নামা, ৯১৯-৯২০ ; রুক্কাৎ-ই আলমগীরী, ফো. ১০৩ বি, ১১৬ বি, ১১৭ বি, ১৩৫ বি, আখবরাৎ, ৮ম বৎ,) শত্রু পক্ষের সেনাপতি ও সামরিক কর্মচারীকে তাহাদের র...র পক্ষ ত্যাগ করাইবার যে নীতি দক্ষিণাত্যে অনুসৃত হইত তাহার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য মানুচি, ৪র্থ, পৃ. ২৩৯-৪০। এমন কি, দাক্ষিণাত্য সম্পূর্ণরূপে দখল করিবার পরও ইহার অমাত্যবর্গ মুঘল অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। আরও দ্রষ্টব্য জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ফো. ১৬৩এ, ১৬৩ বি, মআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১৮৪, ২৫৪, খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩০৪, ৩৭৩, ৩৭০, মামুরী, ১৮৭ এ, আখবরাৎ, ৭ম জিকাদা, ৪৪ বৎ.।

মুঘল অভিজাত শ্রেণীতে সামান্য অংশ আবার এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতেও নিযুক্ত হইত যাহারা উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ না করিলেও সুদক্ষ শাসক ও হিসাব-রক্ষক হিসাবে সুনাম অর্জন করিয়াছিল। কায়স্থ, ক্ষত্রী, হিসাবদার প্রভৃতি শ্রেণী-ভুক্ত ব্যক্তিরা ছিল এইরূপ। সাধারণতঃ কর্তৃপক্ষ বা কেরানী হিসাবে অর্থ বিভাগে[১] নিযুক্তির সময় তাহারা নিম্ন পদ লাভ করিত বটে, তবে যোগ্যতার বলে তাহাদের মধ্য হইতেও অল্প সংখ্যক ব্যক্তি উচ্চ পদ লাভ করিত। আকবরের আমলে রাজা টোডরমল ছিলেন এরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের গোড়ার দিকে দিওয়ান রাজা রঘুনাথ সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক জীবন আরম্ভ করিয়া ৩,০০০/৭০০ পদ লাভ করেন। তাঁহার অমাত্যবর্গের তালিকায় রাজপুত ও মারাঠা ছাড়া এই প্রকারের ব্যক্তিরা 'অন্যান্য হিন্দু' নামক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ১৬৫৮-৭৮ বর্ষ সীমায় মোট ৪৮৬ জন মনসবদারের মধ্যে ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী এই প্রকার 'অন্যান্য হিন্দু' ছিল ৭ জন, ১৬৭৯-১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে মোট ৫৭৫ জনের মধ্যে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১৩।

শেষতঃ, বিদ্যার্থী, পুরোহিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাও মনসব লাভ করিত। আকবরের রাজত্বকালে আবুল ফজল্ এবং শাহ্জহানের আমলে সাদউল্লাহ্ খান ও দানিশমন্দ খান-এর পদোন্নতি তাঁহাদের প্রজ্ঞারই পুরস্কার। ফাজিলখান ছিলেন এরূপ এক পণ্ডিত ও চিকিৎসক যিনি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের গোড়ার দিকে তাঁহার মন্ত্রীর পদ এবং ৫,০০০/২,৫০০ পদের সম্মান লাভ করেন। শাহ্জাহানের নিকট হইতে উপাধি লাভের পূর্বে তাঁহার নাম ছিল হাকিম আলা-উল-মল্ক্ তুনি। এই শ্রেণীর মধ্য হইতে স্বয়ং ঔরঙ্গজেব যাহাদের নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুনশী কাবিল খান (১,০০০/

১ ১৬৬৪ খ্রীঃ অব্দ গোপীনাথ দাক্ষিণাত্যের দেওয়ানীর পেশদস্ত্ বা প্রধান কেরানী নিযুক্ত হইয়া ১,০০০/২০ পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পূর্ববর্তী ব্যক্তিও ইহা ভোগ করে (সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্জাহান্স্ রেইন্, ৬৪)। নুসখা-ই দিলকুশা প্রণেতা ভীমসেনও জাতিতে কায়স্থ সাক্‌সেনা ছিলেন, তাঁহার পিতা ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের গোড়ার দিকে ১৫০/১০ মনসবের মর্যাদা ভোগ করিতেন (দিলকুশা, ফো. ২১ এ), রাও দলপৎ বুন্দেলার নিকট চাকরি গ্রহণের পূর্বে স্বয়ং ভীমসেনও কিছুদিনের জন্য মনসবদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৭০ এবং এনায়েৎউল্লাহ্ খান কাশ্মীরী (২,০০০/২৫০)। কয়েকজন ঈশ্বর তত্ত্ব আলোচনাকারী এবং ধর্মপ্রেমীও মনসব লাভ করিয়াছিলেন।[১]

জাতিগত ও ধর্মীয় দল

বাবর, হুমায়ুন এবং আকবরের রাজত্বের প্রথম দিকে প্রাথমিক উন্নতির স্তর অতিক্রম করিয়া মুঘল অভিজাত সম্প্রদায় কতকগুলি সুগঠিত জাতিগত শ্রেণী লইয়া গঠিত হইতে থাকে; ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল তুরানী (মধ্য এশিয়াবাসী), ইরানী (পারসিকগণ), আফঘান, শেখজাদা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল লইয়া গঠিত ভারতীয় মুসলমান), রাজপুত প্রভৃতি। সপ্তদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে মুঘল প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করিলে বিজাপুরী, হায়দ্রাবাদী এবং মারাঠাগণের সমাগম ঘটে। এই প্রসঙ্গে, শাহ্জাহানের রাজত্বের শেষ দিকের একজন লেখক চন্দ্রভান ব্রাহ্মণের মুঘল অভিজাত সম্প্রদায়ের বর্ণনাটি স্মরণযোগ্য:

"আরব, পারসিক, তুর্কী, তাজিক, কুর্দ, লার, তাতার, রুশ, আবিসিনীয়, সার্কাসীয়, প্রভৃতি জাতির এবং রাম (তুর্কী), মিশর, সিরিয়া, ইরাক, আরব, পারস্য, গিলান, মাজানদ্রান্, খোরাসান, সিস্তান, ট্রান্স্-অক্সিয়ানা, খোয়ারিজম্, কিপ্চক স্টেপ্স্ তুর্কীস্তান, ঘারীজস্তান, কুর্দিস্তান প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও দলভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যক্তিগণ মুঘল দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলভুক্ত জ্ঞানী ও কর্মদক্ষ ভারতীয়গণ যথা, বুখারী, ভাক্কারী, শুদ্ধ সৈয়দ ও মহান শেখজাদাগণ, আফঘান উপজাতির (উলুস্) লোদী, রোহিলা, খোয়াস্গী, ইউসুফজাইগণ, রানা, রাজা, রাও এবং রায়ান্ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত রাঠোর, সিসোদিয়া কাচওয়াহা, হারা, গওর, চৌহান, ঝালা, চন্দ্রাবৎ, যাদাউন্, তন্ওয়ার, বাঘেলা, বৈস, বারগুজর, পানওয়ার, ভাদুরীয়া, সোলাঙ্কি, বুন্দেলা, সেখাওয়াৎ প্রভৃতি রাজপুত উপজাতির ব্যক্তিগণ, ভারতবর্ষের ঘক্কর লাংগো, খোকর, বালুচ প্রভৃতি উপজাতির ৭,০০০ হইতে ১,০০০, ১,০০০ হইতে ১০০ এবং ১০০ হইতে নিম্ন সংখ্যক আহদি পদাধিকারী অসি ও মসীতে দক্ষ ব্যক্তিগণ, কর্নাটক, বঙ্গদেশ, আসাম, উদয়পুর, শ্রীনগর,

১ উদাহরণস্বরূপ, শেখ আবদুল কাবি, ৩,০০০/৫০০ এবং মোল্লা আইওয়াজ ওয়াজীহ্, ১,০০০/২০০ পদ লাভ করিয়াছিলেন।

কুমায়ুন বান্ধু, তিব্বত এবং কিস্তওয়ার প্রভৃতি দেশের প্রতিটি শ্রেণী ও দলভুক্ত জমিদারগণ মুঘল দরবারের সান্নিধ্যে আসিয়া কৃতার্থ হইয়াছে।"[১]

মুঘল শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতির সমাবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল হইলেও অংশতঃ ইহাতে ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত (বিশেষ ভাবে রাজপুতগণ)। সম্ভবতঃ আকবরের নীতি ছিল রাজকার্যের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন; একারণেই তিনি মাত্র একজন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অধীনে বিভিন্ন দলভুক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ করিতেন। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রতিটি দলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বজায় রাখা হইত। কোন মনসবদার তাহার দলভুক্ত কি সংখ্যক ব্যক্তিকে নিযুক্ত[২] করিবে তাহা স্থির করিত কেন্দ্রীয় সরকার।

সুতরাং শাসন কার্যে বিভিন্নতা সত্ত্বেও একতা বজায় রাখা হইলেও এই বিভিন্নতাই আবার পরিণামে বিবাদের কারণ হইত। ১৫৮১ খ্রীঃ অব্দে মীর্জা হাকিম এই আশাই পোষণ করিয়াছিলেন যে, আকবরের সৈন্যবাহিনীর ইরানী ও তুরানীগণ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবে, অপর পক্ষে, রাজপুত ও আফঘানগণ যুদ্ধে নিহত হইবে এবং অন্যান্য ভারতীয়গণ বন্দী হইবে।[৩] আকবরের 'সুলেহ্-ই কুল' নীতির আংশিক উদ্দেশ্য ছিল সুন্নী (তুরানী ও শেখ-জাদাগণের অধিকাংশ), শিয়া (বেশীর ভাগ ইরানী সমেত) এবং হিন্দু (রাজপুত) প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিদের একত্রিত করিয়া সম্রাটের প্রতি তাহাদের ধর্মীয় বিদ্বেষ রোধ করা।[৪] জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দিকে মীর্জা আজিজ কোকা এরূপ ধারণা পোষণ করিতেন যে, সম্রাট চাঘ্‌তাই (তুরানী) ও রাজপুত-গণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন কিন্তু খোরাসানী (ইরানী) ও শেখজাদাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।[৫] কিন্তু এরূপ ধারণার নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নাই।[৬]

১ গুলদস্তা, আলিগড়, সার্ সুলেমান সংগ্রহ, ৬৬৬/৪৪, ফো. ৪ বি-৫এ।

২ খলাসাৎ-উস্ সিয়াক্, ফো. ৫৪ বি।

৩ আকবর নামা, ৩য়, ৫৬৬। আবুল ফজলের মতে আকবরের প্রতি তুরানী ও ইরানী-গণের আনুগত্যের প্রশ্নে মীর্জার উপদেষ্টাদের কোন ধারণা ছিল না এবং রাজপুত ও ভারতীয়দের শক্তি সম্বন্ধেও তাহারা ছিল সমান ভাবে অনভিজ্ঞ।

৪ তুলনীয়:—দবিস্তান-ই মজাহিব, সম্পাদনা, নজর আশরফ, কলিকাতা, পৃ: ৪০১-৩২।

৫ আরজ্-দস্ত্-ই মুজঃফর, ফো. ১৯এ-১৯বি, তুলনীয়,—হকিন্স্ আর্লি ট্রাভেলস্, ১০৬ ৭।

৬ প্রমাণ স্বরূপ দ্রষ্টব্য:—রিফাকৎ আলি খানের 'জাহাঙ্গীর অ্যাণ্ড দ্য রাজপুতস্' প্রোসিডিংস্ অভ্ ইণ্ডিয়ান্ হিস্টরি কংগ্রেস, আলিগড় অধিবেশন, ১৯৬০, পৃ: ২২৩-২৪।

যাহা হউক, ইহা পরিষ্কার যে, অভিজাতগণের বিভিন্ন দলের মধ্যে কিছু পরিমাণ বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল। ঔরঙ্গজেবের অমাত্যবর্গ অন্তর্দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস এবং সম্রাটের প্রতি সাধারণ আনুগত্যের ঐক্য প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী গুণগুলি অবশ্যই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিল। তাঁহার অধীনস্থ প্রতিটি দলের মধ্যে কি ভাবে এই বীজ উপ্ত হইয়াছিল তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইবে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে। আমাদের লক্ষ্য হইবে সম্রাট অভিজাত শ্রেণীর বিভিন্ন দলের প্রতি কতখানি পরিকল্পিত সতর্ক নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন দলের শক্তি পরিবর্তন সৈন্যবাহিনী, অমাত্যবর্গের সংবদ্ধতা ও সমগ্র সাম্রাজ্যের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা।

বৈদেশিক অভিজাত সম্প্রদায়

আইন-ই আকবরীতে প্রদত্ত মনসবদারগণের তালিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া মোরল্যাণ্ড বলিয়াছেন যে সকল আমাত্যের বংশ পরিচয় জানা গিয়াছে তাহাদের শতকরা ৭০ ভাগের কম ছিল বিদেশী আর তাহারা এই প্রকার "পরিবারভুক্ত যাহারা হয় হুমায়ুনের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, না হয় আকবরের সিংহাসন লাভের পর মুঘল দরবারে পৌঁছিয়াছিল।"[১] আকবরের উত্তরাধিকারীদের সময়েও বিদেশী পরিবারভুক্ত বহু মনসবদার মুঘল দরবারে ছিল। এজন্যই ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে অমাত্যবর্গকে "উজবেক, পারসিক, আরব, তুর্কী বা ইহাদের বংশধরদের মিশ্রণ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অপর এক ক্ষেত্রে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "ওমরাগণ বিভিন্ন জাতির ভাগ্যান্বেষী বলিয়া তাহারা দরবারে পরস্পরে কবিপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে।"[২] তবে, যে সকল দেশান্তরী স্বদেশের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দুই পুরুষ পূর্বে এদেশে আসিয়াছিল তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে 'বিদেশী' মনে করা ভুল হইবে।[৩] কিন্তু তাহাদিগকে 'বিদেশী' বলিয়া ধরিয়া লইলেও বার্নিয়ের মন্তব্য আংশিকভাবে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমার্ধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ঔরঙ্গজেবের অমাত্যদের তালিকাই ইহার প্রমাণ। অতএব

১০ ইণ্ডিয়া অ্যাট দ্য ডেথ অভ্ আকবর, পৃ. ৬৯-৭০।

২ বার্নিয়ে ২০৯, ২১২।

৩ এই প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য সতীশ চন্দ্রের পার্টিজ অ্যাণ্ড পলিটিকস্ অ্যাট্ দ্য মুঘল কোর্ট দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৯-৩০।

ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ১৬৫৮-৭৮ বর্ষ সীমায় ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী যে ৪১৭ জন মনসবদারের জন্ম পরিচয় জানা গিয়াছে তাহাদের ২০২ জন অথবা অর্ধেকের কিছু কম ছিল বিদেশী এবং ইহাদের মধ্যে ৫৫ জনের ভারতের বাহিরে জন্ম হইয়াছিল। ১৬৭৯-১৭০৭ বর্ষ পর্যায়ে ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী যে ৪৮২ জন মনসবদারের জন্ম পরিচয় জানা গিয়াছে তাহাদের ১৯৭ জন ছিল বিদেশী ; ইহাদের মধ্যে ৪৬ জনের ভারতের বাহিরে জন্ম হইয়াছিল।[১] এই পরিসংখ্যান হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, আকবরের সময় হইতেই প্রত্যক্ষভাবে বহিরাগত অমাত্যদের সংখ্যার অবনতি ঘটিতেছিল এবং ঔরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বিদেশীদের মধ্য হইতে নিয়োগ অত্যন্ত দ্রুত তালে কমিতে থাকার কারণ এই যে, তাঁহার সময়ে বিদেশে জাত অমাত্যদের সংখ্যা প্রথম ভাগের তুলনায় দ্বিতীয় ভাগে কমিয়া আসিয়াছিল। আবার শুধু উচ্চতম পদগুলি লক্ষ্য করিলেও এই হ্রাসের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে দৃষ্ট হইবে। ১৬৫৮-৭৮ খ্রীঃ অব্দে ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী ৫১ জন মনসবদারের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ৩২ জন ছিল বিদেশী ; ইহাদের মধ্যে ১৫ জনের জন্ম ভারতের বাহিরে এবং ২ জনের জন্ম পরিচয় অজ্ঞাত। ১৬৭৯-১৭০৭ বর্ষ সীমায় ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী যে ৬৬ জন মনসবদারের জন্ম পরিচয় জানা গিয়াছে তাহাদের মাত্র ২০ জন ছিল বিদেশী ; ইহাদের মধ্যে ৬ জন ভারতের বাহিরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।[২]

এই অবনতির জন্য বিভিন্ন কারণ দেখানো যাইতে পারে। উজবেক্ ও সাফ্ভী রাজ্যগুলি পূর্বাপেক্ষা ক্ষমতাহীন হওয়ায়, এই সমস্ত রাজ্য হইতে উচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদাসম্পন্ন অভিজাতগণ মুঘল দরবারে আর আসিত না। অধিকন্তু ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের বেশীর ভাগ সময় দাক্ষিণাত্যে কাটিয়াছিল, ফলে তিনি

১ এই অধ্যায়ের শেষে ১ (ক) ও ১(খ) তালিকা দুইটি দ্রষ্টব্য। ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী যে সকল অমাত্যের জন্মস্থান জানা যায় নাই তাহাদের সংখ্যা ১৬৫৮-৭৮ তালিকায় ৬৯ এবং ১৬৭৯-১৭০৭ তালিকায় ৯৩ জন, অর্থাৎ সমগ্র সংখ্যার যথাক্রমে ১৪·৪ ও ১৬ শতাংশ; ইহারা সকলেই মুসলমান। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমান উপদলের আপেক্ষিক সংখ্যা গণনা করিতে হইলে সমগ্র সংখ্যা হইতে তাহাদের সংখ্যা বাদ দিলে শতকরা হার পাওয়া যাইবে। এবং হিন্দু ও মুসলমানদের সামগ্রিক অথবা হিন্দু উপদলের পৃথক সংখ্যা পাইতে হইলে ইহাকে সামগ্রিকভাবে হিসাব করিতে হইবে।

২ এই অধ্যায়ের শেষে ১ (ক) ও ১ (খ) তালিকা দ্রষ্টব্য।

পিতৃ-পিতামহের ন্যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের প্রতি কখনই আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করিতে পারেন নাই। একারণেই তাঁহার পক্ষে ইরানী ও তুরানী অমাত্যগণকে আশাতীত পুরস্কার দান করিয়া স্বদেশের বিরুদ্ধে মুঘল দরবারে আমন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না।

অপর পক্ষে, ঔরঙ্গজেব যে সুচিন্তিতভাবে বিদেশী অভিজাতবর্গকে "ভারতীয় করণ" করিতে চাহিয়াছিলেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ঐতিহাসিক বিবর্তনেরই ফল, পরিকল্পিত রাজনৈতিক কারণ নয়। প্রকৃতপক্ষে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেও যে ভারতীয় এবং বহিরাগত অমাত্যদের মধ্যে একটি পার্থক্য ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে, ইরানী ও তুরানীগণ ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের তুলনায় অধিকতর মর্যাদা ভোগ করিবে। এজন্য একজন বিশিষ্ট রাজপুত অমাত্য মীর্জা রাজা জয় সিংহ বিস্মিত হইয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, দাক্ষিণাত্যে দুর্গ রক্ষকের কার্যের জন্য ইরানী বা তুরানী বলিয়া পরিচিত তাঁহার নিজ প্রার্থীর পরিবর্তে সম্রাট ঐ সকল পদে "ভারতীয় বংশজাত (হিন্দুস্থান-জাদ) সৈয়দ, মুঘল, শেখজাদা (ভারতীয় মুসলমান) এবং রাজপুতগণকে" নিয়োগ করাই বেশী পছন্দ করিতেন।[১] বার্নিয়েরের এক উক্তিও এই নিয়ম সমর্থন করে। মুঘল কর্মচারীরা তাহাদের সন্তান-সন্ততি যাহাতে ভারতীয় অপেক্ষা বেশী গৌরবর্ণ হয় এবং খাঁটি মোগল বলিয়া পরিচিতি লাভ করিতে পারে, সেজন্য কাশ্মীরী রমণী বিবাহ বেশী পছন্দ করিত।[২] যাহা হউক, এরূপ প্রমাণের স্বল্পতা ইহাই প্রমাণ করে যে শুধুমাত্র জন্মের উপর ভিত্তি করিয়াই "ভারতীয়" এবং "বিদেশী-দের" মধ্যে বিদ্বেষ অথবা প্রতিযোগিতা ছিল ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লওয়া অত্যন্ত ভ্রান্ত।

তুরানী ও ইরানী

তথাকথিত বিদেশী অর্থে বেশীর ভাগ তুরানী ও ইরানীদেরই বুঝাইত। মধ্য এশিয়ার তুর্কী ভাষাভাষী অঞ্চল হইতে আগত যে কোন ব্যক্তিই তুরানী নামে অভিহিত হইত। ঔরঙ্গজেবের অধীনস্থ ইরানী ও তুরানী কর্মচারীদের মধ্যে স্পষ্টতঃ কোন বিবাদ পরিলক্ষিত না হইলেও উভয় পক্ষের মধ্যেই দলীয় মনোবৃত্তি

১ মুনশী ভাগ চাঁদ, জামি-অল্ ইন্সা, ব্রি. মিউ. ওর. ১৭০২, ফো. ৩৭এ।

২ বার্নিয়ের, পৃ. ৪০৪।

ক্রিয়াশীল ছিল এবং কখনও কখনও সাম্প্রদায়িকতার অর্থেই ইহা ব্যবহার করা হইত। সুতরাং উর্ধ্বতম সীমায় তাহাদের অনুপাত কি ছিল তাহা দেখা অবশ্য প্রয়োজন। শাসক শ্রেণী জন্মের দিক হইতে তুরানী বংশোদ্ভূত ছিল বলিয়া ইহা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, বিদেশী অভিজাতগণের মধ্যে তুরানীরাই অধিকতর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইত। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ছিল বিপরীত। বার্নিয়ে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "দরবার বর্তমানে পূর্বের মত খাটি মোঙ্গল লইয়া গঠিত নয়"; ঔরঙ্গজেবের অমাত্যবর্গের তালিকাও অবিসংবাদিতভাবে তাঁহার উক্তিই সমর্থন করে। ১৬৫৮-৭৮ খ্রীঃ অব্দে ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী মোট ৪৮৬ জন মনসবদারের মধ্যে ৬৭ জন ছিল তুরানী; অপর পক্ষে, ১৬৭৯-১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে মোট ৫৭৫ জনের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭২,[১] অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে শতকরা ১৩.৭ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১২.৫ জন তুরানী। তুরানীদের এই অবক্ষয় সম্ভবতঃ ঔরঙ্গজেবের বহু পূর্ব হইতেই শুরু হইয়াছিল। কারণ, জাহাঙ্গীর তুরানীদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্নতায় অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাও লক্ষণীয় যে, সাফভীগণের পতনের বহু পূর্ব হইতেই উজবেক্ রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হইয়াছিল। অধিকন্তু ভারতবর্ষে তুরানী, বিশেষভাবে, বাদাখশীগণকে অসভ্য ও অমার্জিত বলিয়া গণ্য করা হইত।[২] ঔরঙ্গজেবের উপস্থিতিতে তাঁহার দরবারের একজন পারিষদ তুরানীগণের বাক্য অবিশ্বাস্য বলিয়া মন্তব্য করিলে সম্রাট মৃদু তিরস্কারের সহিত তাহাকে স্মরণ রাখিতে বলিয়াছিলেন যে, তিনিও একজন তুরানী।[৩]

ইরানীগণ

হিরাট হইতে বাগদাদ অর্থাৎ ইরানীগণ বর্তমান পারস্য ও আফঘানিস্তান এবং ইরাকের পারস্য ভাষা-ভাষী অঞ্চলের অধিবাসীগণ ইরানী নামে অভিহিত হইত; খোরাসানী বা ইরাকী নামেও তাহারা পরিচিত ছিল। আজিজ কোকা-র পূর্বোক্ত পত্র হইতে জানা যায় যে, ইরানী ও তুরানীদের মধ্যে পূর্ব হইতেই যথেষ্ট বিবাদ

১ এই অধ্যায়ের শেষে ২ (ক) ও ২ (খ) তালিকা দুইটি দ্রষ্টব্য।

২ মিরাৎ-অল্ ইস্তিলাহ্, ফো. ৭৮এ।

৩ মাসুরী ফো. ১৭৯ বি, খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩৭৮-৭৯।

চলিতেছিল। তুরানীরা সুন্নী এবং অধিকাংশ ইরানী শিয়া[১]—এরূপ বিশ্বাসও ধর্মের সহিত যুক্ত হইয়া জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইরানীগণ মার্জিত রুচিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হওয়ার ফলে তাহারা জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহানের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছিল। এরূপ ধারণাও প্রসার লাভ করিয়াছে যে, উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় ঔরঙ্গজেব শিয়াদের[২] বিরুদ্ধে সুন্নীদের একত্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন। সামুগড়ের যুদ্ধ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবকে সাহায্য করিয়াছিল এরূপ ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী ১২৪ জন অমাত্যের মধ্যে ২৭ জন ছিল ইরানী এবং ইহাদের মধ্যে ৪ জন ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট অধিকার করিত। পক্ষান্তরে, দারা শুকোর ৮৭ জন সমর্থকের মধ্যে ২৩ জন ছিল ইরানী।[৩] মোটের উপর, মীর জুমলা এবং শায়েস্তা খান এই দুই প্রভাবশালী অমাত্য ছিলেন ঔরঙ্গজেবের সমর্থক। অনুরূপ ভাবে শুজা পারসিকগণ[৪] কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া বার্নিয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্‌ পদাধিকারী ১০ জন সমর্থকের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিল ইরানী।[৫]

সুতরাং ঔরঙ্গজেবের সাফল্য ইরানীদের অবস্থা কোন রকমেই প্রভাবিত করে নাই। বার্নিয়ের মতে তাঁহার বিদেশী অভিজাতবর্গের অধিকাংশ পারসিকগণ লইয়া গঠিত হইয়াছিল।[৬] জ্যাঁ বাপ্টিস্ট ট্যাভার্নিয়ে মন্তব্য করিয়াছেন মুঘল সাম্রাজ্যে পারসিকগণই উচ্চতম পদগুলি লাভ করিত।[৭] সূচক সংখ্যার দ্বারা তাঁহার উক্তি প্রমাণ করা যায়। ১৬৫৮-৭৮ খ্রীঃ অব্দে ৪৮৬ জন মনসবদারের মধ্যে ১৩৬ জন ছিল ইরানী, অপর পক্ষে, তুরানীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৭। ১৬৭৯-১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে ৫৭৫ জনের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা ছিল ১২৬। ১৬৫৮-৭৮ খ্রীঃ অব্দে ২৩ জন এবং ১৬৭৯-১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে ১৪ জন ইরানী ৫,০০০ ও

১ অধিকাংশ ইরানী অমাত্য শিয়া—এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য আবদুল কাদির বদায়ুনী, ২য়, পৃ. ৩২৬-২৭।

২ দ্রষ্টব্য—আই. এ. যোয়ী, জার্নাল অভ্‌ পাকিস্তান হিস্টরিক্যাল্‌ সোসাইটি, ৮ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ৯৭-১১৯।

৩ চতুর্থ অধ্যায়ে তালিকা দ্রষ্টব্য।

৪ বার্নিয়ে, ৮, ২৬।

৫ চতুর্থ অধ্যায়ে তালিকা দ্রষ্টব্য।

৬ বার্নিয়ে, ৩।

৭ ট্যাভার্নিয়ে, ২য়, পৃ. ১৫৮।

তদূর্ধ্ব পদ অধিকার করিয়াছিল। অপর দিকে তুরানীদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯ ও ৬ জন।

দাক্ষিণাত্য হইতে ইরানীদের আংশিক আগমনের ফলেই তাহাদের প্রাধান্য বজায় ছিল; কারণ তাহারা তথায় বহুদিন যাবৎ চাকরি করিতেছিল।[১] মুঘলগণের নিকট দাক্ষিণাত্য হইতে আগত চাকরি গ্রহণকারী অমাত্যগণের মধ্যে মীর জুমলার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পারস্যের খাওয়াফ প্রদেশ হইতে আগত কর্মচারীগণের উপর ঔরঙ্গজেব যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন এজন্য তাহারা তাঁহার রাজত্বকালে প্রভূত অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল।[২] এমন কি, সম্রাটের সুন্নী ধর্মান্ধতাও পারসিকগণের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে নাই। একবার বক্সীর পদে শিয়া[৩] সম্প্রদায়ভুক্ত কর্মরত ব্যক্তির পরিবর্তে অন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ করা হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

আফঘানগণ

মুঘল অমাত্যবর্গের মধ্যে আফঘানদের ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাহাদের জন্মভূমি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, তাহাদিগকে বিদেশী বলা অসঙ্গত। দিল্লীর সুলতানি আমলে আফঘানরা দস্যু ও লুণ্ঠনকারী[৪] হিসাবেই বিবেচিত হইত। যাহা হউক, ফিরোজ শাহের আমলে কিছু সংখ্যক আফঘান অমাত্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। লোদী বংশের অধীনে তাহারা শাসক

১ ট্যাভার্নিয়ে, ২য়, পৃ. ১৩৮।

২ তুলনীয়, খাফি খান, ২য়, পৃ. ৭২; একটি মনোজ্ঞ অনুচ্ছেদে তিনি বলিয়াছেন :
"শেখ মীর সম্রাটের অধীনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া সম্রাট—খানাজাদগণের মহান পৃষ্ঠপোষক—খাওয়াফের প্রতিটি অধিবাসীকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। এই অনুগ্রহ এতদূর প্রসারিত হইয়াছিল যে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে খোরাসানের সর্বাপেক্ষা অবহেলিত এই অংশের অধিবাসীগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও উন্নতি লাভ করে যাহা পূর্ববর্তী কোন শাসকের রাজত্বে দৃষ্ট হয় নাই। বস্তুতঃ, খোরাসানের অন্যান্য জাতির তুলনায় খাওয়াফগণ যদিও অমার্জিত ও উদ্ধত, তবুও কর্তব্যের দিক হইতে একনিষ্ঠ ও সুযোগ্য, রাজভক্তির দিক হইতে তাহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ (সাম্রাজ্যে)।"

৩ আহকাম্ ৫৯।

৪ দ্রষ্টব্য ইসামী; ফুতুহ্-উস্ সালাতিন্, সম্পাদনা, মেহদি হাসান, পৃ. ২৪৪।

শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করিলে, 'রোহ্' হইতে হিন্দুস্তানে তাহাদের আগমন বৃদ্ধি পায়। জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবরের আক্রমণে তাহাদের সাম্রাজ্য লোপ পাইলে কিছু সংখ্যক আফঘান তাঁহার সহিত সন্ধি করে। অল্পস্থায়ী শূর সাম্রাজ্যের পর মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত হইলে, মুঘলগণ তাহাদিগকে সর্বদাই সন্দেহ করিত। আকবর তাহাদের অধিকাংশের সহিত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেন।[১] তবুও, জাহাঙ্গীর খান-ই জাহান লোদীকে[২] যে মর্যাদা দান করিয়াছিলেন তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি আফঘানগণকে সুনজরেই দেখিতেন। কিন্তু খান-ই জাহান লোদীর বিদ্রোহের পর শাহ্‌জাহানের রাজত্বে তাহাদের ক্ষমতা কমিতে থাকে এবং সম্রাটও তাহাদের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠেন।[৩]

যুবরাজ হিসাবে ঔরঙ্গজেব আফঘানদের স্বপক্ষে টানিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। একটি পত্রে তিনি এই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্রাট একজন আফঘান কর্মচারীর পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাঁহার প্রস্তাব শুধুমাত্র জাতিগত কারণেই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।[৪] আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল এই যে ঔরঙ্গজেবকে সামুগড়ের যুদ্ধ পর্যন্ত সাহায্য করিয়াছিল এরূপ ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী ১২৪ জন অমাত্যের মধ্যে ২৩ জন ছিল আফঘান। অপর পক্ষে দারা শুকোর অধীনস্থ উক্ত পদাধিকারী ৮৭ জন অমাত্যের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১।[৫]

আবুল ফজল্ মামুরীর মতে, আফঘানরা যাহাতে বেশী পদোন্নতি লাভ করিতে না পারে[৬] সেজন্য ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বের গোড়ার দিকে কঠোর দৃষ্টি

১ দিলকুশা, ফো. ৮৪ বি।

২ এই প্রসঙ্গের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য—ড. এ. রহিমের প্রবন্ধ 'জাহাঙ্গীরস্ পলিসি টুয়ার্ডস্ দি আফঘানস্', জার্নাল অভ্ পাকিস্তান হিস্টরিক্যাল্ সোসাইটি, ১৯৫৯, ৭ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ. ২০৫-২২০।

৩ দিলকুশা, ফো. ৮৪ বি, ১৭৩ বি; নূর্-অল্ আনুস, ফো. ১৫ এ। বাহাদুর খান নামে একজন আফঘান কর্মচারী বাথ্ ও বাদাখ্শানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও শাহ্‌জাহান তাঁহার জাতীয় এই যুক্তিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন যে তিনি কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছিলেন (অমল-ই সালেহ্, ৩য় পৃ. ২৩)।

৪ আদাব-ই-আলমগীরী, ফো. ১৪৩।

৫ চতুর্থ অধ্যায়ে তালিকা দ্রষ্টব্য

৬ মামুরী, ফো. ১৫৩ বি।

রাখিয়াছিলেন। ১৬৫৮-৭৮ বর্ষ সীমায় ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী মনসবদারদের তালিকায় মোট ৪৮৬ জনের মধ্যে আফঘান কর্মচারীর সংখ্যা ৫৩ এবং ১৬৭৯-১৭০৭ বর্ষ সীমায় মোট ৫৭৫ জনের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা ৩৪। এই সংখ্যা হ্রাসের কারণ সম্ভবতঃ নিম্নতর মনসবদারগণের তালিকার অসম্পূর্ণতা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ১৬৫৮-৭৮ খ্রীঃ অব্দে ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী আফঘান মনসবদারগণের সংখ্যা ৩ এবং ১৬৭৯-১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে সমমর্যাদাভোগী আফঘান মনসবদারের সংখ্যা কমপক্ষে ১০। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের পরবর্তী বৎসরগুলিতে আফঘান অভিজাতদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ এই যে পূর্বে যাহারা বিজাপুরের অধীনে কার্য করিত তাহাদিগকেই অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

সমসাময়িক লেখকগণ আফঘান অভিজাত সম্পর্কে বিরূদ্ধ মনোভাবই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কারণ আফঘানগণ গোষ্ঠী হইতে আসিত এবং মুঘল কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা দলীয় নেতা হিসাবেই প্রাধান্য বিস্তার করিয়া নিজ গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদেরই নিযুক্ত করিত। নিকোলাও মানুচি মন্তব্য করিয়াছেন যে, দরবারে তাহারা রাজকীয় পোশাক পরিধান করিলেও নিজ গৃহে স্বজাতির পোশাক পরিধান করিত।[১] তাহাদের সম্পর্কে ভীমসেনের বিরোধিতা অধিকতর প্রবল : আফঘানগণ ভারতবর্ষের সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়া অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার কারণ হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে গমন করিলে তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যাহারা সরকারী কর্ম লাভ করিতে পারে নাই তাহাদের অনেকেই নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া রাজকর্মচারীদের বহু সৈন্য গ্রাস করিয়াছিল।[২] আফঘানদের সংখ্যা বৃদ্ধি অমাত্যগণের আভ্যন্তরীণ সংসক্তিতেও ফাটল ধরাইয়াছিল এবং ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় যখন নূতন নূতন দুর্বলতা প্রকাশ পাইতেছিল তখন তাহারা সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যের মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছিল।

ভারতীয় মুসলমানগণ

ভারতীয় মুসলমান বা শেখজাদাগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বারহার সৈয়দগণের ন্যায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬৫৮-৭৮ বর্ষ সীমায় ১,০০০

১ মানুচি, ২য়, পৃ. ৪৫৩।

২ দিলকুশা, ফো. ১৭৩ বি-১৭৪ এ।

ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী মোট ৪৮৬ জন মনসবদারের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৬৫ অর্থাৎ শতকরা ১৩ ৭ ভাগ এবং ১৬৭৯-১৭০৭ বর্ষ সীমায় মোট ৫৭৫ জনের মধ্যে ঐ সংখ্যা ছিল ৬৯ অর্থাৎ শতকরা ১২ ভাগ। আবার উক্ত দুই বর্ষ পর্যায়ে ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী ভারতীয় মুসলমানের সংখ্যা যথাক্রমে ৪ ও ১০।[১]

ভারতীয় মুসলমানদের এই আপেক্ষিক সংখ্যা হ্রাসের পশ্চাতে সম্ভবতঃ নূতন সম্প্রদায়ের আগমনই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। আকবরের সময় হইতে যে সকল সৈয়দ ও কম্বু গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা লাভ করিয়াছিল ঔরঙ্গজেবের আমলে তাহাদের অধিকাংশেরই সে প্রতিপত্তি ছিল না, কারণ, বারহার যে সকল সৈয়দ মুঘল সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে থাকিত এবং সমর কুশলতার[২] জন্য গর্ব অনুভব করিত, ঔরঙ্গজেব তাহাদিগকে অবিশ্বাস করিতেন।[৩] দারার প্রতি তাহাদের আনুগত্যই সম্ভবতঃ ইহার প্রধান কারণ। যে নূতন দল প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীবৃন্দ (অর্থাৎ ইরানী, তুরানী ও আফঘান ভিন্ন পশ্চিম উপকূলের হাব্সীগণ)। "কাশ্মীরীগণও যথেষ্ট পদোন্নতি লাভ করিয়াছিল। জানা গিয়াছে যে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের গোড়ার দিকে কাশ্মীরীগণ, বিশেষভাবে, চাকৃগণ কদাচিৎ মনসব লাভ করিত।"[৪] কিন্তু রাজত্বের শেষ দিকে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের প্রিয় অমাত্যগণের অন্যতম ছিলেন এনায়েৎউল্লাহ্ কাশ্মীরী।

রাজপুতগণ

ঔরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি বিতর্কের বিষয়বস্তু। কারণ, ইহা তাঁহার ধর্মনীতির সহিত যুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং পরিষ্কার ধারণার জন্য ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির সহিত রাজপুতদের সম্পর্ককে স্বীকৃত সত্য হিসাবে না ধরিয়া অমাত্যবর্গের মধ্যে রাজপুতগণের মর্যাদা কিরূপ ছিল তাহা বিচার করা প্রয়োজন।

১ এই অধ্যায়ের শেষে ২ (ক) ও ২ (খ) তালিকা দুইটি দ্রষ্টব্য।

২ তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী, পৃ. ৩৬৬।

৩ আহ্কম্, ৩২, ৮।

৪ মাম্রী, ফো. ১৫৬ বি ; মোয়াজ্জমের প্রতি একটি পত্রে ঔরঙ্গজেব কাশ্মীরী হিসাবে জন্মলাভ করাকে অযোগ্যতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (রুকইয়-ই করিম, ফো. ১৫এ-বি)।

ওয়ারিস[১] এবং লাহোরী প্রদত্ত তালিকা হইতে প্রমাণিত হয় যে, শাহ্‌জাহান একনিষ্ঠ মুসলিম নরপতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার রাজত্বকালে রাজপুত মনসবদারগণের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঔরঙ্গজেবও গোঁড়া মুসলিম নরপতি এবং রাজপুতগণের[২] প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করায় তিনি শাহ্‌জাহানের দরবারে একদা তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরাধিকার যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি বিশিষ্ট রাজপুত অমাত্যগণকে তাঁহার দলভুক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ মেবারের রাণা রাজ সিংহকে প্রদত্ত তাঁহার নিশান।[৩] ইহার দ্বারা তিনি ১৬৫৪ খ্রীঃ অব্দে চিতোর দুর্গ পুনর্নির্মাণের শাস্তি স্বরূপ মেবারের রাণার নিকট হইতে অধিকৃত সমগ্র ভূখণ্ড প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। একটি নিশানে তিনি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি পিতৃ-পিতামহের এই নীতি অনুসরণ করিবেন যে "পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু শাসক ভগবানের নিকট বিদ্রোহী।"[৪] কানুনগো দেখাইয়াছেন মীর্জা রাজা জয় সিংহ শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবের দলভুক্ত হইয়া কি ভাবে দারা শুকোর পতন ঘটাইয়াছিলেন।[৫] একথা সত্য যে, সামুগড়ের যুদ্ধের পূর্বে ঔরঙ্গজেবের ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী ১২৪ জন সমর্থকের মধ্যে রাজপুতদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯; অপর দিকে, দারা শুকোর পক্ষে সমমর্যাদাভোগী ৮৭ জন সমর্থকের মধ্যে উহাদের সংখ্যা ছিল ২২।[৬] ইহার কারণ প্রধানতঃ এই যে, জয় সিংহ ও কাচওয়াহাগণ ঔরঙ্গজেবের দল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কারণ

১ এই বিষয়টি এস. আর. শর্মা কর্তৃক প্রথম প্রমাণিত হয়, রিলিজাস্ পলিসি অভ্ দ্য মুঘল এম্পারারস্, পৃ. ৯৮-১০১, এস্থলে প্রকৃত সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

২ আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ২৪এ, ২৫এ, রুকাৎ-ই আলমগীরী, পৃ. ১১৩, ১১৫। উল্লেখযোগ্য যে রাও করণের পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেবের বিরোধিতা শাহ্‌জাহান কর্তৃক অগ্রাহ্য হইলে এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

৩ বীর বিনোদ, ২য়, পৃ. ৪২৩-২৪, ৪২৬-২৭, আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ৩২৫এ, ৩২৬এ।

৪ উপরি উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪১৯-২০, টীকা দ্রষ্টব্য। এই নিশানটি আমাকর্তৃক 'দ্য রিলিজাস্ ইস্যু ইন্ দ্য ওয়ার্ অভ্ সাকসেশন্, ১৬৫৮ ৫৯' নামক প্রবন্ধে অনূদিত হইয়াছে এবং ১৯৬০ সালে ইণ্ডিয়ান হিস্টরি কংগ্রেসের আলিগড় অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। মেডিয়াভ্যাল্ ইণ্ডিয়া কোয়ার্টারলি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮০-৮৭তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৫ দারা শুকো, গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষভাবে পৃ. ১৭৫ ৭৮।

৬ চতুর্থ অধ্যায়ে তালিকা দ্রষ্টব্য।

তাঁহারা তখন সুলেমান শুকোর অধীনে শুজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছিলেন। অধিকন্তু, দারা শুকোর তালিকায় এত বেশী রাজপুত দৃষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, যেহেতু তাহারা তখন দরবারে অবস্থান করিতেছিল, সেইহেতু তাহাদের পক্ষে দারার পক্ষ সমর্থন ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না; কিন্তু প্রকৃত অর্থে দারার প্রতি তাহাদের বিন্দুমাত্র আনুগত্য ছিল না। যুবরাজ আকবর একটি পত্রে ঔরঙ্গজেবকে লিখিয়াছিলেন যে, দারা শুকো রাজপুতগণের প্রতি "প্রকৃত পক্ষে সন্দেহবাদী ও শত্রুভাবাপন্ন" : "যদি তিনি প্রথম হইতেই তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে (আকবর) সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইত না।"[১] ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বের প্রথমদিকে রাজপুতগণের প্রতি সুব্যবহারই করিয়াছিলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের মর্যাদা শাহজাহানের রাজত্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শাহজাহানের সমগ্র রাজত্বকালে ৭,০০০ পদাধিকারী কোন রাজপুত কর্মচারীর উল্লেখ নাই, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে মীর্জা রাজা জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ (ধর্মাট ও খাজোয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী) ৭,০০০/৭,০০০ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দে মান সিংহের বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় হইতে অপর কোন রাজপুত অভিজাত এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয় নাই (১৬৫৮ খ্রীঃ অব্দের শেষ ভাগে যশোবন্ত সিংহের মালবে নিযুক্তি ছাড়া)। ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে জয় সিংহ পূর্ণ ক্ষমতার সহিতই দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন—শুধুমাত্র যুবরাজের পরামর্শদাতা হিসাবে নয়। মুঘল সাম্রাজ্যে এই অধিকার শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলিয়া একমাত্র যুবরাজগণই ইহা ভোগ করিতে পারিত। যশোবন্ত সিংহও দুইবার গুজরাটের শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১৬৫৯-৬১ এবং ১৬৭০-৭২)। একারণেই ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে আগ্রায় অবস্থানকালে বার্নিয়ে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "সম্রাট মুসলমান এবং এই দিক হইতে হিন্দুদের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু সংখ্যক রাজাকে পারিষদরূপে গণ্য করেন এবং তাহাদিগকে অপরাপর অমাত্যগণের তুল্য জ্ঞান করিয়া সৈন্যবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেন।"[২]

১ রয়্যাল্ এশিয়াটিক সোসাইটি, লণ্ডন, পাণ্ডুলিপি, ১৭৩; মুদ্রিত আবদুল বারি, করনামা-ই রাজপুতান, পৃ. ১৩২।

২ বার্নিয়ে, পৃ. ৪০।

ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বের গোড়ার দিকে রাজপুতদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা মহম্মদ কাজিম-এর আলমগীর নামায় মনসবদারগণের মনসব বৃদ্ধি ও হ্রাস (তাহাদের মৃত্যু, অবসরগ্রহণ, পদচ্যুতি সমেত) সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নের তালিকাটিতেও তাহা সূচকের সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। তালিকায় দেখা যাইতেছে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকেই তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে সালেহ্-র মনসবদার সম্পর্কিত তালিকায় দেখা যায় যে, ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী ৪৩৭ জন অমাত্যের মধ্যে ৮২ জন (শতকরা ১৮·৭) রাজপুত। আবার, সম-মর্যাদাসম্পন্ন অমাত্যগণ সামগ্রিক ভাবে যখন ১০,০৭,০০০ জাট্ ভোগ করিত তখন রাজপুতগণের সংখ্যা ১৭৮,৫০০ বা শতকরা ১৭·৭ ভাগ।

মনসব পদে পরিশুদ্ধ হ্রাস ও বৃদ্ধি (যুবরাজগণের মনসব ব্যতীত)			সামগ্রিক ভাবে রাজপুতগণের অংশ	
	১-২ বৎ.	৩-৬ বৎ.	৭-১০ বৎ.	১-১০ বৎ.
জাট্				
মোট	৮৯,০০০	৪,৬০০	—১০,০০০	৮৩,৬০০
রাজপুত	১২,৬০০০	১,০০০	—১,৬০০	১১,০০০
%	১৪·১৬	২১·৭৪	১৬·০০	১৪·৩৫
সওয়ার			(হ্রাসের ক্ষেত্রে)	
মোট	৫৪,০০০	৫,৪৩০	১৭,৩২০	৮৬,৭৫০
রাজপুত	১১,৯০০	১,৩৫০	—২,৫০০	১০,৭৫০
%	২২·০৪	২৪·৮৬		১২·৪০

প্রথম দশ বৎসরের মঞ্জুরীকৃত পরিশুদ্ধ জাট্ পদের ১৪·৩৫ সূচকটি প্রমাণ করিতেছে যে, মোটের উপর পূর্বের অবস্থা বজায় ছিল না। আবার ইহাও মনে হয় যে, প্রথম দশকের ছয় বৎসরে রাজপুতগণকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ পদ দান করা হইলেও (বিশেষ ভাবে সওয়ার পদের ক্ষেত্রে) শেষ চার বৎসরে তাহাদের পরিস্থিতির বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল। তাহারা যে সওয়ার পদ ভোগ করিত তাহা যেমন একদিকে হ্রাস পায়, অপর দিকে, অমাত্যগণকে সাধারণভাবে যে সকল মনসব দান করা হইয়াছিল তাহার পরিশুদ্ধ বৃদ্ধি ঘটে।

সুতরাং মামুরী যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্য ত্যাগের পূর্বে ঔরঙ্গজেব রাজপুতগণের পদোন্নতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।[১] তালিকাটি ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে, রাজত্বের প্রথম দশক শেষ হইবার পূর্বে এই সতর্কতা সুচিন্তিত রাষ্ট্রনীতি রূপেও গৃহীত হইয়া থাকিতে পারে।

১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু ঘটিলে মাড়োয়ার প্রদেশের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে রাজপুতগণের প্রতি ঔরঙ্গজেবের এই নূতন নীতি প্রতিফলিত হয়। কিন্তু সমগ্র রাজপুত সমস্যা এবং ১৬৮০-৮১ খ্রীঃ অব্দের বিদ্রোহের ঘটনাবলী এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক।[২] কেন্দ্রীয় শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ঔরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধানা মহিষী ও কর্মচারীগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও যোধপুর রাজ্যটিকে খালিসা বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করিয়াছিলেন। তবুও এরূপ কোন প্রমাণ নাই যে তিনি সমগ্র রাজপুত রাজ্যগুলিকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলেন।[৩] প্রকৃতপক্ষে, যশোবন্ত সিংহ কোন উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান নাই এরূপ সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি মৃত রাজার কর্মচারীদের জাগীর দানের উদ্দেশ্যে মাড়োয়ার প্রদেশের কতকাংশ সরাসরি মুঘল শাসনাধীনে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যশোবন্তের বিধবা দুই পত্নী দুইটি সন্তান প্রসব করিলে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল এবং সম্রাট ইন্দর সিংহকে 'গদির' জন্য মনোনীত করিয়া তাঁহার পুরাতন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিলেন। তিনি সম্ভবতঃ প্রচলিত রীতি-নীতির বিরোধিতা করিতে চাহেন নাই। মোটের উপর, মুঘল শাসকবর্গ প্রচলিত রীতি অনুসারে রাজপুতগণের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত 'টিকা' প্রদান ব্যবস্থাকে অমান্য করিতে সাহস করেন নাই।[৪] বিগত দুই বৎসরে মেবারের ক্ষয় ক্ষতি[৫] সত্ত্বেও

১ মামুরী, ফো. ১৫৬বি।

২ রাজপুত সমস্যা এবং ইহার প্রতি অমাত্যগণের মনোভাব সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩ তুলনীয়, সরকার, হিস্টরি অভ্ ঔরঙ্গজেব, ৩য়, পৃ. ৩৬৭।

৪ উদাহরণ স্বরূপ, তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী, পৃ. ১০৬, আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ২৬এ, রুক্কাৎ-ই আলমগীরী, পৃ. ১২০।

৫ ঐই সন্ধির দ্বারা (রাণা জয় সিংহের সহিত) ১৬৫৪ খ্রীঃ অব্দে অধিকৃত কিন্তু ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দে প্রত্যর্পিত সেই সকল পরগণা ভিন্ন সমগ্র মেবার রাণাকে পুনঃপ্রদত্ত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে তাঁহার পিতার ন্যায় ৫,০০০/৫,০০০ পদ দান করা হইয়াছিল।

ঔরঙ্গজেব ১৬৮১ খ্রীঃ অব্দে ইহার সহিত অপেক্ষাকৃত উদার শর্তে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৬৮০-৮১ খ্রীঃ অব্দের বিদ্রোহে একমাত্র রাঠোর ও সিসোদিয়াগণই লিপ্ত হইয়াছিল। অপরাপর উপজাতিগুলি ইহাতে যোগদান না করিলেও মুঘলদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। ওয়াকা-ই আজমীর-তে উল্লিখিত আছে রাজপুত কর্মচারীগণ সৈন্যবাহিনী লইয়া প্রায়ই মুঘল পক্ষে যোগ দিত। সুতরাং এই বিদ্রোহের ফলে রাজপুত অভিজাতগণ বিশেষ প্রভাবিত হয় নাই। ১৬৭৯-১৭০৭ খৃঃ অব্দে মোট ৫৭৫ জনের মধ্যে রাজপুতদের সংখ্যা মাত্র ৭৩ অর্থাৎ ১২·৪ ভাগ[১] ; অপর পক্ষে, ১৬৫৮-৭৮ বর্ষ সীমায় উক্ত হার শতকরা ১৪·৬ ভাগ। ইহা অবশ্যই অবনতির সূচক। তবুও স্মরণ রাখা উচিত যে এই হ্রাস সাধারণভাবে অ-দক্ষিণীদের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। যদি শুধুমাত্র অ-দক্ষিণী অমাত্যদের হিসাব লওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে যে, ১৬৫৮-৭৮ বর্ষ সীমায় সামগ্রিক ভাবে রাজপুতগণের অনুপাত শতকরা ১৬·৬ ভাগ এবং ১৬৭৯-১৭০৭ বর্ষ পর্যায়ে ১৩·৬ ভাগ। দাক্ষিণাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যখন তাহারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তখন এই বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ, যুবরাজ আজমের বেগম মারাঠাগণের বিরুদ্ধে তাঁহার আশ্রয় রক্ষার উদ্দেশ্যে হারাগণকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিতে পারিতেন যে "চাঘ্‌তাইগণের সম্মান রাজপুতগণের সম্মানের সহিতই তুলনীয়।"[২]

কিন্তু সূচক তালিকা হইতে এরূপ ধারণা করিবার কারণ নাই যে, ১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দের পর হইতে রাজপুতদের প্রতি বিশেষ বৈষম্য করা হইয়াছিল। শ্রীরাম শর্মা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ঔরঙ্গজেব নবনিযুক্ত রাজপুত প্রধানদের সাধারণতঃ তাহাদের পূর্বপুরুষগণের তুলনায় ক্ষুদ্রতর পদগুলি দান করিতেন, যদিও তাহারা এগুলি ওয়াতন জাগীরের পরিবর্তেই ভোগ করিত।[৩] তবুও এরূপ প্রমাণ নাই যে নূতন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সম্রাট রাজপুত রাজ্যের কোন অংশ দখল করিয়াছিলেন। রাজপুত প্রধানেরা ওয়াতন-জাগীর সমেত

১ এই অধ্যায়ের শেষে ২ (খ) তালিকাটি দ্রষ্টব্য।

২ সরকার, হিস্টরি অভ্ ঔরঙ্গজেব, ৪র্থ, পৃ. ৩০২ (সরকার বৎসর ও তারিখ ভিন্ন 'আখবরাৎ' উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থে ইহার কোনরূপ উল্লেখ পান নাই।

৩ রিলিজাস্ পলিসি অভ্ দ্য মুঘল এম্পারর্স্, পৃ. ১৩৪।

অতিরিক্ত সরকারী জাগীর দাবী করিতে পারে এরূপ পদোন্নতিই তিনি বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কোন রাজপুত প্রধান সাধারণতঃ ওয়াতন-জাগীরের বাহিরে সরকারী জাগীর লাভ করিত, ফলে তাহার মৃত্যুর পর তাহার জাগীরের পূর্ণাংশের পরিবর্তে কতকাংশ ও মনসব তাহার উত্তরাধিকারী ভোগ করিতে পারিত। ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে রাণা অমর সিংহ আসফউদ্দৌলাকে লিখিয়াছিলেন: "পূর্ববর্তী শাসকগণ রাজপুতানার সম্পদের স্বল্পতার) প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমান প্রধানদের পূর্বপুরুষগণকে ওয়াতন-জাগীর ছাড়াও পরগণা ও ইনাম দানে সম্মত হইতেন বলিয়া লক্ষণীয় কার্য লাভ করিয়াছিলেন।"[১] আবার এরূপ ধারণাও অসঙ্গত যে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে রাজপুতগণ সুচিন্তিতভাবেই অপদস্থ হইয়াছিল। অবশ্য ইহা ঠিক যে, সম্রাট বা প্রধান ওয়াজির[২] কর্তৃক রাজপুত রাজাদের কপালে তিলক প্রদান প্রভৃতি সম্মানজনক রীতিগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তবুও অন্যান্যদের তুলনায় তাহারা নিশ্চিতভাবেই উচ্চতর জীবন যাপন করিত এবং যে সকল রাজপুত রাজকর্মচারীরূপে গণ্য হইত তাহারা জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি পাইত।[৩]

কিন্তু রাজপুতদের প্রতি ঔরঙ্গজেব যে আকবরের নীতিই গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও বলা চলে না। কেননা আমরা দেখিয়াছি, রাজত্বের প্রথম দশক শেষ হওয়ার পূর্বে রাজপুতদের নিযুক্তি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে তিনি কিছু সতর্ক ছিলেন। রাজত্বের শেষ ত্রিশ বৎসরে কয়েকজন বিশিষ্ট রাজপুত অফিসারের প্রতি তাঁহার ব্যবহারই তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করে। রাম সিংহ হারা, দলপৎ রাও বুন্দেলা ও জয় সিংহ সওয়াই প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৈন্য লইয়া দাক্ষিণাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।[৪] তবুও দলপৎ-এর পদমর্যাদা ছিল ,০০০/৩,০০০, রাম সিংহ হারার ৩,০০০/১,৫০০ (২০০ × ২ – ৩ অ এবং রাজা জয় সিংহের ২,০০০/২,০০০। ১৭০৫ খ্রীঃ অব্দে জয় সিংহ বিদর বখ্‌ৎ কর্তৃক তাঁহার সহকারীরূপে মালবে নিযুক্ত হইলে সম্রাট তাঁহাকে এই বলিয়া

১ বীর-বিনোদ, ১১১, ৭৭৭-৭৮।
২ মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১৭৬।
৩ ঈসর দাস, ফো. ৭৪ এ-বি।
৪ দিলকুশা, ফো. ১৪০এ-১৪১এ।

মসনদে বসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন যে, একজন রাজপুত সাধারণভাবে শাসনকর্তা বা ফৌজদারও নিযুক্ত হইতে পারে না।[১]

দক্ষিণীগণ

দক্ষিণী শব্দের অর্থ দক্ষিণাঞ্চলবাসী। দাক্ষিণাত্যের যে সকল রাজ্যের অমাত্যবর্গ মুঘলদের অধীনে চাকরি করিত তাহারাই এই নামে অভিহিত হইত। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের একাদশ বৎসরের একখানি দলিল হইতে জানা যায় যে, মুঘলগণের নিকট চাকরি গ্রহণের পূর্বে যে সকল ভারতীয় বা বিদেশী অভিজাত বিজাপুর বা গোলকুণ্ডার অধীনে চাকরি করিত তাহাদিগকে দক্ষিণী হিসাবে গণ্য করা হইত।[২] যদিও বহু মারাঠা যাহারা জন্মের দিক হইতে খাঁটি দক্ষিণী ছিল এই তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছিল, তাহারা সমসাময়িক লেখকগণ কর্তৃক দক্ষিণী হিসাবেই পরিচিত হইয়াছিল, এবং বর্তমানেও তাহাদিগকে এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

ঔরঙ্গজেবের অমাত্যবর্গের গঠন তালিকায় দক্ষিণীদের জন্য পৃথক কোন স্তম্ভ দেওয়া হয় নাই—তাহাদের মধ্যে ইরানী, আফঘান ও তুরানীগণকে পৃথকভাবে এবং অন্যান্যদের ভারতীয় বা অন্যান্য মুসলমানরূপে গণ্য করা হইয়াছে; শুধুমাত্র মারাঠাগণের জন্য পৃথক তালিকা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই তালিকাগুলি (অমাত্যবর্গের মধ্যে) দক্ষিণীগণের অবস্থার সূচক নয়। নিম্নের তালিকাটিতে ১৬৫৮-৭৮ এবং ১৬৭৯-১৭০৭ বর্ষ সীমায় ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী মারাঠা ও সরকারী ভাবে দক্ষিণী নামে পরিচিত সকল অমাত্যের সূচক প্রদত্ত হইল :

	১৬৫৮-৭৮			১৬৭৯-১৭০৭		
	মোট	দক্ষিণীগণ	দক্ষিণীগণের সামগ্রিক ভাবে শতকরা হার	মোট	দক্ষিণীগণ	দক্ষিণীগণের সামগ্রিক ভাবে শতকরা হার
৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব	৫১	১০	১৯·৬	৭৯	৪৮	৬০ ৮
৩,০০০-৪,৫০০	৯০	১৩	১৪·৪	১৩৩	৩৪	২৫ ৫
১,০০০-২,৭০০	৩৪৫	৩৫	১০·১	৩৬৩	৭৮	২১ ৫
মোট	৪৮৬	৫৮	১১·৮	৫৭৫	১৬০	২৭ ৮

১ এলাহেৎ উল্লাহ্-র আহ্কম্-ই আলমগীরী, ফো. ৬২ বি।

২ সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ ঔরঙ্গজেব্স্ রেইন্, পৃ. ৬৪।

দেখা যাইতেছে যে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে অমাত্যবর্গের মধ্যে দক্ষিণীগণের অনুপাত বেশী নয়। অধিকন্তু, তাহাদের সংখ্যা যে শুধু অল্প তাহাই নয়, তাহাদিগকে নিম্নপদস্থ হিসাবেও গণ্য করা হইত। তাহাদের 'উচ্চ' মনসবগুলি হইতে প্রকৃত আয় বা ক্ষমতা সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা করা যায় না। আবুল ফজল্ মামুরী লিখিয়াছেন: "যদিও তাহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্য সম্রাট (ঔরঙ্গজেব) উচ্চ মনসব দান করিতেন, তবুও তাহাদিগকে ৩ বা ৪ মাসের বৃত্তিভোগীরূপেই গণ্য করা হইত এবং দাক্ষিণাত্যের নিয়মানুসারে সমগ্র বৃত্তির এক-চতুর্থাংশ (তলব) বাদ দেওয়া হইত। তিনি (ঔরঙ্গজেব) তাহাদিগকে জাগীর দানের ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।"[১] নিঃসন্দেহে ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, শাহ্জাহানের রাজত্বের শেষার্ধে দাক্ষিণাত্যের 'জমা'[২] হইতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১/৩ বা ১/৪ ভাগ। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে সম্ভবতঃ ইহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। এজন্যই দাক্ষিণাত্যের যে জাগীরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষিণীগণকে প্রদত্ত হইত তাহা সর্বনিম্ন 'মাসিক-স্তর' রূপে গণ্য হইত। শাহ্জাহানের[৩] সময় হইতেই দক্ষিণীগণের প্রাপ্য অর্থ হইতে এক চতুর্থাংশ হ্রাসের নীতি ঔরঙ্গজেবের একাদশ বৎসরের একটি সরকারী আদেশও পুনঃ পুনঃ ভাবে সমর্থন করে। যাহারা দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিতে চাকরি গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা প্রত্যেকেই এই নিয়ম মানিতে বাধ্য হইয়াছিল। "কেবলমাত্র যদি কোন ব্যক্তি সরাসরি পারস্যদেশ হইতে আসিত এবং যদি প্রমাণিত হইত যে সে এগুলিতে (বিজাপুর বা হায়দ্রাবাদের রাজ্যগুলিতে) চাকরি গ্রহণ করে নাই, তবেই তাহার এক-চতুর্থাংশ মকুব হইত (প্রাপ্য বৃত্তি হইতে)।"[৪]

তবুও, ১৬৮১ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট যখন সমগ্র দাক্ষিণাত্য করায়ত্ত করিলেন তখন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিল। এই সময়ে বহু সংখ্যক দক্ষিণী অমাত্য মুঘলদের নিকট চাকরী গ্রহণ করে। বিজাপুরী, হায়দ্রাবাদী এবং মারাঠাগণকে তাহাদের অধীনস্থ স্থান ও দুর্গগুলি সমর্পণ করিবার অথবা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা

১ মামুরী, কো. ১৫৬ বি; দিলকুশা, কো. ৩১ বি।

২ আদাব-ই আলমগীরী। কো. ২৫বি, ৩৩এ-৩৩বি, ৩৫বি, ৩৯বি, ৪৩এ।

৩ সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্জাহান্স্ রেইন্, পৃ. ১-২৭, ১৩ এবং পরবর্তী অংশ।

৪ সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ ঔরঙ্গজেব স্ রেইন, পৃ. ৬৪।

দখলের পর, চাকরি গ্রহণ করিবার সুযোগ দেওয়া হইল। এমন কি, দক্ষিণী-গণের নিয়োগের ক্ষেত্রে জামিনের দাবীও ত্যাগ করা হইল।[১] সম্রাট তখন পর্যন্ত মারাঠাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিতে পারেন নাই বলিয়াই দক্ষিণী-গণকে প্রলুব্ধ করিবার নীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-গ্রাস নীতির কথা স্মরণ রাখিলে দেখা যায় যে, দক্ষিণীগণের আগমন আপাত দৃষ্টিতে অসমঞ্জস ছিল না। ১৬৬৭ বা কাছাকাছি সময়ে দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলির 'জমাদমীর' (নিরূপিত অর্থ যাহার দ্বারা বেতনের পরিবর্তে জাগীর প্রদত্ত হইত) পরিমাণ ছিল সাম্রাজ্যের সমগ্র জমার[২] শতকরা ৩২·১ ভাগ; অপরদিকে, ১৬৫৮-৭৮ বর্ষ সীমায় ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী দক্ষিণী অমাত্যবর্গের সংখ্যা ছিল শতকরা ১১·৮ ভাগের অনধিক। ১৬৮৭-৯১[৩] খ্রীঃ অব্দে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখলের পর সাম্রাজ্যের মোট জমার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের 'জমাদমীর' পরিমাণ শতকরা ৪৩·৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়; অপর দিকে, ১৬৭৯-১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী অমাত্যগণের মধ্যে দক্ষিণীদের সংখ্যা শতকরা ২৭·৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে অবশ্য কিছু অসমতাও লক্ষ্য করা যায়। ১৬৬৭ এবং ১৬৯১ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে সাম্রাজ্যের 'জমাদমীতে' দাক্ষিণাত্যের অংশ যখন মাত্র শতকরা ৩৫·৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়, তখন ১৬৫৮-৭৮ এবং ১৬৭৯-১৭০৭ সময়কালে দক্ষিণী অমাত্যবর্গের অনুপাত শতকরা ১৩৬·৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণীগণ প্রথম দিকে দাক্ষিণাত্যের মধ্যে জাগীর লাভ করিলেও সামরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে যখন দাক্ষিণাত্যে অ-দক্ষিণী-দের উপস্থিতি অপরিহার্য হইয়া পড়িল তখন দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সকলকে জাগীর-দান সম্ভব হইল না, ফলে, সাম্রাজ্যের অপরাপর অংশেও তাহাদিগকে জাগীর প্রদত্ত হইতে লাগিল।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে এই সকল "ভুঁইফোঁড়" দক্ষিণীদের সমাগম খানাজাদগণের কিরূপ বিরক্তির কারণ হইয়াছিল তাহা আবুল ফজল মামুরীর

১ উক্ত গ্রন্থ পৃ. ১৮২, ১,০০০ পর্যন্ত জাট্ পদাধিকারী দক্ষিণীগণ যুক্ত ছিল।

২ মিরাৎ-অল্ আলম, ফো. ২১৪বি-২১৫; সাম্রাজ্যের জমা: ৯,২৪,১৭,১৬,০৮২ দাম; দাক্ষিণাত্যের প্রদেশ সমূহ: ২,৯৮,৭০,০০,০০০ দাম।

৩ জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ফো. ৩এ-৫বি; সাম্রাজ্যের জমা: ১২,৮০,২৩,৩৬,০০০ দাম দাক্ষিণাত্যের প্রদেশ সমূহ: ৬,০০,২২,২২,১৫০ দাম।

একটি অনুচ্ছেদ হইতে জানা যায়, "অবশেষে পরিস্থিতি এরূপ পর্যায়ে আসিল যে, নবনিযুক্ত দক্ষিণীগণের জন্যই সমগ্র দেশ অর্পিত হইল এবং তাহাদের প্রতিনিধিগণ উৎকোচ দ্বারা সর্বাধিক অর্থ প্রদানকারী জাগীরগুলি তাহাদের জন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। ফলে, নূতন ও অজ্ঞাত মনসবদারগণের পদমর্যাদা ও সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং পুরাতন মনসবদারগণের মনসব হ্রাস প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিল।"[১]

তবুও প্রত্যেক দক্ষিণীই সমান সুযোগ লাভ করে নাই। যাহারা দাক্ষিণাত্যে জাগীর লাভ করিয়াছিল তাহাদের অবস্থা সুবিধাজনক ছিল না। প্রায় ১৬৭৭ খ্রীঃ অব্দের গোড়ার দিকে তাহারা "দারিদ্র্য ও জাগীরের অল্প আয়ের জন্য" খুরাক-ই ফিলান-ই হালকা (সরকারী হাতীগুলির খোরাকী বাবদ প্রদেয় অর্থ) প্রদান হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।[২] কিন্তু মারাঠা শক্তির উত্থান ও অত্যাচার এবং ১৭০২-৪ খ্রীঃ অব্দের দুর্ভিক্ষ তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে দাক্ষিণাত্যের দুর্দশা বর্ণনা প্রসঙ্গে ভীমসেন মন্তব্য করিয়াছেন যে, দেশের (দাক্ষিণাত্যের) বহু মনসবদার জাগীর হইতে আয়ের আশা ত্যাগ করিয়া মারাঠাদের পক্ষে যোগ দিয়াছিল।[৩]

মারাঠাগণ

মালিক অম্বর যখন মারাঠা দলপতি ও অনুচরবর্গকে (বর্গী) স্বার্থ সিদ্ধির কার্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তখন হইতেই মুঘলগণ দক্ষিণাত্যের যুদ্ধে মারাঠাগণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিল। ১৬১৬ খৃঃ অব্দে শাহ্ নওয়াজ খানের হস্তে মালিক অম্বরের পরাজয়ের মূলে দলত্যাগী মারাঠাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম দিকে মারাঠা সৈন্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে সম্রাট স্বয়ং আহমদ নগরের উৎসাধনের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন। শিবাজীর নেতৃত্বে দক্ষিণাত্যে এক স্বাধীন রাজ্যের জন্ম হইলে মারাঠা শক্তি নূতন আকার ধারণ করিল। দক্ষিণাত্যে তাহাদের বর্ধমান গুরুত্ব মুঘল শাসক গোষ্ঠীর মধ্যেও দেখা দিল এবং

১ মাসুরী, ফো. ১৬৬বি-১৫৭এ।
২ সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ ঔরঙ্গজেব্‌স্ রেইন, ১১৫।
৩ দিলকুশা, ফো. ১৪০এ।

শুধু সামরিক দিক দিয়াই নয়, মুঘল শাসক শ্রেণীর মধ্যে মারাঠাদের কয়েকটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেও তাহারা এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে চাহিল। মুঘল অভিজাতবর্গের মধ্যে মারাঠাদের সংখ্যা ও মর্যাদার দ্রুত বৃদ্ধি নিম্নের তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে। সুতরাং পরিস্থিতির চাপেই ঔরঙ্গজেব পরবর্তী বৎসরগুলিতে চাকরির ক্ষেত্রে মারাঠাগণের প্রতি উদার ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শিবাজীকে ৫,০০০/৫,০০০ পদ দান করা সত্ত্বেও দমন করা সম্ভব হয় নাই; বরং তিনি মুঘল দরবার হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ কয় বৎসরে শিবাজীর দৌহিত্র শাহু ৭,০০০/৭,০০০ পদমর্যাদা ভোগ করিয়াছিলেন এবং সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অভিজাতগণের অন্যতম হিসাবেও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন, যদিও মৌখিক ভাবে।

	শাহ্‌জাহান	১৬৫৮-৭৮	১৬৭৯-১৭০৭
৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব	৩	৩	১৬
৩,০০০-৪,৫০০	৬	৬	১৮
১,০০০-২,৭০০	৪	১৮	৬২
	১৩	২৭	৯৬
মোট মনসবদারের শতকরা হিসাবে মারাঠাগণের সংখ্যা	২·৯	৫·৫	১৬·৭

মনসব দান করিয়া মারাঠাগণকে বশীভূত করিবার নীতি ফলপ্রসূ হয় নাই। কারণ, কয়েকজন দলপতি বশীভূত হইলেও অপরাপর ব্যক্তি নূতন দুর্গ নির্মাণ ও মুঘল জেলাগুলিকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিত। মারাঠা সমাজ ব্যবস্থা রাজপুত সমাজ ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল না বলিয়াই সম্ভবতঃ এরূপ ঘটিয়াছিল; কেননা, রাজপুত দলপতির বশ্যতার অর্থ ছিল সমগ্র উপজাতির বশ্যতার নামান্তর। কিন্তু লুণ্ঠন প্রভৃতির দ্বারা উন্নতির সম্ভাবনা থাকিলে সামরিক মারাঠা দল বা জমিদারগণ সর্বদাই এই পন্থা অবলম্বন করিত। মারাঠা অমাত্য-বর্গের মুঘল পক্ষে পুনঃ পুনঃ আগমন ও দলত্যাগের ফলে আনুগত্যের দিক হইতে তাহারা সম্রাটের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং মুঘল শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে রাজপুতগণ প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ

করিয়াছিল মারাঠাগণ তাহা কখনও পারে নাই। মুঘল সাম্রাজ্যে তাহাদের উপস্থিতি ছিল ধ্বংসাত্মক, গঠনমূলক নয়।

হিন্দুগণ

ঔরঙ্গজেবের হিন্দু অমাত্যবর্গের মধ্যে রাজপুত ও মারাঠাগণই ছিল সংখ্যায় বেশী। এরূপ ধারণা করা হইয়া থাকে যে, ঔরঙ্গজেবের অধীনে শুধু রাজপুতগণই নয়, সামগ্রিক ভাবে হিন্দু অভিজাতবর্গেরও বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। এস. আর. শর্মা ঔরঙ্গজেবের অধীনস্থ ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী ১৬০ জন হিন্দু মনসবদারের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।[১] তাঁহার মতে, হিন্দু অমাত্যগণের সংখ্যা শাহ্জাহানের আমলের ন্যায় এক্ষেত্রেও সমান ছিল, কেবল মাত্র মনসবদারগণের মোট সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছিল।[২] কিন্তু এই অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা, ঔরঙ্গজেবের অধীনস্থ অভিজাতবর্গের দ্বিমুখী বৃদ্ধির ধারণা জওয়াবিৎ-ই আলমগীরীর একটি ভুল ব্যাখ্যা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। কারণ, মনসবদার, আহদি, গোলন্দাজ বাহিনী প্রভৃতির সমগ্র সংখ্যাকেই অমাত্যবর্গের সংখ্যা হিসাবে ধরা হইয়াছে।[৩] আবার, শর্মা প্রদত্ত ঔরঙ্গজেবের অধীনস্থ হিন্দু মনসবদারগণের মোট সংখ্যার তালিকা যেহেতু অসম্পূর্ণ আকরগ্রন্থের উপর নির্ভরশীল, সেজন্য ইহা স্থির সিদ্ধান্তের অনুকূল নয়।[৪] এই পুস্তকে

১ রিলিজাস্ পলিসি অভ্ দ্য মুঘল এম্পায়ারস্, ১৭৮-৮০।

২ উক্ত গ্রন্থ, ১৩১।

৩ উক্ত গ্রন্থ, ১৩১-৩২।

৪ এস. আর. শর্মা তাঁহার পুস্তকে (পৃ. ১৩১) বলিয়াছেন যে, তিনি ঔরঙ্গজেবের অধীনস্থ ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী ১৪৮ জন হিন্দু মনসবদারের নাম পাইয়াছেন, কিন্তু তিনি পরিশিষ্টে ১৬০ জনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। আমার তালিকাটিতে সমমর্যাদাসম্পন্ন ২৫১ জন হিন্দু মনসবদারের নামোল্লেখ করিয়াছি; তালিকাটি নিরপেক্ষ ভাবেই প্রস্তুত হইয়াছে এবং শর্মার পরিশিষ্টে প্রদত্ত ১৬০ জনের মধ্যে ১৪ জনের নাম উল্লিখিত হয় নাই। এগুলির মধ্যে শর্মা কর্তৃক উক্ত ৫,০০০ জাট্-এর মর্যাদাভোগকারী প্রতাপ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে শম্ভুর প্রতিনিধি এবং তিনি এই মর্যাদা ভোগ করেন (দিলকুশা, ফো. ৩৫এ-বি; সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ ঔরঙ্গজেব্স্ রেইন, পৃ. ৬৬)। এই ১৪ জনের মধ্যে অপর কয়েকজনের বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, যথা, শাভাজী জাদো (৫,০০০ জাট্) এবং টোডের রাজা জয় সিংহ (৬,০০০ জাট্)। টোড-এর ফৌজদার রাজ সিংহ ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে মাত্র ৪০০/৩০০ পদমর্যাদা ভোগ করিতেন। (আখবরাৎ, ১৮ শাবণ, ৪৩ বৎ.)।

সংযোজিত তালিকাগুলিতে ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী হিন্দু অথবা মুসলমান মনসবদারগণের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। তালিকাগুলি অসম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতদের অনুপাতের ক্ষেত্রে এগুলিকে নির্ভর-যোগ্য হিসাবে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। 'আইন' এবং সালেহ প্রদত্ত শাহ্‌জাহানের অধীনস্থ মনসবদারগণের তালিকার উপর নির্ভরশীল নিম্নের এই তালিকাটিতে হিন্দু অমাত্যবর্গের সংখ্যা ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দের কর্মরত মনসবদারদের সংখ্যার সহিত পাশাপাশি রাখা হইয়াছে।

	আকবর		শাহ্‌জাহান		ঔরঙ্গজেব			
	১৫৯৫		১৬২৮-৫৮		১৬৫৮-৭৮		১৬৭৯-১৭০৭	
	মোট	হিন্দুগণ	মোট	হিন্দুগণ	মোট	হিন্দুগণ	মোট	হিন্দুগণ
৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব	৭	১	৪৯	১২	৫১	১০	৭৯	২৬
৩,০০০-৪,৫০০	১০	১	৮৮	২২	৯০	১৮	১৩৩	৩৬
১,০০০-২,৭০০	১৭	৬	৩০০	৬৪	৩৪৫	৭৭	৩৬৩	১২০
৫০০-৯০০	৬৪	১৪						
মোট	৯৮	২২	৪৩৭	৯৮	৪৮৬	১০৫	৫৭৫	১৮২

অধিকতর সুবিধার জন্ম হিন্দু অমাত্যবর্গের অবস্থার শতকরা হিসাব প্রদত্ত হইল :

	আকবর	শাহ্‌জাহান	ঔরঙ্গজেব	
	১৫৯৫	১৬২৮-৫৮	১৬৫৮-৭৮	১৬৭৯-১৭০৭
৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব	১৪·৩	২৪·৫	১৯·৬	৩২·৯
৩,০০০-৪,৫০০	১০·০	২৫·০	২০·০	২৭·১
১,০০০-২,৭০০	৩৫·৩	২১·৩	২২·৩	৩৩·১[১]
৫০০-৯০০	২১·৮			
মোট	২২·৫	২২·৪	২১·৬	৩১·৬

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে হিন্দুদের পরিস্থিতির অবনতি ঘটিলেও শেষ ২৯ বৎসরে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

১ অধ্যায়ের শেষে ২ (ক) ও ২ (খ) তালিকা দুইটি দ্রষ্টব্য।

ফলে এই সময়ে হিন্দু অভিজাতদের অনুপাত তুলনামূলকভাবে শাহ্জাহান বা তাঁহার পূর্ববর্তী সময়ের অনুপাত অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সুতরাং ঔরঙ্গজেব যে হিন্দু মনসবদারগণের বিরুদ্ধে বৈষম্য করেন নাই এই তালিকাগুলি হইতেই তাহা প্রমাণ করা যাইবে। কিন্তু তবুও বিষয়টি মোটেই সহজ নয়। এই সময়ে হিন্দুদের সংখ্যাস্ফীতির কারণ অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে রাজপুত অপেক্ষা মারাঠাগণের সমাগম। একপ্রকার জোর করিয়াই তাহারা শাসক গোষ্ঠীতে প্রবেশ করিয়াছিল, ধর্মীয় উদারতার ফল হিসাবে নয়। দাক্ষিণাত্যের সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে লিপ্ত হইয়া নির্বিচারে মারাঠাদের আনুগত্য লাভের চেষ্টার পূর্বে ঔরঙ্গজেব হিন্দু অমাত্যগণের সংখ্যা লঘু করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৬৫৮-৭৮ বর্ষ সীমার সংখ্যাগুলিই তাহা প্রমাণ করে। এই সময়ের শেষ ভাগ হইতেই রাজপুতদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে থাকে। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ধর্ম বৈষম্য নীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের অধীনে হিন্দুগণ একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

এই সকল তথ্য হইতে এই ধারণা লাভ করা যায় যে ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-গ্রাস নীতির পূর্বে অভিজাতবর্গের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে নাই। এই সময়ে নূতন নিয়োগের ফল হিসাবেই অভিজাত শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ গঠনের কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। এই শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ পদগুলির ক্ষেত্রে মারাঠা ও দক্ষিণীগণের অনুপাত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। অপরদিকে, রাজপুত, বারহার সৈয়দ প্রভৃতি পুরাতন শ্রেণীগুলির ক্ষেত্রে অবনতি শুরু হইয়াছিল। তুরানী এবং ইরানীদেরও পূর্ব গৌরব কিছু কমিয়াছিল এবং বিজাপুর হইতে আফঘান অফিসারদের সমাগমের ফলে আফঘানদের উন্নতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

আবুল ফজল মামুরী মন্তব্য করিয়াছেন যে, খানাজাদগণ অর্থাৎ পূর্বে রাজকর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট পরিবারের অমাত্যগণ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহার উক্তির মধ্যে সামান্য আতিশয্য থাকিলেও প্রাপ্ত প্রমাণগুলি তাঁহার মন্তব্য অনেকাংশেই সমর্থন করে। নবনিযুক্ত ব্যক্তিদের উচ্চ পদ দান করা হইত শুধু এই কারণে যে দাক্ষিণাত্যে তাহারা ক্ষমতা ভোগ করিত এবং একমাত্র উচ্চপদের দ্বারাই বশীভূত হইত—অন্য ভাবে নয়। সুতরাং যোগ্যতা এক্ষেত্রে বাহুল্য। মধ্য এশিয়া এবং পারস্যের অভিজাত শ্রেণীর মধ্য হইতেও সংগ্রহ কার্য চলিত বটে, তবে অনেক কম মাত্রায়। অভিজাত ভিন্ন অপরাপর শিক্ষিত শ্রেণীর

সুযোগ ছিল অনেক কম। বখ্‌তওয়ার খান এবং এনায়েৎউল্লাহ্ খানের মত দুইজন শিক্ষিত ব্যক্তির পদোন্নতি ঘটিলেও বিষয়টি উল্লেখযোগ্য বলা চলে না। অবশ্য ভাগ্যান্বেষীদের সুযোগ ছিল, কেননা, প্রথমে তাহারা সাম্রাজ্যের বাহিরে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিত এবং পরে রাজকার্যের সুযোগ লইবার চেষ্টা করিত। এবিষয়ে বহু মারাঠা দলপতির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে মুঘলগণের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না—পরিবার এবং গোষ্ঠীই ছিল মাপকাঠি।

তালিকা ১ (ক)

ঔরঙ্গজেবের অধীনস্থ ভারতীয়, বিদেশী ও তাহাদের বংশোদ্ভূত মনসবদারগণের অনুপাত

১৬৫৮-১৬৭৮

	বিদেশী ও তাহাদের বংশধরগণ						
ভারতীয়	ভারতে জাত	ভারতের বাহিরে জাত	জন্মস্থান অজ্ঞাত	বিদেশী ও তাহাদের বংশোদ্ভূতগণের মোট সংখ্যা	শ্রেণী অজ্ঞাত	মোট সংখ্যা	মন্তব্য
মনসবদার ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব							
১৭	১৪	১৫	৩	৩২	২	৫১	যে ২ জন মনসবদারের শ্রেণী জানা যায় নাই, তাহাদের মধ্যে ১ জনের জন্ম ভারতে, কিন্তু অপর জন ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিনা তাহা বলা যায় না।

মনসবদার ৩,০০০-৪,৫০০							
৩৮	৩৪	১০	৪	৪৮	৪	৯০	যে ৪ জন মনসবদারের শ্রেণী জানা যায় নাই, তাহাদের ২ জনের জন্ম ভারতে, অপর ২ জন ভারতে অথবা ভারতের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিনা তাহা বলা যায় না।
মনসবদার ১,০০০-২,৭০০							
১৬০	৬৯	৩০	২৩	১২২	৬৩	৩৪৫	যে ৬৩ জন মনসবদারের শ্রেণী জানা যায় নাই, তাহাদের মধ্যে ৪ জনের জন্ম ভারতে; অন্য মনসবদারগণ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিনা তাহা বলা যায় না।
২১৫	১১৭	৫৫	৩০	২০২	৬৯	৪৮৬	

তালিকা ১ (খ)

ঔরঙ্গজেবের অধীনস্থ ভারতীয়, বিদেশী ও তাহাদের বংশোদ্ভূত মনসবদারগণের অনুপাত

১৬৭৯-১৭০৭

ভারতীয়	বিদেশী ও তাহাদের বংশধরগণ				শ্রেণী অজ্ঞাত	মোট সংখ্যা	মন্তব্য
	ভারতে জাত	ভারতের বাহিরে জাত	জন্মস্থান অজ্ঞাত	বিদেশী ও তাহাদের বংশোদ্ভূতগণের মোট সংখ্যা			
মনসবদার ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব							
৪৬	১৪	৬		২০	১৩	৭৯	যে ১৩ জন মনসবদারের শ্রেণী জানা যায় নাই, তাহাদের মধ্যে ৩ জনের জন্ম ভারতে; অবশিষ্ট ১০ জনের ভারতে অথবা ভারতের বাহিরে জন্ম হইয়াছিল কিনা তাহা বলা যায় না।
মনসবদার ৩,০০০-৪,৫০০							
৫৮	৪৬	১৫	১	৬২	১৩	১৩৩	যে ১৩ জন মনসবদারের শ্রেণী জানা যায় নাই, তাহাদের মধ্যে ৪ জনের জন্ম ভারতে; অবশিষ্ট ৯ জনের ভারতে অথবা ভারতের বাহিরে জন্ম হইয়াছিল কিনা তাহা বলা যায় না।

মনসবদার ১,০০০-২,৭০০							
১৮১	৮২	২৫	৮	১১৫	৬৭	৩৬৩	যে ৬৭ জন মনসবদারের শ্রেণী জানা যায় নাই, তাহাদের মধ্যে ১০ জনের জন্ম ভারতে; অবশিষ্ট ৫৭ জনের ভারতে অথবা ভারতের বাহিরে জন্ম হইয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় না।
২৮৫	১৪২	৪৬	৯	১৯৭	৯৩	৫৭৫	

তালিকা ২ (ক)

ঔরঙ্গজেবের অভিজাত শ্রেণীর ধর্মীয় ও জাতিগত গঠন

১৬৫৮-১৬৭৮

ইরানী	তুরানী	আফঘান	ভারতীয় মুসলমান	অন্যান্য মুসলমান	মোট মুসলমান	রাজপুত	মারাঠা	অন্যান্য হিন্দু	মোট হিন্দু	মোট সংখ্যা
মনসবদার ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব										
২৩	৯	৩	৪	২	৪১	৬	৩	১	১০	৫১
মনসবদার ৩ ০০০-৪,৫০০										
৬২	১৬	৯	১০	৫	৭২	১১	৬	১	১৮	৯০
মনসবদার ১,০০০-২,৭০০										
৮১	৪২	৩১	৫১	৬৩	২৬৮	৫৪	১৮	৫	৭৭	৩৪৫
১৬৬	৬৭	৪৩	৬৫	৭০	৩৮১	৭১	২৭	৭	১০৫	৪৮৬

তালিকা ২ (খ)

ঔঙ্গরজেবের অভিজাত শ্রেণীর ধর্মীয় ও জাতিগত গঠন

১৬৭৯-১৭০৭

ইরানী	তুরানী	আফ-ঘান	ভারতীয় মুসলমান	অন্যান্য মুসল-মান	মোট মুসল-মান	রাজ-পুত	মারাঠা	অন্যান্য হিন্দু	মোট হিন্দু	মোট সংখ্যা
মনসবদার ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব										
১৪	৬	১০	১০	১৩	৫৩	৫	১৬	৫	২৬	৭৯
মনসবদার ৩,০০০-৪,৫০০										
৪০	২২	৪	১৮	১৩	৯৭	১৫	১৮	৩	৩৬	১৩৩
মনসবদার ১,০০০-২,৭০০										
৭২	৪৪	২০	৪১	৬৬	২৪৩	৫৩	৬২	৫	১২০	৩৬৩
১২৬	৭২	৩৪	৬৯	৯২	৩৯৩	৭৩	৯৬	১৩	১৮২	৫৭৫

তালিকা ৩ (ক)

খানাজাদ্ ও জমিদারগণ

১৬৫৮-১৬৭৮

মনসবদারগণের বংশধরগন খানাজাদ্গণ	মনসবদারগণের বংশোদ্ভূত নহে	জমিদার: যাহাদের আত্মীয়গণ চাকরি করিত	জমিদার: যাহারা স্বয়ং চাকরি করিত	মোট জমিদার	মোট সংখ্যা
মনসবদার ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব					
২০	২৪	৫	২	৭	৫১
মনসবদার ৩,০০০-৪,৫০০					
৫১	২৮	১০	১	১১	৯০
মনসবদার ১,০০০-২,৭০০					
১০৩	১৯২	২৪	২৬	৫০	৩৪৫
১৭৪	২৪৪	৩৯	২৯	৬৮	৪৮৬

তালিকা ৩ (খ)

খানাজাদ্ ও জমিদারগণ

১৬৭৯-১৭০৭

মনসবদারগণের বংশধরগণ খানাজাদ্‌গণ	মনসবদারগণের বংশোদ্ভূত নহে	জমিদার: যাহাদের আত্মীয়গণ চাকরি করিত	জমিদার: যাহারা স্বয়ং চাকরি করিত	মোট জমিদার	মোট সংখ্যা
মনসবদার ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব					
১৮	৪৬	৬	৯	১৫	৭৯
মনসবদার ৩,০০০-৪,৫০০					
৫৭	৫৬	১৩	৭	২০	১৩৩
মনসবদার ১,০০০-২,৭০০					
১৪৫	১৭২	৩৩	১৩	৪৬	৩৬৩
২২০	২৭৪	৫২	২৯	৮১	৫৭৫

তালিকা ৪ (ক)

দক্ষিণীগণ

১৬৫৮-১৬৭৮

	মনসবদারগণের মোট সংখ্যা	দক্ষিণী ও দক্ষিণ ভারতীয়গণ
মনসবদার ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব	৫১	১০
মনসবদার ৩,০০০-৪,৫০০	৯০	১৩
মনসবদার ১,০০০-২,৭০০	৩৪৫	৩৫
	৪৮৬	৫৮

তালিকা ৪ (খ)

দক্ষিণীগণ

১৬৭৯-১৭০৭

	মনসবদারগণের মোট সংখ্যা	দক্ষিণী ও দক্ষিণ ভারতীয়গণ
মনসবদার ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব	৭৯	৪৮
মনসবদার ৩,০০০-৪,৫০০	১৩৩	৩৪
মনসবদার ১,০০০-২,৭০০	৩৬৩	৭৮
	৫৭৫	১৬০

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিজাতবর্গের সংগঠন : মনসব, বেতন, চাকুরির শর্তাদি

মনসব ব্যবস্থার বিবর্তন

মুঘলগণের নিকট মনসব (পদ, মর্যাদা, শ্রেণী) শব্দটি একদিকে যেমন উক্ত পদাধিকারীর (মনসবদার) সামাজিক মর্যাদার দ্যোতক হিসাবে ব্যবহৃত হইত অপরদিকে তেমনি ইহার দ্বারা তাঁহার বেতন এবং অশ্বারোহী সৈন্যের সীমাও নির্ধারিত হইত।

ভারতীয় মুঘলদের বহুপূর্বে বিশাল অশ্বারোহী তুর্কি সৈন্যবাহিনীর গঠন দশমাংশের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। দিল্লী-সুলতানদের নিয়মানুযায়ী ১০ জন অশ্বারোহী (সওয়ার) সৈন্যের উপর থাকিত একজন সর্-ই খইল ; ১০ জন সর্-ই খইলের উপর একজন সিপাহ্সালার ; ১০ জন সিপাহ্সালারের উপর একজন আমীর ; ১০ জন আমীরের উপর একজন মালিক, ১০ জন মালিকের উপর একজন খান এবং কমপক্ষে ১০ জন খানের উপর স্বয়ং সুলতান। সুতরাং একজন সর্-ই খইল ১০ জন, একজন সিপাহ্সালার ১০০ জন, একজন আমীর ১,০০০ জন, একজন মালিক ১০,০০০ এবং একজন খান ১০০,০০০ ব্যক্তিকে নিজ নিজ অধীনে রাখিতে পারিত।[১] অবশ্য ইহা অনুমান আর বরনীর উক্তির মধ্যেও ভ্রান্তি আছে। চতুর্দশ শতাব্দীর একটি আরবী বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে "খানের অধীনে ১০,০০০, মালিকের অধীনে ১,০০০, আমীরের অধীনে ১০০ এবং সিপাহ্সালারের অধীনে তদপেক্ষা কম সৈন্য থাকে।" অতএব তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সৈন্য সংখ্যা এক দশমাংশে

১। বরনী, তারিখ-ই ফিরোজশাহী, সম্পাদনা, অধ্যাপক এস. এ. রশিদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭ (বিব্. ইণ্ডি. এডিশন্, পৃ. ১৪৫) কাইকোবাদের প্রতি বুঘরা খানের উপদেশ। বুঘরা খান সাম্রাজ্যে ১০ জন খান চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বরনীর হিসাব অনুসারে ইহার দ্বারা একলক্ষ সৈন্যের বাহিনী বুঝাইত—ইহা ভ্রান্ত।

পরিণত হইতেছে।[১] চেঙ্গিস্ খানের বংশোদ্ভূত মোঙ্গলদের (ভারতীয় মুঘলগণ যাহাদের বংশধর বলিয়া দাবী করিত) সৈন্য বাহিনীর ক্ষুদ্রতম একক ছিল ১০ জন অশ্বারোহী; এরূপ এককের দশজন অফিসারের উপর থাকিত '১০০ জনের সেনাপতি', ১০ জন '১০০ জনের সেনাপতির' উপর একজন '১,০০০ জনের সেনাপতি' এবং ১০ জন '১,০০০ জনের সেনাপতির' উপর একজন '১০,০০০ জনের সেনাপতি';[২] ১০,০০০ সৈন্যের একককে বলা হইত 'তুমান'; এই ব্যবস্থার মূল নীতি ছিল সম্ভবতঃ এই যে, নিম্নপদস্থ অফিসারগণ প্রত্যক্ষ ভাবে উর্ধ্বতর কর্তৃপক্ষের অধীন ছিল এবং তাহাদের সৈন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের একটি অংশ ছিল। এরূপে, যদি অনুমান করা যায় যে, দিল্লীর সুলতানের অধীনস্থ একজন খানের অধীনে ১০,০০০ সৈন্য থা'কত, তবে এই সংখ্যা তাহার অধীনস্থ ১০ জন 'মালিকের' সৈন্য সংখ্যার সহিত সমান। এই ভাবেই অন্যান্যদের সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যায়।

এরূপ ধারণা পোষণ করা হয় যে, সৈন্যবাহিনীর এই ভগ্নাংশের হিসাব হইতেই মনসব ব্যবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে।[৩] ইহার মধ্যে কিছু যৌক্তিকতা থাকিলেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আকবরের মনসবদারী ব্যবস্থা কয়েকটি ক্ষেত্রে পূর্বতর ব্যবস্থার চেয়ে পৃথক, জটিল ও শাসনযোগ্য ছিল।

মুঘল শাসন ব্যবস্থায় মনসবদারগণ ১০ অথবা ৫,০০০ সওয়ার পদাধিকারী হইলেও তাহারা ছিল প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের অধীন। ওমরা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে পার্থক্য শুধু প্রচলিত ধারণা অনুসারেই চলিতেছিল, ইহার দ্বারা সামরিক সংগঠন ব্যবস্থার কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হয় নাই। এমতে, ৫,০০০ পদাধিকারী মনসবদাররা নিজেদের অধীনে ১,০০০ সওয়ার পদাধিকারী ৫ জন মনসবদারকে রাখিয়া সৈন্যবাহিনী গঠন করিতে পারিত না; তাহার

১ সাহাবউদ্দিন অল্ উমরী, মসালিক-অল্ আবসার ফি মমালিক-অল্ আমসার, অনুবাদ, স্পাইস, রশিদ ও হক্, পৃ. ২৮; আল্ কালকাসন্দী, সুব্-অল্ আসা, ডঃ ওটো স্পাইস কর্তৃক আংশিক অনুবাদ, অ্যান্ অ্যারাব অ্যাক্‌কাউন্ট অভ্ দ্য ফোরটীন্থ সেঞ্চুরি, পৃ. ৬৭।

২ এইচ. এইচ. হাওয়ার্থ, হিস্টরি অভ্ দ্য মোঙ্গলস্ ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮-৯।

৩ উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্য—আবদুল আজিজ, "দ্য মনসবদারী সিস্টেম্ অ্যাণ্ড দ মুঘল আর্মি" পৃ. ১৬-২৫।

পদের দ্বারা তাহার নিজের অংশকেই বুঝাইত। কোন মনসবদার তাহার সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন একক দেখাশুনা করিবার জন্য অধস্তন কর্মচারী রাখিতে পারিত বটে, কিন্তু তাহারা মনসবদার হইতে পারিত না, যদি না ঊর্ধ্বতম মনসবদারের অংশ ছাড়া তাহার নিজের সৈন্য থাকিত।[১]

দ্বিতীয়তঃ, মুঘল 'মনসব' ছিল দ্বিসংখ্যক ; একটির দ্বারা বুঝাইত জাট (ব্যক্তিগত) এবং অপরটির দ্বারা বুঝাইত 'সওয়ার' (অশ্বারোহী সৈন্য)। আকবরের রাজত্বের শেষ ভাগ হইতেই 'জাট' সংখ্যাটি কাল্পনিক সংখ্যায় পরিণত হয় এবং প্রচলিত বৃত্তি পর্যায় অনুসারে বেতন নির্ধারণ ছাড়াও পদাধিকারীকে কর্মচারী গোষ্ঠীর মধ্যে উপযুক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইতে থাকে।[২] অপরদিকে, 'সওয়ার' পদ দ্বারা বুঝাইত 'মনসবদারকে' কি পরিমাণ অশ্ব এবং অশ্বারোহী সৈন্য রাখিতে হইবে। সুতরাং ইহাকে সামরিক পদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। আকবরের রাজত্বের পরবর্তী বৎসরগুলিতে এই পদটিকে দ্বিতীয় পদ হিসাবে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং বহুপূর্বে যখন মূল কাঠামো হইতে ইহার পার্থক্য দেখা দিল তখন হইতেই এই পদটির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বরনী মন্তব্য করিয়াছেন যে, বলবন বলিতেন একজন 'মালিকের' যদি ১০,০০০ সৈন্য না থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি এই আখ্যা দাবী করিতে পারে না।[৩] আবার তিনিই মন্তব্য করিয়াছেন যে বদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক বক্ বক্-এর ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য (চাকর) ছিল ; তিনি এমন এক প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করিয়াছেন যাহার দ্বারা বুঝায় বক্ বক্-এর এক বিশাল বাহিনী ছিল।[৪]

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বক্ বক্ ১০,০০০ সৈন্যের পদ ভোগ করিলেও কার্যতঃ ৪,০০০ সৈন্য পোষণ করিতেন। মোরল্যাণ্ডও দেখাইয়াছেন যে মুঘল

১ যখন কোন পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে উচ্চ মনসব দান করা হইত এবং তাহার অধীনস্থ আত্মীয়বর্গকে নিম্নতর মনসব দেওয়া হইত তখন এরূপ ঘটিত। আত্মীয়দের সমগ্র মনসবের পরিমাণ প্রায়ই জ্যেষ্ঠের মনসব অতিক্রম করিত। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ঐ পদগুলি ছিল পৃথক এবং প্রত্যেকের অংশও পৃথক।

২ মোরল্যাণ্ড, জে. আর. এ. এস., ১৯৩৬, পৃ. ৬৪৭, আবদুল আজিজ, দ্য মনসবদারী সিস্টেম্ অ্যাণ্ড দ্য মুঘল আর্মি, পৃ. ৯৩।

৩ বরনী, উল্লিখিত গ্রন্থ।

৪ বরনী, তারিখ-ই ফিরোজশাহী, সম্পাদনা, অধ্যাপক এস. এ. রশিদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।

শাসনের প্রথমদিকে রাজকর্মচারীরা উচ্চ সম্মান ভোগ করিলেও সমসংখ্যক সৈন্য পোষণ করিত না; এজন্য তিনি মন্তব্য করিয়াছেন আকবরের দ্বিসংখ্যক পদগুলি এই প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হইত।[১] শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে অমাত্যদের পদমর্যাদা বুঝাইবার জন্য তাহাদের পদগুলি জাট পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত। কিন্তু প্রত্যেক অমাত্য নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী স্থিরীকৃত সংখ্যার বেশী সৈন্য যাহাতে পোষণ করিতে না পারে সেজন্য ইহার সহিত সওয়ার পদ যুক্ত হইত আর ইহা সর্বদাই জাট পদের সহিত সমান বা অল্পসংখ্যক হইত।[২]

আকবর প্রবর্তিত মনসবদারী ব্যবস্থার মূল নীতিগুলি সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বজায় থাকিলেও কয়েকটি নূতন বৈশিষ্ট্যও ইহাতে যুক্ত হইয়াছিল। এইরূপে দু-আস্পা-সিহ্-আস্পা পদ সর্বপ্রথম জাহাঙ্গীরের আমলেই দেখা যায়; আবার শাহ্‌জাহানের নূতন বেতনসীমা, 'মাসিক-অনুপাত', বিভিন্ন সওয়ার পদ অনুসারে সৈন্যবাহিনীর আকার সংক্রান্ত নূতন নিয়ম প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

১ "র‍্যাঙ্ক (মনসব) ইন্ দ্য মুঘল স্টেট সার্ভিস্." জে. আর. এ. এস্. ১৯৩৬, পৃ. ৬৪১-৬৫। আকবরের মনসব প্রবর্তনের জন্য দ্রষ্টব্য—এ. জে. কাইজার, প্রোসিডিংস্ অভ্ ইণ্ডিয়ান হিষ্টরি কংগ্রেস, দিল্লী অধিবেশন, ১৯৬১, পৃ. ১৫৫-৫৬।

২ আবুল ফজল্ লিখিয়াছেন, "এই কারণে (তাঁহাকে সাহায্যের জন্য) সম্রাট দহ্‌বশী (১০ জনের সেনানায়ক) হইতে দহ্‌হাজারী (দশ হাজারের সেনানায়ক) মনসবদারের পদগুলি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঁচ হাজারের ঊর্ধ্ব পদগুলির মনসবদারগণকে তাঁহার মহামহিম পুত্রদের অধীনে রাখিয়াছিলেন…মনসবদারদের মাসিক বেতন তাহার সৈন্য সংখ্যার (সওয়ার) উপর নির্ভরশীল। যাহার সৈন্য সংখ্যা (সওয়ার) তাহার মনসব পদের সমতুল্য হয় সেই ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীরূপে বিবেচিত হয়; সৈন্য সংখ্যা অর্ধেক বা তাহার অধিক হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরূপে এবং ইহার কম হইলে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরূপে বিবেচিত হয়।" আইন-ই আকবরী, ১ম, পৃ. ১২৩-২৪ অনুবাদ, ব্লকম্যান, সম্পাদক, ফিলোট্, পৃ. ২৪৮। আকবর নামায় এই শ্রেণী বিন্যাস্ ১০০৩ হিজরী সনে (১৫৯৫ খ্রী: অব্দে) দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক জাট পদের পূর্ণ বিভাজনের নীতি, তুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ফো. ৪৮ বি; মিরাৎ-অল্ ইস্‌তিলাহ্, ১৫এ-১৫বি। মিরাৎ-অল্ ইসতিলাহ্-র গ্রন্থকার এই অভিমত পোষণ করিয়াছেন যে, কোন মনসবদার ৫০০-র নিম্ন পদাধিকারী হইলে সওয়ার পদ পাইত না (ফো. ১৫বি) কিন্তু সপ্তদশ শতকে ৫০০-র নিম্ন পদ প্রাপ্ত ব্যক্তিও সওয়ার পদ লাভ করিয়াছিল এরূপ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

জাট্ ও সওয়ার পদসমূহ

পূর্বেই বলা হইয়াছে আকবরের আমলে সওয়ার পদ সাধারণতঃ জাট পদের সমতুল্য বা অপেক্ষাকৃত নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ছিল এবং, মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, এই ব্যবস্থা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের আমলেও বজায় ছিল। আবদুল আজিজ উল্লেখ করিয়াছেন যে, পাঁচটি ক্ষেত্রে সওয়ার পদ জাট পদ অপেক্ষা উর্ধ্বতর ছিল; অবশ্য এগুলিকে তিনি প্রতিলিপি সংক্রান্ত ভুল বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন।[১] যাহা হউক, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কিছু মনসবদার ছিল যাহাদের সওয়ার পদ জাট পদ অতিক্রম করিয়াছিল।[২] অবশ্য ইহা সত্য যে কোন কোন ক্ষেত্রে সওয়ার পদ ছিল শর্তসাপেক্ষ (মসরুৎ); এবং জয়পুরের আখবরাৎ-এ বিপুল সংখ্যক উদাহরণ রহিয়াছে যে, শর্তসাপেক্ষ সওয়ার পদ সমেত সাধারণ পদগুলি জাট পদ অপেক্ষা উর্ধ্বতর ছিল।[৩] আরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে বহু ক্ষেত্রে সওয়ার পদগুলি পুরাপুরি বা আংশিক শর্তাধীন না হইলেও জাট পদ অপেক্ষা উর্ধ্বতর ছিল।[৪] বিশেষ করিয়া ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে জাট অপেক্ষা সওয়ার পদ উর্ধ্বতর হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ যোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মচারীর অভাব।[৫] এবং এই কারণেই

১ আবদুল আজিজ, দ্য মনসবদারী সিস্টেম্ অ্যাণ্ড দ্য মুঘল আর্মি, পৃ. ৩।

২ অধ্যায়ের শেষে 'ক' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩ রাওয়াৎ মল ঝালা বেণীশাহ্ দার্ক বা প্রকাশগড়ের কেল্লাদার বা ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং শর্তসম্বলিত ২০০ সওয়ার লাভ করেন, ফলে তাঁহার পদমর্যাদা দাঁড়ায় ৭০০/৯০০ (আখবরাৎ, ৪ মহরম ৪৫ বৎ.)। বঙ্গদেশের 'দিওয়ান' ও মুকসুদাবাদের 'ফৌজদার' করতলব খান-ও বর্ধমান এবং মেদিনীপুরের ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং শর্ত সাপেক্ষ ৫০০ সওয়ার পদ প্রাপ্ত হন; সুতরাং তাঁহার পদমর্যাদা দাঁড়ায় ৯০০/১,০০০ (২৬ সফর ৪৫ বৎ.)। গুজরাটের সুবেদার শুজাৎ খানও যোধপুরের ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া শর্ত সাপেক্ষ ৪,০০০ সওয়ার পদ লাভ করেন; তাঁহার পদমর্যাদা দাঁড়ায় ৫,০০০/৮,০০০ (মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ৩১৭)।

৪ এরূপ যুক্তি দেখান যাইতে পারে যে সওয়ার পদ জাট পদের চেয়ে বেশী হওয়ার কারণ মসরুৎ অথবা দু আস্পা-সিহ্ আস্পা পদ (২×৩ অ)। সুতরাং ১,০০০/১,২০০ পদের দ্বারা বুঝাইতে পারে ১,০০০/১,০০০ (২০০×২-৩ অ); অবশ্য নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া ইহা সমর্থন করা যায় না। মনসবদারের পদ বর্ণনার ক্ষেত্রে আখবরাৎ-এ দু-আস্পা-সিহ্-আস্পা পদের সংখ্যাগুলি পৃথক ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

৫ রকাইম-ই করিম-এ ঔরঙ্গজেব যোগ্য ব্যক্তির অভাবের জন্য দুঃখ করিয়াছেন, ফো. ৬ এ; দিলকুশা, ফো. ১৩৯ এ; কলমাৎ-ই তৈয়াবাৎ, ফো. ২১ এ, ৮৩এ, ৯৭ বি, ১৩৫ বি, ১৩৫ বি; ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ৩৪৫।

সম্রাট যাহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেন তাহাকেই বেশী সৈন্য পোষণের অধিকার দান করিতেন। আবার মিতব্যয়িতার প্রভাবেও তিনি আনুপাতিক হারে অমাত্যদের জাট পদ বৃদ্ধি না করিয়া সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সওয়ার পদ জাট পদের চেয়ে যে কারণেই বৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকুক না কেন, ব্যাপারটি ছিল বাহ্যতঃ সীমিত; কারণ উচ্চ পদাধিকারী মনসবদারদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য ছিল না। প্রয়োজনের ভিত্তিতেই এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইত—মূল নীতি বা সংস্কারের জন্য নয়।

শর্তসাপেক্ষ পদ ('মসরুৎ')

মসরুৎ বা শর্তসাপেক্ষ পদগুলি সাধারণতঃ পূর্ববর্তী জাট্ ও সওয়ার পদের সহিত যুক্ত হইত। 'মিরাৎ-অল্ ইসতিলাহ্-র গ্রন্থকারের মধ্যে শর্তহীন সওয়ার মনসবগুলি জাট পদের সহিত প্রদত্ত হইত এবং 'শর্তসাপেক্ষ' মনসবগুলি একটি নির্দিষ্ট পদের বিশেষ কর্মচারীর নিকট হইতে বাঞ্ছিত কর্মের ভিত্তিতে প্রদত্ত হইত। উদাহরণের সাহায্যে বলা যায় যে, যদি কোন মনসবদার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ফৌজদার নিযুক্ত হইত এবং যদি দেখা যাইত যে সুষ্ঠুভাবে কার্য করিতে হইলে তাহার আরও ১০০ সওয়ার পদ প্রয়োজন, তখন ঐ ফৌজদারের মনসব এরূপ শর্তে বৃদ্ধি করা হইত যাহাতে ঐ ব্যক্তি ১০০ সওয়ার নিযুক্ত করিতে পারে আর এই পদের বেতনের জন্য তাহাকে একটি জাগীরও দেওয়া হইত। সেই ব্যক্তি ঐ পদ হইতে স্থানান্তরিত হইলে শর্তাধীন মনসব এবং অতিরিক্ত জাগীরও বাতিল হইত।[1] আবার

১ মিরাৎ-অল্ ইসতিলাহ্, ফো. ১৪বি। শের বয়ীর পুত্র মুজঃফর, পরগনা কাটুরী প্রভৃতির ফৌজদার নিযুক্ত হইলে ৪০০/৪০০ শর্তাধীন পদ প্রাপ্ত হন (মিরাৎ-ই আহ্-মদী, ১ম, পৃ. ২৮৯—৯০)। রাদ আন্দাজ খান লোনার প্রভৃতির ফৌজদারী হইতে স্থানান্তরিত হইলে তাঁহার শর্তাধীন পদ বাতিল হইয়া যায় (আখবরাৎ, ২৩ সফর, ৩৬ বং.)। শেখ আনোয়ারের শর্ত সাপেক্ষ পদটি বাতিল হয় যখন তিনি রামনগরের কেল্লাদার ও ফৌজদারের পদ হইতে স্থানান্তরিত হন (২ শাবণ, ৩৭ বং.)। শুজাৎ খানের শর্তাধীন পদোন্নতিও বাতিল হয় (মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম, ৩১৭); মহম্মদ বেগ-এর শর্তাধীন পদও বাতিল হয় (আখবরাৎ, ৮ জিলহিজ, ৪৩ বং.); ঔরঙ্গ খান. খাওয়াব-এর ফৌজদারী হইতে স্থানান্তরিত হইলে তাঁহার শর্তাধীন পদোন্নতিও বাতিল হয় (১৮ রজব, ৪৬ বং.); ওয়ালি দাদ খান দেখ দুরক্-এর কেল্লাদারের পদ হইতে স্থানান্তরিত হইলে তাঁহার শর্তসাপেক্ষ মনসবটি বাতিল হয় (১৩ রাবি, ২য়, ৩৮ বং.)।

কখনও কখনও শর্তাধীন মনসবটিকে পুরাপুরি বা আংশিক ভাবেও শর্তহীনরূপে গণ্য করা হইত। অবশ্য এরূপ ব্যবস্থাকে পদোন্নতি বা অনুগ্রহের রূপান্তর বলিয়াই ধরা হইত।[১]

দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মনসবদারী ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন—দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদের প্রবর্তন—লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার রাজত্বের দশম বৎসরে মহাবৎ খান দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত হইলে তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মানের জন্য তাঁহার পদের মধ্যে ১,৭০০ সওয়ারকে দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদে পরিণত করা হয়।[২] কোন অমাত্যকে দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদ প্রদানের ইহাই প্রথম ঘটনা। জাহাঙ্গীরের রাজত্বে এরূপ পদ অর্পণের ঘটনা অল্প হইলেও শাহ্‌জাহানের রাজত্বে ইহা প্রায়ই প্রদত্ত হইয়াছিল। ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী মনসবদারদের এরূপ পদ প্রাপ্তির ঘটনা নিম্নের তালিকা হইতে জানা যাইবে :

	মোট	দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদাধিকারীগণ
রাজত্বের ১০ম বৎসর[৩]	১৯১	১২
রাজত্বের ২০শ বৎসর[৪]	২১৯	২৩
রাজত্বের ৩০শ বৎসর[৫]	২৫৩	২৫

১ সিলহাত্-এর ফৌজদার হিম্মৎ ইয়ারের শর্তাধীন সওয়ার পদটি শর্তহীন বলিয়া বিবেচিত হয় (আখবরাৎ. ১৬ জিলহিজ, ৩৮ বৎ.)। মহম্মদ সালেহ্ ফতেপুর সিক্রির ফৌজদার নিযুক্ত হইলে তাঁহার শর্তসাপেক্ষ মনসবগুলির মধ্যে ৩০০ সওয়ার পদ শর্তহীন বলিয়া গণ্য হয় (২৮ জিলহিজ, ৪৫ বৎ.)। রাওয়াৎ মল বগলা পার্মালের কেল্লাদার ও ফৌজদার নিযুক্ত হইলে ৭০০/৭০০ মনসব লাভ করেন; ইহার মধ্যে ৩০০/২০০ ছিল শর্তহীন এবং অবশিষ্ট শর্তাধীন (৪ মহরম, ৪৫ বৎ.); খোদা বন্দ খানের শর্তসাপেক্ষ ২০০ সওয়ার পদ শর্তহীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল (১১ রমজান, ৪৫ বৎ.)।

২ তুজুক, পৃ. ১৪৭। (কিন্তু মহাবৎ খান কর্তব্য পালনে অক্ষম হইলে তাঁহার অতিরিক্ত দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদ ও বেতন বাতিল হইয়া যায়, পৃ. ১৯০)। তবুও জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ১৯তম বৎসরে মহাবৎ খান ৭,০০০/৭,০০০ (২-৩ অ) (তুজুক, মীর্জা হাদির বিবরণ) পদ প্রাপ্ত হন; সম্রাটের রাজত্বের শেষ ভাগে আসফ খানও ৭,০০০/৭,০০০ (২-৩ অ) পদ লাভ করেন (বাদশাহ্‌নামা, ১ম, পৃ. ১১৩)।

৩ লাহোরী, বাদশাহ্‌নামা, ১ম, পৃ. ২৯২-৩১২।

৪ লাহোরী, বাদশাহ্‌নামা, ২য়, পৃ. ৭১৭-৩৭।

৫ ওয়ারিস, বাদশাহ্‌নামা, ওর-:৬৭৫, ফো. ২০০এ-২১৪এ।

কিন্তু ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের এরূপ পদাধিকারীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁহার রাজত্বের প্রথম ২০ বৎসরে ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী মোট ৪৮৬ জন মনসবদারের মধ্যে দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদাধিকারী মনসবদারের সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ৬৮ এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে সমমর্যাদাসম্পন্ন মোট ৫৭৫ জনের মধ্যে এরূপ পদ গ্রহীতার সংখ্যা ছিল ৭০।[১]

দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদটিকে বাচনিক ভাবে সওয়ার পদের অংশ হিসাবেই গণ্য করা হইত। উদাহরণ স্বরূপ এই পদের সূত্রটি এইরূপ "৪,০০০ জাট্ ৪,০০০ সওয়ার সমস্তই (হমা) দু-আস্পা সিহ্-আস্পা" যাহার অর্থ ৪,০০০/৪,০০০+৪,০০০, অথবা ৪,০০০ জাট্, ৪,০০০ সওয়ার, ইহার মধ্যে ১,০০০ দু-আস্পা সিহ্-আস্পা, অর্থাৎ ৪,০০০/৪,০০০+১,০০০। সুতরাং ইহা কোন প্রকারেই সওয়ার পদ অতিক্রম করিতে পারিত না। সওয়ার পদের কোন অংশ দু-আস্পা সিহ্-আস্পারূপে গণ্য করিলেও অবশিষ্টাংশকে 'বরওয়ার্দি' হিসাবে ধরা হইত। অর্থাৎ যদি ৪,০০০ সওয়ার পদের মধ্যে ১,০০০ দু-আস্পা সিহ্-আস্পা হইত, তবে অবশিষ্ট ৩,০০০ কে 'বরওয়ার্দি' বলা হইত।[২] এই পরবর্তী অংশের জন্য অমাত্যদের বেতন ও দায়িত্ব ছিল সাধারণ পদের সমতুল্য। অপরদিকে দু-আস্পা সিহ্-আস্পার জন্য তাহার দায়িত্ব ও বেতন ছিল দ্বিগুণ; অর্থাৎ বেতন এবং সামরিক দায়িত্বের দিক হইতে বিচার করিলে ৪,০০০ সওয়ারের পদটি, যাহার মধ্যে ১,০০০ দু-আস্পা সিহ্-আস্পা, ৫,০০০ সওয়ার বুঝাইত (যেমন, ৩,০০০ সাধারণ+১,০০০ ২-৩ অ=৩,০০০ সাধারণ+১,০০০×২ সাধারণ= ৫,০০০ সাধারণ)। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে সম্রাট কাহারও প্রতি অনুগ্রহ করিলে অথবা তাহার জাট পদ বৃদ্ধি না করিয়া অধিক সংখ্যায় সৈন্য পোষণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে (যাহা সাধারণতঃ সওয়ার পদ অপেক্ষা উচ্চতর হইত) তিনি দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদ মঞ্জুর করিয়া কার্য সিদ্ধি করিতে পারিতেন।"[৩]

১ পুস্তকের শেষে পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত তথ্যের উপর নির্ভরশীল।

২ 'বরওয়ার্দি' শব্দটি প্রয়োগের জন্য দ্রষ্টব্য—'সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্জাহানস্ রেইন্, পৃ. ১৩৮, ১৪১, ১৫৯, ১৬০, ২০৮; লাহোরী, ২য়, পৃ. ৫০৭; ইনশা-ই মাতিসিন্দপী, ফো. ১৪৬ এ, সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ ঔরঙ্গজেবস্ রেইন্, পৃ. ৫, ৬, ১০, ৪৭, ১০২, ১০৩, ১১১, ১২১, ফো. তুলনীয়, মোরল্যাণ্ড, জে. আর. এ. এস্. ১৯৩৬, পৃ. ৬৬২—৬৪।

৩ তুলনীয়,—মিরাৎ-অল্ ইস্তিলাহ্, ফো. ১৫ বি।

পদসমূহের বেতন

মুঘল অমাত্যবর্গ তাহাদের সর্বপ্রকার আয়ের জন্য কার্যতঃ সাম্রাজ্যের নিকট হইতে নগদ অর্থ বা জাগীর হিসাবে প্রাপ্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিত। পদমর্যাদা বা মনসব অনুসারে প্রত্যেক অমাত্যের বেতন নির্ধারিত হইত; তাহারা কখনও কখনও "ইনাম"[১] বা অতিরিক্ত বেতনও পাইত, কিন্তু ইহা কেবলমাত্র মনসবের জন্য প্রাপ্ত অর্থের পরিপূরক হিসাবেই গণ্য হইত। যে কোন মনসব ছিল দ্বিসংখ্যক—জাট ও সওয়ার। সওয়ার পদটি কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমজাতীয় অংশের দ্বারা অতিরিক্ত ভাবে সংযোজিত হইত; ইহা দু-আস্পা সিহ্-আস্পা নামে অভিহিত হইত। একজন মনসবদার তাহার পদানুযায়ী সঠিক কত বেতন বা 'তলব' দাবী করিতে পারিবে তাহা এই পদগুলির প্রতিটি শ্রেণীর দ্বারা নিরূপিত হইত এবং এই বেতন প্রচলিত বেতন-সীমা অনুসারে নির্ধারিত হইত।[২]

যে সকল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া বেতন-সীমাগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা আলোচনার পূর্বে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাট্ পদটি ছিল মূলতঃ ব্যক্তিগত, অপর দিকে সওয়ার পদটি (এবং পরিপূরক দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদটি) অমাত্যদের অধীনস্থ সৈন্য সংখ্যা নির্ধারণ করিত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, প্রথম ক্ষেত্রের দ্বারা পদাধিকারীর পারিবারিক ভরণপোষণ এবং অন্যান্য ব্যয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রের বেতনের দ্বারা তাহার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর ব্যয় সংকুলান করা হইত। সুতরাং সঠিক ধারণার জন্য প্রথম ক্ষেত্রের বেতন ধার্যকে 'খাস' (ব্যক্তিগত) এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিকে 'তবিনান্' (অনুচর বা নির্দিষ্ট অংশ)[৩] বলা হইত। আকবরের সময় হইতে বিভিন্ন পদ সংক্রান্ত প্রচলিত বেতন-সীমার তথ্যগুলি জানা গিয়াছে আর এগুলিও প্রত্যেক

১ তুলনীয়,—মীর্জা রাজা জয় সিংহের ঘটনা, আলমগীর ন'মা, পৃ. ৬১৮।

২ বিষয়টি মোরল্যাণ্ড কর্তৃক সরল ভাবে আলোচিত হইয়াছে, জে.আর. এ.এস্. ১৯৩৬, পৃ. ৬৬১-৬৫। তিনি প্রধানতঃ জয়পুর রেকর্ড-এর উপরই নির্ভর করিয়াছেন; সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ শাহ্‌জাহানস্ রেইন্-এর ৬৪, ৭৩, ৭৯-৮৪, ১০৯-১১৩, ১৫০-১৫২, ১৭৫-১৭৭, পৃষ্ঠাগুলিতে মুদ্রিত কিছু সংখ্যক প্রমাণপত্র মোরল্যাণ্ড কর্তৃক বর্ণিত প্রদেয় বেতনের হিসাব ও 'তলব' শব্দটির গুরুত্ব বিশেষ ভাবে সমর্থন করে।

৩ দ্রষ্টব্য—"সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্‌জাহানস্ রেইন্," পৃ. ১০৯-১২, ১৭৬।

অমাত্যের বেতন সংক্রান্ত হিসাবের প্রমাণের দ্বারা সংযোজিত হইতে পারে[1] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, যে উদ্দেশ্যে বেতন দেওয়া হইত সেই অনুসারে প্রতিটি শ্রেণীর বেতন-সীমার মধ্যে কিছু লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্যও ছিল।

(১) 'জাট্' পদের প্রতিটি শ্রেণীর বেতন পৃথক ভাবে বিবৃত হইত, কারণ এই পদের একটি শ্রেণীর জন্য প্রদেয় বেতন সাধারণতঃ উক্ত পদের অপর শ্রেণীর সহিত সমানুপাতিক ছিল না। পদোন্নতি ঘটিলেও তুল্যাংশে বেতন বৃদ্ধি ঘটিত না। দ্বিতীয়তঃ, ৫,০০০-এর নিম্নবর্তী পদগুলিতে প্রতিটি শ্রেণীর 'জাট্' পদের বেতন পৃথক ভাবে নির্ধারিত ছিল: (১) যখন 'সওয়ার' পদ 'জাট্' পদের সমতুল্য বা অন্যূন অর্ধেক; (২) যখন 'সওয়ার' পদ 'জাট্' পদের অর্ধেক এবং (৩) যখন ইহা অর্ধেকেরও কম। প্রথম শ্রেণীর বেতন দ্বিতীয় শ্রেণীর বেতনের চেয়ে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বেতন তৃতীয় শ্রেণীর বেতনের চেয়ে বেশী হইত।

(২) সওয়ার পদের প্রতিটি শ্রেণীর বেতনের হিসাব পৃথক ভাবে দেওয়া না হইলেও ইহার প্রতিটি এককের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। সওয়ার পদের প্রদেয় বেতনের হিসাব পাইতে হইলে উক্ত অর্থের পরিমাণকে ঐ পদের সংখ্যার দ্বারা গুণ করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট অংশের বিষয়টি স্মরণ রাখিয়া "চুক্তিকৃত হার" চিন্তা করিলে হিসাব পদ্ধতিটি বোধগম্য হইবে। দশ-জন অশ্বারোহীকে গড়ে যে অর্থ দেওয়া হইত তাহা ছিল একজনকে প্রদত্ত অর্থের দশগুণ। এবং উচ্চতর পদগুলির বেতন গাণিতিক নিয়মে অনুরূপভাবে বৃদ্ধি করিতে হইত।

১ "আইন," ১ম, পৃ. ১২৭—১৩১। ফরহাং-ই কারদানীতে কো. ৪৩-৪৯, শাহ্ জাহানের রাজত্বের নবম বৎসরে আফজল খান কর্তৃক খার্য পরিমাণের উল্লেখ আছে; উক্ত রাজত্ব-কালের চতুর্দশ বৎসরে ইসলাম খান কর্তৃক খার্য তালিকা সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্-এর ৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় এবং সাদউল্লাহ্ খান কর্তৃক খার্য তালিকা "দস্তুর অল্ অমল্-ই আলমগীরী"-র কো. ১২১-২৩-এ উল্লিখিত হইয়াছে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের বেতন তালিকা "জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী," কো. ৪২বি-৪৫বি-তে এবং হালাত্-ই মুমালিক-ই মাহ্ রুসা-ই আলমগীরীর কো. ১৪১বি-৫১বি-তে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের শেষে বেতন সীমাগুলি তালিকা আকারে পরিশিষ্ট 'খ'-তে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(৩) দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদটি এরূপ বিশেষত্বের সহিত 'সওয়ার'[১] পদের অংশ হিসাবে বিবেচিত হইত যে এই পদের সংখ্যার দ্বারা যে বাধ্যকতা বুঝাইত তাহা সাধারণ পদের বাধ্যকতার দ্বিগুণ।[২] সুতরাং ইহার বেতনও সাধারণ পদের বেতনের চেয়ে দ্বিগুণ হইত; যথা, যদি কোন মনসবদারের পদমর্যাদা হইত ৩,০০০ সওয়ার যাহার মধ্যে ১,০০০ দু-আস্পা সিহ্-আস্পা এবং যদি সওয়ার পদের প্রতি এককের বেতন হইতে ৮,০০০ দাম, তবে বেতন এই ভাবে নির্ধারিত হইত :

৩,০০০ 'সওয়ার' পদের মধ্যে ১,০০০ দু-আস্পা সিহ্-আস্পা; সুতরাং ইহাতে 'বরওয়ার্দি' বা সাধারণ 'সওয়ারের' সংখ্যা ২,০০০ আর ইহার বেতন ২,০০০ × ৮,০০০ = ১৬,০০০,০০০ দাম। এবং ১,০০০ 'দু-আস্পা সিহ্-আস্পা' ইহার বেতন ১,০০০ × ৮,০০০ × ২ = ১৬,০০০,০০০ দাম, অতএব মোট ৩২,০০০,০০০ দাম।[৩]

প্রকৃতপক্ষে, 'সওয়ার' পদের বেতন সমসংখ্যক জাট্ পদের বেতন অপেক্ষা

১ ৫,০০০ জাট ও ৪,০০০ সওয়ারের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, এগুলির সমস্তই (হমা) দু-আস্পা সিহ্-আস্পা।

২ তুলনীয়, লাহোরী, বাদশাহ্ নামা, ২য়, পৃ. ৫০৭।

৩ দস্তুর্-অল্ অমল-ই ইল্ম্-ই নভিসিন্দগী, অতিরিক্ত সংযোজন, ৬৫৯৯ ফো. ১৪৬ এ-তে উল্লিখিত আছে যে, দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদের বেতন 'বরওয়ার্দি'-র চেয়ে দ্বিগুণ ছিল বা পদটির প্রতি এককের জন্য ১৬,০০০ দাম দেওয়া হইত। মোরল্যাণ্ড (জে. আর. এ. এস্., ১৯৩৬, পৃ. ৬৬২) জয়পুর রেকর্ডের একটি 'ফরমান'-এর উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে এরূপ ভাবেই হিসাব দেওয়া হইয়াছে। যে সকল স্থানে 'দু-আস্পা সিহ্-আস্পা' পদাধিকারী মনসবদারদের মোট বেতন উল্লিখিত হইয়াছে তথা হইতেও এরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায়; যথা, লাহোরী, বাদশাহ্ নামা, ২য়, পৃ. ২৫৮, ৩২১, ৭১৫, সালেহ্, ৩য়, পৃ. ২৪৬। লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদের হার সাধারণ হারের চেয়ে দ্বিগুণ হওয়ার কারণ এই যে, সওয়ার পদ হইতে উক্ত পদের সংখ্যা বিযুক্ত হইত; নতুবা, ইহাকে সমহারে প্রাপ্ত অতিরিক্ত পদ হিসাবে গণ্য করিলে একই ফল লক্ষ্য করা যাইত, অর্থাৎ দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদটি সওয়ার পদের সহিত যুক্ত করিয়া প্রাপ্ত সংখ্যাকে গুণ করিলে—৮,০০০ দাম হিসাবে ধরিয়া ৪,০০০—মোট পরিমাণ হইত ৩২,০০০,০০০। এই ভাবে সালেহ্-র ৩য়, পৃ. ১১২-তে জয় সিংহের ক্ষেত্রে ১,০০০ সওয়ার পদের দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদে রূপান্তর তাঁহার মোট বেতনের অতিরিক্ত অংশের ফল ৮,০০০,০০০ দাম (১,০০০ × ৮,০০০) হিসাবে প্রাপ্ত হইয়াছে।

সর্বদাই উধ্ব'তর হওয়ার সহজ কারণ এই যে, পূর্বোক্তটির দ্বারা অমাত্যকে সৈন্য বাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করিতে হইত আর শেষোক্তটির দ্বারা তাহার ব্যক্তিগত বেতন নির্ধারিত হইত।

"আইন"-এ বেতনের পরিমাণ টাকার অঙ্কে উল্লিখিত হইলেও পরবর্তীকালে উহা দাম[১]-এর হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। 'জমা' বা বেতনের পরিবর্তে 'জাগীর' হিসাবে প্রদেয় প্রত্যেক পরগনার মূল্য নির্ধারণ আকবরের সময় হইতেই দাম-এর হিসাবে চলিতেছিল আর বেতন তালিকাগুলিও অনুরূপভাবে দাম-এর হিসাবে প্রদর্শিত হওয়ায় উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল।

মোরল্যাণ্ড দেখাইয়াছেন 'জাট্' ও 'সওয়ার' পদের বেতন-সীমা আকবর ও শাহ্‌জাহানের রাজত্বের মধ্যে কিভাবে ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়াছিল।[২] এরূপ প্রমাণের প্রচুর দলিল ও পুস্তিকা রহিয়াছে যেগুলি মোরল্যাণ্ডের নিকট অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু এগুলির সাহায্যেই তাঁহার সিদ্ধান্তের নির্ভুলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শাহ্‌জাহান কর্তৃক স্থিরীকৃত বেতন-সীমার হিসাব কমপক্ষে তিনখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে জানা যায়।[৩] অপর পক্ষে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের এরূপ তালিকার সংখ্যা আরও বেশী।[৪] ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের দস্তর-অল্ অমল পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে শাহ্‌জাহান কর্তৃক স্থিরীকৃত বেতন-সীমা ঔরঙ্গজেবের আমলেও অপরিবর্তনীয় ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। 'জাট্' পদের বেতনের বিস্তারিত বিবরণ একইরূপ, কিন্তু সওয়ার পদের প্রতিটি এককের বেতনের পরিমাণ ৮,০০০ দাম

১ তুলনীয়—মানুচি, ২য়, পৃ. ৩৭৪-৭৫। "সম্রাট যখন কোন মনসবদার বা ওমরার ভাতা নির্দিষ্ট করেন অথবা উহার নির্দেশ দেন, তখন তিনি টাকার পরিবর্তে দাম-এর উল্লেখ করেন, ইহাই হইতেছে অর্থ আর এরূপ চল্লিশটিতে (দাম) এক টাকা হয়।" স্বর্ণ, রৌপ্য বা উভয়বিধ ধাতুমুদ্রার প্রচলনযুক্ত দেশে উভয় প্রকার ধাতুমুদ্রাগুলির মান সতত পরিবর্তনশীল হইত ; সুতরাং সরকারী কার্যের জন্য প্রচলিত মুদ্রাকে রৌপ্য টাকার উপর নির্ভরশীল এক ধাতুমুদ্রায় পরিণত করা হইয়াছিল। তামার তৈয়ারী মুদ্রার ইহার মূল্য যাহাই হউক না কেন, রৌপ্য নির্মিত একটি টাকা ৪০টি দামের সমান বলিয়া ধরা হইত। অবশ্য এই দাম (দাম-ই তন্‌খ্‌ওয়াহি) ছিল অপ্রচলিত মুদ্রা; প্রকৃত তাম্র মুদ্রা তুল্যমূল্য হিসাবে প্রচলিত ছিল।

২ জে. আর. এ. এস., ১৯৩৬, পৃ. ৬৪১-৬৫।

৩ এবং ৪-এর জন্য পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য।

হিসাবেই নির্ধারিত হইত। এই অধ্যায়ের শেষে দুই রাজত্বকালের বিভিন্ন জাট্ পদের সংখ্যার একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

মাসিক বেতন-সীমা

একটি বৈশিষ্ট্য যাহা শাহ্‌জাহানের রাজত্বেই প্রথম লক্ষ্য করা গিয়াছিল কিন্তু পরবর্তীকালে সর্বব্যাপক হইয়াছিল তাহা হইল মাসিক হিসাব বা অনুপাতের প্রবর্তন। ইহার উদ্ভবের কারণ সম্ভবতঃ 'জাগীর'-এর সরকারী মূল্যায়ন (জমা) এবং প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের মধ্যে পার্থক্য (হাসিল)।[১]

কোন ব্যক্তি যখন 'জাগীর' লাভ করিত তখন ইহার 'জমা' কাগজে কলমে তাহার বাৎসরিক বেতনের (তলব) সমতুল্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতে অর্ধাংশ বা এক চতুর্থাংশ লাভ করিত। এরূপ ক্ষেত্রে "জাগীরগুলি" যথাক্রমে 'শশমাহ্' (ষাণ্মাসিক) 'এবং সিহ্‌মাহ্' (ত্রৈমাসিক) নামে অভিহিত হইত।[২] 'জমার' পরিমাণ প্রকৃত অর্থ অপেক্ষা অধিক হইলে মাসিক পরিমাণে জাগীরের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হইত। শাহ্‌জাহানের রাজত্বের পরবর্তী বৎসরগুলিতে মুঘল দাক্ষিণাত্যের 'হাসিলের' প্রকৃত পরিমাণ ছিল জমার প্রায় এক-চতুর্থাংশ (অর্থাৎ মাত্র তিন মাসের সমান)।[৩] দাক্ষিণাত্যে অধিকাংশ মনসবদারের জাগীর এজন্য চতুর্থ-মাসিকের বেশী হইত না। কখনও কখনও ইহার কমও হইত।[৪] তবে, উত্তর ভারতের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল বলিয়াই মনে হয়। শাহ্‌জাহানের রাজত্বের শেষ দিকে এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে এরূপ অভিযোগ

১ 'জাগীরদারী' সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২ দ্রষ্টব্য—ইরফান্ হাবিব, দি অ্যাগ্রেরিয়ান্ সিসটিম্ অভ্ মুঘল ইণ্ডিয়া, ২৬৪—৬৫ এবং টীকা। লাহোরী, ২য়, ৫০৭; অমাত্যবর্গের সামরিক দায়িত্বগুলি মাসিক অনুপাত অনুসারে তালিকাভুক্ত করিতে যাইয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, জাগীরগুলি ১২-মাসিক, ১১-মাসিক বা ঐরূপ ছিল।

৩ আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ২৫বি, ১৮বি-১৯এ; ২৮বি; সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ ঔরঙ্গজেবস্ রেইন্, পৃ. ১১৫।

৪ আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ২৫বি; রুকাৎ-ই আলমগীর, ১১৬-১৭। অপর একটি ক্ষেত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অধিকাংশ মনসবদারের দাক্ষিণাত্যের জাগীরগুলি ৪-মাসিক বা ইহার কম ছিল (আদাব, ফো. ৫৬এ-বি); রুকাৎ-ই আলমগীর, ১২৯।

পাওয়া গিয়াছে যে, উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারতে স্থানান্তরিত জাগীর নিম্নতর মাসিক পর্যায় সূচিত করে।[১]

নগদ বেতনের ক্ষেত্রেও মাসিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ফলে, ৫-মাসিক জাগীর ভোগকারী কোন ব্যক্তি 'নক্‌দি' হিসাবে নিযুক্ত হইলেও পূর্ণ ১২-মাসিক বেতন পাইত না। শাহ্‌জাহান তাঁহার রাজত্বের ২৭তম বৎসরের একটি ফরমানে ঘোষণা করিয়াছেন যে, নগদ বেতন ('তন্‌খ্‌ওয়া-ই নক্‌দি') কখনই '৮-মাসিক'-এর ঊর্ধ্ব এবং ৪-মাসিক'-এর নিম্ন হারে ধার্য হইবে না। যে সকল যুবরাজ '১০-মাসিক'-এর সীমা[২] অনুসারে বেতন পাইতেন তাঁহারা ছাড়া কেবল মাত্র দুই জন ঊর্ধ্বতম অমাত্যের ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

জাগীর হইতে কোন প্রতিনিধির 'হাসিল' প্রাপ্তির ক্ষেত্রে 'জমার' সহিত ইহার অনুপাত অবশ্য মোটামুটি ভাবে মাসিক পর্যায়ের সঠিক অনুপাতের সমান হইত। কোন জাগীরদার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার কাগজী বেতনের $\frac{১}{১২}$ বা $\frac{১}{১২}$ অংশ উদ্ধার করতে পারিত না। তবুও, নগদ বেতনের ক্ষেত্রে মাসিক অনুপাত অনুসরণ করা হইত। কতকগুলি পুস্তিকাতে এরূপ একটি তালিকা আছে যে নগদ অর্থ গ্রহণকারী কোন মনসবদারের বাৎসরিক বেতন যদি একলক্ষ দাম হইত, তবে ঐ ব্যক্তি প্রাপ্য অর্থ মাসিক অনুপাত অনুসারে টাকা এবং আনায় (প্রকৃত প্রচলিত মুদ্রা) প্রাপ্ত হইত।[৩]

১ আদাব-ই আলমগীরী, কো. ৩৫বি, ৩৬বি, ৪০এ-৪০বি, ৪৩এ ; রুকাৎ-ই আলমগীর, ৮৮, ১৩৬-৩৭ ; সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ ঔরঙ্গজেবস্ রেইন্, পৃ. ৮৪।

২ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, ২২৮। রাজত্বের ২১তম বৎসরে ঔরঙ্গজেব আদেশ দিয়াছিলেন যে, 'নক্‌দিগণকে' '৮-মাসিক' বা '৭-মাসিক' ভিত্তিতে বেতন দেওয়া হইবে না ; শুধুমাত্র ৬-মাসিক বেতন-সীমা অনুমোদিত হইয়াছিল (মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১৬০)।

৩ জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, কো. ৪১বি,-৪৫বি ; হালাত্-ই মুমালিক-ই মাহ্‌রুসা-ই আলমগীরী, কো. ১৪৯এ-১৫১বি ; ফরহাং-ই কারদানী, কো. ৪৩-৪৯ ; বোড্‌লিয়ান লাইব্রেরী, অক্সফোর্ড, ৩৯০ কো. ৪০এ (ডঃ ইরফান্ হাবিব কর্তৃক উল্লিখিত) তুলনীয় খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্, কো. ৪৯বি-৫০এ ; এই পুস্তিকাগুলিতে সংখ্যাগুলির কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু এগুলি প্রতিলিপি সংক্রান্ত ভুল বলিয়াই মনে হয়।

১২—মাস	১১—মাস	১০—মাস	৯—মাস
২,৫০০ টাকা	২,২৯১ টাঃ/১০⅔	২,০৮৩ টাঃ/৫⅓	১,৮৭৫ টাঃ
৮—মাস	৭—মাস	৬—মাস	৫—মাস
১,৬৬৬ টাঃ/১০⅔	১,৪৫৮ টাঃ/৫⅓	১,২৫০ টাঃ	১,০৪১ টাঃ/১০⅔
৪—মাস	৩—মাস	২—মাস	১—মাস
৮৩৩ টাঃ/৫⅓	৬২৫ টাঃ	৪১৬ টাঃ/১০⅔	২০৮ টাঃ/৫⅓

যে সমস্ত ক্ষেত্রে বেতন ১০০, ১,০০০ ও ১০,০০০ দাম ছিল তাহার তালিকাও জওয়াবিৎ-ই আলমগীরীতে উল্লিখিত আছে এবং এগুলিতে সঠিক অনুপাত অনুসারে হিসাবও প্রদত্ত হইয়াছে। আবার, বিভিন্ন শ্রেণী 'জাট্' পদের জন্য অনুমোদিত মাসিক হারের বাৎসরিক হিসাব 'খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্'-এ দেওয়া হইয়াছে।

একটি পুস্তিকায় স্পষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছে যে উপরিউক্ত তালিকাগুলি শুধুমাত্র 'নক্দিদের' 'জাট' পদের বেতনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; তাহাদের 'সওয়ার' পদের (তবিনান্) বেতন মাসিক হার অনুসারে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে প্রদত্ত হইত। 'তবিনান্'-এই শিরোনামে তালিকাটি দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা এইরূপ[১] :

১২—মাস	১১—মাস	১০—মাস	৯—মাস
মাথা পিছু (ফি নফর)	মাথা পিছু	মাথা পিছু	মাথা পিছু
প্রতি মাসে	প্রতি মাসে	প্রতি মাসে	প্রতি মাসে
টা. ৪০	টা. ৩৭/৮	টা. ৩৫	টা. ৩২/৮
৮—মাস	৭—মাস	৬—মাস	৫—মাস
মাথা পিছু	মাথা পিছু	মাথা পিছু	মাথা পিছু
মাসিক	মাসিক	মাসিক	মাসিক
টা. ৩০	টা. ২৭/৮	টা. ২৫	টা. ২২/৮
৪—মাস	৩—মাস	২—মাস	১—মাস
মাথা পিছু	মাথা পিছু	মাথা পিছু	মাথা পিছু
মাসিক	মাসিক	মাসিক	মাসিক
টা. ২০	টা. ১৭/৮	টা. ১৫	টা. ১২/৮

১ বোড্লিয়ান্ লাইব্রেরী, অক্সফোর্ড, ৩৭০ ফো. ৪২এ-৪৩এ। ফরহাং-ই কারদানীতে প্রদত্ত তালিকাটি ফো. ২৪এ-বি, এই তালিকার ৬-মাস পর্যন্ত হিসাবের সহিত সমান ; ইহার পরবর্তী অংশটি এরূপ : ৫-মাস ২০/১৩ টা. ; ৪-মাস টা. ১৬/১০ ; ৩-মাস টা. ১২/৭-১/২, ইহা ছাড়া অন্য কিছু উল্লিখিত হয় নাই ; জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ফো. ৪৫বি-৪৬বি ; মুমালিক-ই মাহ্রুসা-ই আলমগীরী ; ফো. ১৫১বি-১৫২এ।

শাহ্‌জাহানের ঘোষিত 'ফরমানটি' (২৭তম বৎসরে) অনুধাবন করিলে এই তালিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। ঘোষণাটি এইরূপ: "যেহেতু দরবারে ইহা উপস্থাপিত হইয়াছে যে, যে সকল অমাত্য (ওমরা) এবং মনসবদার জাগীরের পরিবর্তে নগদ বেতন গ্রহণ করে তাহারা জাগীরদারদের সাতটি 'রসদ' অশ্বের অন্তর বিয়োগ করিয়া প্রতিটি চিহ্নিত অশ্বের (আস্প্‌ দাঘী) জন্য ৮-মাস, ৭-মাস এবং ৬-মাসের ক্ষেত্রে ৩০ টাকা এবং ৫-মাস ও ৪-মাসের ক্ষেত্রে ২৬ টাকা করিয়া গ্রহণ করে, সেহেতু ইহা ঘোষিত হইতেছে যে, '৮-মাসের' জন্য ৩০ টাকা প্রদান বা ৪-মাসের নিম্নবর্তী হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা মনস্থ করিয়াছি যে, সৌর মাস 'মিহ্‌র'-এর আরম্ভকাল হইতে এই বৎসরের ইসফান্দারমুজ-এর শেষ পর্যন্ত এক-পঞ্চমাংশের প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুযায়ী (অর্থাৎ যাহার দ্বারা সওয়ার পদের ৫ম সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য পোষণ করিতে হইত) চিহ্নিতকরণ অনুসৃত হইবে এবং প্রতিটি অশ্বের জন্য ৮-মাসের ক্ষেত্রে ৩০ টাকা, ৭-মাসের ক্ষেত্রে ২৭/৮ টা., ৬-মাসের ক্ষেত্রে ২৫ টা., ৫-মাসের ক্ষেত্রে ২২/৮ টা. এবং ৪-মাসের ক্ষেত্রে ২০ টা. দেওয়া হইবে।"[1] ইহার সহিত শাহ্‌জাহানের রাজত্বের ২৯তম বৎসরে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক এই মর্মে লিখিত একখানি পত্র তুলনীয়; ইহাতে একটি সরকারী আদেশের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, '৩-মাস' ও '২-মাসের' জন্য প্রদেয় অংশ যাহার জন্য যথাক্রমে ১৭/৮ টা. ও ১৫ টাকা অনুমোদিত (অন্যত্র) হইয়াছে, তাহা এখন (দাক্ষিণাত্যের ক্ষেত্রে) মিহ্‌র খারিফ উনত্‌ ইল মাসের প্রথম হইতে মাথা পিছু মাসিক ২০ টাকা হিসাবে, অর্থাৎ ৪-মাসের হার অনুসারে নির্দিষ্ট হইয়াছে।[2]

এই প্রমাণ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ যাহারা জাগীর লাভ করিত তাহাদের মত নগদ অর্থ গ্রহীতারা তাহাদের সওয়ার পদের সংখ্যাটি ৮,০০০ দামের দ্বারা গুণ করিয়া প্রাপ্ত অর্থের সমতুল্য বাৎসরিক অর্থ প্রাপ্ত হইত না। অপরদিকে, সওয়ার পদ অনুসারে মনসবদারের নির্দিষ্ট অংশ স্থির করাই ছিল পদ্ধতিটির প্রথম উদ্দেশ্য। 'নক্‌দিদের' ক্ষেত্রে ইহা 'এক-পঞ্চমাংশের' নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হইত এবং অতঃপর এভাবে প্রাপ্ত সওয়ারের

১ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ২২৭-২৮।

২ আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ৩৩এ-৩৩বি; রুক্কাৎ-ই আলমগীরী, পৃ. ১২২।

সংখ্যাটি '১২-মাসিক' পর্যায়ে মাসিক চল্লিশ টাকা হিসাবে গুণ করা হইত। যাহারা নিম্নতর মাসিক পর্যায়ভুক্ত ছিল তাহাদের সওয়ার প্রতি হার কম ছিল বটে, কিন্তু ১২-মাসগুলির আপেক্ষিক সংখ্যাগুলির অনুপাত অনুসারে নয়। এই হারগুলিই শাহ্‌জাহানের 'ফরমান'-এর বিষয়বস্তু হইতে উপরিউক্ত তালিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

"এক-পঞ্চমাংশের" নিয়মানুযায়ী মনসবদারদের যে পরিমাণ অশ্ব এবং সৈন্যের প্রয়োজন হইত তাহার বিস্তারিত বিবরণ "বাদশাহ্‌ নামা" এবং "খুলাসাৎ-উদ্ সিয়াক্" হইতে জানা যায়[১] এবং যে কোন মাসিক পর্যায় অনুসারে যে কোন সওয়ার পদের "নক্‌দির" প্রদেয় বেতন সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যায়। নিম্নে প্রদত্ত তালিকাটির দ্বিতীয় স্তম্ভে এই ভাবে প্রাপ্ত ১০০ 'সওয়ারের' 'নক্‌দি' পদাধিকারীগণের বেতন সম্পর্কিত হিসাব দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় স্তম্ভে শাহ্‌জাহানের রাজত্বের ২৭তম বৎসরের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত (৭-৪ মাস) এবং পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যে অনুসৃত হারের উপর ধার্য বেতনের উল্লেখ রহিয়াছে; চতুর্থ স্তম্ভে 'সওয়ার' পদের একক প্রতি ৮,০০০ দামের হিসাব অনুসারে প্রাপ্ত বেতনের উল্লেখ রহিয়াছে আর প্রতি মাসের অংকের (সংখ্যা) দ্বারা সঠিক অনুপাত সূচিত হইতেছে।

১	২	৩	৪
১২-মাস	২১,১২০ টাকা		টা. ২০,০০০(=৮,০০,০০০)
১১	১৮,০০০		১৮,৩৩৩
১০	১৫,১২০		১৬,৬৬৬
৯	১২,৪৮০		১৫,০০০
৮	১০,৪৪০	১০,৪৪০ টাকা	১৩,৩৩৩
৭	৮,২৫০	৯,০০০	১১,৬৬৬
৬	৬,৬০০	৭,৯২০	১০,০০০
৫	৫,৪০০	৬,২৪০	৪,৩৩৩
৪	৩,৮৪০	৪,৯৯২	৬,৬৬৬
৩	২,৫২০	২,৮৮০	৫,০০০
২	১,৪৪০	১,৯২০	৩,৩৩৩
১	৬০০	—	১,৬৬৬

১ নিম্নে দ্রষ্টব্য মনসবদারগণের সামরিক দায়িত্ব।

উপরিউক্ত তালিকার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে উচ্চতর মাসিক পর্যায়ভুক্ত 'নক্দিদের' অশ্ব প্রতি বেতন নিম্নবর্তীদের চেয়ে উচ্চতর। অবশ্য তৃতীয় স্তম্ভে লক্ষ্য করা যায় যে নিম্ন-শ্রেণীভুক্তদের অবস্থা শাহ্‌জাহানের ঘোষণার পূর্বে অপেক্ষাকৃত ভালই ছিল। আবার ইহাও বুঝা যায় যে দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিরূপে ঔরঙ্গজেব এই শ্রেণীর অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কেন এত প্রবল ভাবে আবেদন করিয়াছিলেন এবং শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্যের ২ ও ৩ মাসিক পর্যায়ভুক্তগণকে[১] অব্যাহতি দিলে কেন তিনি কৃতজ্ঞ বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু উপরের তালিকাটি হইতেই প্রমাণ হয় সম্রাট হিসাবে ঔরঙ্গজেব ইহা বিস্মৃত হইয়া শাহ্‌জাহান কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন পর্যায় চালু করিয়াছিলেন। তবুও, ১২ হইতে ৭ মাসের বেতন তালিকা কেবল দার্শনিক সুবিধাতেই পরিণত হইয়াছিল। কারণ ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বের ২১তম বৎসরে 'নক্দিগণের' জন্য শাহ্‌জাহান প্রবর্তিত ৮-মাস হইতে ৬-মাস পর্যায়ের সর্বোচ্চ ভাতার পরিবর্তে নিম্নতর বেতন চালু করিতেই মনস্থ করিয়াছিলেন।[২]

বেতন হ্রাস

অনুমোদিত দাবীর পাশাপাশি (মুকারারা তলব) বেতন হ্রাসের প্রথাও প্রচলিত ছিল। মুঘলদের নিকট যে সকল বিজাপুরী, হায়দ্রাবাদী বা মারাঠা কর্মচারী চাকরি গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের ক্ষেত্রেই ইহা সর্বাধিক প্রযোজ্য হইত। প্রথমে তাহাদের উভয় পদের জন্য প্রদেয় মোট বেতন ধার্য করিয়া তাহা হইতে এক-চতুর্থাংশ বিয়োগ করা হইত আর অবশিষ্টাংশের জন্য জাগীর অথবা নগদ অর্থ দেওয়া হইত, ইহা 'ওয়াজা-ই দাম-ই চৌথী' বা 'দাম হইতে এক-চতুর্থাংশের হ্রাস' নামে পরিচিত ছিল। এই ব্যবস্থা শাহ্‌জাহানের আমলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বেও বজায় ছিল।[৩]

১ আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ৩৩এ-৩৬বি, রুকাৎ-ই আলমগীরী, পৃ. ১২১।

২ মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১৬০।

৩ দ্রষ্টব্য—জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ফো. ৪৩বি; সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ ঔরঙ্গজেবস্ রেইন্, পৃ. ৬৬-৬৭-তে ১১শ বর্ষের একটি সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যাঁহারা হায়দ্রাবাদ (গোলকুণ্ডা) এবং বিজাপুরের অধীনে কার্য করিয়াছে তাহারা শাহজাদেশ হইতে আসিলেও তাহাদের বেতন হইতে 'চৌথী' আদায় করা হইবে। আবুল ফজল মামুরীও, ফো. ১৫৬ বি, বলিয়াছেন দক্ষিণীগণ অর্থাৎ বিজাপুরী, হায়দ্রাবাদী ও অন্যের অধীনে চাকরি করিত এরূপ ব্যক্তিরা পরবর্তীকালে মুঘলদের নিকট চাকরি গ্রহণ করিলেও তাহাদের নিকট হইতে চৌথী আদায় করা হইত। শাহজাহানের রাজত্বে 'চৌথী' হ্রাসের জন্য দ্রষ্টব্য-'সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহজাহানস্ রেইন্', পৃ. ১৮; আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ৫২বি।

'চৌথী' নামে আর এক প্রকার বাটা অমাত্যবর্গের একটি বিশেষ অংশের উপর প্রযুক্ত হইত তবুও সমান গুরুত্বসম্পন্ন না হইলেও যথার্থ অভিযোগ পাওয়া যাইত যে, নিশ্চিতভাবে অব্যাহতি লাভ না করিলে ইহা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইত। কতকগুলি দফা সমষ্টিগত ভাবে 'খুরাক-ই দোয়াব' (পশুর খাদ্য) নামে ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম অবস্থায় ইহা সম্ভবতঃ সম্রাটের অধীনস্থ কতিপয় হাতি, ঘোড়া, উট এবং শকট প্রভৃতি ভরণপোষণেরই দায়িত্ব ছিল এবং কর্মচারীর 'জাট্' পদ অনুসারেই সংখ্যাগুলি নির্ধারিত হইত। 'আইন-ই আকবরী'-তে প্রতিটি পদের (রক্ষণাবেক্ষণের) জন্য এরূপ সংখ্যার পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে।[১] যদিও পুস্তকখানিতে 'খুরাক-ই দোয়াব' শব্দের উল্লেখ নাই, তবুও বুঝা যায় যে তিনি এই দায়িত্বেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের একখানি গ্রন্থে পশুর আহার সংক্রান্ত এরূপ একটি শব্দের উল্লেখ আছে এবং ইহা অমাত্যদের দায়িত্বভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।[২] ইহা ছাড়া প্রত্যেক পদের কর্মচারী কর্তৃক পালিত পশুর সঠিক সংখ্যাও (হাতি, ঘোড়া) উল্লিখিত হইয়াছে।[৩]

অমাত্যবর্গকে এরূপ দায়িত্ব দানের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল পশুগুলিকে আস্তাবলে রাখা, আর তাহারা ইহাদের আহারের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ যাহাতে ব্যয় করে তাহা লক্ষ্য রাখা।[৪] সুতরাং উপরের তালিকায় পশুগুলির সংখ্যা ছাড়াও ইহাদের প্রত্যেকের খোরাকী বাবদ নির্দিষ্ট অর্থও প্রদর্শিত হইয়াছে। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে অমাত্যবর্গের বেতন বা 'তলব' হইতে 'খুরাক' বা 'রসদ-ই খুরাক' বাবদ অর্থ পৃথক করিয়া রাখা বাহ্যতঃ নিয়মে পরিণত হইয়াছিল[৫]; তবুও দেখা যায় যে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অমাত্যগণকে পুরা বেতন অনুসারে জাগীর দান করিয়া তাহাদের নিকট হইতে 'খুরাক' বাবদ অর্থ বা শস্য দাবী করা হইত এবং জাগীরদারদের নিকট হইতে ইহা আদায়ের

১ 'আইন', ১ম, পৃ. ১২৪-৫১ ; তুলনীয়, আবদুল আজিজ, দ্য মনসবদারী সিস্টেম্ অ্যাণ্ড্ দ্য মুঘল আর্মি, পৃ. ৫০-৫৭।

২ বোড্‌লিয়ান্, ফ্রেসার, ৮৬, ফো. ৭৫বি।

৩ ইল্‌ম্-ই নভিসিন্দগী, ফো. ১৪৬এ-১৪৭এ।

৪ তুলনীয়, মানুচি ২য়, পৃ.৩৭২-৭৩।

৫ সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্‌জাহানস্ রেইন্, পৃ. ১; ইল্‌ম্ ই নভিসিন্দগী, ফো. ১৪৭এ।

জন্য 'সাজওয়াল' বা সরকারী সংবাদবাহক প্রেরিত হইত।[১] ইহাতে অমাত্যগণ যথেষ্ট অপমানিত বোধ করিত বলিয়াই মনে হয়। রাজত্বের ৪৬তম বৎসরে ঔরঙ্গজেব হাতিগুলির 'খুরাক' ব্যবস্থার বিলোপ করিতে সম্মত হন। সুতরাং এই খরচ পুনরায় দাম-এ রূপান্তরিত করার প্রয়োজন হইল এবং পশুগুলির ব্যয়ভার হইতে অমাত্যগণকে মুক্তি দেওয়ার ফলে তাহাদের নিকট হইতে 'জাগীর' এবং সমপরিমাণ 'জমা' পুনর্গ্রহণ করা হইল।[২] পরবর্তীকালে মনসবদারদের স্বস্তি স্বরূপ 'খুরাক-ই দোয়াব'কে পর্যাপ্ত করার জন্য বিষয়টি বর্ধিত করা হইয়াছিল।[৩]

যে সকল কর্মচারী ১৪ লক্ষ বা তাহার কম দাম উপার্জন করিত এবং যাহাদের কোন সওয়ার পদ ছিল না অথবা যাহারা ৪০০ 'জাট্' ও ২০০[৪] 'সওয়ার' ভোগ করিত, নিয়মানুসারে, তাহাদের ক্ষেত্রে 'খুরাক-ই দোয়াব' প্রযোজ্য হইত না। ইহা ছাড়া কখনও কখনও সম্রাটও বিশেষ কোন কর্মচারীকে এই দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতেন।[৫]

'ইরমাস' নামে আর এক ধরনের হ্রাসও চালু ছিল। বদায়ূনীর মতে ইহা ছিল 'তলব-ই ইজনাস্'-এর (খাদ্যের দাবী) অপর নাম।[৬] ইলাহ্দাদ ফৈজী তাঁহার অভিধানে বলিয়াছেন যে, আকবরের দরবারে সৈন্যদের বেতন এবং নগদ অর্থ ছাড়া যাহা কিছু দেওয়া হইত তাহা 'ইজনাস্' শব্দটির দ্বারা বুঝান হইত। এবং ইহাকে তিনি বদায়ূনীর 'ইরমাস্'[৭] শব্দটির সহিত অভিন্ন

১ আলি কুলি খানের পত্রাদি, মাতিন্-অল্ ইন্‌সা, বোডল্. পাণ্ডুলিপি, ফো. ৭১এ-৭২এ, ৭৪এ-৭৪বি। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের ৩৭তম বৎসরে কোন অমাত্য ব্যয় হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিলে সম্রাট আদেশ করিয়াছিলেন যে তাহার জাগীর হইতে দাম (খোরাকের) হ্রাস করা হইবে (আখবরাৎ, ৩ রাবি ১ম, ৩৭ বৎ.)।

২ আখবরাৎ, ৩ রাবি ১ম, ৪৬ বৎ.।

৩ খাফি খান, ২য়, পৃ. ৬০২-৩।

৪ ইনুন্-ই নস্তিসিলগী, ফো. ১৪৬এ-১৪৭এ ; ফ্রেসার, ৮৬, ফো. ৭৫বি-৭৬এ।

৫ মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৮৬ ; আখবরাৎ, ১৫ সফর, ৩৬ বৎ. ; ২৮ জিকাদা, ২৮ রাবি, ১ম, ৩৮ বৎ. ; ১৩ রাবি ২য়, ৩৯ বৎ. ; ২ সফর, ৪৩ বৎ. ; ২৭ রাবি ২য়, ৪৬ বৎ.।

৬ বদায়ূনী, ২য়, পৃ. ২০২।

৭ মাদর্-উল্ আফজল, সম্পাদনা, ডঃ মহম্মদ বকর, লাহোর, হিজরী সন ১৩৩৪, পৃ. ৭৫ (এস্থলে ইরমাস্ শব্দটি ভুলক্রমে 'আজনাস্' কথিত হইয়াছে)।

বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। বাস্তবতঃ বেতন হইতে ইহা হ্রাস করা হইত।[১] 'আইন-ই আকবরী'-তে আবুল ফজল যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে, এরূপ হ্রাসের জন্য সম্রাট অমাত্যগণকে অশ্ব দান করিতেন।[২] শাহ্‌জাহানের রাজত্বের বেতন সংক্রান্ত একটি বিবৃতিতে এই হ্রাসকে 'রসদ-ই খুরাক' এবং 'চৌথী' নামক অপর দুই গুরুত্বপূর্ণ হ্রাসের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।[৩]

'নক্‌দিদের' নগদ বেতন হইতেও 'দু-দামী' (টাকায় ২ দাম) নামক ৫ শতাংশ হ্রাসের প্রথা চালু ছিল।[৪] এগুলির সহিত 'জুরমানা' বা জরিমানাও যুক্ত ছিল। বিভিন্ন কারণে এগুলি আরোপ করা হইলেও মূল কারণ ছিল অমাত্যদের নিকট হইতে প্রাপ্য অংশের অভাব। যদি এক্-চতুর্থাংশের বেশী অশ্বারোহী সৈন্য 'ফৌতি' (মৃত) বা 'ফেরারী' (পলাতক) হিসাবে তালিকাভুক্ত হইত, অর্থাৎ সর্বশেষ গণনার পর যদি ¼ অংশ সৈন্য নূতন করিয়া ভর্তি হইত, তবে অমাত্যদের নিকট হইতে 'সওয়ার' প্রতি ৪ মোহর করিয়া এবং অশ্ব প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রতিটি অশ্বের জন্য ২ মোহর করিয়া আদায় করা হইত।[৫]

কখনও কখনও, বিশেষ ভাবে অভিযানের সময়ে, সম্রাট অমাত্যবর্গকে দাদন প্রদান করিতেন; ইহাকে বলা হইত 'মসাইদাৎ'। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বল্খ্ ও বাদাখ্‌শান অভিযানের সময়ে 'নক্‌দিগণকে' তাঁহাদের বেতনের প্রায় ¼ অংশ দাদন দেওয়া হইয়াছিল।[৬] আবার নগদ অর্থ ছাড়া অশ্ব বা প্রয়োজনীয় সামগ্রীও 'মসাইদাৎ' (অগ্রিম) হিসাবে প্রদান করা হইত।[৭] এগুলিকে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট হইতে নগদ দাবীতে পরিণত করা হইত। ইহা 'মুতালিব' (রাজকোষের দাবী) নামে পরিচিত ছিল। এ জন্য একজন

১ তুলনীয়, বার্ণিয়ে, পৃ. ২১৫-১৬। ইনি 'ইজনাস্' শব্দটি 'এজিনাস্' হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

২ 'আইন-ই আকবরী' ১ম, পৃ. ১৩২।

৩ 'সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্‌জাহানস্ রেইন্', পৃ. ১-২।

৪ সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্‌জাহানস্ রেইন্, পৃ. ২৬, ২৭, ৬৪, ৭০; জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, পৃ. ৩৭বি; সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ ঔরঙ্গজেবস্ রেইন, পৃ. ২৪১-৪২।

৫ ক্রেসার, ৮৬, ফো. ১৩এ-১৩বি, জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ৪০এ।

৬ লাহোরী, বাদশাহ্‌নামা, ২য়, ৫০৭।

৭ আখবরাৎ, ৬ রমজান, ৪১ বৎ.; ১৮ জিক্বাদা, ৩৮ বৎ.। ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬৫৫-৬০, পৃ. ৩৭।

ইংরাজ কুরৈশী ১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দে 'মুতালিব'-কে "জাগীর হইতে (রাজাকে) পরিশোধযোগ্য রাজার খাজনা হইতে ওমরাগণকে প্রদত্ত যুদ্ধকালীন অর্থ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু মুতালিব অর্থে সম্ভবতঃ 'মসাইদাৎ' ছাড়া জরিমানা (জুরমানা) প্রভৃতিও বুঝাইত। যাহা হউক, কর্মচারীরা প্রায়ই রাজকোষ হইতে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করিত। আলি মর্দান খানের মৃত্যুকালে আদায়যোগ্য মুতালিব-এর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা।[১] ঔরঙ্গজেবের কর্মচারীরা তাহাদের পূর্বপুরুষদের গৃহীত ঋণ বা মুতালিব শোধ করিত বলিয়া তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস লেখক সম্রাটের প্রশংসা করিয়াছেন। কাহারও পুত্র যদি ৪,০০০ অথবা ইহার নিম্নপদস্থ মনসবদার হইত, তবে তাহাকে পিতার 'মুতালিব' হইতে মুক্তি দেওয়া হইত। কেহ পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর অর্থ লাভ করিলে তাহাকে ইহা পরিশোধ করিতে হইত। কেহ অল্প পরিমাণ অর্থ লাভ করিলে আংশিক মুতালিব দাবী করা হইত আর উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুই লাভ না করিলে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দেওয়া হইত।[২] এইরূপে, মুতালিব-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সমমূল্যের জাগীর পুনঃ গ্রহণ করিয়া নিয়মিত ভাবে উহা আদায় করা হইত।[৩] শাহ্‌জাহানের সুপরিচিত মন্ত্রী সাদউল্লাহ্‌ খান অমাত্যগণকে বিনা কারণে মুতালিব বৃদ্ধির সুযোগ দান করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।[৪] প্রথম দিকে 'মুহসিব' বা হিসাব নিষ্পত্তির সময় দেখা যাইত কর্মচারীদের 'তলব' বা অসন্তোষজনক দাবীর চেয়ে 'মুতালিব'-এর পরিমাণ বেশী হইয়াছে। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরিয়া 'জাগীর' প্রাপ্ত না হওয়ায় তাহাদের দাবী বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিস্থিতি প্রায়ই অমাত্যদের অনুকূলে থাকায় শাসনযন্ত্রের নীতির পরিবর্তন ঘটিল এবং ফলে কর্মচারীদের পক্ষে অর্থদপ্তরের

১ আমল-ই সালেহ, ৩য়, পৃ. ২৪৮।

২ আলমগীর নামা, পৃ. ১০৮৩।

৩ তুলনীয়, দিলকুশা, ফো. ১৩৯এ। এস্থলে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, মুতালিব, মসাইদাৎ এবং জুরমানার জন্য জাগীর পুনঃ গ্রহণ করা হইয়াছে।

৪ দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬৫৫-৬০, পৃ. ৬৬-৬৭।

নিকট হইতে 'মুহসিব' বা হিসাব নির্ধারণ করাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। মামুরী বলিতেছেন, "আর যদি যথেষ্ট যত্নের দ্বারা কোন মুরব্বিকে সন্তুষ্ট করিয়া এবং একজন সাহসী ও যোগ্য প্রতিনিধি (ভকিল) নিযুক্ত করিয়া এবং সাত-আট মাস যাবৎ পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া কোন কর্মচারী তাহার দাবী (তলব) প্রমাণ করিতে সমর্থ হইত, তবে ঐ ব্যক্তি অতিশয় যত্নের বিনিময়ে রাজকোষ হইতে মাত্র এক-চতুর্থাংশ অর্থ প্রাপ্ত হইত, পরিশেষে সকল আদেশই বাতিল হইত।"[১]

সংক্ষেপে বলা যায়, মোরল্যাণ্ড চূড়ান্ত ভাবেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'সওয়ারদের' প্রদেয় বেতনের পরিমাণ আকবরের সময় হইতেই শাহ্‌জাহান বা ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত ক্রমশঃ কমিতেছিল। তবুও অমাত্যদের সামরিক দায়-দায়িত্ব হ্রাস পাওয়ার ফলে পূর্বোক্ত হ্রাস তাহাদের আয়ের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। অপর পক্ষে, শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে মাসিক পর্যায়ের প্রবর্তন ইহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কারণ ইহা শুধু 'সওয়ার' নিয়োগ সংক্রান্ত বেতন হ্রাসের সহিতই নয়, অমাত্যদের ব্যক্তিগত বেতন বা 'জাট্'-এর সহিতও জড়িত ছিল। সুতরাং পূর্বোল্লিখিত প্রমাণের সাহায্যেই দেখান হইয়াছে যে, মাসিক পর্যায় শুধু যে 'সওয়ার'[২] পদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল তাহা সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বেও মাসিক পর্যায়ের অনধিক মূল্যের জাগীর ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তনই প্রমাণ করে যে বেতন উল্লেখযোগ্যভাবেই হ্রাস পাইয়াছিল। অবশ্য অমাত্যবর্গের 'সওয়ার' এবং অশ্ব সংক্রান্ত দায়িত্ব কিছুটা হ্রাস করিয়া ইহার সমতা বজায় রাখা হইয়াছিল। যথাক্ষেত্রে ইহা বলা হইবে। অধিকন্তু, শাহ্‌জাহানের সময় হইতেই অন্যান্য কয়েকটি বিষয়েও হ্রাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে শাহ্‌জাহান এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অমাত্যদের বেতন নিশ্চিত ভাবেই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, যদিও ইহার পরিমাণ সম্পর্কে যথাযোগ্য ধারণা লাভ করা দুরূহ ব্যাপার।

১ মামুরী, ফো. ১৮২বি ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩১৬-১৭ ; দস্তুর্-অল্ অমল্ আগাহী, ফো. ৫৩ ; রকাইম-ই করিম, ফো. ৮বি ; দ্রষ্টব্য ওয়াকা-ই নিয়ামৎ খান আলি, পৃ. ১৬।

২ আবদুল আজিজ, 'দ্য মনসবদারী সিস্টেম্ অ্যাণ্ড দ্য মুঘল আর্মি,' পৃ. ৬৯।

মনসবদারগণের সামরিক দায়-দায়িত্ব

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, আকবরের রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে জাট্' ও 'সওয়ার' এই দ্বৈত পদ প্রবর্তিত হইয়াছিল। সরকারী কার্য সম্পাদনে মনসবদারগণ যাহাতে সঠিক সংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী সৈন্য পোষণ করে সে বিষয়ে বাধ্যকতাই ছিল সম্ভবত ইহার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু অমাত্যদের মধ্যে অসাধুতা এরূপ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল যে, শুধুমাত্র কাগজী আইন দ্বারা তাহা রোধ করা সম্ভব হয় নাই; ফলে, দুর্নীতি রোধ করিবার জন্য আকবর অশ্বের ক্ষেত্রে 'দাঘ' (চিহ্নিতকরণ) এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'চেহ্রা' (বর্ণনামূলক হাজিরা) পদ্ধতি চালু করিয়াছিলেন।[১] আবুল ফজ্ল-এর বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে আকবরের রাজত্বে কোন মনসবদারকে তাহার 'সওয়ার' পদের মর্যাদা অনুসারে সমসংখ্যক সৈন্য গণনার জন্য

১ 'আইন' ১ম পৃ. ১৩৫; (অনুবাদ) পৃ. ২৬৬-৬৭: "সম্রাটের কর্মচারীরা (মনসবদার) তাহাদের অশ্বগুলি প্রতি বৎসর নূতন ভাবে চিহ্নিত করে আর এই ভাবেই সৈন্যব হিনীর দক্ষতা বজায় রাখে। কারণ বিবেচনাহীন ব্যক্তিরা তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াই সততার সন্ধান পায়। যদি কোন মনসবদার তাহার ব্যক্তিবর্গকে গণনার জন্য হাজির করিতে বিলম্ব করে, তবে তাহার এক-দশমাংশ জাগীর (ইক্তা) আটক করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, পূর্বে কোন অশ্ব দ্বিতীয়বার গণনার সময় '২' দ্বারা চিহ্নিত করিয়া চিহ্ন পুনরাবৃত্তির সময় সংখ্যাটিকে অশ্ব গণনার মধ্যে রাখা হইত। কিন্তু যেহেতু তখন প্রতি শ্রেণীর সৈন্যের বিশেষ চিহ্ন রহিয়াছে, সে কারণে একমাত্র পরবর্তী গণনাগুলির সময়েই সংখ্যাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়। 'আহ্দিদের' ক্ষেত্রে পূর্বতন ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল; সম্রাটের যে সকল কর্মচারী ও 'বিতিকৃচি' জাগীর দেখাশুনা করিবার অবসর লাভ করে না তাহারা মাসিক মাহিনা নগদ অর্থেই গ্রহণ করে আর প্রতি ১৮ মাসে তাহাদের অশ্বগুলি গণনা করায়। যে সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারীর জাগীর বহুদূরে অবস্থিত তাহারা ১২ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে তাহাদের অশ্বগুলিকে গণনার জন্য হাজির করে না, কিন্তু শেষ গণনার সময় হইতেই ৬ মাস অতীত হইলে তাহাদের আয়ের এক-দশমাংশ হ্রাস করা হয়। কোন মনসবদারের পদোন্নতি ঘটিলে এবং শেষ ৩ বৎসর পূর্বে তাহার অশ্ব গণনা হইয়া থাকিলে তাহার জাট্ পদের (ব্যক্তিগত) উন্নতি ঘটে, কিন্তু বর্ধিত সৈন্য সংখ্যার ভাতাদি (একমাত্র) প্রথম গণনার পর হইতে লাভ করে। অতঃপর তাহার নবীন ও প্রবীণ ব্যক্তিগণ তাহাদের নির্দিষ্ট অংশ লাভ করে। যদি কোন সৈন্য পরবর্তী গণনার চিহ্ন নবীকরণের সময় পুরাতনের পরিবর্তে নূতন অশ্ব হাজির করে, তবে ঐ ব্যক্তি সম্রাটের নিকট আনীত হয় এবং তিনি (সম্রাট) পরীক্ষা করিয়া ইহা গ্রহণ করেন।"

হাজির করিতে হইত; এবং ইহার অন্যথা ঘটিলে শাস্তি পাইতে হইত। মনসবদারগণ গণনার জন্য যত সংখ্যক ব্যক্তি হাজির করিত তাহা তাহার সওয়ার পদ অনুযায়ী অশ্ব অথবা অশ্বারোহী সৈন্যের সমসংখ্যক ছিল কি না, তাহা একটি মনোজ্ঞ প্রশ্ন। আকবর প্রবর্তিত নিয়মানুসারে প্রতিটি নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে অশ্বের সংখ্যা অশ্বারোহী সৈন্যের দ্বিগুণ হইতে হইত। এইরূপে, ১০০ 'সওয়ার' পদাধিকারী ব্যক্তিকে ১০০ সৈন্য এবং ২০০ অশ্ব অথবা ৫০ সৈন্য এবং ১০০ অশ্ব পোষণ করিতে হইত।[১] যেহেতু শাহ্‌জাহানের রাজত্বে "এক-তৃতীয়াংশের নিয়মানুসারে" কোন ব্যক্তিকে ৩৩ জন সৈন্য এবং ৬৬টি অশ্ব হাজির করিতে হইত এবং ১০০ ও ৩৩-র মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট, সেহেতু ইহাই অনুমিত হয় যে, আকবরের রাজত্বে ১০০ সওয়ার পদের জন্য ৫০ জন সৈন্য এবং ১০০টির বেশী অশ্ব পোষণের প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য ইহা অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়।[২]

জাহাঙ্গীরের রাজত্বে মনসবদারগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট অংশের উপর এরূপ বিধিনিষেধ কিছু পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য এক্ষেত্রেও কোন স্পষ্ট প্রমাণ নাই।[৩] সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শাহ্‌জাহান সমগ্র মনসবদারী ব্যবস্থাকে পরিষ্কারভাবেই এক নূতন ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। আকবর প্রবর্তিত আইনগুলি অল্প পরিবর্তনের সহিত প্রযুক্ত হইল আর তিনি স্বয়ং অমাত্যদের নির্দিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে নূতন রূপ দান করিলেন। লাহোরীর বাদশাহ্‌নামায় একটি অংশ হইতে মনসবদারী ব্যবস্থার 'দাঘ' বিষয়টির কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়: গ্রন্থকারের মতে, সাম্রাজ্যের নিয়মানুসারে, যে সকল মনসবদার হিন্দুস্থানের যে কোন প্রদেশে জাগীর লাভ করিত এবং যে প্রদেশে জাগীর থাকিত সেই প্রদেশেই চাকরি লাভ করিত তাহাদিগকে তাহাদের 'সওয়ার' পদের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য অশ্বারোহী সৈন্য গণনার সময় হাজির করিতে হইত। কিন্তু জাগীর বহির্ভূত কোন প্রদেশে নিযুক্ত হইলে এক

১ আইন-ই আকবরী, ১ম, পৃ. ১২৩-২৪

২ আবুল ফজল্‌-এর একখানি পত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, যদিও পত্রখানির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ রহিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ১০০ সওয়ার পদাধিকারী কোন মনসবদারকে অধিক পক্ষে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য হাজির করিতে হইত (রুক্‌'আৎ-ই আবুল ফজল্‌, পৃ. ৪৫; নওল কিশোর সম্পাদনা)।

৩ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, মোরল্যাণ্ড, জে. আর. এ. এস., ১৯৩৬, পৃ. ৬৪১-৬৫৪

চতুর্থাংশ এবং বথ্ ও বাদাখ্শানের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ[১] অশ্বারোহী সৈন্য হাজির করিতে হইত। পরবর্তীকালে শেষোক্ত নিয়মটি কাবুলে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইত।[২] মনে হয়, যে সকল 'নকৃদি' বা 'মনসবদার' নগদ অর্থ গ্রহণ করিত তাহারা গণনার সময় এক-পঞ্চমাংশের নিয়মানুযায়ী সৈন্য হাজির করিত। শাহ্জাহানের রাজত্বের ২৭তম বৎসরের ঘোষিত এরূপ একটি 'ফরমান' (বা দস্তুর-অল্ অমল) হইতে ইহা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়।[৩] ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে লিখিত 'খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্' হইতেও এই নূতন নিয়মগুলি প্রমাণিত হয়।[৪]

লাহোরী পরিষ্কারভাবেই বলিয়াছেন যে দু-আস্পা সিহ্-আস্পা পদের ক্ষেত্রে উক্ত পদস্থ ব্যক্তিদের দায়িত্ব সাধারণ 'সওয়ার' (বরওয়ার্দি) পদের দায়িত্বের ঠিক দ্বিগুণ ছিল। সুতরাং যখন এক-পঞ্চমাংশের নীতি অনুসারে ৫,০০০ সওয়ার পদের ১২-মাসিক পর্যায় অনুসারে ১,০০০ সৈন্য ও ২,২০০ অশ্ব প্রয়োজন হইত, তখন ৫,০০০ সওয়ার পদের সম্পূর্ণাংশ দু-আস্পা সিহ্-আস্পা হইলে ২ ০০০ সৈন্য এবং ৪,৪০০ অশ্ব প্রয়োজন হইত। লাহোরী সিহ্-আস্পা, দু আস্পা ও ইয়াক্-আস্পা অর্থাৎ তিন, দুই ও এক অশ্বের প্রতিটি শ্রেণীর অশ্ব এবং অশ্বারোহীর সঠিক সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি প্রতি মাসিক পর্যায়ে এক-পঞ্চমাংশের নিয়মানুসারে গণনা করাইতে হইত। নিম্নের তালিকাটি তাঁহার উক্তি সমর্থন করে।

১ লাহোরী, বাদশাহ্ নামা, ২য়, পৃ. ৫০৫-৭।

২ মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম, পৃ. ২২৮ (শাহ্জাহানের ফরমান, ২৭তম রাজত্ব) কিন্তু ওয়াকা-ই আলমগীর অনুসারে কাবুলে নিযুক্ত একজন রাজপুতকে ১/৪ অংশের নিয়মানুসারে সৈন্য গণনার জন্য হাজির করিতে হইয়াছিল। শাহ্জাহানের রাজত্বের ২৫তম বৎসরে ঔরঙ্গজেবের সহিত কান্দাহার অভিযানে প্রেরণের সময় জয়সিংহকে সম্ভব হইলে ১/৪ অংশের নীতি অনুসারে অন্যথায় ১/৫ অংশের নীতি অনুসারে সৈন্য হাজির করিতে আদেশ দেওয়া হয় (জয়পুর ডকিউমেন্টস্, নং ৭৯, পৃ. ১৪৫)।

৩ মিরাৎ-ই আ'হ মদী, ১ম, পৃ. ২২৮।

৪ খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্, ফো. ৫৪ এ।

৫ লাহোরী, বাদশাহ্ নামা, ২য়, পৃ. ৫০৬-৭।

মাস	সিহ্-আস্পা (প্রত্যেকের ৩টি) অশ্ব	দু-আস্পা (প্রত্যেকের ২টি) অশ্ব	ইয়াক্-আস্পা (প্রত্যেকের ১টি) অশ্ব	মোট সৈন্য	মোট অশ্ব
১২	৩০০	৬০০	১০০	১,০০০	২,২০০
১১	২৫০	৫০০	২৫০	১,০০০	২,০০০
১০	—	৮০০	২০০	১,০০০	১,৮০০
৯	—	৬০০	৪০০	১,০০০	১,৬০০
৮	—	৪৫০	৫৫০	১,০০০	১,৪৫০
৭	—	২৫০	৭৫০	১,০০০	১,২৫০
৬	—	১০০	৯০০	১,০০০	১,১০০
৫	—	—	১,০০০	১,০০০	১,০০০[১]

তালিকাটিতে মাসিক ক্রমানুসারে অশ্বের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসিক-অনুপাতে প্রদত্ত অশ্বের অনুপাত এক তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের নিয়মানুযায়ী গ্রহণ করা ভুল হইবে। সুতরাং পরবর্তী নিয়মানুসারে অশ্ব ও অশ্বারোহীর তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে আবদুল আজিজ এক-পঞ্চমাংশের নিয়ম বিস্মৃত হইয়া লাহোরী প্রদত্ত সংখ্যাগুলির পরিবর্তন করিয়া ভুল করিয়াছেন।[২] বস্তুতঃ, খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্-এ 'এক-তৃতীয়াংশ' নিয়মের দাবীর উপাদান রহিয়াছে; ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বাদশাহ্‌নামায় প্রদত্ত সজ্জিত অশ্বের হার শাহ্‌জাহানের শুধুমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অভিযানের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয় নাই, যে সকল ক্ষেত্রে মনসবদারগণ 'এক-পঞ্চমাংশের নিয়মানুসারে' কার্য করিত সেই সকল ক্ষেত্রেও ইহা স্থায়ীভাবে প্রযোজ্য হইয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয় শাহ্‌জাহান কর্তৃক প্রবর্তিত নীতি ঔরঙ্গজেবের আমলেও অনুসৃত হইয়াছিল। খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্ প্রদত্ত তালিকাটি সম্ভবতঃ ১০০ সওয়ার পদাধিকারীর। ইহার সহিত বাদ্‌শাহ্‌নামায় প্রদত্ত সংখ্যাগুলির তুলনা করিতে হইলে এস্থলে প্রতিটি সংখ্যাকে ৫০ দ্বারা গুণ করিতে হইবে।

১ উক্ত স্থলে।

২ তুলনীয়, মোহাম্মদ্ এ. সিদ্দিকি, প্রোসিডিংস্ অভ ইণ্ডিয়ান্ হিস্টরি কংগ্রেস, দিল্লী অধিবেশন, ১৯৬১ পৃ. ১৫৭-১৬২।

কঃ "এক-পঞ্চমাংশের নিয়মানুসারে ১০০ সওয়ার পদাধিকারী নক্‌দিগণ"

মাস	সিহ্‌-আস্পা	দু-আস্পা	ইয়াক্‌-আস্পা	সৈন্য	অশ্ব
১২	৬	১২	২	২০	৪৪
১১	৫	১০	৫	২০	৪০
১০	—	১৫	৫	২০	৩৫
৯	—	১২	৮	২০	৩২
৮	—	১১	৯	২০	৩১
৭	—	৫	১৫	২০	২৫
৬	—	২	১৮	২০	২২
৫	—	—	২০	২০	২০
৪	—	—	১৬	১৬	১৬
৩	—	—	১২	১২	১২
২	—	—	৮	৮	৮
১	—	—	৪	৪	৪

খঃ "(একই প্রদেশে) কর্ম ও জাগীর প্রাপ্ত মনসবদার, এক-তৃতীয়াংশের নিয়মানুসারে গণনা"

মাস	দু-আস্পা	ইয়াক্‌-আস্পা	সৈন্য	অশ্ব
১২	২২	১২	৩৪	৫৬
১১	১৭	১৭	৩৪	৫১
১০	১২	২২	৩৪	৪৬
৯	৮	২৬	৩৪	৪২

মাস	দু-আস্পা	ইয়াক্-আস্পা	সৈন্য	অশ্ব
৮	৩	৩১	৩৪	৩৭
৭	১	৩৩	৩৪	৩৫
৬	—	৩৪	৩৪	৩৪
৫	—	২৪	২৪	২৪
৪	—	১৮	১৮	১৮
৩	—	১৪	১৪	১৪
২	—	১১	১১	১১
১	—	৯	৯	৯[1]

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্ উক্ত এক-পঞ্চমাংশের নিয়মের তালিকাটি কয়েকটি বিষয় ব্যতীত লাহোরী প্রদত্ত তালিকার সমপর্যায়ভুক্ত, পূর্বোক্তটিতে এক মাস এবং শেষোক্তটিতে পাঁচ মাস পর্যায়ের উল্লেখ রহিয়াছে।[2] যাহা হউক, ইহা হইতে এরূপ ধারণা করা অনুচিত যে,

১ খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্, ফো. ৫৪এ-৫৫বি। তুলনীয়, ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ৩৩৯ (একই প্রদেশে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ১/৩ নিয়ম প্রযুক্ত)। চিহ্নিতকরণের জন্য ১/৪ এবং ১/৫ নিয়ম প্রযুক্ত (মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ২২৭-২৯), আকিল খানের সৈন্য পরীক্ষার জন্য ১/৪ নিয়ম প্রযুক্ত (আখবরাৎ-১৫ শাবণ, ১০ম বৎ.) দস্তুর-উল্ আকাক্, পৃ. ১৯৬ ৯৭।

২ প্রতি শতক সওয়ার পদের অশ্ব ও অশ্বারোহীর পরিবর্তন নিম্নরূপ:

	লাহোরী		খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্	
মাস	অশ্বারোহী	অশ্ব	অশ্বারোহী	অশ্ব
১০	২০	৫৬	২০	৩৫
৫	২০	২৯	২০	৩১

খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্ প্রদত্ত সংখ্যাগুলি উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিলিপি সংক্রান্ত ভুল বলিয়াই অনুমিত হয়।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বেও এক বা দুই মাস পর্যায়ের ভিত্তিতে জাগীর প্রদত্ত হইত। তিন মাসের নিম্নবর্তী সময়ের জাগীর মঞ্জুরীর কোন উল্লেখ এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী এবং খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্ হইতে মনসবদারদের সৈন্য চিহ্নিতকরণ ও পরীক্ষা কার্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।[১] নক্দি মনসবদারগণকে (নগদ অর্থে বেতন গ্রহণকারী) চিহ্ন সংক্রান্ত কর্মচারীদের নিকট হইতে বৎসরে দুইবার পুনঃনবীকরণ নিদর্শনপত্র (তশিহা) সংগ্রহ করিতে হইত। কোন মনসবদার ছয় মাসের মধ্যে ইহা সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাহাকে আরও দুই মাস সময় দেওয়া হইত; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাহার আট মাসের উর্ধ্বাংশের বেতন আটক করা হইত।[২]

যে সকল মনসবদার আংশিক নগদ অর্থ ও আংশিক জাগীর বেতন হিসাবে প্রাপ্ত হইত তাহাদের বেতনের অর্ধাংশের বেশী জাগীর হিসাবে দেওয়া হইলে জাগীরদারদের নিয়মানুযায়ী তাহারা চিহ্ন সংক্রান্ত নিদর্শনপত্র গ্রহণ করিবে এরূপ আশা করা হইত—অর্থাৎ, চিহ্নের জন্য তাহাদের অশ্বগুলিকে বৎসরে একবার হাজির করিতে হইত এবং বিলম্বের জন্য ছয় মাস সময়ও দেওয়া হইত; ইহা সত্ত্বেও বিলম্ব ঘটিলে জাগীরদারদের নিয়মানুসারে তাহাদের বেতন আটক ও উপযুক্তভাবে মীমাংসিত হইত। যে সকল মনসবদার তাহাদের বেতনের অর্ধেকের বেশী নগদ অর্থে প্রাপ্ত হইত তাহাদের ক্ষেত্রে 'নক্দিগণের' নিয়ম প্রযোজ্য হইত আর বেতন অর্ধেক নগদ অর্থে এবং অর্ধেক জাগীর হিসাবে প্রদত্ত হইলে বিলম্বের ক্ষেত্রে নকদিদের মত তাহারা বর্ধিত সময় লাভ করিত।[৩] তবুও ওয়াকা-ই আজমীর হইতে জানা যায় যে, ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বের ২৩তম বৎসরে নক্দিগণকে প্রতি তিন মাস এবং মনসবদারগণকে প্রতি ছয় মাস অন্তর তাহাদের অংশ চিহ্নিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।[৪]

মিরাৎ-ই আহ্মদীতে (১৬৫২ খ্রীঃ অব্দ) উক্ত শাহজাহানের একটি ফরমান হইতে নিয়ম-কানুন জানা যায়। ইহাতে চিহ্নিতকরণের জন্য অশ্বের

১ দারোগা-ই তাশিহ্র কার্যের জন্য দ্রষ্টব্য হেদায়াৎ-অল্ কাবিদ্, ফো. ৩৬ৎ-৩৭এ।
২ জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ফো. ৩৮এ-৪০বি।
৩ জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ফো. ৩৮এ-৪০বি।
৪ ওয়াকা-ই আজমীর; পৃ. ৬০৯।

ভগ্নাংশ পূরণ অথবা পরিত্যক্ত হইত। সুতরাং এক-চতুর্থাংশের নিয়মানুযায়ী চিহ্নিতকরণের জন্য ৫ 'সওয়ার' পদের ক্ষেত্রে একজন অশ্বারোহীই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত (¼ অশ্বারোহী পরিত্যক্ত হইত)। একই নিয়মানুযায়ী (¼ নিয়ম) ১০ 'সওয়ার' পদের ক্ষেত্রে ২½ জন অশ্বারোহী প্রয়োজন হইত আর কর্মচারী তাহার ইচ্ছামত তিন অথবা দুইটি অশ্ব আনিতে পারিত। তিন-জন সওয়ার আনীত হইলে উক্ত কর্মচারীর বেতনের সহিত অর্ধ সওয়ার হিসাবে খাদ্যদ্রব্য যুক্ত হইত এবং দুইজন 'সওয়ার' আনীত হইলে সওয়ারের দেড় ভাগ হিসাবে দ্রব্য হ্রাস করা হইত। ১৫ জন 'সওয়ারের' ক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারীকে মাত্র ৪টি অশ্ব চিহ্নিত করার জন্য আনিতে হইত। চিহ্নিতকরণের জন্য 'জমিদারগণকে' তাহাদের সওয়ার পদের অর্ধাংশ 'সওয়ার' হিসাবে হাজির করিতে হইত। গণনার সময় অশ্বের গুণও ছিল বিশেষ বিবেচনার বিষয়বস্তু; পূর্বোল্লিখিত 'ফরমান' অনুসারে দাক্ষিণাত্য, আহ্‌মদাবাদ, বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা ব্যতীত অপর কোন প্রদেশে 'তাজী' অশ্বকে চিহ্নিত করিতে হইত না।[১]

যাহা হউক, খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্ হইতে জানা যায়, যে সকল মনসবদার নগদ অর্থে বেতন গ্রহণ করিত তাহারা কেবলমাত্র তুর্কী অশ্বগুলিকেই চিহ্নিত-করণের জন্য হাজির করিত এবং জাগীরদারগণকে প্রয়োজনীয় সংখ্যার ⅓ অংশ তুর্কী ও আবু এবং ⅓ অংশ তাজী অশ্বের দ্বারা পূরণ করিতে হইত।[২]

জাট পদের প্রয়োজনীয় অশ্বগুলি পরীক্ষার জন্য চিহ্নিতকরণ ছিল বাধ্যতামূলক।[৩] ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট পদাধিকারী মনসবদারদের ক্ষেত্রে ইহা বাধ্যতামূলক ছিল না বটে, কিন্তু নিম্নপদস্থ সকল মনসবদারকেই ইহা পালন করিতে হইত।[৪] ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বের ২৫তম বৎসরে ঘোষিত এক আদেশের দ্বারা দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত ৫,০০০ পর্যন্ত জাট পদাধিকারী মনসবদারগণকে চিহ্নিতকরণের জন্য অশ্ব (জাট পদের প্রয়োজন অনুসারে) হাজির করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।[৫]

১ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ২২৮-২৯; তুলনীয়, উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৭৩।

২ খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্, ফো. ৫৪বি।

৩ আইন; ১ম, পৃ. ১৩৫।

৪ খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্, ফো. ৫৪বি।

৫ আখবরাৎ, ২১ শাওয়াল, ২৫ বৎ.।

মনসবদারগণ তাহাদের নির্দিষ্ট অংশ পোষণ করিতে অক্ষম হইলে তাহা বিশেষভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। একবার ঔরঙ্গজেবের নিকট সংবাদ পৌঁছাইল যে, সাদাৎ খানের অধীনে একশত বন্দুকধারী নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষার সময় মাত্র পঁয়ষট্টি জন উপস্থিত ছিল আর অবশিষ্ট পঁয়ত্রিশ জন পরে আসিয়াছিল। এজন্য সম্রাটের আদেশে উপস্থিতির নিদর্শনপত্র অস্বীকৃত হয়।[১] যে সকল মনসবদারের নির্দিষ্ট অংশ প্রয়োজনীয় সংখ্যার কম হইত তাহাদের পদমর্যাদা হ্রাস বা জরিমানা করিয়া শাস্তিবিধান করা হইত, আর জাগীরের পরিমাণও হ্রাস করা হইত।[২]

অপরপক্ষে, বিশেষ ক্ষেত্রে সম্রাট মনসবদারদের ধার্য 'সওয়ারের' পরিমাণ হ্রাস করিতে পারিতেন। রাজত্বের ৩৮তম বৎসরে ঔরঙ্গজেব হামিদ খানের অংশ ১/৪ হইতে হ্রাস করিয়া ১/৫ অংশে ধার্য করেন।[৩] ১৬৮৫ খ্রীঃ অব্দে ফিরোজ জঙ্গ বাহাদুরকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহ এক বিশাল বাহিনী লইয়া বিজাপুরে যুবরাজ আজমের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতে আদেশ করা হইলে, কর্মচারীরা যাহাতে যুবরাজের জন্য প্রয়োজনীয় অশ্ব ক্রয় কবিতে পারে এজন্য সম্রাট দরবারস্থ ১০০ হইতে ৪০০ মর্যাদাসম্পন্ন মনসবদারগণকে এক-তৃতীয়াংশের নিয়মানুযায়ী অশ্ব চিহ্নিতকরণ হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন।[৪] কখনও কখনও কোন মনসবদারকে শর্তসাপেক্ষ পদোন্নতির সুযোগ দেওয়া হইলে সম্রাট সংশ্লিষ্ট মনসবদারকে শর্ত-

১ ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ৫৩৭। অপর এক সময়ে দরবারে সংবাদ পৌঁছাইল যে, রাজা জয় সিংহের পুত্র ১০০০-র বেশী সওয়ার নিজ অধীনে রাখেন নাই এবং চিহ্নিতকরণের সময়ে হরনাথ কাছওয়াহার নিকট হইতে সওয়ার ঋণ করিয়াছিলেন। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী প্রস্তাব করিয়াছিল যে, রাজা কি কারণে নির্দিষ্ট অংশ রাখেন নাই তাহার কৈফিয়ৎ তলব করা হউক (উক্ত গ্রন্থ; পৃ. ৫৪২)।

২ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ২৬৫-৬৬; সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্‌জাহানস্ রেইন্, পৃ. ১৬৫-৭২। আরও বলা হইয়াছিল মনসবদারের অশ্ব চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত মঞ্জুরীকৃত মোট ৩২০,০০০ দাম-এর মধ্যে আটষট্টি হাজার আটশত দাম আটক করা হইবে। চিহ্নিতকরণের 'সনদ' উপস্থাপিত হইলে বেতন দেওয়া হইত, ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ৫২৯।

৩ আখবরাৎ, ২৫ জিকাদা, ৩৮ বৎ.।

৪ মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ২৬৪-৬৫; দিলকুশা, ১০বি।

সম্বলিত অংশটুকুর জন্য 'দাঘ' (চিহ্নিতকরণ) হইতে অব্যাহতি দিতেন।[১] আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সম্রাট কোন মনসবদারকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যও 'দাঘ' হইতে অব্যাহতি দিতেন। এইরূপে, রাজত্বের ৩৮তম বৎসরে ঔরঙ্গজেব শাহ্জাহানাবাদের 'কোতোয়াল' ও 'ফৌজদার' বক্সী খানকে 'দাঘ' হইতে মুক্তি দেন,[২] আর ৮ম বৎসরে মীর আজিজ হজ যাত্রার অভিপ্রায় জানাইলে তাঁহাকেও তাঁহার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত 'দাঘ' হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল।[৩]

নিয়োগ ও পদোন্নতি

নিয়মানুসারে মনসবদারগণ সম্রাট কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত হইত এবং পদপ্রার্থীকে সম্রাটের সম্মুখে হাজির হইতে হইত। সম্রাট প্রত্যেক ব্যক্তির গুণাগুণ নির্ভুল ভাবে বিচার করিতেন। আবুল ফজল্ মামুরী লিখিয়াছেন, "সম্রাট কতিপয় ব্যক্তিকে এক নজরেই যোগ্য বলিয়া বিচার করিতে পারেন আর তাহাদিগকে উচ্চপদ দান করেন।"[৪] ইরানী, তুরানী, রূমী, ফিরিঙ্গী. হিন্দুস্তানী, কাশ্মীরী প্রভৃতি পদপ্রার্থীকে সম্রাটের নিকট হাজির করিবার দায়িত্ব ছিল বক্সীর উপর।[৫]

১ আখবর ৫, ২৩ সফর, ৩৬ বৎ.; ২ সফর, ৪৩ বৎ.; ২৯ মহরম, ৩৮ বৎ.; খোদাবন্দ খানের শর্তসাপেক্ষ 'মনসবের' মধ্যে ৩০০ সওয়ার চিহ্নিতকরণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল (১১ রমজান, ৪৫ বৎ.)।

২ আখবরাৎ, ২৮ রবি ১ম, ৩৮ বৎ.।

৩ আখবরাৎ, ৭ জমাদা ২য়, ৮ বৎ.।

৪ আইন; ১ম, পৃ, ২৪৮ (অনুবাদ), পৃ. ১২৪ (মূল গ্রন্থ), চন্দ্র ভান ব্রাহ্মণের 'গুলদস্তা' ফো. ৮এ, প্রতাপ সিংহ, অন্যান্য ব্যক্তি, পাঁচজন এবং সুন্দর দাস সিসোদিয়ার পুত্রদের মনসব দানের জন্য ঔরঙ্গজেবের নিকট হাজির করা হইলে, উপযুক্ত মনসব প্রদান করা হয় (আখবরাৎ, ৮ জিলহিজ, ২০ বৎ.)। মান সিংহ, অপরাপর ব্যক্তিগণ এবং রাজা রায় সিংহের পুত্রদের ঔরঙ্গজেবের নিকট মনসব প্রদানের জন্য হাজির করা হয় এবং প্রত্যেকেই উপযুক্ত মনসব লাভ করেন (৩য় শাবণ, ২৪ বৎ.)। বসরার হাকিম ইসলাম খান ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের ১১শ বৎসরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ৫,০০০/৫,০০০ মনসব লাভ করেন। তুলনীয় খাফি খান, ২য়, পৃ. ২৩৪; মামুরী, ফো. ১৪৪এ।

৫ আইন, ১ম, পৃ. ১০৮; 'বক্সীর' কর্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য হেদায়াৎ অল্ কাবিদ, ফো ১১বি-১২এ।

যাহা হউক, অন্য এক ভাবেও নিযুক্তির কার্য চলিত। কোন প্রদেশের শাসনকর্তা বা সেনানায়কের বিশেষ অনুরোধেও সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট অভিজাতগণ নিয়োজিত সাধারণতঃ এরূপ অনুরোধ রক্ষা করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মনসব দান করা হইত।[১] কখনও কখনও সম্রাট অমাত্যগণ কর্তৃক ক্ষুদ্র মনসব দানের জন্য অনুমোদিত ব্যক্তিকে পরীক্ষার জন্য হাজির হইতে আদেশ দিতেন এবং ইহার পর মনসব' দান করা হইত।[২] অনুরূপ ভাবে যুবরাজগণও কাহারও নিযুক্তির জন্য অনুরোধ করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা মঞ্জুর করা হইত।[৩]

প্রস্তাব সম্রাট কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হইলে নিয়োগের জন্য একটি পরিশ্রমসাধ্য পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত। সম্রাটের অনুমোদন 'দিওয়ান', 'বক্সী' ও সাহেব-ই তৌজীর (সাময়িক হিসাব রক্ষক) নিকট পর্যালোচনার জন্য প্রেরিত হইত; এই সকল কর্মচারীর পরীক্ষার পর ঐ আদেশ পুনরায় সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইত এবং তিনি ইহাকে দ্বিতীয়বার অনুমোদন করিলে

১ উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জয় সিংহের অনুরোধে মোল্লা আহ্‌মদ নৈথা ৬,০০০/৬,০০০ পদ লাভ করেন (আলমগীর নামা পৃ. ২১৯-২০); জুলফিকার খান বাহাদুরের অনুরোধে কাকুর খানের পুত্র মুরতাজা খান ৪০০/১০০ মনসব প্রাপ্ত হন (আখবরাৎ, ৯ জিকাদা, ৩৯ বৎ.); রুহউল্লাহ্ খানের অনুরোধে সর্দার সিংহ হারা ৫০০/২০০ মনসব প্রাপ্ত হন (২ শাওয়াল, ২৫ বৎ.); রুস্তম দিল খানের অনুরোধে আলোয়ার কুণ্ডার জমিদার দানকৎ রাও ৫০০/২০০ মনসব প্রাপ্ত হন (১ মহরম, ৪৫ বৎ.); আজমীরের নাজিম সৈয়দ আবদুল্লাহ খানের অনুরোধে রাজ সিংহ টোডের ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং ৪০০/৩০০ মনসব লাভ করেন (১৮ শাবণ ৪৩ বৎ.); বিদর বখ্‌ত্-এর অনুরোধে সৈয়দ শাহ্ ৫,০০০/২,০০০ পদ প্রাপ্ত হন (২৪ শাওয়াল, ৪৫ বৎ.); তরবিয়ৎ খানের অনুরোধে দোনত্রি রাও ১,৭০০/১,০০০ পদ লাভ করেন (মাআসীর-ই আরকান-ই তৈমুরীয়া, ফো. ১৩১এ)।

২ বহরমন্দ খান তাঁহার কয়েকজন অধস্তন কর্মচারীকে মনসব দানের জন্য ঔরঙ্গজেবকে অনুরোধ করিলে সম্রাট প্রার্থীগণকে পুনর্বিবেচনার জন্য উপস্থিত হইতে আদেশ দেন (আখবআৎ, ২১রাবি ১ম, ৪৪ বৎ.)।

৩ শাহ্ আলমের অনুরোধে জগৎ সিংহ এবং অন্যান্য কয়েকজন রাজকার্যে নিযুক্ত হন (আখ. ৮ শাবণ, ২৪ বৎ.); যুবরাজ আজমের অনুরোধে কয়েকজনকে উপযুক্ত মনসব দান করা হয় (আখ. ১৩ রমজান, ১৩ বৎ.) ঔরঙ্গজেব কয়েকজনকে মনসব দানের জন্য শাহ্‌জাহানের নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন (আদাব-ই আলমগীরী. ফো. ১০৮এ-১০৯এ)।

আনুষ্ঠানিক ভাবে নিয়োগপত্র (ফরমান) প্রস্তুত করা হইত এবং ওয়াজির-এর মোহর দ্বারা ঘোষিত হইবার পূর্বে ইহা অন্যান্য কর্মচারীর, বিশেষ ভাবে 'দিওয়ান' ও 'বক্সীর', মোহরাঙ্কিত হইত।[১]

প্রত্যেক মনসব পদপ্রার্থীকেই জামানত (জামিন) রাখিতে হইত এবং এই নিয়ম কঠোর ভাবে মান্য করা হইত। মানুচি বলিয়াছেন, "উচ্চ ও নিম্ন-পদস্থ সকল সৈন্য, সেনাপতি ও অধিনায়ককেই জামিন রাখিতে হয় এবং ইহা ছাড়া কেহই নিযুক্ত হইতে পারে না। বিষয়টি এতই প্রচলিত এবং সার্বজনীন যে রাজপুত্রদেরও ইহা মানিয়া চলিতে হইত।"[২] অতএব এরূপ ধারণা করা যায় যে, বিশিষ্ট মহাজনরাই এক্ষেত্রে প্রতিভূ হিসাবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইত।[৩] যাহারা এরূপ জামিন হিসাবে স্বীকৃত হইত, তাহারা সংশ্লিষ্ট মনসবদারদের আচরণের জন্য সরকারের নিকট দায়ী থাকিত এবং মনসবদার তাহার কর্তব্য পালনে অক্ষম হইলে ঐ ব্যক্তিকে জবাবদিহি করিতে হইত।[৪] এজন্য জামিন পাওয়া ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার, ফলে ইহা ক্রয় করিতে হইত। এমতে, ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদের এরূপ দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেওয়ায়, ইহাকে অনুগ্রহরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছিল।[৫]

মনসবদারদের পদোন্নতি মঞ্জুরীর পদ্ধতিও ছিল প্রথম প্রদান পদ্ধতির অনুরূপ। মনসবদারগণ যে সকল যুবরাজ, সেনাপতি বা প্রদেশপালের অধীনে কার্য করিত সাধারণতঃ সেই সকল ব্যক্তিই তাহাদের পদোন্নতির জন্য সম্রাটের নিকট সুপারিশ (বা তজ্‌বিজ) করিত।[৬] সম্রাট, সাধারণ রীতি অনুসারে

১ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—ইবন্ হাসানের 'দ্য সেন্ট্রাল্ স্ট্রাক্চার অভ্ দ্য মুঘল এম্পায়ার্, পৃ. ৯৩ ফো., দ্রষ্টব্য আইন, ১ম, পৃ. ১৩৬ ; জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ফো. ১৭, ৫০ বি।

২ মানুচি, ২য়, পৃ. ৩৭৭।

৩ নিশানিয়ানা, নং ৫৫৫, ফোলিও অচিহ্নিত ; "সবল সিংহ ক্ষত্রী যখন বেদনোর পরগনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন তখন তাঁহার স্বপক্ষে ভিকু শাহর একলক্ষ টাকা জামিন মুঘল দরবার হইতে হসবুল হুকুম-এর মাধ্যমে সমর্থিত হইয়াছিল" ১৬৮৯-৯০ খ্রীঃ অব্দ।

৪ জামিন গ্রহণের জন্য দ্রষ্টব্য-ফরহাং-ই করদানী, ফো. ২০এ ; জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ফো. ১৯বি, ২৫এ, ৩২বি।

৫ 'সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ ঔরঙ্গজেবস্ রেইন্', পৃ. ১৮২।

৬ আখবরাৎ, ২৯ রবি ২য়, ৮ বৎ, (কুতবউদ্দিন খান, রঘুনাথ সিংহ ও এনায়েৎ খান উচ্চতর পদ লাভ করেন)।

কোন উৎসব,[১] নববর্ষ বা তাঁহার জন্মদিনেই মনসব পদোন্নতি মঞ্জুর করিতেন।[২] অবশ্য সামরিক অভিযানের পূর্বে বা পরেও ইহা মঞ্জুর করা হইত।[৩]

বিভিন্ন কারণেই পদোন্নতি ঘটিত। সামরিক কার্যে সাহসিকতা ও যোগ্যতার স্থান ছিল অতি উচ্চে;[৪] কোন অভিজাত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ উপঢৌকন বা পেশকাশ লাভ করিলেও পদোন্নতি হইত।[৫] কোন কর্মচারী উচ্চপদের যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইলেও পদোন্নতির পথ প্রস্তুত হইত, যদিও সর্বদা এরূপ ঘটিত না। যাহা হউক, প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে, মনসবদারদের পদোন্নতির সহিত পদমর্যাদাও বৃদ্ধি পাইত। মূল ব্যক্তিগত মর্যাদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত (মশরুৎ নয় অর্থাৎ মনসবদার স্থানান্তরিত হইলে পরিহার-যোগ্য বৃদ্ধি) পদোন্নতির এরূপ একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। যাহা হউক, সমতুল্য মনসব বৃদ্ধি না করিয়াও যে উন্নতি ঘটানো হইত এরূপ প্রমাণ আছে।

১ মাআসীর-ই আলমগীরী, অন্যান্য অংশে।

২ আলমগীর নামা।

৩ পারসারাজের আক্রমণ হইতে মুঘল সীমান্ত রক্ষার জন্য ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে মহম্মদ মোয়াজ্জম মহারাজা যশোবন্ত সিংহের সহিত সীমান্ত প্রদেশে প্রেরিত হন। এই উদ্দেশ্যে যে সকল অমাত্য নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের পদোন্নতি ঘটে এবং খিলাৎ ও অন্যান্য উপাধি লাভ করে, আলমগীর নামা পৃ. ৯৭৬-৭৭। ১৬৬১ খ্রীঃ অব্দে জম্মুনের জমিদার-বিদ্রোহ দমনের জন্য যে সকল কর্মচারী প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদেরও পদোন্নতি ঘটে, পৃ. ৭৫৭-৫৮। বিজাপুর জয়ের পর ২০ হইতে ৭,০০০ মর্যাদাসম্পন্ন সকল ব্যক্তির পদোন্নতি হইয়াছিল (ফুতুহাত-ই আলমগীরী, ফো. ১০৫ বি)। বিজাপুর দমনের পর যাহাদের পদোন্নতি ঘটে তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে এবং মূল মনসব ও পদোন্নতি পৃথক ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে (জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ফো. ১৫৯বি-৬০এ) হায়দ্রাবাদ দমনের ক্ষেত্রে যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদেরও পদোন্নতি হয়, ফো. ১৬৩বি-৬৫এ। ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে আফঘান নেতৃবর্গ বশ্যতা স্বীকার করিলে ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তির পদোন্নতি ঘটে (আলমগীর নামা, পৃ. ১০২৬ ৫৭)। শিবাজীর বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি রাজা জয় সিংহের সহিত যুদ্ধ করে তাহাদেরও পদোন্নতি ঘটে (আলমগীর নামা, ৯০৭-৯০৮)। খুলনা দখলের পর ফতেহউল্লাহ্ খানের প্রস্তাব অনুসারে তাঁহার অনুগৃহীত সকলের পদোন্নতির আদেশ দেওয়া হয় (খাফি খান, ২য়, ৪৯৪)।

৪ দিলকুশা, ফো. ৯৭এ-বি, ১১৫-এ এবং অন্যত্র; আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ২১বি-২২বি, ২৫এ।

৫ পঞ্চম অধ্যায়ে 'শাসক ব্যবস্থায় অমাত্যগণের ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

নাম	পদ	পূর্ববর্তীপদ	পদোন্নতি	আকর-গ্রন্থসমূহ
১ শাহ্ নওয়াজ খান	গুজরাটের সুবাদার	৫,০০০/৫,০০০	১,০০০/১,০০০ (২-৩ অ)	আলমগীর নামা, পৃ ২১০
২ ফিদৈ খান	অযোধ্যা ও গোরক্ষ-পুরের ফৌজদার	৪,০০০/২,০০০	১,৫০০ সওয়ার	আদাব-ই আলম-গীরী, ফো ২৬০এ।
৩ আমীর খান	কাবুলের সুবাদার	৪,০০০/৪,০০০	১,০০০/১,০০০ (২-৩ অ)	আলমগীর নামা, পৃ. ৬৬১।
৪ শাহ্মৎ খান	ঘজনীন্-এর সুবাদার	৩,০০০/১,০০০	১,০০০ সওয়ার	আদাব-ই আলম-গীরী, ফো. ২৮৬বি।
৫ আরব খান	বাহ্রিচ-এর ফৌজদার	৩,০০০/৭০০	৮০০ সওয়ার	আদাব-ই আলম-গীরী, ফো. ২৭৯বি।
৬ মহম্মদ বেগ	মিঞা দোয়াব -এর ফৌজদার	১,০০০/৬০০	৫০০/১০০	আদাব-ই আলম-গীরী, ফো. ২৪
৭ কামগর খান	সিকন্দরপুরের ফৌজদার	১,০০০/৪০০	৫০০/৩০০	আদাব-ই আলম-গীরী, ফো. ২৮০এ।
৮ মাহ্মুদ	কোন এক মহলের ফৌজদার	১,০০০/২০০	৮০০ সওয়ার	মিরাৎ-অল্ আলম, ফো. ১৬০এ-১৬০বি।

৯ তরবিয়ৎ খান	ওড়িশার ফৌজদার	৪০০/৩০০	৫০০ (২-৩ অ)	মিরাৎ অল আলম, ফো. ২০৮এ।
১০ এক্রাম খান	আকবরাবাদের নিকটস্থ অঞ্চলের ফৌজদার		১,০০ সওয়ার	আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ২৮০বি।
১১ জবরদস্ত্ খান	হোসঙ্গাবাদের ফৌজদার, ১০০০/১০০০ (২-৩ অ) পদে উন্নীত			মিরাৎ-অল্ আলম, ফো. ১৬০এ-১৬০বি।

বর্ধিত মনসব সাধারণতঃ অধিকৃত মনসবের সমতুল্য হইত; মূল অংশের চেয়ে বেশী বৃদ্ধি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। নিয়মানুযায়ী মূল মনসবের ৫০ শতাংশের বেশী মনসব মঞ্জুর করা হইত না, একারণেই মাআসীর-উল্ ওমরার লেখক ঔরঙ্গজেব কর্তৃক খান-ই জাহান বাহাদুর জাফর জঙ্-এর ৭০০ হইতে ৫,০০০ জাটের হঠাৎ বৃদ্ধিতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।[১] ৭,০০০/৭,০০০ (২-৩ অ) -এর বেশী সকল মনসবই যুবরাজদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।[২]

১ মাআসীর-উল্ ওমরা, ১ম, পৃ. ৮১৩।

২ জয় সিংহ এই পদে উন্নীত হইলে 'ইনাম' প্রদানের দ্বারাই পুরস্কৃত হইতে পারিতেন, পদের নূতন বৃদ্ধির দ্বারা নয় (আলমগীর নামা, পৃ. ৬১৮); হাতিম খানের আলমগীর নামা, ফো. ১০৯এ, ১২৪এ; মিরাৎ-অল্ আলম্ ফো. ১৬০এ; মিরাৎ-ই জাহান নামা, ফো. ২০৮এ। ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন আসফ খান; তিনি শাহজাহান কর্তৃক ৯,০০০/৯,০০০ (২-৩ অ) পদ দ্বারা পুরস্কৃত হন। কিন্তু শাহ্ জাহান ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ইহাই একমাত্র ব্যতিক্রম, অন্য কোন অমাত্য ৭,০০০/৭,০০০ পদের বেশী লাভ করিতে পারিবে না (লাহোরী, বাদশাহ্ নামা ২য়, পৃ. ২৫)।

সম্পত্তির রাজাধিকার ভুক্তি

মুঘল অমাত্যবর্গ তাহাদের কর্ম জীবনে অর্জিত সম্পত্তির কিরূপ নিশ্চয়তা ভোগ করিত এবং উত্তরাধিকারীদের কি ভাবে ইহা দান করিতে পারিত তাহা আলোচনা না করিলে তাহাদের বেতন ও চাকরির শর্তাদি সম্পর্কিত বিষয়টি সম্পূর্ণ হইবে না। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে অপরাধের জন্য শাস্তির কথা ছাড়িয়া দিলে মুঘল অমাত্যবর্গ তাহাদের জীবদ্দশায় সাধারণতঃ কিছু নিশ্চয়তা ভোগ করিত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কোন অমাত্য অর্জিত সম্পত্তি তাহার আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীদের নির্বিঘ্নে দান করিতে পারিত কি না, সে বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। এরূপ প্রমাণ রহিয়াছে যে শাসকরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর অধিকার দাবী করিতেন।

মুসলমান রাজত্বের গোড়ার দিক হইতেই অধীনস্থ কর্মচারীর সম্পত্তির উপর শাসকের দাবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। দাসত্ব প্রথা আব্বাসিদ খলিফাগণকে অধীনস্থ কর্মচারীর সম্পত্তির উপর দাবীর জন্য এক আইনসঙ্গত অধিকার (শরিয়ৎ অনুসারে) দান করিয়াছিল। মুসলমান আইন অনুযায়ী কোন ক্রীত-দাসের অর্জিত সম্পত্তি তাহার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর সর্বদাই তাহার প্রভুর অধীনস্থ বলিয়া স্বীকৃত হইত। অপরদিকে কোন স্বাধীন নাগরিক তাহার সম্পত্তি পুত্র অথবা আত্মীয়দের দান করিতে পারিত।[১] দিল্লীর সুলতানদেরও প্রচুর দাস কর্মচারী ছিল। এমনকি, মুসলমান আইনের সহিত সংগতি রক্ষা করিতে উৎসুক ফিরোজ তুঘলকের মত সুলতানও তাঁহার এক কর্মচারীর সম্পত্তি

১ দ্রষ্টব্য—লেভী, সোশাল্ স্ট্রাকচার অভ্ ইসলাম, কেম্ব্রিজ, ১৯৫৭, পৃ. ৭৮। আব্বাসিদ ও অন্যান্য যে সকল শাসক দাস কর্মচারীদের উপর তাঁহাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পছন্দ করিতেন, তাহাদিগকে ক্রীতদাসদের নিয়োগ (সাধারণতঃ তুর্কী বংশোদ্ভূত) শরিয়ৎ বা আইনসঙ্গত অধিকার দান করিয়াছিল; কারণ স্বাধীন নাগরিকের উপর ইহা সম্ভব ছিল না। শরিয়ৎ ক্রীতদাসদের উপর তিনটি বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছে: প্রভুর সম্মতি ছাড়া কোন ক্রীতদাস বিবাহ করিতে পারিবে না; তাহার প্রভুই তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং শেষতঃ তাহার সন্তান-সন্ততি তাহার প্রভুর ক্রীতদাস। ক্রীতদাসদের প্রভুর উপর শরিয়ৎ প্রদত্ত এই ক্ষমতাই বোধ হয় ঐ ঐস্লামিক ইতিহাসে দাস আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই যুক্তিতে বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন যে, ঐ কর্মচারী ছিল তাঁহার দাসত্বমুক্ত একজন ক্রীতদাস।[১]

দিল্লী সুলতানদের মত ভারতীয় মুঘলদের এরূপ দাস কর্মচারী ছিল না বটে, কিন্তু তাহারা 'মুক্ত কর্মচারীর' উপর কর্তৃত্ব দাবী করিত যাহা মুসলমান আইন অনুসারে দাসদের উপর প্রযোজ্য ছিল। আইন-ই আকবরীতে উত্তরাধিকারের বিষয়ে এরূপ রাজকীয় দাবীর উল্লেখ নাই, কিন্তু কয়েকজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী আকবরের সময় হইতেই এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন।[২] পুরকাস্-এ যে উল্লেখ রহিয়াছে তাহাই সম্ভবতঃ সর্বপ্রাচীন। এই বিবরণে বলা হইয়াছে, "এই মুঘল নরপতির নিয়ম হইল তাঁহার অমাত্যদের মৃত্যু হইলে তাহাদের সম্পত্তি গ্রহণ করা আর তাঁহার ইচ্ছামত ঐ সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির সন্তানদের প্রদান করা; কিন্তু সাধারণতঃ তিনি তাহাদের সহিত সুব্যবহারই করেন এবং জ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকারীর প্রতি তাঁহার সম্মান-জ্ঞান অসাধারণ। ঐ ব্যক্তি (উত্তরাধিকারী) যথা সময়ে পিতার পূর্ণ উপাধি প্রাপ্ত হন।[৩]"

অতএব এস্থলে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় বিবরণ হইতে যাহা জানা যায় তাহার মর্মকথা এই যে, সম্রাট প্রথমে তাঁহার অমাত্যের সমগ্র সম্পত্তি হস্তগত করিতেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কিছু অংশ নিজ অধিকারে রাখিয়া অবশিষ্টাংশ ঐ ব্যক্তির পুত্রদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। ইহা যে বিদেশীদের অবাস্তব কল্পনা নয় তাহার প্রধান প্রমাণ হইল আক্‌বর ও শাহ্‌জাহানের আমলের কার্যাবলী।

১৫৭৫ খ্রীঃ অব্দে মুনিম খানের মৃত্যু হইলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, আর ইহাকে 'জব্‌ত্‌' আখ্যা দেওয়া হয়। অবশ্য ইহা সত্য যে, তিনি কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়াই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন (তাঁহার জীবিত এক

১ আফিফ, তারিখ-ই ফিরোজশাহী, পৃ. ৪৪৫। এই কর্মচারী ছিলেন বসীর ইমাদ্-উল্ মুলক্; ইনি ১২ কোটি টাকা রাখিয়া যান; ইহার মধ্যে ৯ কোটি টাকা রাজাধিকারে আসে এবং বাকী তিন কোটি টাকা মৃতের পুত্র, জামাতা, স্ত্রী, দত্তক পুত্র এবং দাসদের মধ্যে বিতরণ করা হয়; কিন্তু দাসত্ব-মুক্ত কোন ক্রীতদাসের উপর সুলতানের আইনসম্মত অধিকার ছিল না। ফিরোজ শাহের কার্যকে রাষ্ট্রের কার্য হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

২ বার্নিয়ে, ২১১-২১২; মানুচি, ২য়, পৃ. ৪১৭, কারেরী, পৃ. ২৪১; পেলসার্ট, অনুবাদ, মোরল্যাণ্ড, জাহাঙ্গীরস্ ইণ্ডিয়া, পৃ. ৫৪-৫৬।

৩ পুরকাস্, ৩য়, পৃ. ৩৪।

পুত্রকে তিনি অস্বীকার করেন), এজন্য রাষ্ট্রই ছিল তাঁহার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।[১] যাহা হউক, আবুল ফজল্—যাঁহার অনেকগুলি সন্তান ছিল—নিহত হইলে তাঁহার সম্পত্তি আকবরের অধীনে আসিয়াছিল, কিন্তু মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সম্রাট ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।[২] ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে আলি মর্দান খানের মৃত্যুতে তাঁহার সম্পত্তির উপর শাহ্জাহান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ঔরঙ্গজেবের পূর্ববর্তী সময়ের যথার্থ পরিচয় বহন করে।

মৃত ব্যক্তির নগদ অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্য সমেত এক কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইল (বকৈদ-ই জব্ত্ দর্ আমদ)। উদারতার বশবর্তী হইয়া সম্রাট ইব্রাহিম খানকে ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং অপর তিন পুত্র ও দশ কন্যাকে কুড়ি লক্ষ টাকা দান করিলেন আর বাকী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা 'মুতালিব' হিসাবে রাজকোষে জমা পড়িল।[৩]

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাজ অধিকার শুধুমাত্র মুতালিব বা মৃত ব্যক্তি কর্তৃক রাজকোষ হইতে গৃহীত ঋণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত না, মুসলিম আইন অগ্রাহ্য করিয়া ইহা মৃত ব্যক্তির সমগ্র পৈতৃক সম্পত্তিও ব্যবহার করিত। আইনানুসারে ভ্রাতৃগণ সমান অংশের এবং ভগিনীরা ভ্রাতাদের অর্ধাংশের অংশীদার। তবুও এক্ষেত্রে এক পুত্র (জ্যেষ্ঠ নয়) লাভ করিল ত্রিশলক্ষ টাকা অপরদিকে অন্য তিন পুত্র ও দশ কন্যাকে ২০ লক্ষ টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল।[৪] বিঠল দাস নামে অন্য এক হিন্দু অমাত্যের ক্ষেত্রেও শাহ্জাহান হিন্দু আইন অমান্য করিয়া মৃত রাজার দশ লক্ষ টাকার মধ্যে ছয় লক্ষ টাকা তাঁহার (মৃতের) জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এবং অপর তিন পুত্রকে যথাক্রমে তিন লক্ষ, ষাট হাজার ও চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।[৫]

১ বেয়াজিদ, ৩৪৯ ; বদায়ুনী, ২য়, পৃ. ২১৭ ১৮।

২ ওয়াকিয়াৎ-ই আসাদ বেগ, ব্রি. মিউ. ওর. ১৯৯৬, ফো. ৬।

৩ অমল-ই সালেহ্, ৩য়, পৃ. ২৪৬-৮, তোকা-ই শাহ্জাহানী, ফো. ২৭বি।

৪ ইসমাইল খানের মৃত্যু হইলে স্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, শুধুমাত্র মুতালিব এবং ডেকানের জমিদারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপহারগুলিই গৃহীত হইবে ; অবশিষ্ট সম্পত্তি তাঁহার (মৃতের) উত্তরাধিকারীগণকে শরিয়ৎ অনুসারে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল (ওয়ারিস, ১৬-১৭)। এই ব্যতিক্রমই সম্ভবতঃ নিয়মটি প্রমাণ করে।

৫ ওয়ারিস, ফো. ১০৪।

বস্তুতঃ সম্রাট কোন অমাত্যের সমগ্র সম্পত্তি গ্রহণ করিতেন না; কেবল মাত্র 'মুতালিব-ই' গ্রহণ করিতেন, আর ইচ্ছা হইলে কিছু বেশী গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বাচনিক ভাবে তিনিই ছিলেন একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার দেওয়ার ব্যাপারে তিনি নিজের ইচ্ছা অনুসারেই কার্য করিতে পারিতেন—কাজীদের হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইত না।

দুইজন সমসাময়িক ঐতিহাসিকের মতানুসারে ঔরঙ্গজেবই এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন। যাহাদের কোনরূপ ঋণ ছিল না তাহাদের সম্পত্তি গ্রহণের মত পাপাচারের বিরুদ্ধে তাঁহারা প্রকাশ্যে নিন্দা করিয়াছেন আর বলিয়াছেন যে, ঔরঙ্গজেব তাঁহার অমাত্যদের নিকট হইতে 'মুতালিব' গ্রহণ ছাড়া অন্য দাবী প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।[1] সৌভাগ্যবশতঃ এই বিষয়ে সম্রাটের আদেশগুলি 'মিরাৎ-ই আহ্মদীতে' উল্লিখিত হইয়াছে।

১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে ঘোষিত এই 'ফরমানের' দ্বারা ঔরঙ্গজেব প্রাদেশিক 'দিওয়ানদের' আদেশ দিয়াছিলেন যে, রাজ্যের কোন কর্মচারীর উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে এবং সরকারের নিকট কোনরূপ ঋণ না থাকিলে তাহার সম্পত্তি 'বয়েৎ-উল্ মাল'-এ গচ্ছিত রাখিতে হইবে। সরকারের নিকট ঋণ থাকিলে কেবলমাত্র ঐ অংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ 'বয়েৎ উল্ মাল'-এ জমা রাখিতে হইবে। যদি তাহার উত্তরাধিকারী থাকে এবং সরকারের নিকট কিছু ঋণ থাকে, তবে তাহাদিগকে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে। সরকারের নিকট ঋণের চেয়ে সম্পত্তির পরিমাণ বেশী হইলে তাহাদিগকে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের প্রাপ্য গ্রহণ করিয়া বাকী অংশ, মৃতের উত্তরাধিকারীরা আইনসঙ্গত অধিকার লাভ করিলে, তাহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে। রাষ্ট্রের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ সম্পত্তির বেশী হইলে সমগ্র সম্পত্তি ক্রোক করা হইবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির রাষ্ট্রের নিকট কোনরূপ ঋণ না থাকিলে তাহার সম্পত্তি আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীদের দান করিতে হইবে এবং সরকারী কর্মচারীদের কোনরূপ হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হইবে না।[2] ১৬৯১ খ্রীঃ অব্দে অপর একটি ঘোষণার দ্বারা

১ মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৫৩১ ; মিরাৎ-অল্ আলম, ফো. ২১১বি।

২ মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম, পৃ. ১৩৫, ২৬৭, ৩১৯।

এই আদেশ বলবৎ করা হয় এবং যে সকল মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা সরকারী কার্যে নিযুক্ত ছিল তাহাদের সম্পত্তি গ্রহণ না করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, কেননা, উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতেই মুতালিব গ্রহণের সুযোগ ছিল।[১]

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, ঔরঙ্গজেবের আদেশ অনুসৃত হইয়াছিল আর মনসবদারদের সম্পত্তি হইতে কেবলমাত্র মুতালিব গ্রহণই নির্দিষ্ট ছিল।

রাজত্বের ৮ম বৎসরে রহমৎ খানের মৃত্যুতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রের প্রাপ্য অংশই গৃহীত হইবে এবং অবশিষ্টাংশ তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে প্রদত্ত হইবে।[২]

১০৯৯ হিজরী সনে (১৬৮৭খ্রীঃ অব্দে) গুজরাটের 'সদর' ও 'জিজিয়া' সংক্রান্ত 'আমিন' শেখ মহীউদ্দিনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র শেখ একরামউদ্দিন রাষ্ট্রের প্রাপ্য অংশের জন্য জামিন দিতে সম্মত হইলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় নাই।[৩] ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের ৪৪তম বৎসরে (১৭০০খ্রীঃ-অব্দে) শের আফঘান খানের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার সম্পত্তি ন্যায্য উত্তরাধিকারীর হস্তে অর্পিত হয়।[৪] ১১১৩ হিজরী সনে (১৭০১ খ্রীঃ অব্দে) গুজরাটের সুবাদার শুজাৎ খানের মৃত্যু হইলে সম্রাট মৃতের সম্পত্তি গ্রহণের পরিবর্তে উহা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের ভোগ করিবার অনুমতি দান করেন; মৃত ব্যক্তির

১ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ৩২৬।

২ আখবরাৎ, ৯ জমাদা ২য়, ৮ম, বৎ.; রহমৎ খানের জামাতা আবদুর রহিম খানের আবেদন ক্রমে ঘোষিত আদেশ। ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে আলি ইয়ার বেগের মৃত্যু হয়: মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে কেবলমাত্র মুতালিব (রাজপ্রাপ্য) গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ উত্তরাধিকারীদের দেওয়া হয় (সিলেক্টেড ওয়াকা-ই অভ্ দ্য ডেক্যান্, নং ১৪, পৃ. ৫০)।

৩ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ৩১৯। মৃত রসিদ খানের সম্পত্তি তাঁহার পুত্র মহম্মদ হুসেনকে প্রদান করিয়া তাঁহার পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল (আখবরাৎ, ১০ রবি ১ম, ৪৫ বৎ.)। ১৬৭৬ খ্রীঃ অব্দে ইসলাম খান রূমী বীজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিলে উজ্জয়িনী ও সোলাপুরে অধিকৃত তাঁহার তিন লক্ষ টাকা ও কুড়ি হাজার আশরফি তাঁহার পুত্রদের দান করিয়া তাহাদের পৈতৃক ঋণ শোধ করিতে আদেশ দেওয়া হয় (মাআসীর-উল্ ওমরা, ১ম, পৃ. ২৪৬-৪৭)।

৪ আখবরাৎ, ৫ জিলহিজ, ৪৪ বৎ.।

কেবলমাত্র অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতি দরবারে প্রেরিত হইয়াছিল।[১] ১৭০২ খ্রীঃ অব্দে নায়েব-ই মীর সামান ফাজিল খান সংবাদ প্রদান করিলেন যে, মৃত কর্মচারী লুৎফুল্লাহ্ খান সরকারের নিকট হইতে একলক্ষ সত্তর হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন আর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে সম্পত্তি ভোগ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সম্রাট মৃত ব্যক্তির শুধুমাত্র অশ্ব ও হস্তীগুলি গ্রহণ করিয়া বাকী সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের দান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।[২]

তবুও এগুলি হইতেই প্রমাণ হয় না যে, ঔরঙ্গজেবই পূর্ববর্তী বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বার্ণিয়ের উক্তি ঔরঙ্গজেবের প্রথম আদেশের (১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দ পূর্ববর্তী সময় ও পূর্ব প্রচলিত ব্যবস্থার সহিত সম্পর্কিত বলিয়া ইহাকে বাতিল করা যাইতে পারে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগেও নিকোলাও মানুচি স্পষ্টভাবেই লিখিয়াছেন, "তিনি (ঔরঙ্গজেব) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর কোন দাবী করেন না এরূপ ঘোষণা সত্ত্বেও তাঁহার সেনাপতি, কর্মচারী ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষদের মৃত্যু হইলে তাহাদের সম্পত্তি গ্রহণ করেন। তাহারা তাঁহার কর্মচারী এবং সম্রাটের নিকট ঋণী এই যুক্তিতেই তিনি সমুদয় সম্পত্তি হস্তগত করেন। যদি তাহাদের বিধবা পত্নী থাকে, তবে তিনি প্রতিবৎসর তাহাদের অতি সামান্য অংশ আর অল্প পরিমাণ ভূমি জীবনধারণের জন্য দান করেন।[৩]

উপরের মন্তব্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, মানুচি ঔরঙ্গজেবের ১৬৬৬ ও ১৬৯১ খ্রীঃ অব্দের দুইটি ঘোষণা এবং অমাত্যদের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন আদেশগুলি প্রায়ই লঙ্ঘন করা হইত আর সম্রাট তাঁহার কর্মচারীদের সম্পত্তি প্রকাশ্যে ত্যাগ করা সত্ত্বেও ইহার উপর দাবী করিতেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই প্রমাণিত হয় যে মানুচির মন্তব্য অভ্রান্ত।

১৬৯৪ খ্রীঃ অব্দে গুজরাট সুবার 'নাজিম' মুখতার খানের মৃত্যু হইলে

১ মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম, পৃ. ৩৪৫। স্বর্গত ইসলাম খানের সম্পত্তি তাঁহার পুত্রদের দেওয়া হয়, অ'র অশ্ব ও হস্তীগুলি রাজপ্রাপ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় (আখবরাৎ, ১৯ রজব, ৪৩ বৎ.)।

২ আখবরাৎ, ৭ শাবণ, ৪৬ বৎ.।

৩ মানুচি, ২য়, পৃ. ৪১৭; তুলনীয়, এইচ. এইচ. দাস, 'নরিস এম্ব্যাসি টু ঔরঙ্গজেব,' পৃ. ১৪৬।

ঐ প্রদেশের দিওয়ান মহম্মদ তাহির আর অন্যান্য কর্মচারীরা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করেন।[১] ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দে মহম্মদ আমিন খানের মৃত্যুর পর দিওয়ান মহম্মদ লতিফ এবং গুজরাটের কিছু সংখ্যক কর্মচারী মৃত ব্যক্তির পশু সমেত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।[২] কাবুলের সুবাদার আমীর খানের মৃত্যু হইলে সম্রাট লাহোরের দিওয়ান আসাদ খানকে এরূপ সতর্কতা ও যত্নের সহিত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি অধিকার করিতে আদেশ দিয়াছিলেন যাহাতে কোন কিছুই অনধিকৃত থাকিয়া না যায়, আর অন্য কোন স্থান হইতে মৃত ব্যক্তির কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে সে সম্পর্কেও সংবাদ গ্রহণ করিয়া তাহা দখলের আদেশ দেওয়া হয়।[৩] ১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দে মহারাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু ঘটিলে ঔরঙ্গজেব তাঁহারও সমগ্র ধনসম্পদ ক্রোক করিতে আদেশ দিয়াছিলেন;[৪] অবশ্য মৃত রাজার কিছু রাজ-ঋণ ছিল।[৫] সুতরাং উপরের তথ্য হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, মৃত অমাত্যদের সম্পত্তি অধিকার করা হইত। কিন্তু শুধুমাত্র মুতালিব' আদায় অথবা ক্রোককরণের নিয়ম বলবৎ করিবার জন্যই এরূপ করা হইত কি না তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না।[৬]

১ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ৩১০-১১।

২ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ৩০২। মৃত মহম্মদ আমিন খানের রাজ-অধিকৃত সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ২২৬।

৩ রুকইম-ই করিম, ফো. ১৪এ। আমীর খানের প্রায় ২০ লক্ষ টাকা, কিছু আশরফি ও অলঙ্কার তাঁহার পুত্র গোপন রাখিয়াছিল; পরে ইহা প্রকাশ পাইলে বাজেয়াপ্ত করা হয়. আখবরাৎ, ২৫ রাবি ১ম, ৪৪ বৎ.; কলমাৎ-ই তৈবাৎ ফো. ২৫বি; এইচ. এইচ. দাস, নরিস এম্‌ব্যাসি টু ঔরঙ্গজেব পৃ. ২৮৫।

৪ ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ৭৭, ৮১, ৮৩, ৮৪; মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১৭৩।

৫ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ২৭৭। দিলীর খানেরও কিছু রাজ প্রাপ্য থাকায় তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট সমগ্র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে আদেশ দেন (দিলকুশা, ফো. ৮৩বি)।

৬ মথুরার ফৌজদার আবদুল নবী যুদ্ধে নিহত হইলে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় (কামওয়ার, তাজকারা-ই সালাতিন্-ই চাঘ্‌তা, ফো. ২৮০বি; মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৮৩)। বক্সী-উল্ মুল্‌ক্ মুখলিস খানের মৃত্যু হইলে তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় (আখবরাৎ, ৪ শাবান, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের ৪৪ বৎ.)। আরশাদ খানের মৃত্যু হইলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় (আখবরাৎ, ১০ রাবি ২য়, ৪৫ বৎ.)। কাসিম খানের মৃত্যুতে মহম্মদ জাফর ঐ ব্যক্তির সম্পত্তির ভার প্রাপ্ত হয় (১৯ জামাদা ২য়, ৩৯ বৎ.) শায়েস্তা খানের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় (মাআসীর-উল্ ওমরা, ২য়. পৃ. ৭০৫)। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের ৩৮তম বৎসরে খান-ই জাহান বাহাদুর জাফর জঙ্গ কোকালতাশ মৃত্যু বরণ করিলে তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় (দিলকুশা, ফো. ১১৮বি)।

ঔরঙ্গজেব অমাত্যগণকে বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থা হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্তাবকরা তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ঔরঙ্গজেবকে সংস্কারক আখ্যা দেওয়া যায় না। ঔরঙ্গজেবের পূর্বেও অমাত্যগণকে কিছু পরিমাণে মুক্তি দেওয়ার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। আদেশগুলি বাস্তব ক্ষেত্রে ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল যে (১) কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর রাজ-প্রাপ্য দাবী প্রাথমিক অধিকার আর (২) এরূপ সম্পত্তির নিষ্পত্তি করিতে সম্রাটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, শরিয়ৎ নয়। ১৬৬৬ এবং ১৬৯১ খ্রীঃ অব্দের আদেশগুলি প্রথমোক্তটিকেই বলবৎ করিয়া বাচনিকভাবে শেষোক্তটিকে বাতিল করিয়াছিল। কারণ, বাস্তব ক্ষেত্রে ইহাকে সম্রাট তাঁহার ইচ্ছানুসারেই ব্যবহার করিতেন। তাঁহার আদেশ দুইটি ছিল আত্ম-ত্যাগী; বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলিকে তিনি কার্যকর করিতেও পারিতেন আবার না-ও পারিতেন।

'মুঘল রাজাধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি' সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে কিছু ইউরোপীয় পর্যটক ও আধুনিক লেখকদের[১] এই সিদ্ধান্তের সহিত একমত হওয়া যায় না যে, এই ব্যবস্থাটিই ছিল সকল অনর্থের মূল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ে ইহাকে 'একটি নিষ্ঠুর' ব্যবস্থা বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরিবারগুলির পক্ষে মর্যাদা ও সম্পত্তি বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল: "রাজা তাহাদের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ায় কোন পরিবারই দীর্ঘদিন যাবৎ ইহার প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারে না, বরং ওমরার মৃত্যু হইলে শীঘ্রই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় আর তাহাদের পুত্র বা প্রপৌত্রেরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।"[২] মোরল্যাণ্ডের মতে এই ব্যবস্থা অমাত্যদের পক্ষে অত্যন্ত অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করিয়াছিল আর এই কারণেই তাহারা সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রতি উদাসীন থাকিয়া বিলাসিতার জন্য অকাতরে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না।[৩]

এই উক্তিগুলি হইতে মনে হয় যে, সম্রাট বাস্তব ক্ষেত্রে অমাত্যদের সম্পত্তির উপর তাঁহার ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া ইহার সমগ্র বা মোটামুটি একটা অংশ বাজেয়াপ্ত করিতেন, কিন্তু ইহা ঠিক নয়। সকল অভিজাতই অমিতব্যয়ী ছিল না আর অনেকেই যথেষ্ট সম্পত্তিও অর্জন করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে, পেলসার্ট

১ সরকার, মুঘল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্, ৩য় সং, ১৯৫২, পৃ. ১৭৫-৭৬।
২ বার্নিয়ে, ২১১-১২; দ্রষ্টব্য—কারেরী, পৃ. ২৪১।
৩ ইণ্ডিয়া অ্যাট দ্য ডেথ্ অভ আকবর, পৃ. ২৬২-৬৩।

বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থা বজায় থাকা সত্ত্বেও অমাত্যরা প্রভূত ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া চলিত এবং এই ধারণাই পোষণ করিয়াছিলেন যে, সম্পদের জন্যই সম্পদের সঞ্চয়।[১] বস্তুতঃ, প্রত্যেক অভিজাতই স্থির নিশ্চিত ছিল যে, 'মুতালিব' অংশটুকু ছাড়া অবশিষ্ট সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারীগণে বর্তাইবে, যদিও কোন পুত্র (সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ, কিন্তু সম্ভবতঃ তাহার অথবা সম্রাটের অনুগ্রহভাজন) অন্যান্যদের তুলনায় কিছু বেশী পাইবে। এই কারণেই তাহারা ধন ও সম্পত্তি সঞ্চয় করিত। সুতরাং বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থার অর্থনৈতিক গুরুত্বের চেয়ে আনুমানিক ও আইনগত গুরুত্বই ছিল বেশী।

পরিশিষ্ট 'ক'

মনসবদারগণ যাহাদের সওয়ার পদ জাট্ পদ অতিক্রম করিয়াছিল

	নাম	পদ	আকর-গ্রন্থ
১	গোরক্ষপুরের ফৌজদার (নাম অজ্ঞাত)	৩,০০০/৪,০০০	আখবরাৎ, ২৮ মহরম ৪৩তম বৎ.
২	কিশোর সিংহ হারা	২,৫০০/৩,০০০	„ ২৮ জমাদা, ৩৮তম বৎ.
৩	খাজা মহম্মদ আরিফ মুজাহিদ খান	২,৫০০/২,৮০০	„ ১৬ রাবি ২য়, ৩৯তম বৎ. কামওয়ার, ফো. ২৭৩এ
৪	রাও দলপৎ	২,৫০০/২,৭০০	দিলকুশা, ফো. ১৩৬এ
৫	হাদি খান	২,০০০/২,৪০০	আখবরাৎ, ১৩ রমজান, ১৩তম বৎ.
৬	রাম চাঁদ	২,০০০/৩,০০০	মাআসীর-ই আলমগীরী, ৪২৩
৭	কাবদ খান	২,০০০/২,৫০০	আলমগীর নামা, পৃ. ১২০
৮	সর্দার খান	২,০০০/২,৫০০	„ „ পৃ. ৬২৯
৯	শের আফঘান	১,৫০০/১,৭০০	মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৩৮১
১০	আলাহ্ দাদ খান	১,৫০০,২,০০০	আখবরাৎ ১৫ জমাদা ২য়, ৪৬তম বৎ.

১ পেলসার্ট, অনুবাদ মোরল্যাণ্ড, জাহাঙ্গীরস্ ইণ্ডিয়া, পৃ. ৫৪ ৫৬।

	নাম	পদ	আকর-গ্রন্থ
১১	দিলীর, বাহাদুর রোহিল্লার পুত্র	১,০০০/১,২০০ (৫০০ × ২-৩ অ)	আলমগীর নামা, পৃ. ৬৬১
১২	মহ্‌তাশম খান	১,০০০/১,২০০	আখবরাৎ, ১৫ জমাদা ২য়, ৪৬তম বৎ.
		(১০০০ × ২-৩ অ)	„ ১৬ রজব, ২৪তম বৎ.
১৩	কাকুর খান	১,০০০/১,২০০	„ ৮ জিকাদা, ৩৯তম বৎ.
১৪	সৈয়দ হাসান আলি খান	১,০০০/১,২০০	„ ৮ জিকাদা, ৪৩তম বৎ.
১৫	ইফ্‌তিখার খান	১,০০০/১,৫০০	„ ২৬ রজব, ৪৫তম বৎ.
১৬	কুমার বিজয় সিংহ	১,০০০/২,০০০	„ ৯ মহরম, ৪৪তম বৎ.
১৭	মামুর খান	১,০০০/১,২০০	„ ৪ জিকাদা, ৪৬তম বৎ.
১৮	রহমান দাদ খান	১,০০০/১,৫০০	„ ১৫ জমাদা, ২য়, ৪৬তম বৎ.
১৯	সামন্দর খান	১,০০০/১,২০০	„ ১ম মহরম, ৪৫তম বৎ.
২০	আবদুল সামাদ খান	১,০০০/১,১০০ (৩০০ × ২-৩ অ)	„ ৭ জিকাদা, ৩৮তম বৎ.
২১	মহম্মদ মুরাদ খান	৯০০/১,০০০	„ ১০ রাবি, ১ম, ৪৫তম বৎ.
২২	বাহ্‌রাম	১,০০০/১,৭০০	আলমগীর নামা, পৃ. ১০৩৯
২৩	করতলব খান	৯০০/১,০০০	আখবরাৎ, ২৬ সফর, ৪৫তম বৎ.
২৪	নজফ্‌ কুলি	৮০০/১,০০০	„ ৫ মহরম, ৪৫তম বৎ.
২৫	ফতেহ্‌ জালাউরি	৭০০/১,৪০০	„ ১৫ শাবণ, ২৪তম বৎ.
২৬	ঔরঙ্গ খান	৭০০/৯০০ (৪০০ × ২-৩ অ)	„ ২৮ রমজান, ৪৬তম বৎ.
২৭	হাফিজ খান	৭০০/৯০০	„ ২৯ সফর, ৪৬তম বৎ.
২৮	খাজা খোদা ইয়ার খান	৭০০/১,০০০	„ ১৪ রাবি, ২য়, ৪৪তম বৎ.

	নাম	পদ	আকর-গ্রন্থ
২৯	আঘা কুলি খান	৭০০/৮০০	আখবরাৎ, ৯ জিকাদা, ৪০তম বৎ.
৩০	রাওয়াৎ মল ঝালা	৭০০/৯০০	„ ৪ মহরম, ৪৫তম বৎ.
৩১	মীর মুবারকউল্লাহ্	৭০০/১,০০০	মাআসীর-উল্ ওমরা, ১ম, ২০৪-৫
৩২	মহম্মদ কামইয়াব	৬০০/৬২০	আখবরাৎ, ৮ জিলহিজ, ৪৩তম বৎ.
৩৩	শুকর উল্লাহ্ খান	৫০০/১,৭০০	„ ১৩ রমজান, ৪৭তম বৎ. মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ ৩০৩-৪
৩৪	আবুল	৫০০/৬০০	আখবরাৎ, ১১ জিলহিজ ৩৮তম বৎ.
৩৫	হিম্মৎ ইয়ার	৫০০/৯০০	„ ১৬ জিলহিজ, ৩৮তম বৎ.
৩৬	খান চাঁদ বুন্দেলা	৫০০/৬৫০	„ ১ম রাবি, ২য়, ৩৮তম বৎ.
৩৭	মহম্মদ সালেহ্	৫০০/৭০০	„ ২৮ জিলহিজ, ৪৫তম বৎ.
৩৮	খিদমৎ তলব খান শাহ্ বেগ	৫০০/৬৪০	„ ২য় মহরম, ৪৫তম বৎ.
৩৯	আসফান্দিয়ার	৫০০/৭০০	„ ২৭ সফর, ৪৫তম বৎ.
৪০	মীর মহম্মদ লতিফ	৫০০/৬০০	„ ৯ রমজান, ৪৪তম বৎ.
৪১	ওয়ালি দাদ	৫০০/৬৫০	„ ১৯ মহরম, ৪৫তম বৎ.
৪২	সৈয়দ মুদাসীর	৫০০/৬০০	„ ১১ শাবণ, ৪৩তম বৎ.
৪৩	নিয়াজ খান	৫০০/৮০০	মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৪৭৪
৪৪	ফৌজদার খান	৫০০/৭০০	আখবরাৎ, ২য় শাবণ, ৩৭তম বৎ.
৪৫	তিলক সিংহ	৪০০/৪৫০	„ ১৩ রাবি, ২য়, ৩৮তম বৎ.
৪৬	মহম্মদরফি	৪০০/৬৫০	„ ৪ জমাদা, ১ম, ৩৮তম বৎ.
৪৭	দিলওয়ার খান আলাহ্ দাদ খানের পুত্র	৪০০/৫০০	„ ১৯ জিকাদা, ৩৮তম বৎ.
৪৮	শাকির খান	৪০০/১,০০০	„ ১৩ রমজান, ৪৭তম বৎ.

	নাম	পদ	আকর-গ্রন্থ
৪৯	কাশিম খান	৪০০/৭০০ (২৫০ X ২-৩ অ)	আখবরাৎ, ৬ রজব, ৪৬তম বৎ.
৫০	মহম্মদ কাশিম শের খানের পুত্র	৪০০/৪৫০	„ ১৩ রজব, ৪৩তম বৎ.
৫১	মহম্মদ শরীফ	৪০০/৫৬০	„ ১৬ মহরম, ৩৮তম বৎ.
৫২	কেশব দাস	৩০০/৫০০	„ ৫ জিকাদা, ৩৮তম বৎ.
৫৩	মীর মহম্মদ সন্জী	৩০০/৭০০	„ ২৯ রাবি, ২য়, ৩৮তম বৎ.
৫৪	দিলওয়ার খান	৩০০/৭০০	„ ১ম রমজান, ৪৬তম বৎ.
৫৫	সফ্‌শিকন খান	৩০০/৫০০ (৪০০ X ২-৩ অ)	„ ২৯ সফর, ৪৬তম বৎ.
৫৬	রাম চাঁদ, দলপৎ বুন্দেলার পুত্র	৩০০/৫০০	„ ৩য় মহরম, ৪৫তম বৎ.
৫৭	আজম, হিম্মৎ-এর পুত্র	৩০০/৪২০	„ ২৮ সফর, ৪৩তম বৎ.
৫৮	মহম্মদ সর্দার, দিনদারের পুত্র	১০০/৪০০ (২০০ X ২-৩ অ)	„ ১৯ জিলহিজ, ৪৩তম বৎ.
৫৯	ভীম সিংহ	৩০০/৪০০	„ ৫ রজব, ৩৯তম বৎ.
৬০	ঘরীব দাস	৩০০/৫০০	„ ২১ জমাদা, ২য়, ৩৯তম বৎ.
৬১	মহম্মদ মুরাদ	৩০০/৪৫০	„ ৩য় জমাদা, ২য়, ৩৮তম বৎ.
৬২	নূর খান	৩০০/৪৫০	„ ১ম মহরম, ৩৮তম বৎ.

পরিশিষ্ট খ

জাট্ পদের বেতন তালিকা

৭,০০০ জাট্

আকর-গ্রন্থ	পৃষ্ঠা/ফোলিও	১ম শ্রেণী
আইন-ই আকবরী ১ম খণ্ড	পৃ. ১২৪	৪৫,০০০ টাকা (মাসিক) ২১,৬০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)

আকর-গ্রন্থ	পৃষ্ঠা/ফোলিও	১ম শ্রেণী
ফরহাং-ই করদানী	ফো. ৪৩-৪৯	১৪,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
সিলেক্টেড ডকিউমেণ্টস্ অভ্ শাহ্জাহানস্ রেইন্	পৃ. ৮০	১৪,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
দস্তুর্-অল্ অমল-ই আলমগীরী	ফো. ১২৫এ	১৪,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী	ফো. ৪২বি-৪৫বি	১৪,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
মুমালিক-ই মাহ্রুসা-ই আলমগীরী	ফো. ১৪৯বি	১৪,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্	ফো. ৪৮বি-৪৯এ	১৪,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
মজ্মুৎ-উল্ আখ্বার	পৃ. ১৯৫-৯৬	১৪,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)

জাট্ পদের বেতন তালিকা

৫,০০০ জাট্

আকর-গ্রন্থ	পৃষ্ঠা/ফোলিও	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী
আইন-ই আকবরী, ১ম খণ্ড	পৃ. ১২৪	৩০,০০০ টাকা (মাসিক) ১৪,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	২৯,০০০ টাকা (মাসিক) ১৩,৯২০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	২৮,০০০ টাকা (মাসিক) ১৩,৪৪০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
ফরহাং-ই করদানী	ফো. ৪৩-৪৯	১০,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৯,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৯,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)

আকর-গ্রন্থ	পৃষ্ঠা/ফোলিও	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী
সিলেক্টেড	পৃ. ৮০	১০,০০০,০০০	৯,৭০০,০০০	৯,৪০০,০০০
ডকিউমেণ্টস্ অভ্		দাম	দাম	দাম
শাহ্জাহানস্		(বাৎসরিক)	(বাৎসরিক)	(বাৎসরিক)
রেইন্			৯,৮০০,০০০[1]	৯,৬০০,০০০[1]
			দাম	দাম
			(বাৎসরিক)	(বাৎসরিক)
দস্তুর-অল্	ফো.	১০,০০০,০০	৯,৭০০,০০০	৯,৪০০,০০০
অমল-ই	১২৫এ-১২৫বি	দাম	দাম	দাম
আলমগীরী		(বাৎসরিক)	(বাৎসরিক)	(বাৎসরিক)
জওয়াবিৎ-ই	ফো.	(৯,৪০০,০০০)[2]	৯,৭০০,০০০	৯,৪০০,০০০
আলমগীরী	৪২বি-৪৫বি	দাম	দাম	দাম
		(বাৎসরিক)	(বাৎসরিক)	(বাৎসরিক)
হালাৎ-ই	ফো.	১০,০০০,০০০	৯,৭০০,০০০	৯,৪০০,০০০
মুমালিক-ই	১৪৯বি	দাম	দাম	দাম
মাহ্রুসা-ই		(বাৎসরিক)	(বাৎসরিক)	(বাৎসরিক)
আলমগীরী				
খুলাসাৎ-উস্	ফো.	১০,০০০,০০০	৯,৭০০,০০০	৯,৪০০,০০০
সিয়াক্	৪৮বি-৪৯এ	দাম	দাম	দাম
		(বাৎসরিক)	(বাৎসরিক)	(বাৎসরিক)
মলুমাৎ-উল্	পৃ.	১০,০০০,০০০	৯,৭০০,০০০	৯,৪০০,০০০
আফাক্	১৯৫-৯৬	দাম	দাম	দাম
		(বাৎসরিক)	(বাৎসরিক)	(বাৎসরিক)

১ পূর্ব প্রচলিত বেতন-ক্রম অনুসারে।

২ বন্ধনী মধ্যস্থ সংখ্যা সম্ভবতঃ প্রতিলিপি সংক্রান্ত ভুল।

জাট্ পদের বেতন তালিকা

৪,০০০ জাট

আকর-গ্রন্থ	পৃষ্ঠা/ফোলিও	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী
আইন-ই আকবরী, ১ম খণ্ড	পৃ. ১২৫	২২,০০০ টাকা (মাসিক) ১০,৫৬০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	২১,৮০০ টাকা (মাসিক) ১০,৪৬৪,০০০ দাম (বাৎসরিক)	২১,৬০০ টাকা (মাসিক) ১০,৩৬৮,০০০ দাম (বাৎসরিক)
কম্নহাং-ই কর্দানী	ফো. ৪৩-৪৯	৮,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৭,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৭,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ শাহ্জাহানস রেইন্	পৃ. ৮০	৮,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৭,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক) ৭,৮০০,০০০[১]	৭,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক) ৭,৬০০,০০০[১]
দস্তুর্-অল্ অমল-ই আলমগীরী	ফো. ১২৫এ-১২৫বি	৮,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৭,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৭,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী	ফো. ৪২বি-৪৫বি	৮,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৭,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৭,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
মুয়ালিক মাহুরুসা-ই আলমগীরী	ফো. ১৫০এ	৮,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৭,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৭,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
খুলসাৎ-উস্ সিয়াক্	ফো. ৪৮বি-৪৯এ	৮,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৭,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৭,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
মলুমৎ-উল্ আফাক্	পৃ. ১৯৫-১৯৬	৮,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৭,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৭,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)

১ "পূর্ব প্রচলিত বেতন-ক্রম অনুসারে।"

জাট্ পদের বেতন তালিকা

৩,০০০ জাট্

আকর-গ্রন্থ	পৃষ্ঠা/ফোলিও	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী
আইন-ই আকবরী ১ম খণ্ড	পৃ. ১২৬	১৭,০০০ টাকা (মাসিক) ৮,১৬০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১৬,৮০০ টাকা (মাসিক) ৮,০৬৪,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১৬,৭০০ টাকা (মাসিক) ৮,০১৬,০০০ দাম (বাৎসরিক)
ফরহাং-ই কর্দানী	ফো. ৪৩-৪৯	৬,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৫,৭০০ ০০০ দাম (বাৎসরিক)	৫,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক[1])
সিলেক্টেড ডকিউমেণ্টস্ অভ্ শাহ্জাহানস্ রেইন্	পৃ. ৮১	৬,০০০,০০০[1] দাম (বাৎসরিক)	৫,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক[1]) ৫,৮০০,০০০ (পূর্ব দস্তুর-অল্ অমল অনুসারে)	৫,৬০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
দস্তুর-অল্ অমল-ই আলমগীরী	ফো ১২৫এ-বি	৬,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৫,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৫,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী	ফো. ৪২বি-৪৫বি	৬,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৫,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৫,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
মুমালিক মাহ্রুসা-ই আলমগীরী	ফো. ১৫০এ	৬,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৫,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৫,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক[1])
খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্	ফো. ৪৮বি-৪৯এ	৬,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৫,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৫,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক[1])

১ "পূর্ব প্রচলিত বেতন ক্রম অনুসারে।"

জাট্ পদের বেতন তালিকা

২,০০০ জাট্

আকর-গ্রন্থ	পৃষ্ঠা/ফোলিও	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী
আইন-ই আকবরী ১ম খণ্ড	পৃ. ১২৭	১২,০০০ টাকা (মাসিক) ৫,৭৬০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১১,৯০০ টাকা (মাসিক) ৫,৭১২,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১১,৮০০ টাকা (মাসিক) ৫,৬৬৪,০০০ দাম (বাৎসরিক)
মনুহাৎ-ই কয়দানী	ফো. ৪৩-৪৯	৪,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৩,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৩,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্জাহানস্ রেইন্	পৃ. ৮১	৪,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৩,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক) ৩,৮০০,০০০[1] (পূর্ববর্তী দস্তুর-অল্ অমল অনুসারে)	৩,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক) ৩,৬০০,০০০[1] (পূর্ববর্তী দস্তুর-অল্ অমল অনুসারে)
দস্তুর-অল্ অমল-ই আলমগীরী	ফো. ১২৫এ-১২৫বি	৪,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৩,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৩,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী	ফো. ৪২বি-৪৫বি	৪,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৩,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৩,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
মুবাজিক মাহুম্মা-ই আলমগীরী	ফো. ১৫০-এ	৪,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৩,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৩,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্	ফো. ৩৮বি-৪১এ	৪,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৩,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৩,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
মলুমৎ-উল্ আফাক্	পৃ. ১৯৫-৯৬	৪,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৫,৭০০,০০০[2] দাম (বাৎসরিক)	৫,৪০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)

১ "পূর্ব প্রচলিত বেতন-ক্রম অনুসারে।"

২ সংখ্যাটি সম্ভবতঃ প্রতিলিপি সংক্রান্ত ভুল।

জাট্ পদের বেতন তালিকা

১,০০০ জাট্

আকর-গ্রন্থ	পৃষ্ঠা/ফোলিও	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী
আইন-ই আকবরী ১ম খণ্ড	পৃ. ১২৮	৮,২০০ টাকা (মাসিক) ৩,৯৩৬,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৮,১০০ টাকা (মাসিক) ৩,৮৮৮,০০০ দাম (বাৎসরিক)	৮,০০০ টাকা (মাসিক) ৩,৮৪০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
ফরহাং-ই কর্দানী	ফো. ৪৩-৪৯	২,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১,৯০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
সিলেক্টেড ডকিউমেণ্টস্ অভ্ শাহ্জাহানস্ রেইন্	পৃ ৮১ ৮২	২,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১,৯০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
দস্তুর-অল্ অমল-ই আলমগীরী	ফো. ১২৫এ-১২৬এ	২,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১,৯০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী	ফো. ৪২বি-৪৫বি	২,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১,৯০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
মুমালিক-ই মাহ্রুসা-ই আলমগীরী	ফো. ১৫০এ	২,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১,৯০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্	ফো. ৪৮বি-৪৯এ	২,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১,৯০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)
মজ্মুৎ-উল্ আকাব্	পৃ. ১৯৫-৯৬	২,০০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১,৯০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)	১,৭০০,০০০ দাম (বাৎসরিক)

তৃতীয় অধ্যায়

জাগীরদারী প্রথা ও অমাত্যগণ

মুঘল সাম্রাজ্যে মনসবদারগণ নগদ অর্থে (নক্দ্) অথবা মঞ্জুরীকৃত নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হইতে সংগৃহীত রাজস্ব ও সম্রাট কর্তৃক আরোপিত শুল্ক হইতে তাহাদের বেতন গ্রহণ করিত। সমর্পিত এই ভূখণ্ডগুলিকে বলা হইত 'তুয়ুল'; অবশ্য দিল্লী সুলতানদের আমলে এগুলি কখনও কখনও 'ইক্তা' নামেও অভিহিত হইত। যাহারা নগদ অর্থে বেতন গ্রহণ করিত তাহারা নক্দি এবং যাহারা জাগীর হইতে বেতন গ্রহণ করিত তাহারা জাগীরদার এবং 'তুয়ুলদার' নামে পরিচিত ছিল। মিরাত-অল্-ইস্তিলার গ্রন্থকারের মতে, যে সকল ভূমি রাজকুমারগণ ভোগ করিত সেগুলিই মূলতঃ 'তুয়ুল' নামে অভিহিত হইত। কিন্তু, অন্ততঃ পক্ষে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইহা সমর্পিত সকল জমির ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইত।[১] যে জমি সম্রাটের আয়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল তাহা 'খালিসা' বা 'খালিসা-ই শরীফা' নামে পরিচিত ছিল;[২] এবং যে সকল জমি প্রদান করিবার জন্য নির্দিষ্ট হইত, অথচ কর্মচারীরা সাময়িক ভাবে ভোগ করিত তাহা 'পয়বাকি' নামে অভিহিত হইত।[৩]

সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি বিরাট অংশ 'জাগীর' হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের দশম বৎসরে সাম্রাজ্যের স্থিরীকৃত মোট রাজস্ব (জমাদমী) ৯২৪ কোটি দাম-এর মধ্যে ৭২৫ কোটি

১ রাজপুত্রদের জাগীরগুলি সাধারণতঃ জাগীর-ই বা তুয়ুল-ই মুক্তা-ই সরকার-ই দৌলত মাদর্ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইত।

২ মিরাৎ-অল্ ইস্তিলাহ্, ফো. ১৫এ।

৩ দস্তুরাৎ-উস্ সিয়াক্, ফো. ২৪বি; ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ৭৪, ৫৭৫-৭৬; মামুরী, ফো. ১৫৩বি-১৫৭এ।

জাগীরদারগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল বা 'পয়বাকি' হিসাবে রক্ষিত হইয়াছিল।[১] সমগ্র সাম্রাজ্য 'খালিসায়' রূপান্তরিত হইলে আকবরের 'কারোরী' ব্যবস্থার স্থায় অপর কিছুই সপ্তদশ শতাব্দীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বস্তুত পক্ষে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দিকে খালিসার পরিমাণ কমিয়া ২৮ কোটি দাম[২] বা সমগ্র জমার ১/২৯ অংশে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর, বিশেষতঃ শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে, ইহা (খালিসা) বৃদ্ধি পায়। মোট ৮৮০ কোটি জমার মধ্যে ইহার জমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১২০ কোটি অর্থাৎ শাহ্‌জাহানের বিংশতিতম বৎসরে ইহা হইয়াছিল ১/৭ অংশের অধিক।[৩] ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের দশম বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল সমগ্র জমার প্রায় ১/৫ অংশ।[৪] পরবর্তীকালের খালিসার সঠিক আয়তনের বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

এই সকল তথ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, সাম্রাজ্যের মধ্যে খালিসার পরিমাণ ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সম্রাটের কোষাগারের প্রত্যক্ষ আয়ও কম ছিল না। ইহা হইতেই তিনি তাঁহার সৈন্য, গোলন্দাজ বাহিনী, নক্‌দি মনসবদার প্রভৃতির বেতন দিতেন। কিন্তু ইহা সত্বেও কমপক্ষে ৪/৫ অংশ রাজস্ব জাগীরদারগণকে দেওয়া হইত।

মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক এই ব্যবস্থাটির গুরুত্ব সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, শাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনা কালে পাঠ্য পুস্তক ও বিশিষ্ট গ্রন্থের[৫] লেখকরা ধরিয়া লইয়াছেন যে, খালিসা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সমগ্র শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। সুতরাং জাগীরদারী প্রথা শাসন ব্যবস্থার সহিত কিভাবে একীভূত হইয়াছিল এবং ইহার প্রাধান্যজনিত কুফল নিরসনের জন্য যথা সময়ে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে

১ মিরাৎ-অল্ আলম : ফো. ২১৪বি। মলুমৎ-অল্ আফাক্, পৃ. ১৭৪-তে ঐ সংখ্যাগুলির উল্লেখ আছে।

২ কাজভিনী, পৃ. ৪২৩। সাম্রাজ্যের 'জমার' জন্য দ্রষ্টব্য—মজলিস্-উস্ সাল তিন্, ফো. ১১৫এ-বি।

৩ লাহোরী বাদশাহ্ নামা, ২য়, পৃ. ৭১০-১৩।

৪ মিরাৎ-অল্ আলম; উল্লিখিত গ্রন্থে।

৫ পি. সরণের 'প্রোভিন্‌শল্ গভর্ণমেন্ট অভ্ দ্য মুঘলস্' নামক গ্রন্থে জাগীরদারগণের রাজস্ব আদায়কারীদের নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই।

হইয়াছিল তাহা বিশ্লেষণ করিতে তাঁহারা পারেন নাই। বর্তমান অধ্যায়ে জাগীর-দারী প্রথা, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঐ প্রথাজনিত সমস্যা এবং মুঘল শাসন-তন্ত্রের উপর ইহার সংঘাত প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিয়া এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা হইবে।

জাগীর প্রদান

সাধারণ ভাবে মনসবদারগণকে তাহাদের জাট ও সওয়ার পদের জন্য বেতনের পরিবর্তে জাগীর প্রদান করা হইত। এই প্রকারের জাগীরকে বলা হইত 'জাগীর-ই তন্‌খা' বা তন্‌খা-ই জাগীর।[১]

কোন ব্যক্তিকে একটি বিশেষ পদে নিয়োগের সময় শর্তসাপেক্ষে জাগীর দান করা হইলে ইহা 'মসরুৎ' বা শর্তসম্বলিত[২] জাগীর বলিয়া বিবেচিত হইত। এইরূপে, ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে মহম্মদ আমিন খান গুজরাটের সুবেদার নিযুক্ত হইলে তিনি পতন এবং বিরম গাঁও সরকারের জাগীর 'মসরুৎ' হিসাবে লাভ করেন।[৩] যে সকল জাগীর চাকরির শর্ত এবং পদের সহিত সম্পর্কহীন ছিল সেগুলিকে বলা হইত 'ইনাম'।[৪] কোন মনসবদার নগদ অর্থে অথবা জাগীর হইতে তাহার বেতন লাভ করিবে কি না, তাহা স্থির করিতেন সম্রাট।[৫]

নগদ অর্থের পরিবর্তে জাগীর দান করা হইত বলিয়া এগুলি হইতে যাহাতে অন্ততঃ পক্ষে বেতনের সমতুল্য অর্থ লাভ করা যায় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইত। উৎপাদনের পরিমাণ কম হইলে জাগীরদারের লোকসান হইত। ফলে, সে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইত। মোরল্যান্ড কয়েকটি সংখ্যার উল্লেখ

১ দিলকুশা, কো. ১৩৯এ; এলাহাবাদ ডকিউমেন্টস্ ৭৮৯।

২ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ৩০৩।

৩ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ২৮৯।

৪ লাহোরী, ২য় পৃ. ৩৯৭। জাহান আরা বেগম 'ইনাম' হিসাবে সুরাট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা জয় সিংহ 'ইনাম' দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন; সেই সময়ে মীর্জা রাজা জয় সিংহ সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া 'ইনাম' প্রদান ছাড়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার অপর কোন উপায় ছিল না (আলমগীর নামা, পৃ. ৬১৮)।

৫ আখবরাৎ, ৪৫ বৎ. পৃ. ৪৩। ১৭০১ খ্রীঃ অব্দে ঔরঙ্গজেব আদেশ দিয়াছিলেন যে, রুহউল্লাহ্ খান, মহম্মদ আমিন খান, সিয়াদাৎ খান প্রভৃতির 'বিসলার' সৈন্যগণ বেতনের পরিবর্তে জাগীর গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে বরখাস্ত হইবে।

করিয়াছেন যেগুলিকে প্রত্যেক 'মহল'[১] বা রাজস্ব-এককের গড় সূচক বলিয়া ধরা হইত এবং সেগুলির ভিত্তিতেই জাগীরের মূল্যায়ন হইত। আকবরের সময়ে এই সংখ্যাগুলিকে বলা হইত 'জমা', কিন্তু ইহাকে 'নির্ধারিত মূল্য' হিসাবে গ্রহণ করিয়া সামান্য ভুল করা হইয়াছে।[২] সপ্তদশ শতাব্দীতে এই ধরনের সংখ্যাগুলির নাম ছিল 'জমাদমী'; ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সংখ্যাগুলি 'দাম'-এর দ্বারা প্রদর্শিত হইত এবং ইহার নির্দিষ্ট হিসাব ছিল টাকায় ৪০ দাম। বেতনও ইহার দ্বারাই উল্লিখিত হইত, যদিও টাকায় ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং মূল তামার দামগুলির মূল্য ছিল ১/৪০ অংশের অধিক।[৩] 'জমাদমী' শব্দের গুরুত্ব এই যে ইহার দ্বারা জাগীর প্রদানের মূল্যায়ন সংখ্যা ও সাধারণ 'জমার' বা গ্রামস্থ চাষীর রাজস্বের মূল্যায়নের পার্থক্য সহজে বুঝা যায়।

কোন ব্যক্তিকে জাগীর দান করা হইলে প্রদত্ত পরগনা বা গ্রামগুলি এরূপ হইত যেগুলি তাহার বেতনের সহিত সরকারী দপ্তর উল্লিখিত জমাদমীর সমতুল্য। যে হস্তান্তর আদেশগুলি এখনও রহিয়াছে, সেগুলি হইতেই ইহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। এগুলিতে প্রথমে প্রতিনিধির পদমর্যাদা বর্ণিত হইয়াছে এবং পরে তাহার পদমর্যাদা অনুসারে বেতনক্রম দ্বারা নির্ধারিত বেতনের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা মুকাররারা তলব বা মঞ্জুরীকৃত দাবী নামে পরিচিত। এই দাবী পূরণের জন্য পরগনার সহিত জমাদমীর সূচকগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সূচকগুলির মোট পরিমাণ বেতনের সমান হইত।[৪] যদি মঞ্জুরী-

১ 'মহল' ছিল শাসন সংক্রান্ত ক্ষুদ্রতম একক পরগনার অনুরূপ। কিন্তু ইহা (মহল) আরও ক্ষুদ্র হইতে পারিত।

২ তুলনীয়, মোরল্যাণ্ড, 'অ্যাগ্রেরিয়ান্ সিস্টেম্ অভ্ মোসলেম ইণ্ডিয়া' পৃ. ৫৬, ২০৯, ২১২, ২৪০।

৩ তুলনীয়, মানুচি, ২য়, পৃ. ৩৭৪-৭৫। দাম-এর মূল্য নিরূপণের জন্য দ্রষ্টব্য মোরল্যাণ্ড, 'আকবর টু ঔরঙ্গজেব', পৃ. ১৮৩-৮৫ এবং ইরফান্ হাবিব, কারেন্সি সিস্টেম্ অভ্ দ মুঘল এম্পায়ার্স্, 'মেডিয়েভ্যাল্ ইণ্ডিয়া কোয়ার্টারলি', ৪র্থ খণ্ড। যে দাম-এর দ্বারা বেতন উল্লিখিত হইত তাহাকে শুধুমাত্র হিসাবের মুদ্রায় পরিণত করা হইয়াছিল। ঐ নামের (দাম) তামার মুদ্রার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

৪ সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্জাহানস্ রেইন-এ প্রদর্শিত অর্পণ সংক্রান্ত আদেশ দ্রষ্টব্য। অনুমোদিত বেতনক্রম ৭৯-৮৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। আরও দ্রষ্টব্য মীর বিনোদ, ২য়, পৃ. ৪২৮-৩১ এবং মোরল্যাণ্ডের বহু হস্তান্তকরণ সম্পর্কিত বর্ণনা, জে. আর. এ. এস. ১৯৩৬, পৃ. ৬৪১-৬২।

কৃত বেতন কেবল মাত্র কোন 'পরগনার' বা সমগ্র 'জমার' দ্বারা পূরণ না করিয়া ইহার অংশ বিশেষের দ্বারা হইত, তবে অংশের উল্লেখ থাকিত। 'এবং সে ক্ষেত্রে দিওয়ানী বা সরকারী অর্থ দপ্তর, যে সকল ব্যক্তি 'জমার'[১] জন্য এরূপ আদেশ পাইত, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে পরগনাভুক্ত গ্রামগুলির পৃথক অংশের (কিসমৎ) উল্লেখ করিয়া আদেশ জারি করিত। যাহা হউক শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য দুই বা ততোধিক জাগীরদারের[২] মধ্যে পরগনাগুলি ভাগ করিবার পরিবর্তে একটি জাগীরের মধ্যে পরগনা দান করাই বেশী পছন্দ করা হইত।

আকবরের আমলের ন্যায়[৩] সপ্তদশ শতাব্দীতে জমাদমীর সূচকগুলি কিভাবে সম্পন্ন করা হইত তাহা জানা যায় নাই। দশ বৎসরের (দহ্‌সালা) রাজস্ব আদায়ের গড় হিসাব হইতে ইহা নিরূপণের ব্যবস্থাটি আকবরের উত্তরাধিকারীদের আমলেও প্রচলিত ছিল কি না, সে বিষয়ে সমসাময়িক কোন লেখক কিছু উল্লেখ করেন নাই। তবুও নিশ্চিতভাবেই জানা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার পরগনাগুলির 'হাল-ই হাসিলের কাগজ পত্র' এবং প্রদেশগুলির[৪] দশ বৎসরের তুলনামূলক রাজস্ব সংক্রান্ত ঘোষণা (মোয়াজনা-ই দহ্‌সালা) সংগ্রহ করিতে আগ্রহী ছিল।

তবুও, আকবরের রাজত্বের গোড়ার দিকে যে সকল সমস্যা ছিল, যথা জমা হইতে হাসিলের অনেক পার্থক্য,[৫] সেগুলি চলিয়া আসিতেছিল এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে দ্বিতীয়বার রাজ প্রতিনিধিত্বকালে ঔরঙ্গজেব শাহ্‌জাহানকে জানাইয়াছিলেন যে, 'এই সকল প্রদেশের (দাক্ষিণাত্যের) জমাদমীর পরিমাণ সমর্থিত হ্রাসের পর

১ দ্রষ্টব্য—ওয়াকা-ই আজমীর, ৪৭০, ৬৩৭ এবং এলাহাবাদ নং ৮৮০।

২ রুক্কাৎ-ই আলমগীর, পৃ. ২৬-২৭ ; ফ্রেসার, ৮৬, কো. ৬এ-৭এ।

৩ মোরল্যাণ্ড, অ্যাগ্রেরিয়ান্ সিস্টেম্ অভ্ মোসলেম ইণ্ডিয়া, পৃ. ৯৬-৯৮।

৪ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ৩২৬-২৭। বিবরণীটি ১৬৯২ খ্রীঃ অব্দে গুজরাটের উল্লেখ করিতেছে। আরও দ্রষ্টব্য সিয়াক্ নামা, পৃ. ১০০-১০১। এখানে উল্লিখিত আছে যে, মোয়াজনা-ই দহ্‌সালা এবং অন্যান্য 'হাসিল কাগজপত্র' কেন্দ্রীয় দিওয়ানের কার্যালয়ে জমা থাকিত। ঔরঙ্গজেবের আমলে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিত হয় ; সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্‌জাহানস্ রেইন, পৃ. ৮৯-৯০, ১১৪-১৫ ; রুক্কাৎ-ই আলমগীর পৃ. ৮৮, ১০৭, ১৬৪।

৫ 'আইন,' ২য়, পৃ. ২ ; আকবর নামা, ২য়, পৃ. ২৭০ ; ৩য়, পৃ. ১১৭।

দাঁড়াইয়াছে ১,৪৪৯,০০০,০০০ দাম। দেওয়ানগণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় (আফাৎ) হেতু যে ১,২০০,০০০ টাকা হ্রাস ধরেন নাই, তাহা লইয়া প্রকৃত রাজস্বের (মাহ্‌সুল) পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০,০০০,০০০ টাকা অর্থাৎ ৪০০,০০০,০০০ দাম। ইহা জমাদমীর ত্রৈমাসিক (বা এক-চতুর্থাংশ) গড়ের সহিত সমতাযুক্ত নয়।'[১] এই উক্তি হইতে এরূপ ধারণা করা ভুল হইবে যে, সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেও অবস্থা ছিল অনুরূপ। তবুও কোন অংশেই হাসিলের পরিমাণ জমার সহিত সমান হইত না। একটি দলিল হইতে অযোধ্যার দুইটি জাগীর ইজারা দেওয়ার বিষয় জানা যায়। ইহাতে দেখা যায় যে একটি ছিল ৮ মাসিক এবং অপরটি ৭ মাস ৭ দিনের; কারণ প্রথমটির ক্ষেত্রে জমার পরিমাণ ছিল ৪৪০,০০০ দাম এবং ইজারা হইতে উৎপাদনের পরিমাণ ৭,৩৩৩ টাকা ৪ আনা; দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে যথাক্রমে, ২১০,০০০ দাম এবং ৩,১৬২ টাকা।[২] 'মাসিক নিয়মের' দ্বারা প্রণালীবদ্ধ যে পার্থক্য মনসবদারদের বেতন ও দায়িত্বের পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

সংগ্রহের পরিমাণ আশানুরূপ না হইলে কখনও কখনও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইত। এই প্রকারের হ্রাসকে বলা হইত 'তথফিফ্-ই দামী'। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বেতনের সহিত জমাদমীর সমতা রক্ষার জন্য জাগীরদারগণকে হ্রাস মঞ্জুর করা হইত। রাজকোষ হইতে নগদ অর্থ অথবা সমমূল্যের অতিরিক্ত জাগীর দান করিয়া এই ব্যবস্থার মীমাংসা করা হইত।[৩] আবার, জাগীরদারগণ কর্তৃক সংগ্রহের পরিমাণ তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট জমাদমী বা 'মাসিক অনুপাত' অপেক্ষা বেশী হইলে, প্রতিনিধির নিকট হইতেই তাহা পূরণ করা হইত।[৪] কখনও কখনও বেশী আদায় হইলে সৎ জাগীরদার নিজেই তাহা সম্রাটকে জানাইত। ইহাতে তাহার সওয়ার পদ বৃদ্ধির এবং বর্ধিত রাজস্বের উপযুক্ত

১ আদাব-ই আলমগীরী, ২৭এ-২৭বি; রুকাৎ-ই আলমগীর, পৃ. ১২১-১২৩।

২ এলাহাবাদ ডকিউমেন্টস্, ৮৮৪, ৮৮৫।

৩ সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্‌জাহান্‌স্ রেইন, পৃ. ১৭৭; আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ১৮বি-১৯এ, ২৪বি, ২৫বি, ২৯বি-৩০এ, ৩৯এ, ৪০এ-৪০বি, ৪৩এ; রুকাৎ, পৃ. ৮৮, ৯৫-৯৬, ৯৮।

৪ আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ৪০এ-৪০বি; রুকাৎ-ই আলমগীরী, পৃ. ১৩০-৩১; মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১৭০; কভিয়া-ই ইত্রিয়া, ফো. ১১৭এ-বি।

ব্যবস্থার সম্ভাবনা থাকিত।[১] সমর্পণ সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলির হিসাব পরীক্ষা করা হইত; জাগীরের কাগজী মূল্য প্রায়ই আদায়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখা হইত এবং প্রয়োজনে, মাসিক অনুপাতের ক্ষেত্রে (যাহার দ্বারা জাগীরের শ্রেণী বিভাগ করা হইত)[২] পরিবর্তন সাধিত হইত।

জাগীর হস্তান্তর

জাগীরগুলি ছিল হস্তান্তরযোগ্য। ইহা প্রচলিত নিয়মে দাঁড়াইয়াছিল যে, কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল যাবৎ জাগীর ভোগ করিতে পারিবে না। আবুল ফজল ইহাকে মালীর গাছ স্থানান্তরের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[৩] হকিন্স হইতে বার্ণিয়ে পর্যন্ত ইউরোপীয় পর্যটকগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ওয়াতন-জাগীর ছাড়া অন্যান্য জাগীরগুলি প্রতি তিন বা চার বৎসর অন্তর স্থানান্তরিত হইত।[৪] তবুও, হস্তান্তর সম্পর্কিত বিবরণ, দলিল, চিঠিপত্র প্রভৃতিই আলোচ্য বিষয়ের প্রধান উৎস। আদাব-ই আলমগীরী বা নিগর নামা-ই মুনশীর মত যে কোন প্রমাণ হইতেই হস্তান্তরের বিষয়টি জানা যায়। এরূপ হস্তান্তরের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না বলিয়াই মনে হয়, কারণ ভীমসেন মন্তব্য করিয়াছেন, "জাগীরদার-দের প্রতিনিধিগণের" কখনও "পরবর্তী বৎসরের জন্য নিশ্চিত ভাবে জাগীর প্রাপ্তির (বাহলি) কোন আশা" ছিল না।[৫]

জাগীরদারদের দিক হইতে বিচার করিলে এই ধরনের হস্তান্তর বা স্থানান্তরের কয়েকটি জটিলতা ছিল। অনুমান করা হইত যে বঙ্গদেশ ও ওড়িষ্যা ছাড়া অন্যান্য স্থানের রবি ও খারিফ শস্য সমমূল্যের,[৬] কিন্তু যেহেতু বাস্তব অবস্থা

১ সুতরাং 'আখবরাৎ' অনুসারে, (ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের ১২তম বৎ. পৃ, ২২৩) আসাদ খান সম্রাটকে জানাইয়াছিলেন যে, মুকরম খান তাঁহাকে জানাইয়াছেন দাক্ষিণাত্যে তাঁহার জাগীরের প্রকৃত আদায় অনুমোদিত মাসিক অনুপাত অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। ইহাতে মুকরম খানের সমতা রক্ষার জন্য ১০০ সওয়ার পদ বৃদ্ধির আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। আরও দ্রষ্টব্য—আকবর নামা, ৩য়, পৃ. ৪৫৯।

২ আখবরাৎ, ৪০ বৎ. ৯৮ রুকাৎ-ই আলমগীর, পৃ. ১০।

৩ আকবর নামা, ২য়, পৃ. ৩৩২-৩৩।

৪ আর্লি ট্রাভেলস্, ১১৪; ডি লায়েট, অনুবাদ হোয়ল্যাণ্ড, ৯৪-৯৫; বার্ণিয়ে, পৃ. ২২৭।

৫ দিলকুশা, ফো. ১৩৯এ।

৬ সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্জাহানস্ রেইন্, পৃ. ৭৬-৭৭; ফ্রেসার, ৮৩, ফো. ৬০বি।

ছিল ইহার বিপরীত, সে জন্য বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে জাগীর হস্তান্তরের ফলে জাগীরদারগণকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কখনও কখনও প্রতিনিধিকে পূর্ববর্তী ঋণ আদায় করিয়া রাজকোষে পাঠাইতে হইত।[১]

শুধু যে নিয়ম হিসাবেই জাগীর হস্তান্তরিত হইত তাহা নয়, ইহার আরও একটি কারণ ছিল। কোন মনসবদারকে কোন প্রদেশে চাকরি দেওয়া হইলে ঐ স্থানে তাহাকে জাগীর দিতে হইত; অনুরূপভাবে, কাহাকেও পুনরাহ্বান করা হইলে তাহাকে অন্যত্র জাগীর দিতে হইত। শাহ্‌জাহানের রাজত্বে দাক্ষিণাত্যে প্রতিনিধিত্ব কালে ঔরঙ্গজেব তাঁহার[২] সহিত নিযুক্ত (তৈনাৎ) ব্যক্তিদের উত্তর ভারত হইতে জাগীর হস্তান্তরের বিরুদ্ধে নিষ্ফল ভাবে কয়েকবার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৬৯৪ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট হিসাবে তিনি ঘোষণা করেন যাহারা দাক্ষিণাত্যে চাকরি করিয়াছে শুধু তাহারাই সেখানে জাগীর লাভ করিবে।[৩] মিরাৎ-ই আহ্‌মদীতে এরূপ কয়েকটি উদাহরণ রহিয়াছে যে কতিপয় ব্যক্তি গুজরাটের[৪] একই স্থানের ফৌজদার ও জাগীরদার নিযুক্ত হইয়াছিল। জাগীরদারগণ তাহাদের প্রাপ্ত স্থানগুলিকে যাহাতে পরিচালনা করিতে পারে, জাগীর হস্তান্তরের সময়, সে বিষয়েও যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইত। ফারুকশিয়ারের রাজত্বে লিখিত একখানি পুস্তিকা হইতে জানা যায় যে, জাগীর প্রদানের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা হইত: শাসকগণের $\frac{1}{2}$ অংশ জাগীর উপদ্রুত অঞ্চলে (জোর তলব) এবং অবশিষ্টাংশ মাঝামাঝি অঞ্চলে (ঔসাৎ) থাকিতে হইবে; দিওয়ান, বক্সী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ মনসবদারদের অর্ধেক জাগীর 'মাঝামাঝি' অঞ্চলে এবং অবশিষ্টাংশ রাজস্ব প্রদানকারী (রায়তি) অঞ্চলে থাকিতে হইবে; সকল মনসবদারের জাগীর সম্পূর্ণভাবে 'রায়তি' অঞ্চলে প্রদান করিতে হইবে।[৫] এই ভাবে, সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংসক্তি বজায় রাখিবার জন্য জাগীর হস্তান্তর ছিল অপরিহার্য। কেবলমাত্র এই ব্যবস্থার দ্বারাই অমাত্য বা সমরনায়কগণকে সাম্রাজ্যের কোন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার এবং স্থানীয় রাজার মত হইয়া

১ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ৫০৫; কভিহা-ই ইত্রিয়া, কো, ১৩০বি।
২ আদাব-ই আলমগীরী, কো. ১৮বি-১৯এ, ২৫বি, ৪১এ ৪০বি, ৪৩এ।
৩ আখবারাৎ, ৩৮ বৎ., পৃ. ৪৬।
৪ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ৩৪১, ৩৪৬।
৫ হেদায়াৎ-অল্ কাবিদ্, আলিগড় পাণ্ডুলিপি, কো. ৮এ।

উঠিতে নিবৃত্ত করা হইত। দেশের কোন অংশকেই তাহারা নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারিত না; ফলে পুরাপুরি ভাবে সম্রাটের উপর নির্ভরশীল থাকিতে হইত।

ওয়াতন-জাগীর

জাগীর হস্তান্তরের ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ওয়াতন-জাগীরগুলি। মুঘলদের নিকট স্থানীয় প্রধান বা জমিদারগণ যখন চাকরি গ্রহণ করিয়াছিল তখন হইতেই ইহার উৎপত্তি হয়। জমিদারগণ পদ বা 'মনসব' লাভ করিত এবং তাহাদের বেতন ছিল তাহাদের অধিকৃত স্থানগুলির 'জমার' সমতুল্য। কিন্তু তাহাদের নিজস্ব অঞ্চল স্বয়ং শাসিত হওয়ায়, এই প্রকারের হিসাব ছিল স্বেচ্ছাচারী।[১] তাহাদের পূর্বতন জায়গাগুলিকে বলা হইত 'ওয়াতন' এবং সেখানেই তাহারা সপরিবারে বাস করিত। ইন্দর সিংহ ঔরঙ্গজেবকে একটি বিবরণে বলিয়াছিলেন "ওয়াতনের মালিকদের মৃত্যুর পর মনসবগুলি (তাহাদের উত্তরাধিকারীগণকে) তাহাদের ওয়াতনের নির্ধারিত রাজস্ব (দাম্‌হা) অনুযায়ী প্রদত্ত হয়।"[২]

বাচনিক ভাবে সম্রাটই ওয়াতন-জাগীরের উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি নির্ধারণ করিতেন। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী তিনি শাসনকারী বংশের নিকট হইতে ওয়াতন-জাগীরের কোন অংশই গ্রহণ করিতেন না।[৩] এজন্য ১৬৭৯ খ্রীঃ অব্দে যোধপুর ঔরঙ্গজেব কর্তৃক খালিসাভুক্ত হইলে রাঠোরদের মধ্যে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। কেননা, তাহারা ইহাকে প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিল।[৪] উক্ত রাজত্বকালে অন্যান্য কয়েকটি

১ তুলনীয়,—পালামৌ-এর জমিদার প্রতাপের সহিত বন্দোবস্ত (লাহোরী বাদশাহ্‌নামা, ২য়, পৃ. ৩৬০-৬১)।

২ সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ ঔরঙ্গজেবস্ রেইন্, পৃ. ১২১। রাজা ইন্দর সিংহের ওয়াতন-জাগীরের জমাদমীর পরিমাণ তাঁহার পদের বেতন অপেক্ষা বেশী হইলে তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন হয় জমাদমীর অনুপাতে পদ বৃদ্ধি করা হউক, নতুবা জমাদমীর পরিমাণ হ্রাস করিয়া সমতা বজায় রাখা হউক; ইহাতে তাঁহার মনসব বৃদ্ধি পায়। রুক্কাৎ-ই আলমগীরী, পৃ. ১৬৭; লাহোরী, বাদশাহ্‌নামা, ১ম, পৃ. ১৬১।

৩ সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ ভিন্ন, তুলনীয়, সতীশ চন্দ্র, পার্টিজ অ্যাণ্ড্ পলিটিক্স্ অ্যাট্ দ মুঘল কোর্ট, ১৭০৭-৪০ পৃ. ৩১-৩২।

৪ ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ৮২, ৮৩, ২৪৫-৪৬ এবং অন্যান্য অংশে।

ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীর অভাব বা বিদ্রোহ কোনটিই ওয়াতন-জাগীর গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দে মাড়োয়ারের যশোবন্ত সিংহ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধাচরণ করা সত্ত্বেও মার্জনা লাভ করেন এবং তাঁহার ওয়াতনও অক্ষত থাকে।[১] মুকুন্দ সিংহ হাড়ার পুত্র জগৎ সিংহ ২,০০০/১,০০০ পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে (১৬৮১) কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া যাওয়ায়, তাঁহার নিকট আত্মীয় রতন সিংহের পুত্র কিশোরকে তাঁহার ওয়াতন দেওয়া হয়।[২] ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের ৪৩তম বৎসরে বিকানীরের রাজা করণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কিন্তু আমীর খানের মধ্যস্থতায় তিনি বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহার অপরাধ মার্জনা করিয়া তাঁহাকে মনসব প্রদান করা হয়; তাঁহার ওয়াতন অক্ষত ছিল।[৩]

ওয়াতনের জাগীরদারদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইলে অথবা পূর্ব হইতে যদি তাহারা এরূপ পদ ভোগ করিত যেগুলির বেতন পুরাপুরি ভাবে তাহাদের ওয়াতন-জাগীরের জমাদমী হইতে পূরণ করা যাইত না, তাহা হইলে ওয়াতন-জাগীরের সহিত তাহারা অতিরিক্ত তন্‌খা জাগীর লাভ করিত।[৪] এজন্য মহারাজা যশোবন্ত সিংহ ওয়াতন-জাগীর হিসাবে সমগ্র মাড়োয়ার অধিকার করিলেও হিসারে (দিল্লী অঞ্চলে) জাগীর লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয়-বার গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে ইহা সেখানে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।[৫] কিন্তু ওয়াতন-জাগীর যে সর্বদাই পদের পরিবর্তে ভোগ করা চলিত তাহা নয়; অন্ততঃ পক্ষে একটি ক্ষেত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, ইহা কোনরূপ দায়িত্ব ব্যতিরেকে 'ইনাম' হিসাবেও প্রদত্ত হইয়াছিল।[৬]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিবার পূর্বে যে সমস্ত জমিদার ওয়াতন (জন্মস্থান) লাভ করিত তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত

১ মাসুরী, ফো. ১০৭বি।

২ দিলকুশা, ফো. ৮৫এ।

৩ মাসুরী, ফো. ১১৬বি।

৪ উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্য—মেবারের রাও করণকে মনসব ও জাগীর মঞ্জুরী সংক্রান্ত জাহাঙ্গীরের ফরমান, বীর বিনোদ, ২য়, পৃ. ২৩১।

৫ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ২৭৭।

৬ আখবারাৎ, ২৫ বৎ. পৃ. ২৭০। তার পুরোহিতকে 'পরগনা' খোর যোশীগকে ওয়াতনের মত 'ইনাম', পদের অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ দাম।

হইতেই ওয়াতন-জাগীরের উৎপত্তি হইয়াছিল। অ-জমিদারগণ সাধারণতঃ ইহা ভোগ করিত না। এই সকল মনসবদারকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জাহাঙ্গীর অনুগ্রহ হিসাবে আলতুন্ তমঘা (বা আল্-তমঘা) স্থায়ীভাবে প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।[১] কিন্তু এই জাগীরগুলি সংশ্লিষ্ট অমাত্যদের জন্মস্থান বা পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ; তবুও রাজপুতদের পৈতৃক অধিকারের সহিত তুলনীয় ছিল না। ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব হইতেই আল্ তমঘা জাগীরের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য একজন পদস্থ কর্মচারী যখন আবেদন করিয়াছিলেন যে, পারস্যদেশ হইতে তাঁহার পরিবার আনয়নের জন্য লাহোরে "দশ লক্ষ দাম-এর আল্ তমঘা জাগীর" প্রদান করা হউক, তখন ইহা মঞ্জুর করা হইয়াছিল।[২]

জাগীরদারগণের রাজস্ব সংক্রান্ত অধিকার

সম্রাট কর্তৃক জাগীরদারগণকে প্রদত্ত অধিকারগুলি হস্তান্তর সংক্রান্ত আদেশগুলির দ্বারা রীতি অনুসারে বর্ণিত হইত। স্থানীয় কর্মচারী এবং "প্রধান ও কৃষকগণকে" জানান যাইতেছে যে, "তাহারা অবশ্যই উক্ত ব্যক্তির (অর্থাৎ জাগীরদার) প্রতিনিধির (গোমস্তা) নিকট নির্ধারিত রাজস্ব (মাল-ই ওয়াজীবী) এবং রাজ্যের নিকট প্রদেয় সকল দাবী (হকুক-ই দিওয়ানী) যথাযথ এবং সৎভাবে প্রদান করিবে।"[৩] জাগীরদার হিসাবে রাজস্ব এবং বিশেষ শুল্ক আদায় ব্যতীত অপর কোন অধিকার জাগীরদারকে দেওয়া হইত না। এবং ইহাও সাম্রাজ্যের নিয়মগুলির সহিত মিল করিয়া ব্যবহার করিতে হইত। মোরল্যাণ্ড দেখাইয়াছেন যে আবুল ফজল্ সন্দেহাতীত ভাবেই বলিয়াছেন জাগীরগুলি আদেশ দ্বারা সীমিত ছিল এবং রাজস্ব যে ভাবে নিরূপণ ও আদায় করিতে হইবে তাহা যথাযথ ভাবে বর্ণিত থাকিত।[৪] ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের ৮ম বৎসরে রসিক দাস কারোরীর প্রতি ঘোষিত ফরমানে অনুরূপ ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। "জাগীরদারদের মহলের (পরগনা) সমস্ত রাজস্ব আদায়কারীকে (আমিল)

১ তুজুক-ই জাহাঙ্গীরী, পৃ. ১০।

২ খাতিম্-অল্ ইন্সা, কোচবিহারের ফৌজদার (১৭০০) আলিকুলি খানের পত্রাদি, বোড্‌ল্. পাণ্ডুলিপি, কো. ৯৯বি ১০০এ।

৩ সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্‌জাহান্‌স্ রেইন, পৃ. ৫ কো.।

৪ অ্যাগ্রেরিয়ান্ সিস্টেম্ অভ্ মোসলেম ইণ্ডিয়া, পৃ. ৯১-৯২।

এতদ্বারা ঘোষিত নিয়মগুলি অনুসরণ করিতে হইবে।"[১] রসিক দাস এবং মহম্মদ হাশিম-এর প্রতি ঔরঙ্গজেবের আদেশ পত্রে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছিল যে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশের বেশী ভূমি-রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে না এবং জাগীরের ক্ষেত্রেও উহা প্রযোজ্য হইবে। মিরাৎ-ই আহমদীতে একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে কয়েকজন জাগীরদার ইহা অমান্য করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছিল। "শস্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য (কৃষকদের উপর) ধার্য রাজস্ব (জমা) অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরে মূল্য কমিয়া যায়। জাগীরদার এবং রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীরা (মুৎসুদ্দি) পূর্ববর্তী জমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভয় প্রদর্শনের দ্বারা বর্তমান মূল্য নির্ধারণ (জমাবন্দী) করিয়াছিল। যদি তাহারা ফসলের অর্ধেক গ্রহণ করিতে মনস্থ করিত, তাহা হইলে ফসলের পরিমাণ ২৫০ মণ ধার্য করিত। অথচ প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছিল ১০০ মণ। (২৫০ মণের অর্ধেক অর্থাৎ ১২৫ মণ দাবী করিয়া) তাহারা তাহার (কৃষকের) জীবন এক বৎসর ধরিয়া দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছিল এবং দৈহিক পীড়ন করিয়া তাহার সমস্ত আয় প্রদান ও জমি চাষ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। (সুতরাং আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে) তাহারা প্রকৃত উৎপন্নের শুধু মাত্র অর্ধেক গ্রহণ করিবে এবং ইহার অতিরিক্ত কিছুই দাবী করিবে না।"[২]

এই রাজত্বের রাজস্ব সংক্রান্ত অন্যান্য দলিল ও কাগজপত্রেও জাগীরদার-গণকে অর্ধেকের বেশী ফসল গ্রহণ না করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।[৩]

জাগীরদারগণ, বাচনিক ভাবে, রাজস্ব আদায় ছাড়াও শুধুমাত্র সেই সকল কর ও শুল্ক আদায় করিতে পারিত যেগুলি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইত। রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে ঔরঙ্গজেব পথ শুল্ক (রাহ্‌দারী) এবং শস্য, শব্জী,[৪] খাদ্য

১ জে. এ. এস. বি.-তে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত মূল গ্রন্থাংশ, এন. এস. ২য় (১৯০৬), পৃ. ২২৩-৫৫।

২ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ২৬৩। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের ৮ম বৎসরে আদেশটি জারি করা হয়।

৩ নিগর নামা-ই মুনশী, পৃ. ৮০, ৯২, ৯৮, ১৪৪-৫; রুকাইম-ই করিম, কো, ২৪এ-বি; দুর্‌ অল্‌ আলম, কো. ১৪০বি।

৪ আলমগীর নামা, ১ম, পৃ. ৪৩৭-৩৮। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে প্রসার লাভকারী কয়েকটি বিবিধ শুল্কের বিস্তারিত বিবরণ সংক্রান্ত কতকগুলি আদেশ মিরাৎ-ই আহ্‌মদীর ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯, ২৬৪, ২৮৬, ২৮৮-তে উল্লিখিত হইয়াছে।

ও পানীয় সংক্রান্ত মাশুলগুলির বিলোপ সাধন করেন। পূর্বে জাগীরদারগণ এই শুল্কগুলি আদায় করিয়া ইহা হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব তাহাদের অর্থ দপ্তরে সঞ্চয় করিত এবং এই প্রকারের আয়ই জাগীরদারের জমার আওতায় থাকিত। কিন্তু এগুলি প্রত্যাহার করা হইলে 'খালিসা' হইতে রাজকোষের বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইল।[১] এরূপ ধারণা করা মনে হয় ভুল হইবে না যে, সম্রাটের পুনঃ পুনঃ আদেশ সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক কর্মচারী অন্ততঃ পক্ষে কয়েকটি শুল্ক আদায় করিয়া চলিতেছিল। খাফিখান বলিয়াছেন ইহার আংশিক কারণ নিষিদ্ধ শুল্ক আদায়কারীদের শাস্তিদানে সম্রাটের অনীহা এবং অংশতঃ জাগীরের জমাদমীর নিষিদ্ধ শুল্ক হইতে দিওয়ানদের আয় করিবার প্রবণতা ; সুতরাং তাহাদের সম্পূর্ণ বেতন আদায় করা ছাড়া জাগীরদারদের কোন রকম সুযোগ দান করিত না।[২] মিরাৎ-ই আহ্‌মদীতে উল্লিখিত কয়েকটি ঘটনা হইতেই সম্রাটের অনিচ্ছার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। ১৬৫৮ খ্রীঃ অব্দে সম্রাটের নিকট পালানপুরের ফৌজদার কামাল জালাউরীর বিরুদ্ধে 'গাও চরাই' ও 'খুরাক-ই আসপান' আদায়ের অভিযোগ করা হইলে, তাহাকে, অনুসন্ধানের পর, ঐগুলি গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।[৩] মুৎসুদ্দিগণ কর্তৃক কামাল জালাউরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তিকে শাস্তিদানে সম্রাটের অনিচ্ছা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। নিষিদ্ধ শুল্কগুলি যাহাতে আদায় করা না হয় তাহা লক্ষ্য রাখিবার জন্য সম্রাট ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দে মোল্লা আইওয়াজ ওয়াজিহ্ নামে এক মহতাসিব নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সাহায্যের জন্য কয়েকজন মনসবদার ও আহ্‌দিকে আদেশ দিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশেই শুল্ক প্রত্যাহারের আদেশ জারি করা হইয়াছিল,[৪] কিন্তু মহতাসিব এক্ষেত্রে সামান্যই সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন।

১ মিরাৎ ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ২৪১।

২ খাফিখান, ২য়, পৃ. ৮৮-৮৯ ; মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ২৬৩-৬৪ ; দুর-অল্ আলম, কো. ২৫৫বি-৫৬এ।

৩ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ২৭৫।

৪ সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্‌জাহানস্ রেইন, পৃ. ১২১ ; নিগর নামা-ই মুন্সী, পৃ. ৮ এবং অন্যান্য স্থানে।

জাগীর ব্যবস্থার পরিচালন

জাগীরদারগণকে তাহাদের জাগীরের রাজস্ব এবং অন্যান্য শুল্ক আদায়ের জন্য নিজস্ব প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে হইত। স্বভাবতই বৃহৎ জাগীরদারদের পরিচালন ব্যবস্থা ক্ষুদ্রতর তত্ত্বাবধায়কদের ব্যবস্থা অপেক্ষা সুষ্ঠু ছিল। এমতে, রাজকুমারদের জাগীর পরিচালনা ব্যবস্থা সাধারণতঃ 'খালিসার' অনুকরণেই পরিচালিত হইত। তাহাদের জাগীরের অন্তর্ভুক্ত পরগনার আমিলগণকে 'কারোরী' (রাজস্ব আদায়কারী) বলা হইত, যদিও এই আখ্যাটি খালিসার রাজস্ব আদায়কারীদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।[১] তাহাদেরও একজন করিয়া আমিন (রাজস্ব নির্ধারক), ফোতাদার (কোষাধ্যক্ষ) এবং কারকুন্ (হিসাব রক্ষক) থাকিত।[২] যাহা হউক, কখনও কখনও কয়েকটি পদ একজনের উপরই ন্যস্ত হইত। এইরূপে, মহম্মদ মোয়াজ্জম আদেশ দিয়াছিলেন যে তাঁহার জাগীরভুক্ত পরগনায় আমিন এবং কারোরীর পদ একই ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হইবে।[৩]

সাধারণ জাগীরদারের প্রধান প্রতিনিধিকে (গোমস্তা) বলা হইত আমিল বা শিক্‌দার। কখনও কখনও আমিন বা কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বও তাহার উপর ন্যস্ত হইত। জাগীরদারগণ আমিলগণকে ভবিষ্যৎ রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে অঙ্গীকার করাইয়া লইত; ইহা খালিসার ক্ষেত্রেও ঘটিত। তাহারা সাধারণতঃ আমিলদের নিকট হইতে কিছু অর্থ গ্রহণ করিত, ইহাকে বলা হইত 'কাব্‌জ্'। যে সকল আমিল জাগীরদারগণকে সর্বোচ্চ কাব্‌জ্ দিতে সম্মত হইত, তাহাদিগকেই আমিল হিসাবে নিযুক্ত করা হইত।[৪] নিয়মানুযায়ী জাগীরদারগণ সেই সকল ব্যক্তিকেই তাহার জাগীরের প্রতিনিধি বা অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করিত যাহাদের নির্দিষ্ট এলাকায় কোন স্বার্থ ছিল না। কেননা, তাহার কর্মচারী এবং, বিশেষভাবে, যেসকল আমিলের স্থানীয় প্রভাব ছিল তাহাদের সহিত জমিদার এবং অন্যান্য ব্যক্তি চক্রান্ত করিয়া জাগীরদারের স্বার্থের

১ আলমগীর নামা, পৃ. ৩৯২।

২ নিগর নামা-ই মুনশী, পৃ. ১৩৬-৩৭; দুর্র অল্ আলম, ফো. ১২৮বি-১২৯এ।

৩ নিগর নামা-ই মুনশী, পৃ. ৭৭।

৪ দিলকুশা, ফো. ১৩২এ।

পরিপন্থী কোন কার্য করিবে এরূপ সম্ভাবনা থাকিয়া যাইত।[১] কখনও কখনও জাগীরদার দূরতম প্রদেশে অবস্থান করিলে তাহার প্রতিনিধিদের পরিচালনার জন্য তাহাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। ঔরঙ্গজেবের একজন উর্ধ্বতন কর্মচারী আইজাদ বক্স রাসা কাব্য করিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন, "যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে কাজ করিতেছিলেন তখন উত্তর ভারতে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল আমিলগণের আত্মসাৎকারী বন্যায় তাঁহার জাগীর-তরণী টলমল করিতেছিল।"[২]

কখনও কখনও কিছু জাগীরদার তাহাদের জাগীর সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া এবং তাহাদিগকে অর্পিত গ্রামের সংগৃহীত রাজস্ব হইতে বেতন গ্রহণের নির্দেশ দিয়া নিজেদের দায়িত্ব কতকাংশে লাঘব করিতে চাহিত।[৩] যে সকল ক্ষুদ্রতর জাগীরদারের দূরবর্তী স্থান হইতে রাজস্ব আদায়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না তাহাদের নিকট 'ইজারা' ব্যবস্থা ছিল বিশেষ কার্যকর।[৪] এলাহাবাদে সংরক্ষিত অযোধ্যার দলিলগুলির মধ্যে প্রায় অধিকাংশই 'ইজারা' সংক্রান্ত; এগুলি ক্ষুদ্র জাগীরদারগণ[৫] কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল। অপরদিকে, বৃহৎ জাগীরদারগণ তাহাদের আমিল ও অন্যান্য কর্মচারীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাইত। যাহা হউক, কখনও কখনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও তাহাদের জাগীর ইজারা দিত। একারণেই ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে কাশ্মীর হইতে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জাগীর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা উহা ব্যবসায়ীদের নিকট ইজারা দিয়াছিল এবং শেষোক্ত ব্যক্তিরা অত্যধিক পীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করিতেছিল।[৬]

১ জাগীরদারদের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির সহিত সংশ্লিষ্ট এল'হাবাদ রেকর্ড অফিসে রক্ষিত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রমাণপত্রগুলির উপর নির্ভর করিয়া এরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে।

২ মিরাজ-উল্ ওয়াদাদ, ফো. ৫বি।

৩ এলাহাবাদ ডকিউমেন্টস্, ৭৮৯; ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ৩৫৯।

৪ তুলনীয়—শাহ্ওয়ালিউল্লাহ, সিয়াসি মক্তুবাৎ, পৃ. ৪২। এখানে সুপারিশ করা হইয়াছে যে, ক্ষুদ্র মনসবদারগণ নিজেরা তাহাদের জাগীর হইতে রাজস্ব আদায় করিতে অক্ষম হইয়া ইহা ইজারা দিতে বাধ্য হয় বলিয়া নগদ অর্থে বেতন দেওয়া হইবে।

৫ এলাহাবাদ ডকিউমেন্টস্, ৮৮৪-৮৭,৮৮৯-৯০।

৬ আখবরাৎ, ৩৯ বৎ., পৃ. ১০৪।

কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট 'ইজারা' ব্যবস্থা ছিল শাস্তি স্বরূপ। জোতদার (ইজারাদার) জাগীরদারকে উচ্চহারে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়া ইহা সংগ্রহ এবং নিজস্ব অংশ গ্রহণের জন্য কোনরূপ পীড়ন করিতেই কুণ্ঠিত হইত না। শাহ্‌জাহানের রাজত্বের একজন ঐতিহাসিক সাদিক খান বলিয়াছেন যে তাঁহার রাজত্বে এই ব্যবস্থা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল এবং ইহাই ছিল কৃষকদের ধ্বংসের কারণ।[১] এই ব্যবস্থা দরবারে বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি করিয়াছিল। এবং কাশ্মীরের রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই প্রথা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ঔরঙ্গজেব সমগ্র জাগীরকে খালিসাভুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।[২] কিন্তু ইহা মনে করা ভুল হইবে যে ইজারা ব্যবস্থা আইনতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছিল; কারণ তাহা হইলে এলাহাবাদের সংরক্ষিত ইজারা-পত্রগুলি লিখিত হইত না।

জাগীরদার ও জমিদার

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত মিরাৎ-অল্ ইস্‌তি-লাহ্-র গ্রন্থকার 'জমিদার' কথাটির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "আক্ষরিক অর্থে জমির প্রভু (সাহেব-ই জমিন) কিন্তু এক্ষণে (প্রকৃত পক্ষে) কোন গ্রাম বা প্রদেশের 'মালিক' (স্বত্বাধিকারী) যে কৃষিকার্য করে।"[৩] সুতরাং যে ব্যক্তি কিছু জমি অধিকার ও চাষ করিত তাহাকেই 'জমিদার' বলা চলিত না। বহু ক্ষুদ্র 'জমিদার' অর্থনৈতিক দিক হইতে সম্পন্ন কৃষকদের সমতুল্য ছিল; ইহারা নিজ নিজ জমি বিলি করিত। অপরদিকে, এরূপ করদ ব্যক্তি ও নিরপেক্ষ রাজাও ছিল যাহাদিগকে মুঘল বিচার বিভাগ কর্তৃক 'জমিদার' আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল।

একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, আকবর এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে ঘোষিত রাজস্ব সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশগুলিতে অর্থনৈতিক কাঠামো হইতে 'জমিদারগণকে' বাদ দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, রসিক দাসের প্রতি

১ সাদিক খান, শাহ্‌জাহান নামা, ওর ১৭৪, ফো. ১০ এ-বি।

২ আখবরাৎ, উল্লিখিত গ্রন্থে।

৩ মিরাৎ-অল্ ইসতিলাহ্ ফো. ১২২ বি; তবুও মোরল্যাণ্ড জমিদারকে প্রধান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। আইন-ই আকবরীর উপর নির্ভরশীল তাঁহার এই মতবাদের জন্য ইরফান হাবিবের সমালোচনা দ্রষ্টব্য প্রোসিডিংস্ অফ-দি ইণ্ডিয়ান্ হিস্টরি কংগ্রেস, ত্রিবান্দ্রম্ অধিবেশন, (১৯৫৮) পৃঃ ৩২০-২২।

ঔরঙ্গজেবের এক ফরমানে খালিসার কর্মচারী এবং জাগীরদারগণকে কৃষকদের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর নির্ধারণের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে মাত্র একবার জমিদারদের উল্লেখ আছে এবং তাহাও শুধুমাত্র বে-আইনী আদায় প্রসঙ্গে।[১] অপরদিকে, যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে যে জমিদারগণ সমস্ত গ্রামের পক্ষ হইতে রাজস্ব প্রদান করিত। ওয়াকা-ই আজমীর (১৬৭৯-৮০)[২] এবং রাদ আন্দাজ খানের (প্রায় ১৭০০) বৈসওয়ারা এবং অযোধ্যা[৩] সংক্রান্ত চিঠিগুলি হইতে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে জমিদারগণ, 'আইন' প্রদত্ত পরিমাণ তালিকা অনুসারে, সেই সকল অঞ্চলের ভূমি-রাজস্ব (মাল) প্রদান করিত বা প্রদান করিতে বাধ্য হইত যেগুলি 'জব্‌ত্‌' বা বিধিবদ্ধ শাসন ব্যবস্থাভুক্ত ছিল।

ইহার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বোধ হয় এই যে, প্রত্যেক অঞ্চলের কিছু পরিমাণ জমি জমিদারের অধীনে থাকিত এবং অবশিষ্ট অংশ কৃষকদের (রায়তি) অধীনে থাকিত; মধ্যবর্তী হিসাবে কোন জমিদার থাকিত না। ইহা লক্ষণীয় যে এই ব্যাপক শ্রেণী বিভাগ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে রচিত সিয়াক্‌ নামা নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে রহিয়াছে। ইহাতে 'রায়তি' (কৃষক অধিকৃত) ও 'তাল্লুক' এই দুই শ্রেণীতে জমি বিভক্ত করা হইয়াছে। 'তাল্লুক' শব্দটি ক্রমশঃ 'জমীদারীর' সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছিল।[৪]

যদি উপরি উক্ত অনুমান গ্রহণ করা যায়, তবে জাগীরদারকে সাধারণতঃ তাহার জাগীরের কৃষক ও জমিদার উভয়ের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতে হইত। ইহা সম্ভব যে জমিদারের অধীনস্থ জমির প্রত্যক্ষভাবে কর নির্ধারণ ও তাহার নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিবার প্রবণতা দেখা যাইতেছিল।

১ জে. এ. এস্‌. বি. নং ২,১৯০৬ সং. সরকার, পৃ. ২২৩-৫৫।

২ ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ৫৫,৩৯৮।

৩ ইন্‌সা-ই রোশন ক্বলম, ২এ, ৩এ, ফো.।

৪ সিয়াক্‌ নামা, পৃ. ৩৫,৩৬। 'জমিদার' এবং 'তালুকদার' কথা দুইটির সমার্থকতার জন্য মোরল্যাণ্ড কর্তৃক উল্লিখিত অ্যাগ্‌রেরিয়ান্‌ সিস্‌টেম্‌. পৃ. ১৯১-৯২, নামক পুস্তকে ১৭০৩ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার বিক্রয় দলিল দ্রষ্টব্য। আরও দ্রষ্টব্য, তাল্লুক ও তাল্লুকদার শব্দ দুইটির জন্য ইরফান্‌ হাবিবের 'দি অ্যাগ্‌রেরিয়ান সিস্‌টেম্‌ অভ্‌ মুঘল ইণ্ডিয়া', পৃ. ১৫৯,১৭১।

অযোধ্যা হইতে প্রাপ্ত ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের দুই জোড়া দলিল হইতে ইহা বুঝা যায় ; দুইটি দলিলেই মূল্য নির্ধারক জমিদার (মালিক) বা তালুকদার এবং ইহারাই রাজস্ব প্রদানকারী। উভয় ক্ষেত্রেই জাগীরদারের প্রতিনিধি ছিল মূল্য পরিমাপক। কিন্তু প্রথম দলিল জোড়াতে ভিন্ন ভিন্ন বৎসরের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ রাজস্বের উল্লেখ আছে ; দ্বিতীয় জোড়ায় প্রতি বৎসরের রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট ভাবে (বিল মুক্‌তা) উল্লেখ করা হইয়াছে।[১] তাহা হইলে দেখা যাইতেছে জাগীরদারের দাবী ছিল কৃষকদের প্রকৃত উৎপাদন হইতে স্বতন্ত্র।

জমিদারের মাধ্যমে রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা জাগীরদার ও তাহার প্রতিনিধিদের কার্য যথেষ্ট সহজ করিয়াছিল। সুতরাং আশা করা গিয়াছিল যে তাহারা জমিদারী ব্যবস্থাকে খুশী মনেই গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তবুও প্রচণ্ডতম বাধা ও বিরোধিতা আসিয়াছিল এই জমিদারদের নিকট হইতেই। অত্যধিক চড়া খাজনা জমিদারগণকে তাহাদের আয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। ফলে জাগীরদারদের বাধা দানের জন্য জমিদারগণ কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষকদের সমর্থনপুষ্ট নিজ নিজ সশস্ত্র ব্যক্তিদের নিযুক্ত করিত। হেদায়াৎ-অল কাওয়িদ্ জমিদারগণকে অনুগত ও রাজস্ব প্রদানকারী (রায়তি) এবং বিদ্রোহী (জোর তলব) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। আরও উল্লিখিত আছে যে, ক্ষুদ্র মনসবের জমিদারগণ বিদ্রোহী জমিদারগণকে সংযত করিতে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হইত।[২] আইজাদ বক্স রসায় ভগবানের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি সরস আবেদনে বলা হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট স্থান লাভ করিয়া কোন জাগীরদারের প্রথম কর্তব্য হইল অশান্ত জমিদারকে সংযত করা।[৩]

এই প্রকার আচরণের জন্য জমিদারদের অধিকার নাকচ হইতে পারিত। কিন্তু রাদ আন্দাজ খানের চিঠিপত্র হইতে স্পষ্ট ভাবেই জানা গিয়াছে যে, জমিদারগণ সম্রাট ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির দ্বারা নিযুক্ত বা বরখাস্ত হইতে পারিত না। জাগীরদার বা কোন পদস্থ কর্মচারী দরবারে কেবলমাত্র 'তজ ভিজ'

১ এলাহাবাদ ডকিউমেন্টস্, ৮৯৭, ১২০৬, ১২২০, ১২২৩।

২ হেদায়াৎ-অল্ কাওয়িদ্, ফো. ৬৫এ-বি।

৩ রেয়াজ-ই আইজাদ বক্স রসা, ইণ্ডি. অফিস, ৪০১৪, ফো. ২এ-২বি। ডঃ ইরফান্ হাবিবের নিকট হইতে ইহার উল্লেখ গ্রহণ করিয়াছি।

বা অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেই পারিত।[১] কখনও কখনও অবাধ্য জমিদারের পরিবর্তে সেই স্থলে ঐ পরিবারেরই কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইত। ঔরঙ্গজেবের আমলে কিছু সংখ্যক বহিরাগত মুসলমানের নিযুক্তির প্রমাণ আছে।[২] ইহার প্রধান শর্ত ছিল এই যে, নির্বাচিত ব্যক্তির একটি সশস্ত্র দল বা 'উলুস্' থাকিতে হইবে।[৩] বিশেষ ক্ষেত্রে কোন জমিদার নিজেই তাহার এলাকার জমিদার নিযুক্ত হইতে পারিত। মথুরার নিকটে এক জাগীরদারের উদ্দেশে দরবার হইতে প্রেরিত জমিদারী সংক্রান্ত একখানি সনদ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে উল্লিখিত আছে: 'যেহেতু সম্রাটের নিকট এই মর্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, ইসলামাবাদের (মথুরা) চাকলার ফৌজদার নবাব বাহাদুর হাসান আলি খান, দৌলৎ-এর পুত্র নবাব কাশিমের জাগীরস্থ এবং বিদ্রোহীগণ কর্তৃক অধিকৃত আকবরাবাদ প্রদেশের অধীনস্থ শহর পরগনার ২৫ খানি গ্রামের (নিম্নবর্ণিত) জমিদারী উক্ত কাশিম খানকে প্রদানের আবেদন করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন যে দরবার হইতে একটি ফরমানের দ্বারা কাশিম খানকে উক্ত গ্রামগুলির জমিদারী মঞ্জুর করা হউক, সেহেতু সরকারী আদেশ ঘোষিত হইয়াছে যে, আমরা কাশিম খানকে উক্ত গ্রামগুলির জমিদারী প্রদান করিয়াছি যাহাতে তিনি বদস্বভাব বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করিয়া কর প্রদানকারী কৃষকগণকে স্থায়িত্ব প্রদান করিতে পারেন……যতদিন এই গ্রামগুলি তাঁহার জাগীরের অধীনে থাকিবে ততদিন তিনি রাজস্ব ও অপরাপর শুল্ক (মাল-ই ওয়াজিব ওয় হুকুক-ই দিওয়ানী) আদায় করিতে পারেন। ঐ গ্রামগুলি অন্য কোন ব্যক্তির জাগীরে সমর্পিত হইলে উক্ত স্থানের আমিল (রাজস্ব আদায়কারী)-এর নিকট রাজস্ব আদায়ের (হাসিল) জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন।"[৪]

এই আদেশ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যদিও কোন জাগীরদারকে কোন স্থানের জমিদার হিসাবে নিযুক্ত করা হইত, তবুও ইহার দ্বারা উক্ত স্থান তাহার ওয়াতন-জাগীর হইতে পারিত না। জাগীর হস্তান্তর যোগ্য হইলেও জমিদারী ছিল বংশানুক্রমিক (অধিকার)।

১ ইন্‌সা-ই রোশন কালম, কো. ৩বি-৪এ, ৭-এ।
২ ইন্‌সা-ই রোশন কালম-এ মুসলমানদের নিযুক্তির কয়েকটি উল্লেখ আছে (কো. ৩বি-৪ এ, ৭ এ); আখবরাৎ-এ জমিদারদের নিযুক্তির অসংখ্য ঘটনা দ্রষ্টব্য।
৩ ইন্‌সা-ই রোশন কালম, কো. ৩৪ বি।
৪ নিগর নামা-ই মুন্সী, পৃ. ১৫২।

এরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে যে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে জমিদার শ্রেণীর উপর শাসন কার্য ও জাগীরদারদের চাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল।[১] মানুচি লিখিয়াছেন, "সাধারণতঃ রাজপ্রতিনিধি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ (মুঘল সাম্রাজ্যের) হিন্দু রাজা ও জমিদারদের সহিত অবিরামভাবে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে—কিয়দংশের সহিত তাহাদের জমি দখলের জন্য এবং অপরাংশের সহিত প্রচলিত আইনের বেশী কর প্রদানের জন্য।"[২] রাজস্ব প্রদান লইয়া রাজকর্মচারী ও জমিদারদের মধ্যে ঝগড়া ছিল মধ্যযুগের একটি সাধারণ চিত্র। সুতরাং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে এই ঘটনাকে নূতন কিছু বলা যায় না। পূর্ববর্তী রাজত্বকালের আখবরাৎ, দলিল-পত্র প্রভৃতি পাওয়া যায় নাই। শুধুমাত্র ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল হইতেই এগুলি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু যদিও জমিদারদের উপর এই প্রভাব চলিয়া আসিতেছিল, তবুও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে ইহার বিশেষ কতকগুলি কারণ ছিল। যেমন দেখা যায় যে জাগীরের পরিমাণ ছিল কম এবং জাগীর প্রাপ্ত হইলেও ইহা হইতে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ছিল জমা হইতে কম। এজন্যই 'মাসিক ক্রম'-এর উৎপত্তি। সুতরাং বিস্মিত হইবার কারণ নাই যে এরূপ পরিস্থিতিতে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে, জাগীরদারগণ জমিদারদের নিকট হইতে বেশী অর্থ আদায়ের চেষ্টা করিবে। এই অবস্থায়, মানুচির ভাষায়, "মুঘল সাম্রাজ্যে রাজা ও জমিদারদের মধ্যে বিদ্রোহ চলিতেছিল।"[৩] কিন্তু এই বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে যথেষ্ট অনুসন্ধান প্রয়োজন।

জাগীরদারগণের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, মুঘল শাসন ব্যবস্থায় জাগীরদারী প্রথা ছিল একটি প্রয়োজনীয় অংশ। অবশ্য জাগীরদারগণ যে নিজ নিজ এলাকায় একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করিত তাহা নয়, বরং সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গের দ্বারা তাহাদের ক্ষমতা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইত।

রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতি পরগনায় কানুনগো ও চৌধারী (দাক্ষিণাত্যে দেশমুখ) নামে দুইজন কর্মচারী সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব করিত—প্রথমোক্ত ব্যক্তি

১ ইরফান্ হাবিব, দি অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম্ অভ্ মুঘল ইণ্ডিয়া, পৃ. ৩৩৪-৩৮।

২ মানুচি, ২য়, পৃ. ৪৩১ ৩২।

৩ মানুচি, ২য়, পৃ. ৪৩২।

ছিল হিসাব পরীক্ষক এবং দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি 'জমিদার'।[১] উত্তরাধিকারসূত্রে তাহারা চাকরি লাভ করিলেও তাহাদের নিয়োগ ছিল সনদ বা রাজকীয় ঘোষণার উপর নির্ভরশীল। সম্রাট তাহাদের পদচ্যুত করিতে পারিতেন ; তবে তাহাদের চাকরির মেয়াদ সাধারণতঃ আজীবন হওয়ায় জাগীরদারদের পরিবর্তন ঘটিলেও তাহাদের পরিবর্তন ঘটিত না। রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক জাগীরদার বা তাহার কর্মচারীকে এই দুই প্রতিনিধির উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হইত। জাগীরদারগণকে কার্যে সহায়তা করিলেও ইহারা তাহাদের হিসাব পরীক্ষা করিত এবং কৃষকদের নিকট হইতে অধিক সংগ্রহ যাহাতে না হইতে পারে সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিত।[২]

সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত ফৌজদার বা সেনাপতিদের কার্য ছিল আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা ; এজন্য তাহাদিগকে জাগীরের মধ্যেও কাজ করিতে হইত। কখনও কখনও জাগীরদারগণও, প্রয়োজন বোধে, ফৌজদারের দায়িত্ব প্রাপ্ত হইত। এরূপ প্রথা সম্ভবতঃ পূর্বেও প্রচলিত ছিল, তবে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বেই সম্রাট কর্তৃক জাগীরদারগণকে ফৌজদারের দায়িত্ব প্রদানের বেশী উদাহরণ রহিয়াছে।[৩]

জাগীরদারদের বিচার সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা ছিল না। সম্রাটের আদেশে প্রতি পরগনায় একজন করিয়া 'কাজী' নিযুক্ত হইত এবং ঐ ব্যক্তিই অর্থ সংক্রান্ত এবং অপরাধমূলক মামলার বিচার করিত। কাজী কোনরূপেই জাগীরদারদের অধীনস্থ ছিল না এবং সম্রাট প্রদত্ত 'মদদ্-ই মাআশ' নামক মঞ্জুরী হইতেই তাহার আয় হইত।[৪]

১ এই বিষয়টি 'ইউনাও' (মোরল্যাণ্ড কর্তৃক উল্লিখিত, জে. আর. এ. এস্., ১৯৩৮, পৃ. ৫১৬, ফো.) জেলার পুরাতন মুঘল প্রমাণাদি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া চার্লস এলিয়ট প্রথম উল্লেখ করেন।

২ কানুনগো ও তাহার কার্যের জন্য দ্রষ্টব্য—নিগর নামা-ই মুনশী, পৃ. ৯১,১৪০ ; হেদায়াৎ-অল্ কাওয়িদ্, আলিগড় পাণ্ডু. ফো. ৬৪ এ-বি ; এবং ফারুকশিয়ারের রাজত্বের প্রমাণগুলি, অনুবাদ, প্রোসিডিংস্ অভ্ ইণ্ডিয়ান্ হিস্টরিক্যাল্ রেকর্ডস কমিশন, ৩১, ২য় ভাগ, ১৯৪৫, পৃ. ১৪২-৪৭। 'চৌধারী' বা 'দেশমুখীর' জন্য মোরল্যাণ্ড কর্তৃক অনূদিত প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য জে. আর. এ. এস্., ১৯৩৮, পৃ. ৫১৬ ফো. ; মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম, পৃ. ২১৬ এবং নিগর নামা-ই মুনশী, পৃ. ৮০ ; মজ্‌হর্-ই শাহ্‌জাহানী, পৃ. ১৮৯।

৩ আখবরাৎ, ৩৮ বৎ., পৃ. ৪৮০ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি ; ইন্‌সা-ই রোশন কালম, ফো. ৬বি, ১১ বি, ২৪ বি।

৪ সিয়াক্ নামা, পৃ. ৩৬ ; এলাহাবাদ ডকিউমেণ্টস্, ৭৮২, ১২০৩।

শেষতঃ, 'ওয়াকা-ই নবিস' এবং 'সিওয়ানিহ্ নবিস' নামক সংবাদ দাতা ছিল। নিজ নিজ এলাকার প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংবাদ এবং ব্যক্তি নির্বিশেষে সমালোচনা ও অভিযোগ প্রেরণই ছিল তাহাদের একমাত্র কাজ; যে যে বিষয়ে তাহারা সংবাদ প্রেরণ করিত তাহার মধ্যে জাগীরদার ও তাহাদের প্রতিনিধিদের আচরণও ছিল অন্যতম।[১] জাগীরভুক্ত যে কোন ব্যক্তি বা কৃষক সরাসরি দরবারে অভিযোগ করিতে পারিত। এইরূপে, সম্রাট জাগীরদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ ও সংশোধনের কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন।

সম্রাট প্রায়ই জাগীরদারদের কার্য অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিতেন। সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী জাগীরের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে অক্ষম হইলে ঔরঙ্গজেব শাহ্জাহান কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন এবং এজন্য তিনি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[২] সুতরাং জাগীরদারগণও যে তাহাদের কার্যের সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করিবে ইহাই ছিল স্বাভাবিক। ১৬৯২ খ্রীঃ অব্দে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে গুজরাটের জাগীরদারদের রাজস্ব সংগ্রহের তথ্য জানিবার জন্য দরবার হইতে দেশাই ও মকদ্দম নামক কর্মচারী প্রেরিত হইলে তাহারা যাহাতে প্রকৃত তথ্য জানিতে না পারে সেজন্য জাগীরদারগণ বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। জাগীরদারগণ যাহাতে আদেশ মান্য করে এবং উক্ত কর্মচারীগণ স্বাধীনভাবে সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে সেজন্য গুজরাটের শাসনকর্তা 'সাজ-ওয়াল' নামে বিশেষ কর্মচারী প্রেরণ করিয়াছিল।[৩]

সম্রাট কোন কোন ক্ষেত্রে জাগীরদারগণকে তাহাদের জাগীরের কার্য সংস্কারের জন্যও আদেশ দিতেন। ঔরঙ্গজেব নাসিরী খানকে তাহার জাগীরের অশান্তির কারণগুলি দূর করিয়া সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের আদেশ দিয়াছিলেন।[৪] যুবরাজ আজম মহম্মদ বাকরকে বন্দরের হিসাব পরীক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করিলে ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে এই বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছিলেন যে, একজন চোর "জনগণের

১ নিগার নামা-ই মুনশী, পৃ. ৮৭-৮৮; দ্রষ্টব্য 'ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ', ১৬৭৮ ৮৪, ৩য়, (নূতন অনুক্রম), পৃ. ৩১০।

২ আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ১৮এ, ১৯বি-২০এ, ৪০এ-৪০বি।

৩ মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম, পৃ. ৩২৬-২৭।

৪ আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ১৬৮ বি।

রক্ষাকর্তা" হইতে পারে না।[১] ইরানীদের হস্তে তাঁহার জাগীরের শাসন ভার ছাড়িয়া দেওয়ার জন্যও যুবরাজ মোয়াজ্জম সম্রাট কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।[২]

তবুও জাগীরদারগণ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে তাহাদের দায়িত্ব পালন ও অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করিতে পারে সেদিকেও সম্রাট দৃষ্টি রাখিতেন। সিরি মস্তগড়ের কেল্লাদার মহম্মদ জান বেগ-এর ভকিল সম্রাটের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, কডাকের ফৌজদার শের খান মহম্মদ জান বেগের জাগীর হইতে দুই বৎসরের রাজস্ব আদায় করিয়াছে; ইহাতে ঔরঙ্গজেব অর্থ প্রত্যর্পণের আদেশ দেন।[৩] আলেফ খানের সহকর্মী সিদি মিফতার জাগীরের আমিলকে গুলবর্গার ফৌজদার ও কেল্লাদার গ্রেফ্‌তার করিলে উক্ত ব্যক্তির মুক্তি ও অর্থ প্রত্যর্পণের জন্য সম্রাট গুরজ্‌বরদার (দণ্ডধর) নিযুক্ত করিতে আদেশ দেন।[৪] কহনী পরগনার জাগীরদার সফ্‌ শিকন খান অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, উক্ত পরগনার ফৌজদার বাহাদুর খান স্থানীয় প্রজাদের উপর অত্যাচার করার ফলে তাহারা পলায়ণ করিয়াছে। সফ্‌ শিকন খান নিজেকে ঐ স্থানের ফৌজদার নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রজাদের উপর কেহ যাহাতে অত্যাচার করিতে না পারে সেজন্য সম্রাট ঔরঙ্গাবাদের হাকিম (সেনাপতি) এনায়েৎ খানকে দৃষ্টি রাখিতে আদেশ দিয়াছিলেন।[৫] মহম্মদ মুনিম খান সম্রাটের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, মহম্মদ হুসেন কম্বো তাঁহার (মুনিমের) জাগীর হইতে অর্থ আদায় করিয়াছে; অপরাধীকে দরবারে প্রেরণের জন্য সম্রাট আকিল খানকে আদেশ দিয়াছিলেন।[৬] জামসেদ খানের ভকিল অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, জাহাঙ্গীর কুলি খানের পুত্র ইজ্জৎ বেগ তাঁহার মক্কেলের জাগীর লুণ্ঠন করিয়া জিনিসপত্র আত্মসাৎ করিয়াছে; অভিযোগকারী গুরজ্‌বরদার নিয়োগেরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা যাহাতে আর না ঘটিতে পারে এবং

১ রুকইয়-ই করিম, ফো. ১ বি।
২ রুকইম ই করিম, ফো. ৮ বি।
৩ আখবরাৎ, ৩৬ বৎ., পৃ. ৮।
৪ আখবরাৎ, ৩৮ বৎ., পৃ. ৫২৫।
৫ আখবরাৎ, ৩৮ বৎ., পৃ. ৪৮০।
৬ আখবরাৎ, ৩৬ বৎ., পৃ. ১৮।

জাহাঙ্গীর কুলি খান যাহাতে তাহার পুত্রকে সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দিতে আদেশ করে সেজন্য সম্রাট বহরমন্দ খানকে আদেশ দিয়াছিলেন।[১]

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, অন্ততঃ পক্ষে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে জাগীরদারগণ স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের প্রতি বাহ্যিক প্রবণতা দেখায় নাই। পক্ষান্তরে, প্রয়োজনীয় বহু ক্ষেত্রেই তাহাদের কার্যে যে শুধু হস্তক্ষেপ করা হইত তাহাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর তাহাদের নির্ভরশীল করিয়াও রাখা হইয়াছিল।

জাগীরদার ও কৃষকগণ

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের গোড়ার দিকে মুঘল সাম্রাজ্য যখন বাহ্যতঃ ক্ষমতার শীর্ষে উঠিয়াছিল, তখনই ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ে তাঁহার নিবিড় যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের দ্বারা ইহার পতনের কারণগুলির ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান যুক্তি ছিল এই যে জাগীর হস্তান্তর ব্যবস্থাই অত্যাচার ও দেশের ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "তৈমুরীয় (জাগীরদারদের প্রতি তাঁহার প্রদত্ত আখ্যা), প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং ঠিকাদারগণ তাঁহাদের দিক হইতে এই ভাবেই যুক্তি দেখায় : 'এই অবহেলিত দেশের অবস্থা আমাদের মানসিক অশান্তির কারণ হইবে কেন? এবং আমরাই বা কেন ইহার উন্নতির জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করিব? যে কোন মুহূর্তেই আমরা ইহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারি এবং আমাদের চেষ্টা নিজেদের বা সন্তান-সন্ততির কোন উপকারেই আসিবে না। অতএব দেশ হইতে যত অর্থ আদায় করিতে পারি ততই মঙ্গল, যদিও ইহার ফলে কৃষকগণ অনাহারে থাকিবে বা ফেরার হইবে এবং আমাদের উপর যখন ত্যাগের আদেশ আসিবে তখন আমরা ইহাকে ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত করিয়া যাইব।'"[২]

১ আখবরাৎ, ৩৮ বৎ., পৃ: ৪৮০-৮২।

২ বার্ণিয়ে, পৃ. ২২৭। তিনি অযৌক্তিক ভাবেই জাগীরদারগণকে তাঁহার সমকালীন ফরাসী অভিজাতদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ফরাসী অভিজাত শ্রেণী যখন সামন্ততান্ত্রিক সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করিতেছিল তখন ফ্রান্স মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হস্তে চলিয়া যাইতেছিল।

বঙ্গদেশের কৃষকদের দুরবস্থার জন্য দ্রষ্টব্য—ফতেয়া-ই ইব্রিয়া, ফো. ১১৭ বি,—১১৯ এ, ১২৫এ-১২৬এ. ১২৭এ-বি, ১৩১ বি; আরও দ্রষ্টব্য দ ট্রাভেল্‌স্ অভ্‌ পিটার মণ্ডি, ১৬০৮-১৬৬৭, ২য়, পৃ. ৭৩।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বার্ণিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাবে অতি মাত্রায় প্রভাবিত হইয়াছিলেন, জাগীর হস্তান্তর ব্যবস্থাকে তিনি নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্যই তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছে তীব্র প্রতিবাদ। তবুও একমাত্র এই কারণেই তাঁহার বাক্য খণ্ডন করা যায় না। বস্তুতঃ, পূর্ব ধারণাশূন্য ১৭০০ শতাব্দীর একজন ভারতীয় লেখকের বক্তব্য হইতেও বার্ণিয়ের মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। ভীমসেন লিখিয়াছেন, "দরবারস্থ কর্মচারীদের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে জাগীর স্থানান্তরের সুযোগ গ্রহণ করার প্রবণতা এবং ব্যয়কুণ্ঠ ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া জাগীরদারের প্রতিনিধিগণ পরবর্তী বৎসরে জাগীর প্রাপ্তির কোন আশা পোষণ করে না এবং কৃষকগণকে দৃঢ়তার সহিত রক্ষার দায়িত্বও পালন করে না। জাগীরদার, নিজ দুরবস্থার জন্য, রাজস্ব আদায়কারী প্রেরণের সময় তাহার নিকট হইতে অগ্রিম কিছু অর্থ (কাব্‌জ্‌) গ্রহণ করে আর শেষোক্ত ব্যক্তি জাগীরে পৌঁছাইয়া চিন্তা করে অপর এক ব্যক্তি বোধ হয় অধিক কাব্‌জ্‌ প্রদান করিয়া তাহার পশ্চাতে আসিতেছে; সুতরাং সে নির্দয় ভাবে অর্থ (তহশিল) সংগ্রহ করে। কিছু সংখ্যক কৃষক নির্ধারিত রাজস্ব দিতে অমনোযোগী হয় না, কিন্তু এই নির্দয় লুণ্ঠনের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে।"[১]

বার্ণিয়ে ও ভীমসেনের উক্তির মধ্যে কিছু যুক্তি থাকিলেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাগীরের উপর কোনরূপ স্থায়ী স্বার্থ না থাকার ফলে, ব্যক্তি হিসাবে সে তাহাদিগকেই ধ্বংস করিতে চাহিত যাহারা সামগ্রিকভাবে ঐ শ্রেণীরই গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইত। সুতরাং সন্দেহের অবকাশ নাই যে জাগীর হস্তান্তর ব্যবস্থার মধ্যেই জাগীরদারদের কৃষক সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করার বীজ নিহিত ছিল। কিন্তু এরূপ ধারণা করিবার পূর্বে দুইটি প্রশ্ন বিবেচনা করা দরকার। প্রথমতঃ জাগীরদারগণ সম্রাট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কোনরূপ বাধার সম্মুখীন না হইয়া তাহাদের ইচ্ছা কার্যকর করিতে পারিত কি না? দ্বিতীয়তঃ, যদি তাঁহার ইচ্ছা থাকিত, তবে সম্রাট স্বয়ং জাগীরদারদের অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাস্তব ক্ষেত্রে কতখানি পারঙ্গম হইতেন?

১ দিলকুশা, ফো. ১৩৮ বি ১৩৯ এ।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরের জন্য শেষ অংশটি সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত হইয়াছে। আমরা, সম্ভবতঃ, ইহা দেখাইবার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি যে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের অধিকাংশ সময়েই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রকৃত—নামে মাত্র নয়। সুতরাং দ্বিতীয় প্রশ্ন আলোচনা করা যাইতে পারে।

ন্যায়সঙ্গত ভাবেই যেমন আশা করা যায় যে, ব্যক্তি হিসাবে জাগীরদার সর্বতোভাবেই রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করিবে, সম্রাটও সে ক্ষেত্রে অধিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিবেন। তিনি যে শুধুমাত্র তাঁহার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত অধিকারের বিষয়েই সতর্ক থাকিতেন তাহাই নয়, সাম্রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের প্রতিও তাঁহার সম্যক দৃষ্টি থাকিত। কৃষকদের দুরবস্থা ও কৃষিকার্যের অবনতি সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো নষ্ট করে—ইহার মূল ভিত্তিকেও নাড়া দেয়। অষ্টম ও ত্রয়োদশ বৎসরে ঘোষিত দুইখানি ফরমান হইতে বুঝা যায় যে ঔরঙ্গজেব স্পষ্ট ভাবেই ইহা বুঝিয়াছিলেন। রসিক দাস কারোরীর প্রতি প্রথম ফরমানে বিশেষ ভাবেই বলা হইয়াছিল যে, ইহার নির্দেশগুলি জাগীর ও খালিসা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য হইবে। ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল কর নির্ধারণ ব্যবস্থা ও কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা এবং তাহাদের উপর অত্যাচার ও অধিক শুল্ক স্থাপন রোধ করা। মহম্মদ হাশিমের প্রতি দ্বিতীয় ফরমানে কৃষকদের অধিকার বজায় রাখিতে এবং যদি তাহারা ভূমি ত্যাগ করে, তবে সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জমিতে তাহাদের দখল স্বীকার করিতে বলা হইয়াছে।[1] গুজরাটের জাগীরদারগণ কৃষকদের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে অধিক অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করিলে সম্রাট ইহার নিন্দা করিয়া যে আদেশ দিয়াছিলেন তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।[2] কিন্তু, সরকারী নিয়ম কানুন অবহেলা করিয়া জাগীরদারগণ অত্যাচার করিতে কতখানি সমর্থ হইত তাহা বিচার করা কঠিন। মোরল্যাণ্ডের মতে, সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজস্ব চাহিদা

১ এই দুইটি ফরমানের মূল অংশ সরকার কর্তৃক জে. এ. এস্. বি. এন্. এস্. ২য়, ১৯০৬, পৃ. ২২৩-২৫৫-তে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি মহম্মদ হাশিমের প্রতি ফরমানের মূল অংশ দুর্-অল্ আলম, ফো. ১৩৯বি-১৪১বি এবং মিরাৎ-ই আহ্মদীর, ১ম, পৃ. ২৬৮-৭২, মূল অংশের সহিত উপযুক্ত ভাবে পরীক্ষা করিয়াছি।

২ মিরাৎ ই আহ্মদী, ১ম. পৃ. ২৬৩; ৮ম বৎসরে ঘোষিত আদেশ।

এবং অত্যাচারের ফলে জমাদমীর সূচক যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অভিমতের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখান হইয়াছে যে, তিনি ভুলবশতঃ ঐ সময়ে মূল্যমান সমান ছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অন্য ভাবে বলা যায় যে, জমাদমীর দ্বারা কেবল মাত্র আংশিক বৃদ্ধিই সূচিত হয়, প্রকৃত বৃদ্ধি নয়।[১] প্রদেয় প্রকৃত রাজস্ব বা হাসিল হইতে জমাদমীর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অপরদিকে, প্রকৃত অর্থে জমাদমীর বৃদ্ধি হইত না বলিয়া অত্যাচার ছিল না একথা মনে করাও ভুল হইবে। মোট রাজস্বের পরিমাণ সমান থাকার কারণ ইহাও হইতে পারে যে কৃষিকার্যজনিত অর্থ হ্রাসের পরিমাণ চাষযোগ্য জমির উপর হইতে অধিক রাজস্ব আদায় করিয়া পূরণ করা হইত।

কিন্তু এই সকল প্রশ্ন বর্তমান পুস্তকের আলোচ্য বিষয় নয়। উপরিউক্ত আলোচনা হইতে এরূপ ধারণা করা যায় যে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যের মত অংশগুলির কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের জীবনের শেষ অধ্যায়ে দাক্ষিণাত্যের সহিত যুদ্ধ তাঁহার অর্থ, শক্তি ও মনোযোগের ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। জাগীরদারদের উপর তাঁহার কর্তৃত্বও যথেষ্ট কমিয়াছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মানুচি ও অন্যান্যদের মন্তব্য অনুধাবন করিতে হইবে যে, ঔরঙ্গজেব তাঁহার কর্মচারীদের সংযত করিবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে শুধুমাত্র সামান্য ভৎ র্সনা করিয়াই কর্তব্য শেষ করিতেন।[২] কিন্তু ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধগুলিই তাঁহার কর্তৃত্ব নাশ করিয়া কৃষকদের দুর্দশার কারণ হইয়াছিল কিনা, অথবা যেহেতু ইহা অনশনক্লিষ্ট আশাহত কৃষকগণকে বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিতে বাধ্য করিয়াছিল সে জন্য ইহাই বিদ্রোহের কারণ হইয়াছিল কি না তাহা প্রশ্নসাপেক্ষ। শেষোক্ত বিকল্পটিকে সম্প্রতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসাবে দেখান হইয়াছে।[৩] কিন্তু এই ধারণা প্রমাণ করিবার যথেষ্ট জোরালো যুক্তি দেখান হইলেও ভিত্তিহীন নীতি সমর্থনযোগ্য নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে প্রমাণগুলি অত্যন্ত অল্প হওয়ায়, নিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্তে

১ তুলনীয়,—ইরফান্ হাবিব, দি অ্যাগ্রেরিয়্যান্ সিস্টেম্ অভ্ মুঘল ইণ্ডিয়া, পৃ. ৩২৬-২৮।

২ মানুচি, ২য়, পৃ. ৩৮২ ; দিলকুশা, ফো. ১৫১ এ ; খাফি খান, ২য়, ৫৫০।

৩ ইরফান্ হাবিব, 'দি অ্যাগ্রেরিয়্যান্ সিস্টেম্ অভ্ মুঘল ইণ্ডিয়া', পৃ. ৩১৭-৫১।

পৌঁছান যায় নাই। এবং বিভিন্ন প্রদেশের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রমাণগুলি সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত যে কোন প্রস্তাবকে অবশ্যই পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

জাগীরদারী ব্যবস্থার সংকট

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জাগীরদারী ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবেই পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজত্বের শেষ ২৬ বৎসরে দাক্ষিণাত্যের সহিত যুদ্ধের জন্য সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক উৎসগুলিতে অত্যন্ত চাপ পড়ায় এবং উত্তর ভারত হইতে সম্রাট ও তাঁহার দরবারে অনুপস্থিতির ফলে এই জটিল ব্যবস্থায় শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। ইহা সত্য যে, তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগেই এই অব্যবস্থার প্রথম পর্ব লক্ষ্য করা গিয়াছিল, কিন্তু ইহাই ছিল পতনের সূচনা।

এই প্রথম পর্বে যে সমস্যা জাগীরদারী ব্যবস্থার মূল ভিত্তিকে নাড়া দিয়াছিল, তাহাকে, একজন লেখকের ভাষায়, 'বে-জাগীরী' নামে অভিহিত করা যায়। মামুরীর কথায়, "দুনিয়া জাগীরশূন্য হওয়ায়, আর কোন 'পায়বকি' অবশিষ্ট রহিল না।" বেতনপ্রার্থীদের হিসাব বহিতে সম্রাট প্রায়ই লিখিতেন: "একশত যোগীর জন্য মাত্র একটি দাড়িম্ব রহিয়াছে।" সৈন্য প্রেরণ এবং পুরস্কার লাভের যোগ্য পদস্থ কর্মচারীদের সামরিক দায়িত্ব দানের সময় 'পায়বকির' স্বল্পতার জন্য অমাত্যগণের জাগীর গ্রহণ করিয়া সেগুলি, হিসাববহি অনুসারে, অন্যান্যদের দেওয়া প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাট 'পরগনার' হিসাব তালিকা তলব করিতেন এবং অধিকাংশ ব্যক্তির জাগীর বাতিল করিতেন; ইহাও অর্থশূন্য অসহায় জনসাধারণের দুর্দশার আর একটি কারণ হইয়াছিল।"[১] উক্ত গ্রন্থকারের মতে, ঔরঙ্গজেব দক্ষিণী অমাত্যবর্গকে স্বপক্ষে টানিবার জন্য বা তাহাদিগকে শত্রুপক্ষে যোগদান হইতে বিরত করিবার জন্য উদারভাবে মনসব প্রদান করিয়া যে সমাগমের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল।[২]

প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে 'পায়বকি' বা জাগীর প্রদানের ভূমির অপ্রাচুর্যতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এবং সম্রাট

১ মামুরী, ফো. ১৫৭ এ।
২ মামুরী, ফো. ১৫৬ বি-১৫৭ এ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩৯৬।

বা তাঁহার কর্মচারীর মাধ্যমেই ইহা শুনা গিয়াছে। ঔরঙ্গজেব আজমকে পরিষ্কার ভাবেই লিখিয়াছিলেন, "পায়বকির স্বল্পতা ও বেতনগ্রহীতার প্রাচুর্য রহিয়াছে।"[১] তাঁহারই এই উক্তির জন্য প্রসিদ্ধি আছে যে পায়বকির স্বল্পতা শতজন রোগীর নিকট একটি দাড়িম ফলের সহিতই তুলনীয়।[২] এজন্য ১৬৯১ খ্রীঃ অব্দে তিনি বক্সীগণকে নূতন ব্যক্তিদের মনসবের জন্য সুপারিশ না করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।[৩] এনায়েৎউল্লাহ্ খান সম্রাটের নিকট একবার এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, "সম্রাটের নিকট সামরিক কুশলতা প্রদর্শনের জন্য যে সকল কর্মচারীর তালিকা উপস্থাপিত হয় তাহার সংখ্যা অপরিমিত, অথচ জাগীর প্রদানের ভূমির পরিমাণ পরিমিত। কিভাবে অপরিমিত বস্তু পরিমিত বস্তুর সমান হইতে পারে?"[৪]

'পায়বকি' ভূমির স্বল্পতা জাগীরদারী ব্যবস্থার নিত্যকর্ম পদ্ধতিকে অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। মনসবপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জাগীর লাভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিত। অনেকেই চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া কোন জাগীর পাইত না।[৫] একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি দরবারে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, একজন নব-নিযুক্ত বালক মনসবদার তাহার জাগীর প্রাপ্তির পূর্বে একজন বৃদ্ধে পরিণত হইতে পারিত।[৬] এমন কি, জাগীর প্রাপ্তির পরও স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে নূতন জাগীর প্রদান না করিয়া ঐ জাগীর যে অপর ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে না এরূপ নিশ্চয়তাও ছিল না। এইরূপে, বহু ব্যক্তি দীর্ঘ দিন চাকরির পরও জাগীরহীন অবস্থায় থাকিত।[৭]

১ দস্তুর-অল্ অমল-ই আগাহি, ফো. ৩৬ ; রকিম-ই করিম, ফো. ২৮ বি।

২ ইনাক্ আনার সদ বিমার (মামুরী, ফো. ১৫৭ বি), খাফি খান, ২য়, পৃ. ৬০২-৬০৩।

৩ খাফি খান, ২য়, পৃ. ৪১১-১২।

৪ সরকার কর্তৃক উদ্ধৃত, 'অ্যানিকডোট্‌স্ অভ্ ঔরঙ্গজেব', পৃ. ১১০। সম্রাট প্রতিবাদ করিয়াছিলেন : "ভগবানের রাজত্বে (তিনি স্বয়ং যাঁহার প্রতিভূ) স্বল্পতায় বিশ্বাস পাপ ও নাস্তিকতার উৎস।" এই উত্তর তাঁহার বিশ্ব প্রেমের পরিচায়ক হইলেও, ইহার দ্বারা তাঁহার বক্সীদের সমস্যার সমাধান হয় নাই।

৫ মামুরী, ফো. ১৭৯ বি, ১৮২ বি ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩৯৬।

৬ খাফি খান, ২য়, পৃ. ৫৭৯ ; মামুরী, ফো. ১৭৯ বি।

৭ মামুরী, ফো. ১৫৭ এ ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৫৯৬।

জাগীর প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ ও প্রভাব অপরিহার্যভাবেই কার্যকর হইয়াছিল। কোন ব্যক্তিকে জাগীর লাভ করিতে হইলে একজন পৃষ্ঠপোষক (মুরব্বি), করিতকর্মা প্রতিনিধি (ভকিল-ই দিলসোজ) এবং কার্যকর উপায় হিসাবে প্রভূত উৎকোচ (সখ্‌ত্‌-ই রিশওয়ং)[১] ছিল অপরিহার্য। ক্ষুদ্র মনসবদারগণ এই সকল ব্যবস্থা নির্বাহ করিতে পারিত না, ফলে তাহাদের অবস্থা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। স্বয়ং ঔরঙ্গজেব স্বীকার করিয়াছিলেন যে ক্ষুদ্র মনসবদারগণের পক্ষে এই সকল ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না, ফলে তাহারাই দুর্দশা ভোগ করিত।[২]

তৎকালীন পরিস্থিতিও সাম্প্রদায়িকতার পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। দক্ষিণী অমাত্যবর্গ পুরাতন অভিজাতবর্গকে (খানাজাদ্) তাহাদের জাগীর হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া মামুরী তাহাদের নিন্দা করিয়াছিলেন।[৩] ভীমসেনের মতে, এই সমস্যা এত জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল যে, ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহ্ তাঁহার কর্মচারীদের মধ্যে জাগীর বিতরণের জন্য রাজপুত রাজ্যগুলি দখল করিতে প্ররোচিত হইয়াছিলেন।[৪]

জাগীর লাভের জন্যই মুঘল সাম্রাজ্যের মনসবদারদের মধ্যে অনিবার্য ভাবে বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল। তবুও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বিবাদ দরবারস্থ অমাত্যগণের মধ্যে উৎকোচ প্রদান, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে নাই। এরূপ কোন প্রমাণ নাই যে জাগীরদারগণ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কোন জাগীর হস্তান্তর স্থগিত রাখিয়াছিল। তবুও, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিকে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল যখন হস্তান্তর আদেশের কোন মূল্য দেওয়া হইত না। জাগীরদারের বিদ্রোহী মনোভাব না থাকিলেও তাহার নিকট ইহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, একবার

১ মামুরী, ফো. ১৫৬ বি-১৫৭ এ, ১৮২ বি; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩১৬-১৭।

২ দস্তুর-অল্ অমল-ই আগাহি, ফো. ৩৪, ৩৫।

৩ মামুরী, ফো. ১৫৩ বি-১৫৭ এ।

৪ দিলকুশা, ফো. ১৬৯ বি। ভিন্ন মতের জন্য দ্রষ্টব্য,—সতীশ চন্দ্রের 'পার্টিজ অ্যাণ্ড পলিটিক্স অ্যাট দ্য মুঘল কোর্ট', পৃ. ২৯-৩৪।

জাগীর ছাড়িয়া দিলে তাহাকে পুনরায় কোন জাগীর দেওয়া হইবে না। ঠিক কোন্ সময়ে এরূপ পরিস্থিতি আসিয়াছিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু আনন্দ রাম মুখলিসের মতে, ফাররুখশিয়ারের রাজত্বে (১৭১৩-১৯) দরবার কর্তৃক জাগীর প্রদানের আদেশ শুধুমাত্র কাগজী বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে, বহু ব্যক্তি মনসব লাভ করিলেও জাগীর প্রাপ্ত হয় নাই।[১] এবং যখনই এরূপ পরিস্থিতি অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিল তখন শুধু যে জাগীরদারী প্রথারই বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল তাহা নয়, সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যও লুপ্ত হইয়াছিল।

১ মিরাৎ-অল্ ইস্তিলাহ্, ফো. ৩৪ বি।

চতুর্থ অধ্যায়

অভিজাত শ্রেণী ও রাজনীতি

ঔরঙ্গজেব ও অভিজাত শ্রেণী—প্রথম পর্ব (১৬৫৮-৬৬)

নীতির দিক হইতে সম্রাট ছিলেন সর্বময় কর্তা, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার কর্মচারী—ওমরা ও মনসবদারগণের সাহায্যেই শাসন পরিচালনা করিতেন। সুতরাং কর্মচারীদের মাধ্যমে সম্রাটের নীতি প্রবর্তিত হওয়ায়, কার্যক্ষেত্রে তাহাদের স্বার্থ ও নীতিরও একটি ভূমিকা ছিল। অবশ্য অমাত্যবর্গের স্বার্থ ও নীতি সর্বদা একরূপ হইত না, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রায়ই মতভেদ দেখা দিত। মুঘল অভিজাত শ্রেণী জাতি ও ধর্মগত ভিত্তিতে গঠিত হওয়ায় দলীয় সংঘাত সৃষ্টির সুযোগ ছিল যথেষ্ট। শাসন কার্যের অতিরিক্ত কেন্দ্র প্রবণতা, মনসবদারী ব্যবস্থা (মনসবের দ্বারা সকল কর্মচারীকে এক শ্রেণীভুক্ত করা), জাগীর পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি দলীয় মনোভাব দমন বা রোধ করার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত শত্রুতার চেয়ে দলীয় বিরোধ আরও শক্তিশালী। তবে সুনিশ্চিত কোন দলাদলির প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এরূপ ধারণা করা উচিত হইবে না যে কোন নির্দিষ্ট রাজকর্মচারীর বিশেষ কিছু শত্রু দরবারে বা বাহির হইতে চক্রান্ত করিত। উপরন্তু, অভিজাতবর্গের কোন প্রভাবশালী অংশের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাম্রাজ্যের বৃহত্তর সমস্যার সঙ্গে জড়িত হইতে বাধ্য ছিল। সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ে সাম্রাজ্যের নীতির সহিত অভিজাতবর্গের বিভিন্ন অংশের মনোভাব ও সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা করা যাইবে।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে শাহজাহানের রাজত্বে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরূপ প্রকাশ্য দলাদলি ছিল না। তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে ও সিংহাসন প্রাপ্তির প্রত্যাশায় যখন তাঁহার পুত্রদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয় তখনই দলাদলির সূত্রপাত হয়। কিন্তু এই দলাদলির মধ্যে জাতিগত বা ধর্মগত কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রত্যেক রাজপুত্র কর্তৃক অমাত্য বিশেষকে

প্রদত্ত অঙ্গীকার অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থে তাঁহাদের সহিত অভিজাতগণের দলভুক্তিই এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। নিম্নে প্রদত্ত বিবাদী রাজপুত্রদের অনুগত দলগুলির তালিকা বিশ্লেষণ করিলেই (ঔরঙ্গজেব ও দারা শুকোর ক্ষেত্রে সামুগড়ের যুদ্ধ পর্যন্ত) তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে :

উত্তরাধিকার যুদ্ধে উত্তরাধিকারিগণের সমর্থকগণ, ১৬৫৮-৫৯

মনসবদার	দারাশুকো			
	১	২	৩	৪
	৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব মনসবদারগণ	৩,০০০-৪,৫০০ মনসবদারগণ	১,০০০-২৫০০ মনসবদারগণ	মোট
মুসলমান				
ইরাণী	৩	৪	১৬	২৩
তুরাণী	১	২	১৩	১৬
আফঘান	—	—	১	১
অন্যান্য মুসলমান	—	৪	১৯	২৩
মোট	৪	১০	৪৯	৬৩
হিন্দু				
রাজপুত	২	৬	১৪	২২
মারাঠা	১	১	—	২
অন্যান্য হিন্দু	—	—	—	—
মোট	৩	৭	১৪	২৪
সমগ্র	৭	১৭	৬৩	৮৭
মনসবদার	ঔরঙ্গজেব			
মুসলমান				
ইরাণী	৪	৭	১৬	২৭
তুরাণী	১	৩	১৬	২০
আফঘান	—	৪	১৯	২৩
অন্যান্য মুসলমান	১	৪	২৮	৩৩
মোট	৬	১৮	৭৯	১০৩

	১	২	৩	৪
হিন্দু				
রাজপুত	২	২	৫	৯
মারাঠা	—	২	৮	১০
অন্যান্য হিন্দু	—	—	২	২
মোট	২	৪	১৫	২১
সমগ্র	৮	২২	৯৪	১২৪
মনসবদার		শাহ্‌শুজা		
মুসলমান				
ইরাণী	—	১	—	১
তুরাণী	১	১	১	৩
আফঘান	—	—	১	১
অন্যান্য মুসলমান	—	১	৪	৫
মোট	১	৩	৬	১০
হিন্দু				
রাজপুত	—	—	—	—
মারাঠা	—	—	—	—
অন্যান্য হিন্দু	—	—	—	—
মোট	—	—	—	—
সমগ্র	১	৩	৬	১০
মনসবদার		মুরাদ বক্স		
মুসলমান	মনসবদারগণ	মনসবদারগণ	মনসবদারগণ	
ইরাণী	—	১	—	১
তুরাণী	—	—	—	—
আফঘান	—	১	—	১
অন্যান্য মুসলমান	১	—	৬	৭
মোট	১	২	৬	৯

	১	২	৩	৪
হিন্দু				
রাজপুত	—	—	২	২
মারাঠা	—	—	—	—
অন্যান্য হিন্দু	—	—	—	—
মোট	—		২	২
সমগ্র	১	২	৮	১১

দেখা যাইতেছে ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী যে ১২৪ জন মনসবদার ঔরঙ্গজেবকে সমর্থন করিয়াছিল তাহার মধ্যে ২০ জন তুরাণী, ২৭ জন ইরাণী, ২৩ জন আফঘান, ৩৩ জন অন্যান্য মুসলমান, ৯ জন রাজপুত, ১০ জন মারাঠা এবং ২ জন অন্যান্য হিন্দু। দারা শুকোর সমমর্যাদাসম্পন্ন ৮৭ জন সমর্থকের মধ্যে ১৬ জন তুরাণী, ২৩ জন ইরাণী, ১ জন আফঘান, ২৩ জন অন্যান্য মুসলমান, ২২ জন রাজপুত এবং ২ জন মারাঠা; শাহ্ শুজার সমমর্যাদাসম্পন্ন সমর্থকগণের মধ্যে ৩ জন তুরাণী, ১ জন ইরাণী, ১ জন আফঘান এবং ৫ জন অন্যান্য মুসলমান; মুরাদ বক্স-এর অনুরূপ মর্যাদাসম্পন্ন ১১ জন সমর্থকের মধ্যে ১ জন ইরাণী, ১ জন আফঘান, ৭ জন অন্যান্য মুসলমান আর ২ জন রাজপুত।[1]

সুতরাং ঔরঙ্গজেব অভিজাতগণের নিকট হইতে যে সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন তাহা ছিল ব্যাপক। প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে যে, এই পর্বে ঔরঙ্গজেবের পক্ষে হিন্দু অমাত্যদের সহিত বিরোধিতা করিবার কোন কারণ ছিল না; পক্ষান্তরে রাজা রাজসিংহ, মীর্জা রাজা জয় সিংহ, যশোবন্ত সিংহ প্রমুখ রাজপুত নরপতিগণকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি শিয়াদের বিরুদ্ধে সুন্নীগণকে একত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সিংহাসন লাভের পর ঔরঙ্গজেবের নীতি উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময়ের মতই ছিল। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া তিনি সিংহাসন লাভ

[1] এই সংখ্যাগুলি অধ্যায়ের শেষে পরিশিষ্ট অনুসারে প্রদত্ত। আরও তুলনীয় আমার রচনা "দ রিলিজাস্ ইস্যু ইন্ দ ওয়ার্ অফ্ সাকসেসন, ১৬৫৮-৫৯", ইণ্ডিয়া হিস্টরি কংগ্রেসের আলিগড় অধিবেশনে পঠিত, ১৯৬০; মেডিয়িভ্যাল্ ইণ্ডিয়া কোয়ার্টার্লি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮০-৮৭।

করিয়াছিলেন, আর বৃদ্ধ পিতাকেও কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্য কোন মুঘল শাসক অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে সিংহাসন লাভের পশ্চাতে যুক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী; তিনি এই যুক্তি দেখাইয়া বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার কার্য সমর্থন করিতেন যে, সিংহাসন লাভের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তাঁহার পিতার চেয়ে যোগ্য।[১] সুতরাং কার্যক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সাফল্যই ছিল তাঁহার যোগ্যতার মাপকাঠি, আর সামরিক সাফল্যের মত স্পষ্ট প্রমাণ অন্য কিছুই হইতে পারিত না। ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দে শায়েস্তা খান মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করেন; ১৬৬১ খ্রীঃ অব্দে বিহারের পালামৌ অধিকৃত হয় এবং মীরজুমলা কুচবিহার দখল করেন। ১৬৬২-৬৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার বিখ্যাত আসাম অভিযান শুরু হয়; ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে গুজরাটের নভনগর অধিকৃত হয়। ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে মীর্জা রাজা জয় সিংহ পুরন্দরের সন্ধির দ্বারা শিবাজীর বিরুদ্ধে জয়ী হন। ১৬৬৫-৬৬ খ্রীঃ অব্দে বিজাপুরের বিরুদ্ধে মুঘল অভিযান ঘোষিত হয় আর ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে শায়েস্তা খান চাটগাঁও (চট্টগ্রাম) দখল করেন। সপ্তদশ শতকের অপর কোন সময়েই এরূপ সামরিক তৎপরতা দেখা যায় নাই।

এরূপ আগ্রাসী নীতির পশ্চাতে অভিজাত শ্রেণীর পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন থাকায় সর্বপ্রকার বিবাদ বর্জিত হইয়াছিল; অধিকন্তু, শাহ্‌জাহান ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত জীবিত থাকায় এ বিষয়েও সচেতন থাকিতে হইয়াছিল যে সাম্রাজ্যের নীতি অভিজাতবর্গের বৃহৎ অংশের স্বার্থের পরিপন্থী হইলে শাহ্‌জাহানকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপনেরও চেষ্টা চলিতে পারে।

ঔরঙ্গজেব ও অভিজাত শ্রেণী—২য় পর্ব (১৬৬৬-১৬৭৯)

সম্ভবতঃ ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দ হইতেই ঔরঙ্গজেব এরূপ এক নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহা প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও কার্যতঃ তাঁহার পূর্বপুরুষদের নীতির বিরুদ্ধ ছিল। প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে এই সময়েই সম্রাট রাজপুতগণের নিয়োগ ও পদোন্নতি হ্রাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধানের পূর্বে ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দের পরবর্তী কালের রাজনৈতিক পটভূমিকার আলোচনা প্রয়োজন।

১ দ্রষ্টব্য—শাহ্‌জাহানের প্রতি ঔরঙ্গজেবের পত্রাদি, আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ২৮৭এ-৯০বি; কলাৎ ই আলমগীরী, ২১১-১২, ২১৬-১৮, ২২৩-২৬; আরও দ্রষ্টব্য—কাজী ওয়াহাবের মতামত, মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ২৪৮।

প্রথমতঃ, ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে শাহ্‌জাহানের মৃত্যুতে ঔরঙ্গজেবের কোন সমকক্ষ না থাকায় তাঁহার মন হইতে অভিজাত শ্রেণীর ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের আশঙ্কা সম্ভবতঃ দূরীভূত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, ইহা পরিষ্কার বুঝা গিয়াছিল যে ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দে আরব্ধ বিস্তার নীতি সম্পূর্ণ বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। মীর জুমলার আসাম অভিযান শোচনীয় পশ্চাদপসরণে শেষ হয়; কুচবিহার অভিযান পরিত্যক্ত হইয়াছিল; শায়েস্তা খানের মহারাষ্ট্র অভিযানের ফল হইয়াছিল তাঁহার নিজেরই উপর আক্রমণ এবং ১৬৬৪ খ্রীঃ অব্দে শিবাজী কর্তৃক সুরাট লুণ্ঠন, জয় সিংহ শিবাজীর বিরুদ্ধে সফলকাম হইলেও ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে আগ্রা হইতে শিবাজীর পলায়নের মধ্যেই ইহার ব্যর্থতার আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

শেষতঃ, জয় সিংহের বিজাপুর অভিযান চূড়ান্তভাবে বিফল হওয়ায় ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন।

এই সকল ব্যর্থতার ফলে সম্রাটের বিস্তার নীতি কিছুকালের জন্য বাধা প্রাপ্ত হয় এবং বিদ্রোহের সূচনা হয়। ব্রজ দেশে গোকুলার নেতৃত্বে জাট্ বিদ্রোহের সূচনা হয়। ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে সৎনামী বিদ্রোহ শুরু হয় আর প্রথম অবস্থায় ইহা আশ্চর্যজনকভাবেই সাফল্য লাভ করে। ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে পেশোয়ারের নিকট ইউসুফজাই ও ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে আফ্রিদিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট হাসান আবদাল গমন করিতে বাধ্য হন। ১৬৭০ খ্রীঃ অব্দে শিবাজী মুঘলদের বিরুদ্ধে পুনরায় অস্ত্র ধারণ করিয়া দ্বিতীয় বার সুরাট ধ্বংস করেন।

যিনি সামরিক সাফল্যের মাধ্যমে পিতার বন্দিত্ব ও ভ্রাতৃ হত্যার সমর্থন খুঁজিয়াছিলেন, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছিলেন, আর ১৬৫৮-৫৯ খ্রীঃ অব্দের অভ্যুত্থানের জন্য তাঁহাকে যুদ্ধোত্তর যুক্তি খুঁজিতে হইয়াছিল। সম্রাট নিজে ছিলেন ইসলাম ধর্মের উগ্র সমর্থক, এজন্য ঐস্লামিক চরিত্রের উপরই বেশী জোর দিয়া রাজ শক্তির পশ্চাতে নূতন ধর্মের ইঙ্গিত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাওয়া হইয়াছিল। হিন্দু বিদ্বেষের জন্য[1] ইসলামকে

১ ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে হিন্দু ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে দ্রব্যের উপর মূল্যানুসারে ৫ শতাংশ এবং মুসলমানদের নিকট হইতে ২½ শতাংশ শুল্ক আদায় করা হইত। ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে মুসলমানগণের উপর হইতে সম্পূর্ণরূপে শুল্ক প্রত্যাহৃত হয়, যদিও ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দে

সাম্রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। প্রতিটি রাজনৈতিক কার্যে এই সমর্থনের জন্য সম্রাটের প্রচেষ্টা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, কিছু সংখ্যক অমাত্যও ইহার বিরোধিতা শুরু করে।

১৬৭০ সালের শেষ কোন এক সময়ে সম্রাটকে লিখিত একখানি পত্রে মহাবৎ খান তাঁহার (সম্রাটের) সেই নীতির জন্য বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন যাহা "ব্যাধকে বন্দী ও চটকপক্ষীকে শিকারীতে পরিণত করিয়াছে। সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মচারীদের উপর হইতে বিশ্বাস ও আস্থা তিরোহিত হইতেছে, অপরপক্ষে, কপট ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তি (মশায়খান-রিয়াকোশ) ও জ্ঞানহীন পণ্ডিতদের (উলেমায়ান-ই তাহি হোশ) উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপিত হইতেছে। এই সকল ব্যক্তি যেহেতু সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের জন্যই তাহাদের জ্ঞান বিক্রয় করে, সে জন্য তাহাদের উপর আস্থা স্থাপন ধর্মসঙ্গত বা বাস্তবতা প্রসূত নয়। এমতে, প্রতিটি দিক হইতেই তাহারা দস্যু। সাম্রাজ্য ধ্বংস হইতেছে, সৈন্যবাহিনী হতোদ্যম হইতেছে; কৃষক সম্প্রদায় বিপর্যস্ত, নিম্নশ্রেণী আর্তনাদ করিতেছে আর উচ্চ শ্রেণী বিশৃঙ্খলায় সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। (চলিত বাক্য অনুসারে) অর্থ কাজীর হস্তে স্থাপিত হইতেছে এবং কাজী কেবল মাত্র উৎকোচের দ্বারাই সন্তুষ্ট

ইহা পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজ বণিকদের নিকট হইতে গৃহীত শুল্ক ৩ শতাংশ হইতে ২ শতাংশে দাঁড়ায় (বোড্‌ল্ পাণ্ডু. ফ্রেসার, ২২৮, ফো. ১৮এ-১৯বি)। ১৬৬৯ খ্রীঃ অব্দে মন্দির ধ্বংসের আদেশ দেওয়া হয় (মা'আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৮১)। ওয়াকা-ই আজমীর, রণথম্ভোরের ওয়াকা, আখবরাৎ প্রভৃতি হইতে প্রমাণিত হয় যে এই আদেশ ব্যাপক ভাবে কার্যকরী হইয়াছিল, আবার ইহাও লক্ষণীয় যে, একই সময়ে হিন্দু ও জৈন মন্দিরের জন্য সম্রাট অনুদানও প্রদান করিয়াছিলেন। বোম্বাই-এর জ্ঞানচন্দ্র পাকিস্তান হিস্টরিক্যাল্ সোসাইটি, অক্টোবর, ১৯৫৭, পৃ. ২৪৭-৫৪, জুলাই ১৯৫৮, পৃ. ২০৮-১৩, অক্টোবর, ১৯৫৮, পৃ. ২৬৯-৭২, জানুয়ারী ১৯৫৮, পৃ. ৫৫-৫৬, জানুয়ারী, ১৯৫৯, পৃ. ৩৯-৬৯ এবং এপ্রিল, ১৯৫৯, পৃ. ৯৯-১০০। আরও দ্রষ্টব্য—হিন্দু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত অনুদান, কালীকিঙ্কর দত্ত প্রণীত সাম্ ফরমানস্ সনদস্ অ্যাণ্ড্ পরওয়ানাজ (১৫৭৮-১৮০২), পাটনা, ১৯৬২, ২য় খণ্ড, নং ৩৬, ৪৫, ৫১, ৫৮, ৬০, ৬৪, ১১৩, ১১৭, ১৩০, ১৫৪, ২১৯, ২২০, ২২১, ২৬২, ২৬৩, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ৩০০, ৩০৮, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩০, ৩৩৪, ৩৭৪ প্রভৃতি। হুগলী জেলার গোপালো-তে ১৬৯৯ খ্রীঃ অব্দে মৌলিধ রায় কর্তৃক নির্মিত গোপীনাথের মন্দির ও পুষ্করিণী এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। (এ. ফুহ্‌রার্, আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া, পৃ. ২৭৯। ১৬৭৯ খ্রীঃ অব্দে অ-মুসলমানগণের উপর জিজিয়া কর পুনঃ স্থাপিত হয়।

হইতেছে।"[১] এই পত্র লিখিত হওয়ার কিছুকাল পরে সম্রাট ১৬৭৯ খ্রীঃ অব্দে জিজিয়া করও পুনঃ প্রবর্তন করেন। ফলে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ভীষণ আলোড়নের সূত্রপাত হয় আর "দরবারে উচ্চ পদস্থ ও বিশিষ্ট সকল ব্যক্তিই ইহার বিরোধিতা করিয়া বিনীতভাবে সম্রাটকে বিরত করার চেষ্টা করে......"[২]

কিন্তু শুধু যে সম্মান ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের এক অভিনব প্রচেষ্টাই তাঁহাকে নূতন ধর্ম ও রাজপুত নীতি গ্রহণে উৎসাহিত করিয়াছিল তাহা নয়, যতদিন সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইতেছিল ততদিন অভিজাত শ্রেণী সামগ্রিকভাবে তাহাদের স্বার্থ চরিতার্থ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু যখনই দেখা গেল যে, (যথা ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে) বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সাম্রাজ্যের পক্ষে দ্রুত প্রসরণ সঙ্গত নয়, তখনই মনসবদারদের পদোন্নতিও প্রতিহত হইল। এরূপ পরিস্থিতিতে অভিজাত শ্রেণীর বৃহদাংশের আয়ের পথ সুগম করিতে ক্ষুদ্রাংশের প্রতি সঙ্কোচনের নীতিই সম্রাটের পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল এবং ভিন্ন ধর্মের ভিত্তিতে রাজপুতগণকেই বিচ্ছিন্ন করা সহজ হইল। রাজপুতগণের অপসারণ সম্রাটের নূতন সংগ্রামশীল গোঁড়ামিও কিছু পরিমাণে পূরণ করিয়াছিল। তাহারা সাধারণতঃ তাহাদের পৈতৃক ভূমি বা ওয়াতন জাগীর লাভ করিত; কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তাহাদিগকে প্রদত্ত সমগ্র মনসব হ্রাস পাইলে তাহাদের পৈতৃক ভূমির বাহিরে সরকারী জাগীরও তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাইত। সম্রাটের নিকট এই জাগীরগুলি ছিল লাভজনক বস্তু, কারণ এগুলিই তিনি মুসলমান অভিজাতগণকে দান করিয়া তাঁহার সিংহাসন সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৬৭৯-৮০ খ্রীঃ অব্দের রাজপুত বিদ্রোহের কারণগুলি সমসাময়িক বিবরণের পার্থক্য ও আধুনিক মতভেদের ফলে অস্পষ্ট রহিয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ আজমীরের সংবাদদাতা কর্তৃক উল্লিখিত ওয়াকা-ই আজমীরের বিবরণগুলি এই সময়ের প্রকৃত তথ্যের উপর আলোকপাত করে। ইহা হইতে মোটামুটিভাবে জানা যায় যে, অপুত্রক অবস্থায় যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুতে আভ্যন্তরীণ কলহের সময়ে ঔরঙ্গজেব রাজপুতগণকে সংহত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই, বরং মৃত ব্যক্তির কর্মচারী ও সিংহাসনের

১ আর. এ. এস. পারশ_ন্ ক্যাটালগ_ ১৭৩, ফো. ৮এ-১১এ। ১৬৭৬ খ্রীঃ অব্দে আসাদ খান ওয়াজির নিযুক্ত হওয়ার পর এই পত্র লিখিত হইয়াছিল, কারণ ইহাতে এই উচ্চ পদে নিযুক্তির উল্লেখ রহিয়াছে।

২ মাসুচি, ৩য়, পৃ. ২৮৮।

দাবীদার রাজা ইন্দর সিংহের কলহকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করিয়া তিনি মাড়োয়ার রাজ্যটিকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১]

মহারাজা যশোবন্ত সিংহ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিলে ঔরঙ্গজেব উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি স্থগিত রাখিয়া ঘোষণা করিলেন যে, দুইটি পরগনা ভিন্ন যোধপুর সমেত সমগ্র মাড়োয়ার খালিসার অধীনস্থ হইবে এবং এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনি রাজকর্মচারীদের প্রেরণ করিলেন। এই ব্যবস্থা রাঠোর সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করিল। তাহারা ঘোষণা করিল যে তাহাদের আবাসভূমি এবং মৃত রাজার প্রতি শোক নিবেদনের কেন্দ্র যোধপুর গৃহীত হইলে তাহা রাঠোরগণের অসম্মানের কারণ হইবে: "রাজবংশের শাসন-কালে কোন বুমি বা জমিদারকে নির্দিষ্ট অভিযোগের কারণেও তাহার বাসস্থান (ওয়াতন) হইতে বিতাড়িত করা হয় নাই। বিশ্বস্ত ও অনুগত রাঠোরগণ শুধুমাত্র প্রার্থনা করিতেছে যে তাহারা যেন নির্বাসিত না হয়।" অরক্ষিত যোধপুর[২] শহর ভিন্ন সমগ্র মাড়োয়ার ত্যাগ করিতেও তাহারা সম্মত ছিল, কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাঁহার পূর্ব আদেশ প্রত্যাহার না করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, যশোবন্ত সিংহের সকল কর্মচারী মৃত রাজা কর্তৃক প্রদত্ত জাগীরের সমতুল্য পাট্টা এবং এই সকল জাগীরের[৩] পরিবর্তে সমতুল্য মনসব লাভ করিবে। এই ব্যবস্থা উৎকোচেরই নামান্তর বলা যাইতে পারে, আর যোধপুর রাজ্যের উৎসাদনের পক্ষে ইহাই ছিল যথেষ্ট। যাহা হউক, এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে যোধপুরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্রাটের কর্তৃত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে পারিত, কিন্তু মৃত রাজার কর্মচারীরা ইহাতে সম্মত হয় নাই।[৪]

ইতিমধ্যে সংবাদ পৌছাইল যে যশোবন্ত সিংহের দুই অন্তঃস্বত্বা রানী দুইটি সন্তান প্রসব করিয়াছেন, ইহাদেরই একজন অজিত সিংহ। যেহেতু ইহার

১ বিশদ বিবরণের জন্য আমার রচনা দ্রষ্টব্য—"দ্য কজিজ অভ্ দ্য রাঠোর রিবেলিয়ন অভ্ ১৬৭৯-৮০," প্রোসিডিংস অভ্ ইণ্ডিয়ান্ হিষ্টরি কংগ্রেস, দিল্লী অধিবেশন, ১৯৬১, পৃ. ১৩৫-৪১।

২ ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ৮০-৮৩।

৩ ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ১১৪।

৪ গভর্ণরের প্ররোচনা সত্ত্বেও তাহারা ঘোষণা করিয়াছিল যে, রাজ-সৈন্যের প্রতি বাধা দান নিষ্ফল জানিয়াও তাহারা বশ্যতা স্বীকার অপেক্ষা মৃত্যুবরণই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে (ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ১১৬)।

দ্বারাই প্রমাণিত হইল যে যশোবন্ত সিংহ অপুত্রক নহেন, সেহেতু সম্রাটের নীতিরও পরিবর্তন ঘটিল। দুই শিশুর একজনকে রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাঠোরগণ সর্বতোভাবেই চেষ্টা করিতে লাগিল। মৃত রাজার প্রধানা মহিষী রানী হাদি ঘোষণা করিলেন যে, যদি যোধপুর যশোবন্তের সন্তানকে দেওয়া হয় তবে রাজপুতগণ যোধপুরের সকল মন্দির ধ্বংস করিয়া সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করিতেও প্রস্তুত।[১] প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দর সিংহ অপেক্ষাও তাহারা লোভনীয় উপহার (পেশকাশ) প্রদান করিতে সম্মত হইল।[২] এমন কি, তাহাদের যুক্তির সমর্থনে 'শরিয়ৎ'-এরও উল্লেখ করিল।[৩] তবুও সম্রাট মৃত রাজার পুত্রদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া জনদরদহীন ইন্দর সিংহের পক্ষই সমর্থন করিলেন।[৪]

রাঠোর ও সিসোদিয়াগণের বিদ্রোহকে "রাজপুত বিদ্রোহ" বলিয়া স্বীকার করা যায় না, যদি ইহার দ্বারা বুঝান হয় যে অধিকাংশ রাজপুতই ইহার সামিল হইয়াছিল। কারণ, কাচওয়াহা, হারা, ভাতী, বিকানীরের রাঠোরগণ প্রত্যেকেই ছিল মুঘলদের পক্ষে, আর ওয়াকা-ই আজমীর হইতে জানা যায় বহু রাজপুত সৈন্য ছিল রাঠোরদের বিপক্ষে।

তবুও, রাজপুতগণের অধিকাংশকেই ঔরঙ্গজেবের নীতির দ্বারা বিছিন্ন করা সম্ভব হয় নাই এবং মুঘল অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেও তাহারা সমর্থক লাভ করিয়াছিল। যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহীগণকে নেতৃত্বদানের ঘটনা হইতেই বুঝা যায় তিনি মুসলমান অভিজাতদের নিকট হইতেও সমর্থন আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান সমর্থক তাহাউর খানের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। ঔরঙ্গজেবের তদানীন্তন বিশিষ্ট অমাত্য বাহাদুর খান কোকালতাশও অজিত সিংহকে স্বীকার করিবার জন্য ঔরঙ্গজেবকে উপদেশ দিয়াছিলেন।[৫] যুবরাজ আকবর দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলে সন্দেহ করা হইয়াছিল যে দাক্ষিণাত্যের

১ ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ১৬৭, ২৪৪-৪৬।

২ উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৪৪।

৩ উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৪৫-৪৬।

৪ উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৪১, ২৭০, ২৭৭-৭৮।

৫ ফুতুহাত-ই আলমগীরী, ফো. ৭৫এ-বি ; মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১৬৮। বাহাদুর খান কোকালতাশ মাড়োয়ার প্রদেশে প্রেরিত সৈন্য বাহিনীর পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হইলেও রাণার রাজ্যে তিনি কর্তৃত্ব করেন নাই (মাসুরী, ফো. ৩১এ)।

তৎকালীন শাসনকর্তা বাহাদুর খান কোকালতাশ যুবরাজকে শম্ভুজীর দরবারে পলায়নে সহায়তা করিয়াছিলেন।[১]

যাহা হউক, মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, রাঠোরদের প্রতি অবশিষ্ট রাজপুতগণের ঔদাস্য এবং আকবরের চূড়ান্ত ব্যর্থতা প্রমাণ করিয়াছিল যে, ঔরঙ্গজেব তাঁহার ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে সংহত করিয়াছিলেন, আর তাঁহার ধর্ম ও রাজপুত নীতি পরিশেষে সাম্রাজ্যর প্রতি ক্ষতিকারক হইলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে ফলবতী হইয়াছিল। রাজপুতগণ দমিত ও গর্বিত সিসোদিয়াগণ সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিল এবং মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর বাহ্যতঃ সম্রাটের সহিত ঐকমত্য হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য সমস্যা ও অভিজাত শ্রেণী (১৬৫৮-৮৯)

১৫৯০ খ্রীঃ অব্দ হইতেই মুঘল সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির সহিত বিরোধিতায় লিপ্ত হইয়াছিল। ১৬৩৬ খ্রীঃ অব্দের পরবর্তী ২০ বৎসর ছাড়া সমস্ত সন্ধিগুলিই প্রায় গুলিবদ্ধ পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছিল; কিন্তু সুযোগ উপস্থিত হইলেই উভয় পক্ষ ইহা লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিত। এই দিক হইতে দাক্ষিণাত্য উত্তর ভারতের বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। কেননা, মুঘলগণ উত্তর ভারত জয় করিয়াই সেখানে দৃঢ় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করিতে সমর্থ হয়াছিল। ইহার পশ্চাতে অবশ্য ভৌগোলিক কারণও কিছু পরিমাণে দায়ী ছিল। দাক্ষিণাত্যের পবতগুলি ছিল পরিবহণের ক্ষেত্রে বিরাট বাধা অথচ দুর্গ নির্মাণের ক্ষেত্রে সহায়ক। দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের অগ্রগতির ইহাও প্রতিবন্ধক, বলা যাইতে পারে।

ইহা ভিন্ন, 'অপরাপর কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হইল দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পর্কে অভিজাত শ্রেণীর অদ্ভুত ধারণা। মুঘলদের বিজাপুর বিজয়ের ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বার্ণিয়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাপতিগণ "প্রতিটি কার্য শিথিলভাবে পরিচালনা করে, আর যুদ্ধ বিলম্বিত করার যে কোন সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করে; কারণ ইহা তাহাদের পারিশ্রমিক ও মহত্বের উৎস। ইহা প্রচলিত বাক্যে পরিণত

১ খাফি খান, ২য়, পৃ. ২৭৬-৭৭; দিলকুশা, ফো. ৭৮বি।

হইয়াছে যে দাক্ষিণাত্য হিন্দুস্থানের সৈন্যদের রুটি ও অবলম্বন"[১] ফ্রেয়ারও মন্তব্য করিয়াছেন, "দাক্ষিণাত্য সৈন্যবাহিনীর রুটি।"[২]

বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী হইতেও এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগে আবদুর রহিম খান-ই খানান মান সিংহ কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছিলেন ; খান-ই খানান এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশে মান সিংহের সফলতার ফল হইয়াছিল এই যে সেখানে তিনি কর্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। যদি তিনি (খান-ই খানান) সফলকাম হইতেন, তবে তাঁহাকেও যাইতে হইত।[৩] অনুরূপভাবে ঔরঙ্গজেবের আমলেও নামদার খান শায়েস্তা খানকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিলে সুচতুর শায়েস্তা খান উত্তর করিয়াছিলেন যে, দাক্ষিণাত্য অভিযান এত অল্প সময়ে সমাপ্ত হইলে কান্দাহার আক্রমণের আদেশ হইবে আর তাহাও ফলপ্রসূ হইলে সৈন্য বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে।[৪]

তবুও, মুঘল কর্মচারীদের দীর্ঘসূত্রী মনোভাব দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করে নাই। এই অঞ্চলের অধিকৃত স্থান হইতে যুদ্ধের উৎস সন্ধান ছিল সর্বদাই একটি সমস্যা। দাক্ষিণাত্যে দ্বিতীয় বার রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত থাকাকালে স্বয়ং ঔরঙ্গজেব বহু চিঠিপত্রে বারবার উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, দীর্ঘকালীন যুদ্ধের ফলে দাক্ষিণাত্যের উৎস হ্রাস পাইতেছিল। ফলে, দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত অমাত্যগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় সৈন্য পালনে অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছিল আর স্বাভাবিক ভাবেই সামরিক দিক হইতে তাহারা দক্ষিণী প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশী যোগ্য হইতে পারে নাই।[৫]

এই পরিস্থিতিতে মুঘল সেনাপতি ও দক্ষিণীদের মধ্যে বিরোধই ছিল স্বাভাবিক। জাহাঙ্গীরের আমলে খান-ই খানান ও পরবর্তী কালে খান-ই জাহান লোদী কিছু ভূমির বিনিময়ে আহ্মদনগর হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে যুবরাজ

১ বার্ণিয়ে, পৃ. ১২৬-১৭।

২ ফ্রেয়ার, ২য়, পৃ. ৫১ ; আরও দ্রষ্টব্য মানুচি, ৩য়, পৃ. ২৭১।

৩ নিলকুশা, ফো. ১২৩এ।

৪ উক্ত গ্রন্থ, ফো. ১২৩এ ; ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬৬৫-৬৭, পৃ. ১৫২।

৫ আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ২৫বি, ২৭এ-বি।

শাহ্ আলম হইতে পরবর্তী কালের কিছু সংখ্যক রাজকর্মচারীও দাক্ষিণাত্যের প্রতি অগ্রসর নীতির বিরোধী ছিলেন এরূপ সন্দেহ করা হইয়াছিল। ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে ঔরঙ্গজেব মারাঠাগণকে দমনের ক্ষেত্রে নিন্দনীয় অবহেলার জন্য শাহ্ আলমকে ভৎর্সনা করিয়া তাঁহার পরিবর্তে জয় সিংহকে দাক্ষিণাত্যের রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে যুবরাজ শাহ্ আলম ও যশোবন্ত সিংহের অনুরোধে শিবাজীকে মার্জনা করিয়া তাঁহার পুত্র শম্ভূজীকে ৫,০০০/৫,০০০ পদ দান করা হয় এবং শিবাজীকে তাঁহার সঙ্গতি অনুসারে বিজাপুরের স্থানসমূহ দখলের অনুমতি দেওয়া হয়, অন্যথায়, তাঁহার ক্ষমতা নিজ রাজ্যেই সীমিত রাখিয়া দাক্ষিণাত্যের সুবেদারের নির্দেশ অনুসারে কার্য করিবার আজ্ঞা দেওয়া হয়।[১] আবার ১৬৬৮ খ্রীঃ অব্দে শাহ্ আলম দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিযুক্ত থাকাকালে একদিকে দিলীর খান এবং অপরদিকে শাহ্ আলম ও যশোবন্ত সিংহের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কারণ যুবরাজ ও যশোবন্ত সিংহ মারাঠাগণকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।[২] ১০৯৫ হিজরী সনে (১৬৮২-৮৩ খ্রীঃ অব্দে) শাহ্ আলম, সৈয়দ আবদুল্লাহ্ খান, মোমিন খান নজম সানি এবং সাদিক খান বিজাপুরের রাজার সহিত গোপন সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ এরূপ অভিযোগ করা হইয়াছিল। যুবরাজ সম্রাট কর্তৃক চূড়ান্ত ভাবে তিরস্কৃত ও সৈয়দ আবদুল্লাহ্ বন্দী হন, অন্যান্য ব্যক্তিগণকে পদচ্যুত করা হয়।[৩] পরবর্তীকালে গোলকুণ্ডার শাসক আবুল হাসানের প্রতি কোমল মনোভাব গ্রহণের অভিযোগে সম্রাট শাহ্ আলম ও বাহাদুর খান কোকালতাশকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। শাহ্ আলম গোলকুণ্ডায় সেনাধ্যক্ষ ইব্রাহিম খানকে জানাইয়াছিলেন যে, আবুল হাসানের প্রতি দয়া প্রদর্শন করায় তিনি সম্রাট কর্তৃক তীব্র ভাবে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।[৪] ১৬৮৫ খ্রীঃ অব্দে কুতব শাহ্-র সহিত গোপন

১ দিলকুশা ফো. ৩৫এ-৩৫বি।

২ দিলকুশা, ফো. ৩৪বি-৩৫এ ; শাহ্ আলম দিলীর খানের বিজাপুরের প্রতি অগ্রসর নীতির বিপক্ষে ছিলেন (ফুতুহাৎ-ই আলমগীরী, ফো. ৩১এ)।

৩ মাসুরী, ১৬৮বি-১৬৯এ ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩২০-২১ ; ফুতুহাৎ-ই আলমগীরী, ফো. ১০০বি ; মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ২১৩-১৪।

৪ মাসুরী, ফো. ১৬৫এ-বি ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩০০ ৫০১।

সন্ধিতে আবদ্ধ এবং শম্ভজীর প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হওয়ার অভিযোগে তিনি (শাহ্ আলম) বন্দী হইয়াছিলেন।[১]

বাহাদুর খান ওরফে খান-ই জাহান বাহাদুর জাফর জঙ্গ কোকালতাশ একসময়ে ঔরঙ্গজেবের বিশিষ্ট অমাত্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিলেও দাক্ষিণাত্যের শক্তিগুলির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বলিয়া কয়েকবার অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজ প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হন। দিলীর খান এবং বিজাপুর রাজ্যের আফঘান অমাত্যবর্গের নেতা আবদুল করিম তাঁহাকে শিবাজীর সহিত জড়িত করিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন।[২] ১৬৮১ খ্রীঃ অব্দে শম্ভজী বুরহানপুরের নিকটবর্তী এলাকার শহরগুলি লুণ্ঠন করিলে এরূপ ধারণা প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, বাহাদুর খান শম্ভজীর নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মারাঠা শাসক লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া পলায়ন করিবার সময়ে তিনি বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।[৩] স্বয়ং ঔরঙ্গজেবও বাহাদুর খানকে আদিল শাহের বেতনভোগী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন।[৪] হায়দ্রাবাদের কিছু দুর্গ ও জেলা দখলের ক্ষেত্রে তিনি অবহেলা করিলে এই কার্য ত্বরান্বিত করার জন্য সম্রাটকে 'সাজওয়াল' ও দণ্ডধর প্রেরণ করিতে হইয়াছিল।[৫] পরবর্তীকালে বাহাদুর খান সম্রাটের দাক্ষিণাত্য নীতির সম্পূর্ণ বিপক্ষে ও গুপ্ত ভাবে মারাঠাদের সপক্ষে ছিলেন বলিয়া একটি ধারণাও

১ মামুরী, ফো. ১৭১এ-বি ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩৩০-৩৪, দিলকুশা, ৯৩বি-৯৪এ ; ফুতুহাৎ-ই আলমগীরী, ফো. ১১৩এ-১১৫বি ; মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ২৯৪-৯৫ ; মানুচি, ২য়, পৃ. ৩০২-৪।

২ দিলকুশা, ৬৯বি। শিবাজী বাহাদুর খান কোকালতাশের নিকট মুঘল ও মারাঠাদের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব করিলে বাহাদুর খান তাঁহার ভৃত্য গঙ্গারাম গুজরাটীকে এই উদ্দেশ্যে শিবাজীর নিকট প্রেরণ করেন ; কিন্তু শিবাজী বিদ্রূপ করিয়া গঙ্গারামের নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন মুঘলগণ তাহাদের সহিত এই সন্ধি স্থাপনের জন্য তাঁহার উপর কিরূপ চাপ সৃষ্টি করিয়াছিল (দিলকুশা, ফো. ৬৩এ-বি) ; দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬৭০-৭৭, ১ম খণ্ড (নূতন সং) পৃ. ১২৪।

৩ মামুরী ফো. ১৫৩বি ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ২৭৪-২৭৫।

৪ রুকাৎ-ই আলমগীরী, পৃ. ১২৭।

৫ মামুরী, ফো: ১৬৩এ।

প্রসার লাভ করিয়াছিল।[১] ১৬৮৮ খ্রীঃ অব্দে আকবরাবাদের নিকট জাটগণ বিদ্রোহ করিলে বাহ্যতঃ বিদ্রোহ দমনের জন্য কিন্তু কার্যতঃ দাক্ষিণাত্য হইতে অপসারণের জন্যই বাহাদুর খানকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।[২] যশোবন্ত সিংহ দুইবার দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত হইলেও অন্তরে তিনি বিস্তার নীতির বিপক্ষে ছিলেন বলিয়াই মনে করা হইত। ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে শায়েস্তা খানের উপর আক্রমণের ব্যাপারে শিবাজীর সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল।[৩] আর আমরা দেখিয়াছি দাক্ষিণাত্যে দ্বিতীয়বার নিযুক্তির সময়েও দিল্লীর খান তাঁহাকে মারাঠাদের প্রতি দয়ালু বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন।

মহাবৎ খানও এই সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। খাফি খানের বর্ণনা হইতে সরকারী প্রচেষ্টার প্রতি তাঁহার এই বিমুখতার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাট একবার জাফর খান ও মহাবৎ খানের নিকট শিবাজীকে ধ্বংস করিবার প্রস্তাব করিলে মহাবৎ খান প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, কাজীর বিচারই (ফতোয়া) যে ক্ষেত্রে যথেষ্ট সেক্ষেত্রে শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ অপ্রয়োজনীয়।[৪] ১৬৭১ খ্রীঃ অব্দে মহাবৎ খান শিবাজীর সহিত গোপন সূত্রে জড়িত বলিয়া মারাঠাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন নাই এরূপ অভিযোগ করা হইলে বাহাদুর খান কোকালতাশ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।[৫] দাক্ষিণাত্যের বিশেষ রাজ্যের সহিত অভিজাতবর্গের বিভিন্ন শাখার স্বার্থ জড়িত

১ মামুরী ফো. ১৬৭বি-১৬৮এ; দিলকুশা, ফো. ১১৮বি-১৯এ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩১৩-১৪। বাহাদুর খান কোকালতাশ মারাঠাগণের বিষয়টি ঔরঙ্গজেবের নিকট উপস্থাপিত করেন (দিলকুশা, ফো. ৯৯বি-১০০এ)।

২ মামুরী, ফো. ১৭৩বি; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩১৬।

৩ দিলকুশা, ফো. ২৪এ-বি; মামুরী, ফো. ১৩১এ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ১৭৫; ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের বিষয়ে যশোবন্ত সিংহের আচরণে অসন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁহার স্থলে জয় সিংহকে নিযুক্ত করেন। যশোবন্ত বিজাপুর হইতে ৯,০০০ প্যাগোডা গ্রহণ করেন; উক্ত রাজ্যের সহিত তিনি গুপ্তভাবে জড়িত ছিলেন (মিরাৎ-অল্ আলম, ফো. ১৯০বি-৯১এ)।

৪ খাফি খান, ২য়, পৃ. ২১৬-১৭।

৫ দিলকুশা, ফো. ৫১বি।

ছিল ; ফলে, স্বাভাবিক কারণেই কিছু রাজপুত মনসবদার মারাঠাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।[১]

দায়ুদ খান কুরেশী প্রকাশ্যভাবেই জয় সিংহ কর্তৃক আদিল শাহের উপর আক্রমণের বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং মুসলমান বাহিনীকে এই বলিয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে ইহা কোরাণ বিরোধী।[২] বিজাপুরের দরবারে বিপুল সংখ্যক আফঘান থাকায় দাক্ষিণাত্যের আফঘান মনসবদারগণ সম্ভবতঃ শান্ত মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিল। ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে বাহাদুর খান কোকালতাশ বিজাপুর আক্রমণের জন্য তৎপর হইলে সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর আফঘান কর্মচারীরা বিজাপুরের আফঘান নেতা আবদুল করিমকে বাহাদুর খানের সহিত সন্ধি স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিল ; কারণ বাহাদুর খানের নেতৃত্বে সমগ্র মুঘল বাহিনী বিজাপুর আক্রমণ করিলে বিজাপুরীদের পক্ষে এই আক্রমণ প্রতিহত করা দুঃসাধ্য হইত। এই সকল ঘটনার দ্বারা সম্রাট প্রভাবিত হইয়াছিলেন, আর দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে আফঘানদের মনোভাবের জন্য রুষ্ট হইয়া তিনি ১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দে আসাদ খানকে দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করেন।[৩]

অভিজাত শ্রেণীর শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পারসিক অমাত্যবর্গও গোলকুণ্ডার কুতব শাহের সহিত ধর্মসূত্রে জড়িত বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছিল। এবং মুঘল দরবারের ইরানী অভিজাতগণ গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে আপ্রাণশক্তিতে অবরোধ না চালাইবার অভিযোগেও অভিযুক্ত হইয়াছিল।[৪] কিন্তু এজন্য শুধু যে ইরানীগণকেই সন্দেহ করা হইত তাহা নয়। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ঔরঙ্গজেব তাঁহার প্রধান কাজী শেখ-উল্ ইসলামের মতামত জানিতে চাহিলে কাজী এই যুদ্ধকে জিহাদ আখ্যাদানে অসম্মত হন, ফলে তাঁহাকে হজ যাত্রা করিতে আদেশ দেওয়া হয়।[৫] তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কাজী আবদুল্লাহ্

১ খাফি খান, ২য়, পৃ. ২২৯।

২ হক্‌ত্‌ অঞ্জুমান, ফো. ১৯০বি (সরকার কর্তৃক উল্লিখিত, ৪র্থ, পৃ. ১৪৯)।

৩ দিলকুশা, ফো. ৬৭বি-৬৮এ। বিজাপুর আফঘানগণ শাসকশ্রেণীভুক্ত হওয়ায় দিলীর খান বিজাপুরের সহিত শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন (দিলকুশা, ফো. ৬৮বি)।

৪ মামুরী, ফো. ১৭০বি ; বার্ণিয়ে, পৃ. ২১১। নিয়ামৎ খান আলি গোলকুণ্ডা অবরোধের জন্য বিদ্রূপাত্মক বর্ণনার দ্বারা তাঁহার সমর্থনের দিক নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

৫ মামুরী, ফো. ১৬২এ।

একবার মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, গোলকুণ্ডার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলে মুসলমানদের অকারণ রক্তপাত ঘটিত না ; এই মন্তব্যে বিরক্ত হইয়া সম্রাট কাজী আবদুল্লাহ্‌কে দরবারে আসিতে নিষেধ করেন এবং তাঁহাকে নিজ কর্তব্যেই ব্যাপৃত থাকিতে আদেশ দেন।[১]

কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর সকলেই যে দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির বিপক্ষে ছিল তাহা নয়। ইহার একজন উগ্র সমর্থক ছিলেন মীর্জা রাজা জয় সিংহ এবং শায়েস্তা খানের ব্যর্থতার পর দাক্ষিণাত্যের পরিস্থিতির উন্নতির জন্যই তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। জয়সিংহ প্রথমে শিবাজীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পুরন্ধরের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মারাঠাগণকে অধীনস্থ করিয়া তাহাদের সাহায্যেই বিজাপুর গ্রাস করা। কিন্তু ঔরঙ্গজেব সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যে বিপুল শক্তি নিয়োগ করিতে চাহেন নাই ; এমন কি, আদিল শাহীগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দক্ষিণীগণের নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য জয় সিংহের অনুরোধ পর্যন্ত রক্ষা করেন নাই।[২]

সুতরাং দেখা যাইতেছে জয় সিংহের নীতি অনেকেই পছন্দ করিত না। জাহাঙ্গীরের সময় হইতেই মারাঠাগণকে মনসব দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শিবাজীর নিকট হইতে সহযোগিতা প্রত্যাশা ছিল ভিন্ন বস্তু, কারণ তিনি নিজেই স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে জয় সিংহের পূর্বসূরী শায়েস্তা খান মারাঠাদের প্রতি এত বিরূপ ছিলেন যে তিনি তাহাদিগকে কখনও অশ্বারোহী বা পদাতিক সৈন্যরূপেও নিযুক্ত করেন নাই।[৩] কিন্তু উপযুক্ত মনসবের জন্য শিবাজী আগ্রায় উপস্থিত হইলে ইহার প্রথম পরীক্ষা হইল।

১ উক্তগ্রন্থ, কো. ১৭৩এ ; আবুল হাসান প্রস্তাবিত শান্তির শর্তগুলি ঔরঙ্গজেব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় (মাসুরী, কো. ১৭৪ ; মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ২৮৭-৮৮)।

২ জয় সিংহের সুনির্দিষ্ট নীতির জন্য দ্রষ্টব্য সরকার, ৪র্থ, পৃ. ১২০-২১। ইহা অনেকাংশে হক্‌ত্‌ অনুমানের অনুরূপ। আরও দ্রষ্টব্য আলমগীর নামা, পৃ. ৯১৩ ; দিলকুশা, কো. ২৮বি ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ১৮৪। ঔরঙ্গজেব কর্তৃক জয় সিংহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য দ্রষ্টব্য দিলকুশা, কো. ৩১বি। রাজত্বের ৮ম বৎসরে ২৯ জিকাদায় সম্রাট জয় সিংহকে বলিয়াছিলেন দক্ষিণীগণকে কথা ও কার্যের জন্য বিশ্বাস করা চলে না। (জয়পুর ডকিউমেন্টস্‌, নং ৯৮, পৃ. ১৮৪), নিগার নামা-ই মুনশী, পৃ. ১২১।

৩ মাসুরী, কো. ১৩০এ।

যশোবন্ত সিংহ (যিনি শিবাজীকে "সামান্য বুমিয়া" হিসাবে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন), জাফর খান, রাদ আন্দাজ খান প্রমুখের নেতৃত্বে অভিজাতবর্গের এক বিরাট অংশ শিবাজীর প্রতি সামান্য অনুগ্রহেরও বিরোধিতা করেন, অপরদিকে, জয় সিংহের নীতি আমিন খান, সৈয়দ মুরতাজা খান ও আকিল খান কর্তৃক সমর্থিত হয়।[১] কিন্তু সম্রাট এক্ষেত্রে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, আর ইহারই ফল হইয়াছিল অদম্য ও অপরাজিত শিবাজীর উত্থান।

প্রকৃত পক্ষে, জয় সিংহ বা তাঁহার বিরোধীগণের নীতি কার্যকরী হয় নাই। পরিস্থিতি বা নীতির প্রভাবেই ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের তিন শক্তির—মারাঠা, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা—বিরুদ্ধে নিষ্ফল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল সামরিক শক্তির যাহা মুঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিয়াছিল। ফলে যুদ্ধে মুঘল সাম্রাজ্য বা দাক্ষিণাত্য কোন পক্ষই তাহা লাভ করিতে পারে নাই।

দাক্ষিণাত্য সমস্যা ও অভিজাত শ্রেণী (১৬৮৯-১৭০৭)

১৬৮২ হইতে ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত ২৫ বৎসরেরও বেশী সময় ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময়ের প্রথম পর্বে দাক্ষিণাত্যের তিনটি রাজনৈতিক কেন্দ্রকে তিনি দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। ১৬৮৬ খ্রীঃ অব্দে বিজাপুর ও ১৬৮৭ খ্রীঃ অব্দে গোলকুণ্ডার পতন ঘটে আর ১৬৮৯ খ্রীঃ অব্দে শম্ভজী ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তবুও পরিষ্কার বুঝা গিয়াছিল যে মারাঠাগণ রাজনৈতিক আশ্রয়ের অভাব সত্ত্বেও যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম। কারণ রাজারামের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মুঘল সৈন্য কর্ণাটকে প্রবেশ করিলে মারাঠা নেতৃবর্গ দাক্ষিণাত্যের অসংখ্য পার্বত্য দুর্গ হইতে আক্রমণ চালাইয়াছিল। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য হইতে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক বিরোধিতার মূলোচ্ছেদ করিতে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা কখনও শিথিল হয় নাই। সমগ্র মুঘল শক্তিকে এই কার্যে নিয়োজিত করিয়া মারাঠাগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তিনি 'জিহাদ' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন (১৬৯৯)। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, এই ঘোষণা এবং দাক্ষিণাত্যে তাঁহার উপস্থিতি তাঁহার

১ সরকার, হাউস অভ্ শিবাজী, পৃ. ১৫৮-৬০।

কর্মচারীদের প্রকাশ্য বিরোধিতার অবসান ঘটাইবে।[১] কিন্তু একদিকে দাক্ষিণাত্যে সমগ্র মুঘল সামরিক শক্তির নিয়োগ এবং অপরদিকে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের অনিশ্চিত ফলাফল এমন এক জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল যে অমাত্যগণের পক্ষে উদাসীন থাকা সম্ভব হয় নাই। এবিষয়ে সন্দেহ নাই যে বিভিন্ন অমাত্যের নিকট ইহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। মুঘল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দক্ষিণীগণের নিয়োগ খানাজাদ্‌গণের নিকট ছিল অভিশাপ স্বরূপ, সুতরাং তাহারা পূর্ব প্রাধান্যজনিত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশা পোষণ করিতেছিল।[২] যাহারা দাক্ষিণাত্যে প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধের সহিত জড়িত ছিল তাহাদের নিকট কপটাচারী মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ব্যর্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছিল; ফলে তাহারা চাহিল হয় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি যাহাতে তাহারা শান্তিতে জীবন-যাপন করিতে পারে, নতুবা নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের উপর যুদ্ধ পরিচালনার ভার দিয়া বিশিষ্ট কর্মচারীদের সহিত সম্রাটের উত্তর ভারতে গমন। দলপৎ রাও বুন্দেলার বিশিষ্ট কর্মচারী ঐতিহাসিক ভীমসেন ছিলেন মীমাংসার পক্ষপাতী। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধজনিত ভয়াবহ পরিস্থিতি, মারাঠাদের দস্যুবৃত্তি এবং মুঘল সামরিক শক্তির বিনাশ তাঁহাকে তীব্রভাবে বিচলিত করিয়াছিল।[৩] সম্রাটের রণনীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সমগ্র দেশ দুর্দশাগ্রস্ত এবং জনসাধারণ শত্রু কর্তৃক সর্বস্বান্ত হওয়া সত্ত্বেও সম্রাট ছিলেন শুধুমাত্র মারাঠা দুর্গ (কালা-গিরি) দখলেই উদগ্রীব।[৪] এমনকি, সম্রাটের সম্মানের প্রশ্ন যতদিন জড়িত থাকিবে ততদিন মারাঠাদের সহিত শান্তি স্থাপন অসম্ভব ইহা বুঝিয়া সম্রাটের ওয়াজির আসাদ খানও যখন বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু সম্রাটের অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে সেহেতু তাঁহার উচিত দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করা, তখন তিনি প্রতিদানে তীব্র ভৎর্সনাই লাভ করিয়াছিলেন।[৫]

কিছু সংখ্যক অমাত্য ব্যক্তিগতভাবেও দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া উত্তর

১ মামুরী, কো. ১৯৬এ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৪৭৮-৮০।

২ প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩ দিলকুশা, কো. ১৩৮বি-১৪০এ। দাক্ষিণাত্যে মুঘল সৈন্যবাহিনীর শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য দ্রষ্টব্য ওয়াকা-ই নিয়ামৎ খান আলি, পৃ. ১৫, ১১৭।

৪ উল্লিখিত গ্রন্থ, কো. ১৪৩এ।

৫ এনায়েৎ উল্লাহ্ খান, আহ্‌কম-ই আলমগীরী, কো. ২০বি-২৩এ।

ভারত গমনের পক্ষপাতী ছিল। বহরমন্দ খান এক বৎসরের জন্য দিল্লী গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সম্রাটকে একলক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।[১] তবুও অভিজাত শ্রেণীর এক বিরাট অংশ সম্রাটের আগ্রহশূন্য আদেশ পালন বা মারাঠা-গণের সহিত সদ্ভাব স্থাপনের মাধ্যমেই নিরাপদ থাকিতে চাহিয়াছিল। ঔরঙ্গজেব, এরূপ বলা হয়, ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে দাক্ষিণাত্যে না থাকিলে তাঁহার অমাত্যবর্গ আদেশ পালন করিবে না।[২] আখবরাৎ-এ ঔরঙ্গজেবের এই অভিযোগ উল্লিখিত আছে যে তাঁহার আদেশ অনুযায়ী কার্যের জন্য অমাত্যগণের প্রতি স্মারকের প্রয়োজন হইত।[৩] ভীমসেন বলিয়াছেন মুঘল কর্মচারীরা মারাঠাগণকে প্রতিহত করার চেয়ে তাহাদের সহিত গোপনে সদ্ভাব স্থাপনই বেশী লাভজনক বলিয়া বিবেচনা করিত।[৪] এই উক্তি সমর্থন করিয়া মানুচিও দায়ুদ খান পান্নীর সহিত মারাঠাদের সমঝোতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[৫] প্রকৃতপক্ষে, দক্ষিণী অমাত্যবর্গ আনুগত্যের দিক হইতে মোটেই বিশ্বাসভাজন ছিল না। যে সকল হায়দ্রাবাদী অভিজাত অল্পদিন পূর্বে মুঘলদের অধীনে কার্য গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা ১৬৮৯ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল।[৬] ১৬৯১ খ্রীঃ অব্দে জুলফিকার খান জিঞ্জি অবরোধ করিলে তাঁহার অনুগামী দক্ষিণী অভিজাতগণ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া রাজারামের পক্ষ অবলম্বন করে।[৭] ১৭০০ খ্রীঃ অব্দেও ভীমসেন লিখিয়াছেন যে দেশের (দাক্ষিণাত্যের) এক বিরাট সংখ্যক মনসবদার মারাঠাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল।[৮]

১ মাআসীর-উল্ ওমরা, ১ম, পৃ. ৪৫৭।

২ মানুচি, ৪র্থ, পৃ. ১১৫।

৩ আখবরাৎ, ২৮ শাবণ, ৪৩বৎ.। দাক্ষিণাত্যে মুঘল অভিজাত শ্রেণীর আলস্য, দীর্ঘসূত্রী নীতি ও ভীরুতার জন্য দ্রষ্টব্য ওয়াকা-ই নিয়ামৎ খান আলি, পৃ. ১৪২।

৪ দিলকুশা, ফো. ১৪০এ-বি।

৫ মানুচি, ৪র্থ, পৃ. ১৮; ২২৮-২৯।

৬ সরকার, ৫ম, পৃ. ৬৮।

৭ দিলকুশা, ফো. ৯৯বি।

৮ উল্লিখিত গ্রন্থ, ফো. ১৪০এ। দলত্যাগী রহিম দাদ খানের চিত্তাকর্ষক ঘটনা অধ্যাপক এস. আর. ফারুকে কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে; প্রোসিডিংস্ অভ্ ইণ্ডিয়ান্ হিস্টরি কংগ্রেস, আলিগড় অধিবেশন, ১৯৬০, পৃ. ২৫৯-৬০।

এরূপ পরিস্থিতিতে দরবারের মধ্যে সন্দেহ ও ষড়যন্ত্র, আর ওমরাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ স্বভাবতঃই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। স্বয়ং ঔরঙ্গজেব মহম্মদ মুরাদ খানকে বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার বীরত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন থাকিলেও কিছু সংখ্যক ওমরা ইহা তাঁহার কর্ণগোচর করিতে চাহে নাই।[১] তরবিয়ৎ খান মহম্মদ মুরাদ খানের প্রতি এবং কিছু সংখ্যক অমাত্য ফতেউল্লাহ্ খানের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল।[২] আবার, অন্যান্য ওমরার হিংসার জন্য সম্রাট শম্ভুজীর বন্দীকারী মুকরর খানেরও পদোন্নতি ঘটাইতে পারেন নাই।[৩] অনুরূপভাবে, সৈয়দ খান-ই জাহান বাহাদুর পুত্র সৈয়দ লস্কর খান এবং জুলফিকার খান নুসরৎ জঙ্গ-এর মধ্যেও সদ্ভাব ছিল না।[৪]

১৬৮৬ খ্রীঃ অব্দে ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা অবরোধ করিলে কয়েকজন অমাত্য হিংসার বশবর্তী হইয়া অভিযোগ করিয়াছিল যে, কিয়ামউদ্দিন খানের পুত্র সফশিকন খান সর্বতোভাবে অবরোধ চালান নাই; সম্রাট তৎক্ষণাৎ তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন; কিন্তু কিছুদিন পরে ইহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে তাঁহাকে পূর্ব পদ ও মনসবে পুর্ণবহাল করা হয়।[৫] ১৬৯৯ খ্রীঃ অব্দে ইরাদাৎ খান তরবিয়ৎ খানের নিকট স্থানান্তরিত হইলে তিনি সম্রাটের নিকট আবেদন করেন যে, তরবিয়ৎ খানের নিকট চাকরি ব্যতীত তিনি সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন কার্য করিতে রাজী আছেন।[৬]

দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের সময় অমাত্যগণের বিদ্বেষভাবের যথেষ্ট উদাহরণ রহিয়াছে;[৭] কিন্তু উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতেই ইহার প্রকৃতি বুঝা যায়।

১ মামুরী, ফো. ১৪৫এ-বি। মহম্মদ মুরাদ খান ও শুজাৎ খানের মধ্যেও শত্রুতা ছিল। (উক্তগ্রন্থ, ফো. ১৯৭বি-১৯৮বি)।

২ খাফি খান, ২য়, পৃ. ৪৮৮-৮৯।

৩ উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৯১-৯২; মামুরী, ফো. ১৮১ এ।

৪ মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৩৫৬।

৫ খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩৫৯; মামুরী, ফো. ১৭৫বি।

৬ আখবরাৎ, ১৪ শাওয়াল, ৪৩বৎ.।

৭ সফশিকন খান ও ফিরোজ জঙ্গ-এর মধ্যে বিরোধিতা (মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ২৯০); আলি মর্দান খান ও জুলফিকার খানের মধ্যে বিদ্বেষ (মানুচি, ৩য়, পৃ. ২৭৩); জুলফিকার খানের প্রতি বিরূপ হওয়ায় খোদাবন্দ খান ১৭০২ খ্রীঃ অব্দে মারাঠাগণের বিরোধিতা করিতে অস্বীকৃত হন (দিলকুশা, ফো. ১৩৭এ); খানাজাদ্ ও নবনিযুক্ত দক্ষিণীগণের বিরোধিতার জন্য দ্রষ্টব্য মামুরী, ফো. ১৮১এ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩৯১-৯২।

এই অবস্থায় চক্রান্ত ও দলাদলির গতি ও প্রকৃতি ভিন্নরূপ হইতে বাধ্য ছিল; কেননা, সামগ্রিকভাবে মুঘলদের সাফল্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তার ফলে অভিজাতগণ নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে মানুচি মন্তব্য করিয়াছিলেন, "মুঘল সাম্রাজ্যের অবস্থার তুলনায় কোন কিছুই আশ্চর্যজনক হইতে পারে না। রাজা, রাজপুত্র, শাসনকর্তা এবং সেনাপতি প্রত্যেকেরই নীতি স্বতন্ত্র ও নিজ সাফল্যের অনুসারী।"[১]

বিশিষ্ট অমাত্যদের দুইটি উল্লেখযোগ্য দল এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাদিগকে ইরাণী ও তুরাণী নামে চিহ্নিত করা চলে। প্রথম অধ্যায়েই দেখান হইয়াছে যে ইহাদের মধ্যে এক পুরাতন কলহ বিদ্যমান ছিল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিনগুলিতে বিশিষ্ট ইরাণী ওমরা ছিলেন আসাদ খান ও তাঁহার পুত্র জুলফিকার খান এবং বিশিষ্ট তুরাণী ওমরার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘাজীউদ্দিন খান ফিরোজ জঙ্গ ও তাঁহার পুত্র চিন্ কিলিচ্ খান।

এই দুই দলের চরিত্র ও বিশিষ্ট অমাত্যদের জীবনী ডক্টর সতীশ চন্দ্র কর্তৃক "পার্টিজ অ্যাণ্ড্ পলিটিক্স্ অ্যাট্ দ্য মুঘল কোর্ট, ১৭০৭-৪০" নামক গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে, প্রথম দলটি ছিল "মূলতঃ পরিবার সমেত ব্যক্তিগত দল এবং ইহা ছিল পারিবারিক আনুগত্য ও পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সহিত জুলফিকার খানের ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"[২] আসাদ খান ও জুলফিকার খান ছাড়া দায়ুদ খান পান্নী, দলপৎ রাও বুন্দেলা এবং রাম সিংহ হারাও ছিলেন এই দলভুক্ত। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে তাঁহাদের মিলিত মনসব ছিল ২৫,০০০ জাট ও ২৩,৫০০ সওয়ার:

আসাদ খান	৭,০০০/৭,০০০
জুলফিকার খান	৬,০০০/৬,০০০
দায়ুদ খান পান্নী	৬,০০০/৬,০০০
দলপৎ বুন্দেলা	৩,০০০/৩,০০০
রাম সিংহ হারা	৩,০০০/১,৫০০
	২৫,০০০/২৩,৫০০

১ মানুচি, ২য়, পৃ. ২৭০।
২ পার্টিজ অ্যাণ্ড্ পলিটিক্স্, পৃ. ৬।

ঘাজীউদ্দিন খান ফিরোজ জঙ্গ-এর দল ছিল "সম্প্রদায় সমেত পারিবারিক দল," কারণ ইহার বিশিষ্ট অমাত্যবর্গের সকলেই ছিল তুরাণী।[১] ইহাদের সম্মিলিত মনসব ছিল ২০,০০০ জাট ও ১৫,৬০০ সওয়ার :

ঘাজীউদ্দিন খান ফিরোজ জঙ্গ	৭,০০০/৭,০০০
চিন্ কিলিচ্ খান	৫,০০০/৫,০০০
মহম্মদ আমিন খান	৪,০০০/১,৫০০
হামিদ খান	২,৫০০/১,৫০০
রহিমউদ্দিন খান	১,৫০০/৬০০
	২০,০০০/১৫,৬০০

ঔরঙ্গজেবের আমলে উভয় দলের বৈশিষ্ট্য হইল দাক্ষিণাত্যের সহিত তাহাদের গভীর যোগাযোগ। জুলফিকার খান ও ঘাজীউদ্দিন খান উভয়েই দীর্ঘদিন যাবৎ দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, ফলে নিশ্চিতভাবেই তাঁহারা সম্রাটের বিশিষ্ট সেনাপতিরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যুবরাজ আজমকে উত্তর ভারতে সঙ্গদানের তীব্র অনিচ্ছার মধ্যেই দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের স্বার্থের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল।[২]

কিন্তু মনে হয় দাক্ষিণাত্যে দুইটি দলই ছিল ভিন্ন ভিন্ন নীতির সমর্থক। আসাদ খান ও জুলফিকার খানের ধারণা ছিল যে, আপস মীমাংসার মাধ্যমেই দাক্ষিণাত্যে মুঘল কর্তৃত্ব ও মারাঠাদের সহিত শান্তি স্থাপন সম্ভব। ১৬৯৮ খ্রীঃ অব্দে জুলফিকার খান জিঞ্জি অধিকার করিলেও রাজারাম পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বা ইহার সুযোগ পাইয়াছিলেন।[৩] মাত্র এক বৎসর পূর্বে জুলফিকাব খান রাজারামের এক শান্তি প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।[৪] ১৭০৫ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট ওয়াকিনকেরায় বিপর্যস্ত হইলে জুলফিকার খান ও অন্যান্য কর্মচারীকে আসিতে আদেশ দেওয়া হয়। জুলফিকার খানের উপস্থিতিতে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিল এবং অল্পকালের মধ্যেই দুর্গের

১ পার্টিজ অ্যাণ্ড্ পলিটিক্স্, পৃ. ৯।

২ দিলকুশা, ফো. ১৬২এ, ১৭২বি; আজম অল্ হারব, পৃ. ১৮৮-৯২ ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৫৭২।

৩ ইহা ঔরঙ্গজেবের অসন্তুষ্টির কারণ হইয়াছিল (মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৩৯১-৯২)।

৪ দিলকুশা, ফো. ১২২এ-বি।

পতন ঘটিল। তবুও সম্রাট সন্দেহ করিয়াছিলেন যে জুলফিকার খান ও রাও বুন্দেলার ষড়যন্ত্রের ফলেই মারাঠাগণ অক্ষত অবস্থায় পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।[১] পরবর্তী কালে ঔরঙ্গজেব মারাঠাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শাহুকে জুলফিকারের হস্তে অর্পণ করিয়া মারাঠা সর্দারগণের সহিত আপস করিতে চাহিয়াছিলেন।[২] শাহুকে ৭,০০০/৭,০০০ পদ ও 'রাজা' উপাধি দান করা হয়।[৩] জুলফিকার খান মারাঠা সর্দারগণকে শাহুর সহিত যোগদানের জন্য শান্তিজনক পত্রাদি লেখা সত্ত্বেও কোন ফল হয় নাই।[৪] মারাঠাগণকে শান্ত করিবার জন্য জুলফিকার খানের এই প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া ফ্রাঁসোয়া মার্টিনও মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, এই আপসের মাধ্যমেই জুলফিকার নিজ ক্ষমতা দৃঢ় করিতে চাহিয়াছিলেন।[৫] তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু দায়ুদ খান পান্নীর সহিতও মারাঠাদের গুপ্ত সমঝোতা ছিল ; এ জন্য ১৭০৫ খ্রীঃ অব্দে কর্ণাটকের গভর্নর পদে নিযুক্ত হইলেও পান্নী মারাঠাগণকে ধ্বংস করিতে চাহেন নাই।[৬]

কিন্তু জুলফিকার খান মারাঠাদের সহিত মীমাংসার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেও ঘাজীউদ্দিন খান ফিরোজ জঙ্গ তাহাদের প্রতি দৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাবই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবুও তাঁহার আনুগত্যের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছিল। ঈসর দাস বর্ণিত একটি ঘটনা হইতে জানা যায় যে, ঘাজীউদ্দিন খানও ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর স্বাধীন হইবার আশা পোষণ করিতেন এবং তাঁহার সামরিক সাফল্যের কথা বিবেচনা করিয়া দাক্ষিণাত্যে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের আশাও তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। মনে হয় ঔরঙ্গজেবও তাঁহাকে সন্দেহ করিতেন। আর এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি (ঈসর দাস) এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত চিকিৎসকের সাহায্যেই ঘাজীউদ্দিন খানের অন্ধত্ব ঘটানো হইয়াছিল বলিয়া তিনি অভিযোগ করিয়াছিলেন।[৭]

১ উক্তগ্রন্থ, ফো. ১৫৩এ।

২ দিলকুশা, ফো. ১৫৪-৫৫বি ; মাআসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৫১১ ; মানুচি, ৩য়, পৃ. ৪৯৮-৯৯।

৩ রুকইম-ই করিম, ফো. ২৩বি ; দিলকুশা, ফো. ৯৮এ।

৪ দিলকুশা, ফো. ১৫৪বি-৫৫বি।

৫ সরকার কর্তৃক উদ্ধৃত, হিস্টরি অভ্ ঔরঙ্গজেব, ৫ম, পৃ. ১০১।

৬ মানুচি, ৪র্থ, পৃ. ৯৮, ২২৮-২৯ ; মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ৪০৩।

৭ ফুতুহাৎ-ই আলমগীরী, ফো. ১৪৫এ-বি।

এই দুই দলের পারস্পরিক বিদ্বেষ, বৈরীভাব ও দলাদলি হইতেই বুঝা যায় যে মুঘল সাম্রাজ্যকে ভবিষ্যতে এক নিদারুণ রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। রাজকর্মচারীদের মধ্যে ঐক্য, আনুগত্য এবং তাহাদের উদ্দেশ্য ও কার্যের একাকিত্ব থাকিলে হয়ত সম্রাটের নীতি ফলপ্রসূ হইতে পারিত যদিও এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের দলীয় মনোবৃত্তি ঔরঙ্গজেবকে সমর্থন হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়া সম্রাট ও তাঁহার নীতির প্রতি উৎকট অবিশ্বাসেরই ইঙ্গিত দিয়াছিল। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, গাজীউদ্দিন খান পরিচালিত দলটি বাহ্যতঃ ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি সমর্থন করিলেও ইহার ব্যর্থ পরিণামেরও ইঙ্গিত পাইয়াছিল ; আর এজন্যই ইহা তাঁহার পুত্রের অধীনে দাক্ষিণাত্যে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথও প্রশস্ত করিয়াছিল।

পরিশিষ্ট

উত্তরাধিকার যুদ্ধে দারা শুকোর সমর্থকগণ, ১৬৫৮-৫৯

৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব মর্যদাসম্পন্ন মনসবদারগণ

ক্রমিক সংখ্যা	নাম ও পদবী	পদ মর্যাদা	জাতি	আকর-গ্রন্থসমূহ
১	২	৩	৪	৫
১	মহারাজা যশোবন্ত সিংহ	৬,০০০/ ৬,০০০ (৫,০০০ ×২-৩ অ)	রাজপুত	তোফা-ই শাহ্‌জাহানী, ২৯ বি ; দিলকুশা, ১৪এ ; আলমগীর নামা, ৩২, ৪১, ৪৯, ৫৬, ৫৯ , ঔরঙ্গনামা, ১৩ ; অমল-ই সালেহ্‌, ৩য়, ২৮৪, ৪৪৯ ; হাতিম খান, ১০এ ; মা. ও. ৩য়, ৫৯৯-৬০৪।
২	রুস্তম খান ফিরোজ জঙ্গ দক্ষিণী	৬,০০০/ ৬,০০০ (৫,০০০ ×২-৩অ)	সারকা-সিয়ান (তুরাণী)	মা. ও. ২য়,২৭০-৭৬ ; অমল-ই সালেহ্‌ ৩য়, ২৯৮, ৪৪৯ ; মামুরী ৯৮বি ; ঈসর দাস, ২৬এ ; ঔরঙ্গনামা, ২০, ২৫ ; আলমগীর নামা, ৯৬, ৯৯ ; দিলকুশা, ১৬এ ; তোফা-ই শাহ্‌জাহানী, ২৯ বি ; আকিল খান, ৬২।

১	২	৩	৪	৫
৩	শাহ্‌ নওয়াজ খান সাফ্‌ভী	৬,০০০/ ৬,০০০/ (৫,০০০ × ২-৩ অ)	ইরাণী	হাতিম খান, ৬৯এ, ৭২এ, মা.ও. ২য়, ৬৭০-৭৬ ; মামুরী, ১০৭এ ; ১০৮এ ; ঈসর দাস, ৪৩এ ; আলমগীর নামা, ২৯৬, ৩১৩, ৩২২ ; অমল-ই সালেহ্‌, ৩য়, ৩৩১ ; আকিল খান, ১১০, ১১১, ১১৮।
৪	কাশিম খান	৫,০০০/ ৫,০০০ (২-৩ অ)	ইরাণী	ঈসর দাস, ২০বি, ২৩এ ; হাতিম খান, ১০এ, ১৭এ, ১৮এ-বি, ২১এ, ২৯এ, ঔরঙ্গ নামা, ৭ ; তোকা-ই শাহ্‌জাহানী, ২৯ বি ; আলমগীর নামা, ৩৩, ৪১, ৬৫, ৭২, ৯৬ ; মামুরী, ৯৭এ-বি ; অমল-ই সালেহ্‌, ৩য়, ২৮৫-৮৭, ৪৫০ ; মা. ও. ৩য়, ৯৫, ৯৭ ; আকিল খান, ৩৯, ৪২।
৫	খলিল উল্লাহ্‌ খান (অমীমাং-সিত সংখ্যা)	৫,০০০/ ৫,০০০	ইরাণী	ঔরঙ্গ নামা, ২০ ; অমল-ই সালেহ্‌, ১১১, ৪৫১ ; আলমগীর নামা, ৮৫, ৯৯ ; হাতিম খান, ২৬এ, ২৯এ ; মা. ও. ১ম, ৭৭৫-৮২ ; আকিল খান, ৫৯।
৬	রাজা রাম সিংহ সিসোদিয়া	৫,০০০/ ২,৫০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ৬৫ ; হাতিম খান, ২১এ ; অমল-ই সালেহ্‌, ৩য়, ৪৫১ ; মা. ও. ২য়, ২৯৭-৩০১ ; আকিল খান, ৩৯।
৭	মালুজী	৫,০০০/ ৫,০০০	মারাঠা	আলমগীর নামা, ৬৬, ৭১, ৯৬ ; মামুরী, ৯৭বি ; হাতিম খান, ২১এ, ২৯বি ; অমল-ই সালেহ্‌, ৩য়, ৪৫১ ; আকিল খান, ৩৯।

৩,০০০—৪,৫০০০ মনসবদারগণ

১	২	৩	৪	৫
৮	রাও সতর সাল হারা	৪,০০০/ ৪,০০০	রাজপুত	দিলকুশা, ১৬এ ; তোফা-ই শাহ্-জাহানী, ২৯বি ; ঔরঙ্গ নামা, ২০ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়. ৪৫২ ; আলমগীর নামা, ৯৫ ; মা. ও. ২য়, ২৬০-৬৩ ; ঈসর দাস, ২৬এ ; আকিল খান, ৬০।
৯	ইব্রাহিম খান	৪ ০০০/ ৩,০০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৯৫ ; মাসুচি, ১ম, ২৭১ ; হাতিম খান, ২৯এ ; মা. ও., ১ম, ২৯৫-৩০১।
১০	দায়ুদ খান কুরেশী	৪,০০০/ ৩,০০০	অন্যান্য মুসল-মান	দিলকুশা, ১৯এ ; আমলগীর নামা, ৮৪, ৯৫, ১৪৩, ১৮২, ১৮৮, ২৩০ ; মামুরী, ১০২এ ; ঈসর দাস, ২৩এ ; মা. ও. ২য়, ৩২-৩৭ ; আকিল খান, ৬০।
১১	বকী বেগ বাহাদুর খান	৪,০০০/ ৩,০০০	অন্যান্য মুসল-মান	অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ২৭৭ ; ঈসর দাস, ৯বি ; মামুরী, ১০২-বি ; মা. ও., ১ম, ৪৪৪-৪৭ ; আলমগীর নামা, ১২৫, ১৭০।
১২	রাজা রূপ সিংহ রাঠোর	৪,০০০/ ৩,০০০	রাজপুত	অমল্-ই সালেহ্, ৩য়, ৩০০, ৪৫৩ ; হাতিম খান, ২৯এ ; আলমগীর নামা, ৯৫, ১০২ ; মা. ও. ২য়, ২৬৮-৭০ ; আকিল খান, ৬০।
১৩	খাজা আবদুল বক, ইফ্তি-খার খান	৩,০০০/ ৩,০০০ (২-৩ অ)	তুরাণী	অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৩ ; আলমগীর নামা, ৬৫ ; ঔরঙ্গ নামা, ৮, ১৩ ; মা. ও., ১ম, ২০০-২০৩ ; হাতিম খান, ১০এ, ১৭এ, ২১এ।

১	২	৩	৪	৫
১৪	সৈয়দ ইব্রাহিম মুরতাজা খান	৩,০০০/ ৩,০০০	অন্যান্য মুসলমান	ঈসর দাস, ৩৬এ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৪।
১৫	পরশুজী	৩,০০০/ ২,০০০	মারাঠা	আলমগীর নামা, ৬৬, ৭১, ১৪০ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৫ ; হাতিম খান, ২১এ, ২৯বি।
১৬	মুঘল খান	৩,০০৮/ ২,০০০	ইরাণী	ঈসর দাস, ৩৬এ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৫ ; মা. ও. ৩য়, ৪৯০-৯২।
১৭	মুকুন্দ সিংহ হারা	৩,০০০/ ২,০০০	রাজপুত	অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ২৮৭, ৪৫৫ ; দিলকুশা, ১৪বি ; ঈসর দাস, ২০বি ; ঔরঙ্গ নামা, ৮ ; হাতিম খান, ২১এ ; আলমগীর নামা, ৬৫, ৭০ ; আকিল খান, ৪১।
১৮	তাহির শেখ তাহির খান	৩,০০০/ ১,৫০০	তুরাণী	অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৫ ; ঔরঙ্গ নামা, ২০ ; আলমগীর নামা, ৯৫ ; মা. ও., ২য়, ৭৫১-৫৪ ; হাতিম খান, ২৯এ ; আকিল খান, ৬০।
১৯	সৈয়দ কাশিম বরহা[১]	৩,০০০/ ১,০০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ১২৬, ১৭১, ২২৫ ; মামুরী, ১০০বি ; মা. ও. ২য়, ৬৮১-৮৩ ; আকিল খান, ১০১ ; হাতিম খান, ৫৪বি, ৬৬বি।

১ সামুগড়ের যুদ্ধে দারা শুকোর পরাজয় ঘটিলে তাঁহার আদেশে সৈয়দ কাশিম বারহা এলাহাবাদ দুর্গটি শাহ্ শুজার হস্তে অর্পণ করেন এবং খাজোয়ার যুদ্ধে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন।

১	২	৩	৪	৫
২০	রাম সিংহ রাঠোর	৩,০০০/ ১,৫০০	রাজপুত	মামুরী, ৯৯এ; ঔরঙ্গ নামা, ২০; আলমগীর নামা, ৮৫, ৯৫; হাতিম খান, ২৬এ, ২৯এ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৫।
২১	জাফর খান আহ্সান	৩,০০০/ ১,৫০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৯৬; হাতিম খান, ২৯বি; অমল-ই সালেহ্ ৩য়, ৪৫৫।
২২	কুমার রাম সিংহ	৩,০০০/ ২,০০০	রাজপুত	হাতিম খান, ২৯বি; আলমগীর নামা, ৯৬; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৫; আকিল খান, ৬০।
২৩	বৈরাম দেও সিসোদিয়া	৩,০০০/ ১,০০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ৯৫ অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৬।
২৪	আবতুল্লাহ্ বেগ গজ আলি খান	৩,০০০/ ১,০০০	ইরাণী	মা. ও. ৩য়, ১৫৫; আলমগীর নামা, ৪২৭।

১,০০০—২৫,০০ মনসবদারগণ

১	২	৩	৪	৫
২৫	সৈয়দ শের খান বর্হা	২,৫০০/ ১,২০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৬৫, ৯৫; হাতিম খান, ২১এ, ২৯এ; মা. ও. ২য়, ৬৬৭-৬৮।
২৬	গিরধর দাস গাউর	২,০০০/ ২০০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ৯৫; হাতিম খান, ২৯এ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৮।

১	২	৩	৪	৫
২৭	মহম্মদ সালেহ্ তর্‌খান	২০০০/ ২,০০০	ইরাণী	ঈশ্বর দাস, ২৬এ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য় ৪৫৮।
২৮	রাজা সুজন সিংহ বুন্দেলা	২,০০০/ ২,০০০	রাজপুত	মামুরী, ২৭বি ; আলমগীর নামা, ৬৫, ৭০ ; ঔরঙ্গ নামা ৮ ; হাতিম খান, ২১এ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৭।
২৯	ইবাদাৎ খান	২,০০০/ ২,০০০	ইরাণী	ঈশ্বর দাস, ৩৬এ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৮ ; মা. উ. ১ম, ৩০৩-৬।
৩০	সৈয়দ সালাবৎ খান বারহা	২,০০০/ ১,৫০০	অন্যান্য মুসলমান	হাতিম খান ৪৭এ ; আলমগীর নামা, ১৭০ ১৯৮ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৫।
৩১	কাবাদ খান	২,৫০০/ ১,৫০০	তুরাণী	ঔরঙ্গ নামা, ২০ ; হাতিম খান, ২৬এ, ২৯এ ; আলমগীর নামা, ৮৫,৯৫ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৬ ; আকিল খান, ৬০।
৩২	আবদুল্লাহ্ খান সৈয়দ খান	২,০০০/ ১,৫০০	তুরাণী	ঈশ্বর দাস, ৩৬এ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়,৪৫৮ ; মা. উ. ২য়, ৮০৭।
৩৩	শিও রাম গাউর	২,০০০/ ১,৫০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ৫৭,৯৫,১০২ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৩০০, ৪৫৮ ; মামুরী, ২৯এ ; হাতিম খান, ২৯এ।
৩৪	রতন রাঠোর	২,০০০/ ২,০০০	রাজপুত	মামুরী, ২৭এ ; আলমগীর নামা, ৬৫, ৭০ ; হাতিম খান, ২১এ ; অমল-ই সালেহ্ ৩য়, ৪৫৮।

১	২	৩	৪	৫
৩৫	অর্জুন গাউর	২,০০০/ ১,৫০০	রাজপুত	মামুরী, ৯৯বি ; আলমগীর নামা, ৬৫, ৭০ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ২৮৭, ৩০০, ৪৫৮ ; ঔরঙ্গ নামা, ১৪ ; হাতিম খান, ২১এ।
৩৬	অমর সিংহ চন্দ্রাবৎ	২,০০০/ ১,০০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ৬৫, ৭১; হাতিম খান, ২১এ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬০।
৩৭	ফৈজুল্লাহ্ খান	২,০০০/ ১,০০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৯৬ ; অমল-ই সালেহ্ ৩য়, ৪৫৯ ; মা. উ. ৩য়, ২৮-৩০।
৩৮	মুখলিস খান	২,০০০/ ৮০০	তুরাণী	হাতিম খান, ২১এ ; আলমগীর নামা, ৬৫ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য় ৪৬০।
৩৯	খুশহল বেগ কাশঘরী	২,০০০/ ৮০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ৬৫,৯৬ ; হাতিম খান, ২১এ ; অমল-ই সালেহ্,৩য়, ৪৬০।
৪০	সুজন সিংহ সিসোদিয়া	২,০০০/ ৮০০	রাজপুত	মামুরী, ৯৭বি ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬০।
৪১	আবদুল্লাহ্ বেগ আসকর খান নজম সানি	১,০০০-এর অধিক	ইরাণী	মামুরী, ১০৮বি ; আলমগীর নামা, ৯৫, ৩১৩, ৪৬৫ ; হাতিম খান, ২৬এ, ২৯এ, ৬৮বি ; মা. উ. ২য়, ৮০৯।
৪২	খঞ্জর খান	১,৫০০/ ১,৫০০	তুরাণী	অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৩২১, ৪৬১ ; আলমগীর নামা, ১৭৯, ১৯৮-৯৯।
৪৩	ফিরোজ খান মেওয়াটী	১,৫০০/ ১,০০০	অন্যান্য মুসলমান	মামুরী, ১০৮এ ; হাতিম খান, ২৯বি,৬৮বি ; আলমগীর নামা, ৯৬, ২০৫, ৩১৩, ৪৪০।

১	২	৩	৪	৫
৪৪	হুসেন বেগ খান জিগ	১,৫০০/ ১,০০০	ইরাণী	হাতিম খান, ২৯এ; আলমগীর নামা, ৯৫ ; মা. ও. ১ম, ৫৯১-৯৩।
৪৫	মহম্মদ বেগ	১,০০০/ ৬০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ৬৫ , অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৬।
৪৬	মীর মীরন	১,৫০০/ ৫০০	ইরাণী	অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৩; আলমগীর নামা, ৯৫; হাতিম খান, ২৯এ।
৪৭	মীর রুস্তম খাওয়াফি	১,৫০০/ ৫০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ২৩২,২৭৪, ৩৯৯।
৪৮	রহমৎ খান	১,৫০০/ ৪০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ২৯৭, অমল-ই সালেহ, ৩য়, ৪৬৩।
৪৯	সৈয়দ মাসুদ বারহা	১,৫০০/	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ২০৭, ২৬৮।
৫০	সৈয়দ ফিরোজ রুস্তম খান	১,৫০০/ ২০০	অন্যান্য মুসলমান	ঈসর দাস, ৯বি ; আলমগীর নামা, ১৬১, ২১৩।
৫১	সৈয়দ সালার বারহা	১,০০০/ ১,০০০	অন্যান্য মুসলমান	হাতিম খান, ২১এ; আলমগীর নামা ৬৫ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৪।
৫২	ঘাজ-নফর খান	১,০০০/ ৯০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৯৫; হাতিম খান, ২৯এ ; মা. ও. ২য়, ৮৬৬-৬৭ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৫।
৫৩	ইমাম কুলি	১,০০০/ ৮০০	ইরাণী	অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৫ ; আলমগীর নামা, ৮৫।

১	২	৩	৪	৫
৫৪	মহম্মদ সালেহ্ ওয়াজির খান	১,০০০/ ৮০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ১০৪; হাতিম খান ৩১বি ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৫।
৫৫	মহা সিংহ ভাদুরীয়া	১,০০০/ ৮০০	রাজপুত	হাতিম খান, ২৯বি ; আলমগীর নামা, ৯৬, ২৪০ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৫।
৫৬	শেখ মোয়াজ্জম	১,০০০/ ৮০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৯৬,১০৬ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৫।
৫৭	আস-কান্দিয়ার বেগ	১,০০০/ ১,০০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ১০৬ ; অমল-ই সালেহ, ৩য়, ৪৬৪।
৫৮	কিরাত সিংহ	১,০০০/ ৭০০	রাজপুত	হাতিম খান, ২৯বি; আলমগীর নামা, ৯৬ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৫।
৫৯	মঘোল খান খাওয়াকী	১,০০০/ ৪০০	ইরাণী	অমল-ই সালেহ, ৩য়, ৪৬৫ ; আলম-গীর নামা, ৩১৪।
৬০	সুলতান হুসেন	১,০০০/ ৫০০	ইরাণী	হাতিম খান, ২১এ, ২৯এ; আলমগীর নামা, ৬৫, ৯৫ ; মা. ও. ১ম, ২৫২।
৬১	খযের খান নজম সানি	২,৫০০/ ১,০০০	ইরাণী	হাতিম খান, ২৯বি ; মা. ও. ৩য়, ২৬-৮ ; আলমগীর নামা, ৯৬ ; অকিল খান, ৬০ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৭।
৬২	ইয়াদ-গার বেগ	১,০০০/ ৫০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ৬৫ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৭।

১	২	৩	৪	৫
৬৩	মহম্মদ মুকিম, মুঘল খান, শাহ্ বেগ খানের পুত্র			হাতিম খান, ২১খ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৫ ; আলমগীর নামা, ৬৫ ।
৬৪	মহেশ দাস	১,০০০/ ৫০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ৬৫ : ঈশ্বর দাস, ২৩বি ; হাতিম খান, ২১এ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৭ ।
৬৫	গুরধন দাস রাঠোর	১,০০০/ ৫০০	রাজপুত	হাতিম খান, ২১এ ; আলমগীর নামা, ৬৫ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৭ ।
৬৬	কিষণ সিংহ তোঁয়র	১,০০০/ ৫০০	রাজপুত	হাতিম খান, ২৯এ ; আলমগীর নামা, ৯৫ : অমল-ই সালেহ, ৩য়, ৪৬৭ ।
৬৭	গাজী রহমৎ-উল্লাহ্ সরবুলন্দ খান	১,০০০/ ৫০০	তুরানী	হাতিম খান, ২৯এ ; আলমগীর নামা. ৯৬, ১১৩ ; মা. উ. ২য়, ৪৭৭ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৭ ।
৬৮	সৈয়দ বাহাদুর বহ্ করী	১,০০০/ ৫০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৯৬ ; হাতিম খান, ২৯বি ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৭ ।
৬৯	সৈয়দ আহ্মদ	১,০০০/ ৫০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ১৭৬ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৭ ।
৭০	আবদুল নবি খান	১,০০০/ ৫০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৯৬ ; হাতিম খান, ২৯বি ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৭ ।

১	২	৩	৪	৫
৭১	সৈয়দ নজবৎ বারহ্‌া	১,০০০/ ৫০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ২৬ ; হাতিম খান, ২৯বি ; অমল-ই সালেহ্‌, ৩য়, ৪৬৭।
৭২	সৈয়দ ঘয়রাৎ খান বারহ্‌া বা ইজ্জৎ খান	১,০০০/ ৫০০	অন্যান্য মুসলমান	মামুরী ১০৩বি ; অমল-ই সালেহ্‌, ৩য়, ৪৬৭ ; আলমগীর নামা, ১৭৮, ১৮০।
৭৩	ভীম, বিঠল দাস গাউর-এর পুত্র	১,০০০/ ৪০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ৬৫, ২৫ ; মামুরী, ২৯বি ; অমল-ই সালেহ্‌, ৩য়, ৪৬৮।
৭৪	পৃথ্বিরাজ খানী	১,০০০/ ৪০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ২৫, ২৩৭ ; হাতিম খান, ২৯এ।
৭৫	সৈয়দ মুনাওয়ার বারহ্‌া	১,০০০/ ৪০০	অন্যান্য মুসলমান	হাতিম খান, ২৯বি ; আলমগীর নামা, ২৬ ; অমল-ই সালেহ্‌, ৩য়, ৪৬৮।
৭৬	সৈয়দ মকবুল আলম বারহ্‌া	১,০০০/ ৪০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ২৬ ; হাতিম খান, ২৯বি ; অমল-ই সালেহ্‌, ৩য়, ৭৬৮।
৭৭	সৈয়দ ইব্রাহিম দারাশুকোহি পরবর্তীকালে মুস্তাফা খান	১,০০০/ ৪০০	অন্যান্য মুসলমান	মামুরী, ১০৮এ ; হাতিম খান, ৬৮বি ; আলমগীর নামা, ৩১৩, ৩৪৭।

১	২	৩	৪	৫
৭৮	আব্বাস আফঘান	১,০০০/ ৪০০	আফগান	আলমগীর নামা, ২১৩, ২১৫।
৭৯	সৈয়দ নুরুল আয়েন বারহা	১,০০০/ ৩০০	অন্যান্য মুসলমান	অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৯; আলমগীর নামা, ৯৬, হাতিম খান, ২৯বি।
৮০	খাজা মহম্মদ সাদিক বাদাখ্‌শী	১,০০০/ ৩০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ১৮৮, ২০৬।
৮১	ইসমাইল বেগ	১,০০০/ ৩০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৯৫, ১০৬; হাতিম খান, ২২এ, অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৯।
৮২	ইশাক বেগ	১,০০০/ ৩০০	ইরাণী	হাতিম খান ২২এ, অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৯, আলমগীর নামা, ৯৫, ১০৬।
৮৩	মহম্মদ শরীফ কুলিজ খান, ইসলাম খান মশহাদির পুত্র	১,০০০/ ২০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৩১৪, ৩২৪; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৯; হাতিম খান, ৬৯এ; মা. উ. ১ম, ১৬৬; আকিল খান, ১১৮।
৮৪	মহম্মদ হুসেন সিলদোজ	১,০০০/ ২০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ২০ ২১০, ২১৩।
৮৫	শেখ নিজাম	১,০০০/ ৫০	অন্যান্য মুসলমান	মা. উ. ১ম, ২২২; আলমগীর নামা, ২৭৪, ৩২৯।

১	২	৩	৪	৫
৮৬	সৈয়দ নহর খান বারহ্‌।	আমীর	অন্যান্য মুসলমান	মামুরী ৯৯এ ; হাতিম খান, ৩২এ ; আলমগীর নামা, ১০১।
৮৭	সৈয়দ আহ্‌মদ বুখারী	আমীর	তুরাণী	মামুরী ১০০৫-বি।

উত্তরাধিকার যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের সমর্থকগণ ১৬৫৮-৫৯

৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব মর্যাদাসম্পন্ন মনসবদারগণ

ক্রমিক সংখ্যা	নাম ও পদবী	পদ মর্যাদা	জাতি	আকার-গ্রন্থসমূহ
১	মীর্জা শুজা নজবৎ খান খান-ই খানান	৭,০০০/ ৭,০০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ৬২, ৫৬, ৬১, ৮৮, ১১৭ ; দিলকুশা, ১৩বি, মা. উ. ৩য়, ৮১১-১৮ ; হাতিম খান, ১২বি, ১৬এ।
২	মীর মহম্মদ সৈয়দ মীর জুমলা মোয়াজ্জম খান	৬,০০০/ ৬,০০০ (২-৩ অ)	ইরাণী	দিলকুশা, ১৮এ ; তোফা-ই শাহ্‌-জাহানী, ৩০বি ; ঔরঙ্গ নামা, ৩৭ ; মামুরী, ১০৩বি ; মা. উ. ৩য়, ৫৩০-৫৫ ; আলমগীর নামা, ৮৪, ১৯০, ২৬৭ ; হাতিম খান, ২৫ বি ; মাঙ্গুচি, ১ম, ২৬২।
৩	রাণা রাজ সিংহ	৫,০০০/ ৫,০০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ১২৯, ১৯৪ ; বীর বিনোদ, ২য়, ৪১৯-২০, ৪২১-২৭ ; মা. উ. ২য়, ২০৬-৮ ; আমল-ই সালেহ্‌, ৩য়, ৪৫১।

১	২	৩	৪	৫
৪	আবু তালিব শায়েস্তা খান	৬,০০০/ ৬,০০০ (২-৩ অ)	ইরাণী	দিলকুশা, ১২এ, ১৯এ; আলমগীর নামা, ১১১, ১১৪, ১৬০, ৩২১; মা. ও. ২য়, ৬৯০-৭০৭; হাতিম খান, ২৬বি; মাসুচি, ১ম, ২৫৫।
৫	শেখ মীর খাওয়াফী	৫,০০০/ ৫,০০০	ইরাণী	ঈশ্বর দাস, ২০বি; মামুরী, ৯৭এ, ৯৮বি; ঔরঙ্গ নামা, ৪১; অমল-ই সালেহ, ৩য়,৩৩২; আলমগীর নামা, ৬৮, ৯২, ৯৮, ১৫৬-৫৭; তোফা-ই শাহ জাহানী ৬০এ; হাতিম খান, ২৮বি; মা. ও. ২য়, ৬৬৮-৭০।
৬	মহম্মদ তাহির মশহাদি ওয়াজির খান	৫,০০০/ ৫,০০০	ইরাণী	দিলকুশা, ১৪বি; আলমগীর নামা, ৫০; মামুরী, ৯৬বি; হাতিম খান, ১৫এ; মা. ও. ৩য়, ৯৩৬-৪০।
৭	সরফরাজ খান দক্ষিণী	৫,০০০/ ৪,০০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৪৭; মা. ও. ২য়, ৪৬৯-৭৩।
৮	চম্পৎ বুন্দেলা	৫,০০০/	রাজপুত	দিলকুশা, ১৫বি; আলমগীর নামা, ৭৮,৯২,১৬৩,২০৭,২১৭; হাতিম খান, ২৪বি,২৮এ; মাসুচি, ১ম, ২৬৯-৭০।
৯	করতলব খান (যশোবন্ত রাও)	৪,০০০/ ৪,০০০ (১,০০০× ২-৩ অ)	অন্যান্য মুসলমান	হাতিম খান, ২০এ, ২৪এ, ২৮এ; আলমগীর নামা, ৫৫, ৬৩, ৭৬, ৯২; মা. ও. ৩য়, ১৫৩।
১০	ঘাজী বিজাপুরী রণদোলা খান	৪,০০০/ ৪,০০০	আফগান	আলমগীর নামা, ৭৬, ৯৩; হাতিম খান, ১৩এ, ২৪এ, ২৮বি; মা. ও. ২য়, ৩০৯।

১	২	৩	৪	৫
১১	যদু রাও	৪,০০০/ ২,৫০০	মারাঠা	আলমগীর নামা, ৪৭, ৫৫ ; হাতিম খান, ১৪এ, ২০এ।
১২	মহম্মদ বেগ জুলফিকার খান	৪,০০০/ ২,০০০	ইরাণী	মামুরী, ৯৭এ ; আলমগীর নামা, ৫১, ৬২, ৭৬, ৯২, ১৫৭ ; মা. ও. ২য়, ৮৯-৯৩ ; হাতিম খান, ২১বি ; আকিল খান, ৩৯, ৫৯।
১৩	মীর জিয়াউ-দ্দিন হুসেন হিম্মৎ খান ইসলাম খান	৪,০০০/ ২,০০০	ইরাণী	মামুরী, ৯৭বি ; তোফা-ই শাহ্-জাহানী ৩০বি ; আলমগীর নামা, ৪৩, ৭৬, ৯২, ১৫৭ ; মা. ও. ১ম, ২১৭-২০ ; হাতিমখান, ১২বি, ২৪এ, ২৮এ, আকিল খান, ৩৯।
১৪	মুলতাফৎ খান আজম খান	৪,০০০/ ২,৫০০	ইরাণী	দিলকুশা, ১৪বি ; ঔরঙ্গ নামা, ২৬ ; আলমগীর নামা, ৫১, ৭৫, ৯২ ; মামুরী, ৯৮বি ; মা. ও. ৩য়, ৫০০-৩ ; হাতিম খান, ২৮এ।
১৫	মীর্জা মহম্মদ মশহাদি আসালৎ খান	৪,০০০/ ২,০০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৫১, ৫৩, ৬৩ ; মামুরী, ৯৬বি ; মা. ও. ১ম, ২২২-৫ ; হাতিম খান, ১৫বি, ২০বি, ২৮বি।
১৬	মীর্জা সুলতান সাফ্‌ভী	৪,০০০/ ২,০০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৪৬, ২১৮ ; মা. ও. ৩য়, ৫৮১-৩।
১৭	দামজী দক্ষিণী	৪,০০০/ ১,৩০০	মারাঠা	হাতিম খান, ১৪এ ; আলমগীর নামা, ৪৭, ৬৩।

১	২	৩	৪	৫
১৮	খাজা আবিদ খান	৪,০০০/ ৫০০	তুরাণী	মা. উ. ৩য়, ১২০-৩ ; আলমগীর নামা, ৪৪, ৫১,৫৫, ৭৬ ; হাতিম খান, ১৩এ, ২৪এ ।
১৯	সৈয়দ মামুদ নাসির খান	৩,০০০/ ২,৫০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৭২,৯৩,১২৬ ; মা. উ. ১ম, ৭৮১-৪ ; অমল-ই সালেহ, ৩য়, ৪৫৪ ; মাসুরী, ৯৮এ ; হাতিম খান, ২৫এ ।
২০	ফতে (রোহিলা) ফতে জঙ্গ খান	৩,০০০/ ২,৫০০	আফগান	হাতিম খান, ১৪এ ২৪এ, ২৮বি ; আলমগীর নামা, ৪০, ৫১, ৭৬, ৯৩, ২৭০ ; মা. উ. ৩য়, ২২-৬ ।
২১	রাজা ইন্দর খান ধানদেরা	৩,০০০/ ২,০০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ৫৩, ৬১, ৭৬, ৯২, ২৪৭ ; হাতিম খান, ১০এ, ২৮এ ; মা. উ. ২য়, ১৬৫-৬ ।
২২	মীর মালিক হুসেন বাহাদুর খান	৩,০০০/ ১,৫০০	ইরাণী	দিলকুশা, ১৪বি,১৯এ ; আলমগীর নামা, ৪৪, ৫১, ৫৬, ৬২, ৯১ ; মা. উ. ১ম, ৭৯১-৮১৩ ; হাতিম খান, ১৩এ, ১৬এ, ২৮বি ; আকিল খান, ৩৯, ৫৯ ।
২৩	মুর্শিদ-কুলি খান	৩,০০০/ ১,৫০০	ইরাণী	ঔরঙ্গ নামা, ১৫ ; মাসুরী, ৯৭বি ; আলমগীর নামা, ৪৪, ৫৪, ৬২, ৬৭ ; মা. উ. ৩য়, ৪৯৩-৫০০ ; হাতিম খান, ১৩এ, ১৬এ,১৮বি ; আকিল খান, ৩৯, ৪১ ।
২৪	হাসান খান দক্ষিণী	৩,০০০/ ২,৫০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৪৫ ; ডা.উ. "এইচ" ; হাতিম খান, ১৩ বি ।

১	২	৩	৪	৫	৬
২৫	মুজঃফর লোদী (লোদী খান)	৩,০০০/ ২,০০০	আফগান	হাক্তিম খান, ১৫এ, ১৯বি, ২৮এ; আলমগীর নামা. ৫১, ৭৬, ২৯১।	
২৬	শামসুদ্দিন খেশগী	৩,০০০ ২,০০০	আফগান	মা. উ. ২য়, ৬৭৬-৭; আলমগীর নামা, ৬৫; হাক্তিম খান, ১৩বি।	
২৭	মুকতাখব খান সিপাহদার খান খান-ই আজম	৩,০০০/ ২,০০০	তুরানী	আলমগীর নামা, ৪৭,৫১, ৬২, ৭৫,৯২; হাক্তিম খান, ১৪এ, ২০এ, ২৪এ।	
২৮	আবদুর রেহমান বিজাপুরী শাবজা খান	৩,০০০/ ১,৫০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৭৬, ৯২, ২০৮-৯; মা. উ. "এস. এইচ."; হাক্তিম খান, ২৬১।	
২৯	আবদুল্লাহ বেগ মুখলিস খান ইরাকতাজ খান	৩,০০০/ ১,৫০০	তুরানী	আলমগীর নামা, ৬৩, ৭৮, ৯৬; মা. উ. ৩য়, ৯৬৮-৭০; হাক্তিম খান, ২০বি, ২৬বি, ২৮বি।	
৩০	রাজা রাজরূপ কোহিস্তানী	৩,০০০/ ৩ ০০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ১৮১, ১৮৭, ১৯০, ৩১০।	
৩১	হাদি দাদ খান	১,৫০০/ ২ ৫০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৬২, ১০৮; হাক্তিম খান, ২০এ, ২৮বি; অমল-ই সালেহ, ৩য়, ৪৫৬।	

১	২	৩	৪	৫
৩২	ভেজল আফগান পরদিল খান	২,৫০০/ ২,০০০	আফগান	হাতিম খান, ১৫এ. ১৯বি, ২৮এ ; আলমগীর নামা, ৫২. ৩৩৪ ।
৩৩	মহম্মদ ইব্রাহিম শুজাৎ খান	২,০০০/ ১,০০০	তুরাণী	হাতিম খান, ১৩বি. ১৬এ, ১৯বি, ২৪৫ ; আলমগীব নামা, ৪৫,৫১, ৫৪, ৬১, ৯২ ।
৩৪	দাদাজী	২,৫০০/ ১,০০০	মারাঠা	আলমগীর নামা, ৪৮ ; হাতিম খান, ১৪বি ।
৩৫	মানজী ভোঁসলে	২,৫০০/ ১,৫০০	মারাঠা	আলমগীর নামা, ১২৮, হাতিম খান, ১৬৫ ; সি. ও. ঐ. রে. ৭ ।
৩৬	রুস্তম রাও	২,৫০০/ ১,২০০	মারাঠা	হাতিম খান, ১৪এ, ২০এ ; আলমগীর নামা, ৪০, ৫৫ ।
৩৭	বাবাজী ভোঁসলে (হাবজী)	২,৫০০/ ১,৫০০	মারাঠা	আলমগীর নামা, ৫৪, ৬৩ ; অমল-ই সালেহ, ৩য়, ৪৬০ ।
৩৮	সাদাৎ খান	২,৫০০/ ১,৫০০	ইরাণী	হাতিম খান, ২৮বি ; আলমগীর নামা, ৬২ ; অমল-ই সালেহ, ৩য়, ৪৫৮ ।
৩৯	বিয়াস রাও	২,০০০/ ১,১০০	মারাঠা	আলমগীর নামা, ৪৮, হাতিম খান, ১৪বি ।
৪০	সৈয়দ হাসান পরবর্তীকালে এক্রাম খান	২,০০০/ ১,০০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৯২, ৩৪৬-৭ ; মা. উ. ১ম, ২১৪-৬ ; অমল-ই সালেহ, ৩য়, ৪৫৯ ।
৪১	বেটুজী দক্ষিণী	২,০০০/ ১,০০০	মারাঠা	হাতিম খান, ১৪এ, ২০এ ; আলমগীর নামা, ৪৭, ৬৩ ।

১	২	৩	৪	৫
৪২	আবদুল্লাহ্ খান সরাই	২,০০০/ ১,০০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ৪৭, ৬৩।
৪৩	সৈয়দ শের জমান বারহা মুজঃফর খান	২,০০০/ ৬০০	অন্যান্য মুসলমান	মা. ও. ২য়. ৪৬৫ ; আলমগীব নামা, ৪৭ ৫৪. ৬১. ৯২ ; হাতিম খান, ১৪এ, ১২বি, ২৮এ।
৪৪	ওয়ালি মিহ্লদার	২,০০০/ ১,০০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৪৫ ; হাতিম খান, ১৩বি,১৫বি ; অমল-ই সালেহ্ ; ৩য়, ৪৬৩।
৪৫	মীর শামসুদ্দিন মুখতার খান মুখতার খানের পুত্র	২,০০০/ ১,০০০	ইরাণী	মামুরী, ৯৬বি ; আলমগীর নামা, ৪৭, ৫১, ৬২, ৯২ ; হাতিম খান, ১৪এ, ২০এ, ২৮এ ; মা. ও. ৩য়. ৬২০-৩।
৪৬	বখতিয়ার খান খাওয়াস খান	২,০০০/ ১,৫০০	আফগান	আলমগীর নামা, ৫২,৫৩, ৯২, ১৩২ ; হাতিম খান, ১৫এ-বি, ২৮এ।
৪৭	মহম্মদ তাহির সফশেখ খান	২,০০০/ ১,০০০	ইরাণী	মামুরী, ৯৭এ ; দিলকুশা, ১৪বি ; আলমগীর নামা, ৫৩, ৬৮ ; হাতিম খান, ১৫বি, ২০এ ; মা. ও. ২য়, ৭৩৮-৪০।

১	২	৩	৪	৫
৪৮	মহম্মদ আকিল বারলাস তাহাউর খান	২,০০০/ ৪০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ৫৩, ৫৫ ; হাতিম খান, ১৬এ, ২০বি, ২৮এ।
৪৯	মীর মুরাদ মজনদানী ঘয়রাৎ খান	২,০০০/ ৪০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৫৪-৫, ৯২ ; হাতিম খান, ১৬এ, ২০বি।
৫০	কামাল লোদী হরবুজ খান	২,০০০/ ৫০০	আফগান	আলমগীর নামা, ৫৫, ৬৩, ৭৬, ৭৭ ; হাতিম খান, ১৯বি, ২৪এ, ২৮বি।
৫১	বুখারার সৈয়দ শাহ্ মহম্মদ মুরতাজা খান	২,০০০/ ৫০০	তুরাণী	হাতিম খান, ১৫এ, ২০এ, ২৪এ, ২৮বি ; আলমগীর নামা ৫১,৬৮,৭৭, ১০১।
৫২	মীর মাসুম খান	১,৫০০/ ১,০০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৫১, ২১০ ; মা. উ. ২য়, ৬৭৬ ; হাতিম খান, ১৫এ।
৫৩	খুশহল বেগ কাকশাল কুলিজ খান	উচ্চপদ	তুরাণী	হাতিম খান, ১৫বি, ২০বি, ২৮বি ; আলমগীর নামা, ৫৩,৬৩,৪৭১, ৯১৪।

১	২	৩	৪	৫
৫৪	আহ্মদ বেগ খেশগী ইসলাম খান	২,০০০/ ৫০০	আফগান	হাতিম খান, ১৯বি, ২৪এ, ২৮বি ; আলমগীর নামা, ৭৭।
৫৫	বেগ মহম্মদ খেশগী দিলদার খান	২,০০০/ ৫০০	আফগান	হাতিম খান, ২৪এ ; আলমগীর নামা, ৬৩, ৭৭, ৯৩, ১০৮।
৫৬	ইসমাইল খেশগী জানবাজ খান	২,০০০/ ৬০০	আফগান	আলমগীর নামা, ৬২, ৭৬ ; হাতিম খান, ২০এ, ২৪এ ; মা. ও. ৩য়, ৭৭৭-৮।
৫৭	মীর ঈসা হিম্মৎ খান	২,০০০/ ২০০	তুরাণী	মা. ও. ৩য়, ৯৪৬-৪৯ ; হাতিম খান, ২০এ, ২৪এ, ২৮এ ; আলমগীর নামা, ৭৭, ৯২।
৫৮	ইলহামুল্লাহ্	১,৫০০/ ১,৫০০/ (৫০০×২-৩অ)	অন্যান্য মুসলমান	অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬০ ; হাতিম খান, ১৯বি, ২৪এ ; আলমগীর নামা, ৬২ ; মা. ও. ২য়, ৩০৩-৫।
৫৯	সৈয়দ ইউসুফ	১,০০০, ৫০০/	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৬২, অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৭।
৬০	বাদ আন্দাজ বেগ	১,০০০/ ৪০০	ইরাণী	মা. ও. ১ম, ৬৭৯-৮১ ; আলমগীর নামা, ৬৩, ২৩৭ ; হাতিম খান, ২০ বি।

১	২	৩	৪	৫
৬১	আলাহ্ ইয়ার বেগ বুখারী	১,০০০/ ১,০০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ৬৩, ২৪, ৮৩১ ; হাতিম খান, ২০বি ; মা. ও. ১ম, ২১৬।
৬২	সিকন্দর রোহিলা	১,০০০/ ৫০০	আফগান	আলমগীর নামা, ৬৩, ২৯১ ; হাতিম খান, ২০এ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৮।
৬৩	তরমকজী ভোঁসলে	১,৫০০/ ১,০০০	মারাঠা	হাতিম খান, ১৪এ ; আলমগীর নামা, ৪৮।
৬৪	গুলারের মান সিংহ	১,৫০০/ ১,০০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ১৯৯-২০০ ; বাদশাহ্ নামা, ২য়, ৭৩৮।
৬৫	দাকুজী	১,৫০০/ ১,০০০	মারাঠা	আলমগীর নামা, ৪৮ ; হাতিম খান, ১৪বি।
৬৬	নারওয়ারের জমিদার অমর সিংহ	১,৫০০/ ১,০০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ৭৭, ২১৫ ; হাতিম খান, ২৪বি ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬২।
৬৭	মহম্মদ শাহ্ মুঘল কেল্লাদার খান	১,৫০০/ ১,০০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ৪৮ ; হাতিম খান, ১৪এ।
৬৮	মহম্মদ শরীফ পোলকজী	১,৫০০/ ১,০০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৫৪ ; হাতিম খান, ১৬এ, ২০বি।

১	২	৩	৪	৫
৬৯	সৈয়দ মনসুর খান	১,০০০/ ৪০০	অন্যান্য মুসলমান	হাতিম খান. ২৮বি ; আলমগীর নামা. ৬৩; অমল-ই সালেহ্. ৩য়. ৬৬৮ ম; মা. উ. ২য়. ৬৬৯ ৫২।
৭০	দৌলৎ মন্দ্ খান দক্ষিণী	১,৫০০/ ১,০০০	আফগান	হাতিম খান. ২০এ, ২৮বি ; আলমগীর নামা, ৬৩, ৯৩ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৬৬২।
৭১	হেয়াৎ আফঘান জবরদস্ত খান	১,০০০/ ৮০০	আফগান	আলমগীর নামা, ৫৪, ৯২ ; হাতিম খান, ২০এ, ২৮এ।
৭২	বারণ কাছি মালবের জমিদার	১,৫০০/ ৫০০	হিন্দু	আলমগীর নামা, ৫২, ৯২ ; হাতিম খান. ১৫এ, ২০এ, ২৮বি।
৭৩	মীর আহমদ	১,৫০০/ ৮০০	ইরাণী	হাতিম খান. ১৩বি ; আলমগীর নামা, ৪৫, ৫৩ ; মা. উ. ৩য়. ৫১৬-৮।
৭৪	মহম্মদ মুনিম খান	১,৫০০/ ৬০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ৪৫, ৫১, ৫৫ ; মা. উ. ৩য়. ৫৮৯ ; হাতিম খান, ১৩বি. ২০এ, ২৮বি।
৭৫	মীর সালেহ্	১,৫০০/ ৫০০	অন্যান্য মুসলমান	হাতিম খান. ১৩বি ; আলমগীর নামা, ৪৫।
৭৬	আহ্মদ বেগ জুলকদর খান	১,৫০০/ ৫০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ৬৩, ৭৭. ৪৪৮ ; হাতিম খান, ২০বি, ২৮বি।

১	২	৩	৪	৫
৭৭	ইসমাইল খান নিয়াজী	১,৫০০/ ৩০০	আফগান	আলমগীর নামা, ৪৫, ৬২, ৯২ ; হাতিম খান, ২৪এ।
৭৮	কাজী নিজাম কারসারোদী	১,৫০০/ ২০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৪৮, ৫৩ ; মা ও. ৩য়, ৫৬৬-৮ ; মামুরী, ৯৮বি ; হাতিম খান, ১৪এ, ১৬এ।
৭৯	মিসরী আফঘান	১,৫০০/ ৫০০	আফগান	আলমগীর নামা, ৫৩, ৩০৫ ; হাতিম খান, ১৫বি।
৮০	মীর আবুল ফজল্ মামুরী, মামুর খান	১,৫০০/ ৫০০	ইরাণী	হাতিম খান, ১৫বি, ১৯বি ; আলমগীর নামা, ৫৩, ৬২, ৭৭।
৮১	শেখ আবদুল আজিজ	১,০০০/ ৫০০	অন্যান্য মুসলমান	মামুরী, ৯৭বি ; আলমগীর নামা, ৬২, ৭৪, ৭৭ ; মা. ও. ২য়, ৬৮৬ ; হাতিম খান, ২০বি ; সি. ড. ঐ. রে. ৭৪।
৮২	সৈফউদ্দিন মামুদ ফকির-উল্লাহ সৈফ খান	১,৫০০/ ৭০০	তুরাণী	মামুরী, ৯৮বি ; আলমগীর নামা, ৭৮, ৯২ ; মা. ও. ২য়, ৪৭৯-৮৫ ; হাতিম খান, ২৪বি।
৮৩	মীর হোসদার (হাসদার খান)	১,৫০০/ ৭০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৫১, ৬২, ৯২ ; মা. ও. ৩য়, ৯৪৩-৬; হাতিম খান, ১৪এ ১০এ, ২৮এ।
৮৪	ইসা বেগ সাজাওয়ার খান	১,৫০০/ ২০০	অন্যান্য মুসলমান	মামুরী, ৯৬বি ; আলমগীর নামা, ৪৬, ৫৩, ৬৩, ১০৮ ; হাতিম খান, ২০বি, ২৮বি।

১	২	৩	৪	৫	৬
৮৫	হামিদউদ্দিন খান খানা-জাদ খান	১,৫০০/ ২০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৫৫, ৭৭, ৯৪, ২৭০, ৫৯৪।	
৮৬	শেখ আবদুল কাভী	১,৫০০/ ১০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৫৪, ৯৪, ২৩১ ; মা. উ. ১ম, ২২৫-৯।	
৮৭	মীর বাহাদুর দিল জান সিপার খান	১,০০০/ ৪০০	ইরাণী	হাতিম খান, ২০৫ ; আলমগীর নামা, ৬২, ১২৭ ; অমল-ই সালিহ্, ৩য়, ৪৬৮ ; মা. উ. ১ম, ৫৩৫ ; সি. ড. ঔ. রে. ২৯।	
৮৮	কাজলবাশ খান	১,৫০০/ ৭০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৬৩, ২৯১ ; হাতিম খান, ২০বি।	
৮৯	মীর আসকরি আকিল খান	১,৫০০/ ৫০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৪৪, ১৯৩-৪ ; মা. উ. ২য়, ৮২১।	
৯০	খাজা আবদুল্লাহ্	১,৫০০/ ৪০০	অন্যান্য মুসলমান	হাতিম খান, ২০বি, ২৮বি, ৬৫বি ; আলমগীর নামা, ৬৩, ৩০১।	
৯১	মামুদ ইয়াদগার আহ্মদ বেগ খান	১,৫০০/ ৬০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ৭৮, ১৫৮, ১৯৩, ১৯৬ ; আরকান্-ই মা আসীর-ই তৈমুরীয়া, ১২৬বি।	
৯২	সৈয়দ আবদুর রহমান দিলওয়ার খান	১,০০০/ ১,০০০	অন্যান্য মুসলমান	মামুরী, ৯৬বি ; হাতিম খান, ১৪এ, ১৬এ, ২৮বি ; আলমগীর নামা, ৪৮, ৫৫, ৬২, ৯৩।	
৯৩	সৌন সিংহ	১,০০০/ ৫০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ৫৫, ৭৭ ; হাতিম খান, ২৪বি।	

১	২	৩	৪	৫
৯৪	জুম্মুন-এর রাজা সরূং ধর	১,০০০/ ৫০০	হিন্দু	হাতিম খান, ২০এ, ২৮এ ; আলমগীর নামা, ৬২, ৯২, ১৯৬, ২১৯, ২৮৬।
৯৫	খাজা কলন কিফায়ৎ খান	১,০০০/ ২০০	অন্যান্য মুসলমান	মামুরী ৯৭বি ; হাতিম খান, ২৪বি ; আলমগীর নামা, ৭৭।
৯৬	সৈয়দ নাসির উদ্দিন খান দক্ষিণী	১,০০০/ ৮০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৪৫, ৬১, ৯২ ; হাতিম খান, ১৩বি, ১৯বি, ২৮এ।
৯৭	সৈফউল্লাহ্‌ আরব্‌	১,০০০/ ৮০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৪৫ ; হাতিম খান, ১৩বি।
৯৮	ভগবন্ত সিংহ হারা	২,৫০০/ ৮০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ৬৩, ৯২, ১৯২ ; হাতিম খান, ২০বি, ২০এ।
৯৯	খোদাবন্দ হাব্‌সী	১,০০০/ ৪০০	অন্যান্য মুসলমান	হাতিম খান, ১৩বি ; আলমগীর নামা, ৪৫।
১০০	ঘুলাম মহম্মদ আফঘান	১,০০০/ ৪০০	আফগান	আলমগীর নামা, ৫৩, ৩০৫ ; হাতিম খান, ১৫বি।
১০১	নজবৎ খানের পুত্র মহম্মদ ইসমাইল	১,০০০/ ৫০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ৪৮ ; হাতিম খান, ১৪এ, ২০এ।

১	২	৩	৪	৫
১০২	আবদুল্লা বারি আনসারী	১,০০০/ ৫০০	অন্যান্য মুসলমান	হাতিম খান, ১৯বি; আলমগীর নামা, ৬২, ৯২, ২৯১।
১০৩	জৈমুল আবিদিন বুখারী	১,০০০/ ৩০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ৪৫ ; হাতিম খান, ১০বি।
১০৪	নিয়ামৎ-উল্লাহ্	১,০০০/ ২০০	ইরাণী	হাতিম খান, ১৫এ, ২০এ, ২৮বি ; আলমগীর নামা, ৫২, ৬২, ৯২ ; মা. উ. ১ম, ৫৮৪-৭।
১০৫	হুসেন বেগ খান	১,০০০/ ৪০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৫৫, ২১৮ ; হাতিম খান, ১৬এ।
১০৬	দিলীর খানের পুত্র জামাল খান	১,০০০/ ৪০০	আফগান	আলমগীর নামা, ১৪৭।
১০৭	মহম্মদ সাদিক	১,০০০/ ৩০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ৫৫, ৯২, ২০৬।
১০৮	ঘয়রাৎ বেগ শুজা খান	১,০০০/ ৩০০	অন্যান্য মুসলমান	হাতিম খান, ২৮এ ; আলমগীর নামা, ৫৫, ২০৬, ২৩২।
১০৯	জামাল নোহানি বিজাপুরী	১,৫০০/ ৮০০	আফগান	হাতিম খান, ১৯বি, ২৮এ ; আলমগীর নামা, ৬১, ৯২ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬২।

১	২	৩	৪	৫
১১০	হামিদ কাকর কাকর খান	১,০০০/ ৭০০	আফগান	হাতিম খান, ২০এ, ২৪এ ; আলমগীর নামা, ৬২, ৭৭, ২১৮।
১১১	মাসুদ মঙ্গলি মঙ্গলি খান	১,০০০/ ৬০০	আফগান	আলমগীর নামা, ৬৩, ৭৭, ২০৭ ; হাতিম খান, ২০এ, ২৪এ, ২৮বি।
১১২	বাদিল বখ্‌তিয়ার	১,০০০/ ৩০০	আফগান	হাতিম খান, ২০এ ; আলমগীর নামা, ৬৩, ৯৭, ২০৭।
১১৩	সৈফ বিজাপুরী	১,০০০/ ৬০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৬৩, ১৬৩ ; হাতিম খান, ২০এ।
১১৪	ইব্রাহিম কারবেগী	১,০০০/ ৪০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৬৩, ৯৪, ১৬৩ ; হাতিম খান, ২০বি।
১১৫	দৌলৎ আফঘান	১,০০০/ ৫০০	আফগান	আলমগীর নামা, ৭৮।
১১৬	মহম্মদ মুকিম	১,০০০/ ৫০০	তুরাণী	হাতিম খান, ২৪বি ; আলমগীর নামা, ৭৮।
১১৭	বাহ্‌রাম	১,০০০/ ৬০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৯৩, ৪৮৬ ; হাতিম খান, ২৮বি।
১১৮	এনায়েৎ খান	১,০০০/ ৫০০	আফগান	আলমগীর নামা, ৯২ ; হাতিম খান, ২৮এ।
১১৯	আবু মুসলিম	১,০০০/ ৩০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৯২, ২০৬ ; হাতিম খান, ২৮বি।
১২০	শুভ করণ বুন্দেলা	১,০০০/ ৫০০	রাজপুত	দিলকুশা, ১৪বি, ১৮বি ; আলমগীর নামা, ৬৩, ৯৩, ১৯০, ২৪২ ; হাতিম খান, ১৬বি, ২০বি, ২৮বি।

১	২	৩	৪	৫
১২১	ইতিবর খান খাজাসারা	১,০০০/ ২০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ১৯৩।
১২২	হকিম মহম্মদ আমিন সিরাজী	১,০০০/	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৪৫ ; হাতিম খান, ১৩বি।
১২৩	মীর মহম্মদ মাহ্দী উরদিস্তানী	১,০০০/	ইরাণী	আলমগীর নামা, ৪৫ ; মা আসীর-ই আলমগীরী, ৭০ ; হাতিম খান, ১৩বি ; মা. ও. ১ম, ৫৯৯-৬০০।
১২৪	ইরাদাৎ বার্হা	আমীর	অন্যান্য মুসলমান	মামুরী, ৯৮বি।

উত্তরাধিকার যুদ্ধে শাহ্ শুজার সমর্থকগণ ১৬৫৮-৯

৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব মনসবদারগণ

ক্রমিক সংখ্যা	নাম ও পদবী	পদ-মর্যাদা	জাতি	আকর-গ্রন্থসমূহ
১	নজর মহম্মদ খানের পুত্র আবদুর রহমান	৫,০০০/ ২,৫০০	তুরাণী	মামুরী, ১০৪বি ; আলমগীর নামা, ২৫০, ২৫৭, ২৬৭, ৩৪১ ; হাতিম খান, ৫৮এ ; মা. ও. ২য়, ৮০৯-১২।

৩,০০০—৪,৫০০ মনসবদারগণ

	মুরাদ কাম মুকরম খান সাফভী	৩,০০০/ ৩,০০০	ইরাণী	আলমগীর নামা, ২৩৯, ২৫১, ২৬৭ ; মামুরী, ১০৪বি, ১০৬এ ; হাতিম খান, ৫৪বি ; মা. ও. ৩য়, ৫৮৩-৬ ; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৫৪ ; আকিল খান, ১০৪।

১	২	৩	৪	৫
৩	মীর আবুল মালি	৩,০০০/ ২,০০০	তুরাণী	আলমগীর নামা, ২৪০-১, ২৫০; হাতিম খান, ৫৮বি; মা. ও. ৩য়, ৫৫৭-৬০।
৪	সৈয়দ কাশিম বার্‌হা	৩,০০০/ ১,০০০	অন্যান্য মুসলমান	মামুরী, ১০৪এ, হাতিম খান, ৫৪বি; আলমগীর নামা, ২৫০, ২৫৭, ৩০৩; মা. ও. ২য়, ৬৮১-২।
		১,০০০—২৫০০ মনসদারগণ		
৫	সৈয়দ আলম বার্‌হা	২,০০০/ ১,০০০	অন্যান্য মুসলমান	অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৩২৫; ঈশর দাস, ৯বি; আলমগীর নামা, ২৩৯, ২৫২, ২৫৮; মামুরী, ১০৫বি; বাদশাহ্ নামা, ২য়, ৭২৭; মা. ও. ২য়, ৪৫৪-৬ আকিল খান, ১০৩, ১২৯।
৬	নুরুল হাসান বার্‌হা	১,০০০/ ৪০০	অন্যান্য মুসলমান	মামুরী, ১১৪বি; আলমগীর নামা, ৪৯৯, ৫০৪; বাদশাহ্ নামা, ২য়, ৭৩৬; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৮; আকিল খান, ১২৪।
৭	আবু মহম্মদ	১,০০০/ ৮০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ৩৪৯; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৫।
৮	হাসান খেশগী	উচ্চপদ	আফগান	হাতিম খান, ৫৪বি, ৫৮বি; মামুরী, ১০৬এ; আলমগীর নামা, ২৩৯, ২৫১, ২৫৭; আকিল খান, ১০৩, ১০৬।
৯	ইবন্ হুসেন (দারোগা-ই তোপ খানাহ্)	আমীর	অন্যান্য মুসলমান	মামুরী, ১১৪বি, ১১৭এ; আলমগীর নামা, ৫৪৪, ৫৫৪।
১০	সৈয়দ কুলি উজবেক	আমীর	তুরাণী	হাতিম খান, ৫৮বি; মামুরী, ১১৬এ, ১১৭বি; আলমগীর নামা, ২৫১, ৫২৭, ৫৪৪, ৫৬১।

বিঃ দ্রঃ—শাহ্ শুজার সমর্থকদের মধ্যে ইলাহ্‌বর্দি খানকে গণ্য করা হয় নাই, কারণ তিনি শাহ্ শুজার দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সামরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। খাজোয়ার যুদ্ধে শাহ্ শুজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে তিনি আকবরনগরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। (রিয়াজ-উস্ সালাতিন্, ২১৭ ; মা. ও. ১ম, ২০৭ ; আকিল খান, ১২৭ ; খাফি খান, ৮৫ ; মাহুচি, ১ম, ৩৩০-১)।

উত্তরাধিকার যুদ্ধে মুরাদ বক্সের সমর্থকগণ ৬১৮-৯

৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব মনসবদারগণ

ক্রমিক সংখ্যা	নাম ও পদবী	পদ-মর্যাদা	জাতি	আকর-গ্রন্থসমূহ
১	শাহ্‌বাজ	৫,০০০/	অন্যান্য মুসলমান	মামুরী, ৯৬এ, ১০১বি ; ঈসর দাস, ১০বি, ১১এ, ৩২বি; হাতিম খান, ৯এ ; মাহুচি, ১ম, ৩০১ ; মা. ও. ১ম, ২৯৮ ; আকিল খান, ৯৫।
	৩,০০০—৪,৫০০ মনসবদারগণ			
২	ইব্রাহিম খান[১]	৪,০০০/ ৩,০০০	ইরাণী	মামুরী, ১০১বি, ১০২এ ; হাতিম খান, ৪১বি ; মাহুচি, ১ম, ৩০১-২ ; মা. ও. ১ম, ২৯৫-৩০১ ; আলমগীর নামা, ১৩৯, ১৫৮ ; আকিল খান, ৮৭।

১ সামুগড়ের যুদ্ধে ইব্রাহিম খান দারা শুকোর পক্ষে যুদ্ধ করেন, কিন্তু যুদ্ধের পর মুরাদ বক্সের পক্ষে যোগদান করেন। মুরাদ বক্স বন্দী হইলে ইব্রাহিম খান ঔরঙ্গজেবের অধীনে কার্য করিতে অসম্মত হইয়া চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১	২	৩	৪	৫
৩	কুতবুদ্দিন খান খেশগী	৩,০০০/ ৩,০০০ (২-৩ অ)	আফগান	আলমগীর নামা, ১৩৯, ১৪০; দিলকুশা, ১৭এ-বি; ঈসর দাস, ১০এ, ৩২বি, ৩৪এ; মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম, ২৪০; মা. ও. ৩য়, ১০৩।
				১,০০০—২,৫০০ মনসবদারগণ
৪	দেবী সিংহ বুন্দেলা	২,০০০/ ২,০০০	রাজপুত	আলমগীর নামা, ৭১, ৭৪, ১৩৯, ২০৬, ২০৭; ঈসর দাস, ২১এ; মামুরী, ৯৭বি; হাতিম খান, ২৩এ; মা. ও. ২য়, ২৯৫-৭।
৫	সৈয়দ হাসান ব্যর্হা	২,০০০/ ২,০০০	অন্যান্য মুসলমান	অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬১; ঈসর দাস, ১৭এ; আলমগীর নামা, ১৩৯, ১৪০।
৬	রাণা ঘরীব দাস সিসোদিয়া	১,৫০০/ ৭০০	রাজপুত	ঈসর দাস, ১৭এ, ২৪এ; আলমগীর নামা, ১০৭; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৩; হাতিম খান, ৩৩এ।
৭	সুলতান ইয়ার	১,৫০০/ ১,৫০০	অন্যান্য মুসলমান	হাতিম খান, ৩৩এ; ঈসর দাস, ১৭এ, ২৪এ; আলমগীর নামা, ১০৭; মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম, ২৩৫; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬১।
৮	দিলদোজ (দিলদোস্ত)	১,৫০০/ ১,০০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ১৩৯, ১৪০; অমল-ই সালেহ্, ৩য়, ৪৬৩; মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম, ২৬৩।

১	২	৩	৪	৫
৯	রহমৎ খান[১]	১,৫০০/ ৪০০	অন্যান্য মুসলমান	মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ২৩৭, ২৪০ ; আলমগীর নামা, ১৩৯-৪০ ; হাতিম খান, ৪১বি ; অমল-ই সালেহ্‌, ৩য়, ৪৬৩।
১০	সৈয়দ শেখান বার্‌হা	১,০০০/ ৯০০	অন্যান্য মুসলমান	ঈসর দাস, ১৭এ ; আলমগীর নামা, ১০৭; হাতিম খান, ৩৩এ ; বাদশাহ্‌ নামা, ২য়, ৭৩৩।
১১	সৈয়দ মনস্থর বার্‌হা	১,০০০/ ৪০০	অন্যান্য মুসলমান	আলমগীর নামা, ১৩৯, ১৪০ ; ঈসর দাস ১৭এ ; হাতিম খান, ৪১এ ; অমল-ই সালেহ্‌, ৩য়, ৪৬৮ ; মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, ২৩৫।

১ ধর্মাট ও সামুগড়ের যুদ্ধে রহমৎ খান মুরাদ বক্সের পক্ষে যুদ্ধ করেন; মুরাদ বক্স বন্দী হইলে রহমৎ খান শাহ্‌নওয়াজ খান সাফভীর সহিত দেওরাই-এর যুদ্ধের পূর্বে দারা শুকোর পক্ষ অবলম্বন করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

অভিজাত শ্রেণী ও শাসন ব্যবস্থা

দরবারে অমাত্যবর্গ

মুঘল শাসন ব্যবস্থার মত স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রে সকল কর্মচারীর সৌভাগ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্রাটের উপরই নির্ভর করিত। সুতরাং তাহাদের লক্ষ্য দরবারেই নিবদ্ধ থাকিত। সম্রাটও মনসবদারগণের সাহায্যেই রাজ্য-শাসন করিতেন এবং সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন যাহাতে তাঁহার আদেশ প্রতি-পালিত হয় এবং প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার না হয়। সুতরাং মুঘল দরবারের সহিত অভিজাত শ্রেণীর সম্পর্ক শুধু যে চিত্তাকর্ষক তাহা নয়, ইহার সাহায্যেই সম্রাটের সহিত তাহাদের সম্বন্ধটি বুঝা যাইবে বলিয়াই বিশ্বাস।

দরবারের দিক হইতে বিচার করিয়া অভিজাত শ্রেণীকে যেকোন সময়ে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা চলে: 'তৈনাৎ-ই রকব' অর্থাৎ যাহারা দরবারে উপস্থিত থাকিত এবং 'তৈনাৎ-ই সুবাজাৎ' অর্থাৎ যাহারা প্রদেশগুলিতে প্রেরিত হইত। এই বিভাজন ছিল সম্পূর্ণরূপেই কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিয়োগের উপর নির্ভরশীল; তাহারা প্রায়ই এক দল হইতে অন্য দলে স্থানান্তরিত হইত।

মুঘল শাসন ব্যবস্থায় একটি প্রচলিত নিয়ম ছিল এই যে, কোন উচ্চপদস্থ অমাত্য একস্থান হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত হইলে নবনিযুক্ত স্থানে গমনের পূর্বে তাহাকে দরবারে হাজির হইতে হইত; কিন্তু কোন ত্রুটির জন্য স্থানান্তরিত হইলে দরবারে উপস্থিত হইতে পারিত না।[১]

১ শায়েস্তা খান শিবাজী কর্তৃক রাত্রিবেলায় আক্রান্ত হইলে কর্তব্যে অবহেলার জন্য ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে স্থানান্তরিত করা হয় এবং দরবারে উপস্থিত হইতে নিষেধ করা হয় (দিলকুশা, ফো. ২৪এ-২৪বি; মামুরী, ১৩১এ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ১৭৫) ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে মহম্মদ আমিন খান আফগানদের হস্তে নির্যাতিত হইলে গুজরাটে স্থানান্তরিত হন, আর দরবারে উপস্থিত না হইয়া সোজাসুজি ঐ স্থানে গমনের আদেশ প্রাপ্ত হন (মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১২১)।

কোন কর্মচারী সরকারী অনুমোদন ছাড়া নিজ পদে ইস্তাফা দিয়া দরবারে উপস্থিত হইলে তাহাকে পদচ্যুত করা হইত।[১]

সুতরাং 'তৈনাৎ-ই রকব' ও 'তৈনাৎ-ই সুবাজাৎ' হিসাবে বিভাজনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইত।[২] যেসকল অমাত্যের সংগঠনী শক্তি ও শাসন সংক্রান্ত প্রতিভা ছিল তাহারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নিযুক্ত হইত এবং বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তাহাদিগকে দরবারে উপস্থিত হইতে হইত না। দরবারে নিযুক্ত অমাত্যগণ সংরক্ষিত শক্তি হিসাবেই বিবেচিত হইত এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের জন্য সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইত। এজন্য ভবিষ্যৎ সামরিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমরকুশলী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি-গণকে সম্রাটের নিকট দরবারে নিযুক্ত করা হইত। অপরদিকে কোন সমরবিদ্ কর্তৃক অভ্যুত্থান প্রতিরোধের জন্যও সম্রাটকে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিজ পার্শ্বে রাখিতে হইত। ঔরঙ্গজেবের দরবারের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ফতেহ্-উল্লাহ্ খান বাহাদুর আলমগীর শাহীর ঘটনা হইতেই বুঝা যায় যে মুঘলগণ এ বিষয়ে সতর্ক ছিল। ফতেহ্ উল্লাহ্ খান একদিন প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যদি ৫,০০০ সৈন্য তাঁহাকে দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে মারাঠাদের মূলোচ্ছেদ করিবেন। ইহাতে ঔরঙ্গজেব উত্তর করিয়াছিলেন যে তাঁহার অধীনে এত সৈন্য স্থাপনের পূর্বে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য তাঁহাকে প্রথমে ৫,০০০ অশ্ব আর সমযোগ্যতাসম্পন্ন একজন সেনাপতি প্রস্তুত রাখিতে হইবে।[৩]

দরবারে শিষ্টাচার

দরবারে অবস্থানকালে অমাত্যগণকে প্রত্যহ দুই বার—সকাল ও সন্ধ্যায়—সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইতে হইত। কখনও কখনও শারীরিক অসুস্থতা বা

১ আখবরাৎ, ৩০ বৎ., ফো. ২৭৫।

২ 'বিভিন্ন প্রদেশে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনীর সহিত সম্রাটের রক্ষী বাহিনীর কোন প্রভেদ ছিল না।' (বার্ণিয়ে, পৃ. ২১৮)।

৩ মা আসীর উল্ ওমরা, ৩য়, পৃ. ৪৬। ফতেহ্ উল্লাহ্ খানের অসমসাহসিক কার্যের জন্য দ্রষ্টব্য—খাফি খান, ২য়, পৃ. ৪৯৬-৫০০; ঔরঙ্গজেব ঘাজী-উদ্দিন খান ফিরোজ জঙ্গ-এর কামান শ্রেণী বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন (মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৪৬৮-৯)।

জরুরী ব্যক্তিগত কারণে তাহাদিগকে এই দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া হইত। সম্রাট সন্দর্শন এবং উৎসবাদির ক্ষেত্রে পদমর্যাদা অনুসারে অমাত্যগণকে সঠিক প্রাধান্য দেওয়ার জন্য কয়েকটি নিয়ম বিশেষভাবে মানিয়া চলা হইত। পদমর্যাদা অনুসারে তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণী ছিল এবং প্রত্যেক অমাত্যকেই নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত।[১]

দরবারের কার্যের সময় কোন অমাত্যকেই বসিবার অনুমতি দেওয়া হইত না।[২] আর সম্রাট যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন তখন তাঁহার অনুমতি ছাড়া কেহই স্বস্থান ত্যাগ কবিতে পারিত না।[৩] ১৬৮৩ খ্রীঃ অব্দে আদেশ দেওয়া হয় যে, সম্রাটের নিকট হইতে গমনের অনুমতির জন্য ২,০০০-এর নিম্ন-পদস্থ মনসাদারগণকে ফতেযা পাঠের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না।[৪] কোন ব্যক্তিই সম্রাটের নিকট সবাসরি কোন অভিযোগ পেশ করিতে পারিত না।[৫] সম্রাটের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তিই অস্ত্র সজ্জিত হইয়া দরবারে বা সম্রাটের

১ এই নিয়ম বিশেষভাবে মানিয়া চলা হইত এবং ইহার কোনরূপ ব্যত্তিক্রম ছিল না। ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে আগ্রা হইতে শিবাজীব পলায়নের পশ্চাতে দরবারের একটি বিশিষ্ট ঘটনা ছিল। অন্যান্য পাঁচহাজারী মনসবদারগণের সহিত শিবাজীকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল; তাঁহার সম্মুখে ছিল সাত-হাজারী মনসবদারগণ। ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া শিবাজী কুনওয়ার রাম সিং-এর নিকট অভিযোগ করেন (আলমগীর নামা, ৯৬৮-৯; খাফি খান, ২য়, পৃ. ১৯০-৯১)। মতলব খান একবার বেষ্টিত স্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে তাঁহাকে উক্ত স্থানের বাহিরে বাম পার্শ্বে মুনিম খানের নিকট ও মুসরৎ খানের উপরে দাঁড়াইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল (আখ. ২৭. জমাদা. ১ম, ৪৪ বৎসর) বহুরমন্দ খানের প্রার্থনা অনুসারে মতলব খান কারাওয়াল বেগী পরে কাটিহারার উপর অবস্থানের অনুমতি প্রাপ্ত হন (আখবরাৎ ১৬ শাওয়াল, ৪৫ বৎ)। দাক্ষিণাত্যের গোলন্দাজ বাহিনীর দারোগা মনস্তর খান কাটিহারের অভ্যন্তরে অবস্থানের অনুমতি প্রাপ্ত হন (আখবরাৎ ৯ রমজান, ৪৫ বৎ)।

২ মাসুচি, ১ম, পৃ. ১৪৭-৮; মিরাৎ অল্ ইখতিলাহ্, ১৫ বি।

৩ আখবরাৎ, ৪০ বৎ ফো. ৭১।

৪ মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ২২৪।

৫ আখবরাৎ, ৪০ বৎ ফো. ৭১।

নিকট উপস্থিত হইতে পারিত না।[১] 'গুলাল-বার' বা সম্রাটের প্রাসাদ সংলগ্ন বেষ্টিত স্থানে পাল্কি চড়িয়া আগমন ছিল নিষিদ্ধ।[২] ১৬৯৩ খ্রীঃ অব্দে ঔরঙ্গজেব ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দরবারে আসিবার সময় ওমরাদের পোষাকের রং রক্তবর্ণ বা শরিয়ৎ বিরুদ্ধ কোন বর্ণেই রঞ্জিত হইতে পারিবে না।[৩] অমাত্যগণকে সম্রাটের সম্মুখে 'নিম-আস্তিন' (অর্ধ হস্ত) এবং স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া শাল পরিধান করিতেও নিষেধ করা হইয়াছিল।[৪] দরবারে অমাত্যগণ কর্তৃক পরস্পরকে পান বিতরণ অসৌজন্যমূলক বিবেচনা করিয়া ইহাও নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল।[৫]

প্রাসাদ রক্ষা বা 'চৌকি' ছিল দরবারস্থ অমাত্যবর্গের প্রধান কর্তব্য।[৬] সম্ভবতঃ আকবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাই ঔরঙ্গজেবের আমল পর্যন্ত অপরিবর্তিতভাবে চলিয়া আসিতেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ট্যাভার্নিয়েরের একটি বর্ণনা হইতেই ইহা পরিস্ফুট হইবে। "প্রথম দরবার, আমি অন্যত্র যেরূপ উল্লেখ করিয়াছি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ সংলগ্ন বারান্দা দ্বারা বেষ্টিত এবং এই স্থানেই প্রহরারত ওমরাগণ অবস্থান করে। কেন না, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অমাত্যগণের কোন একজন প্রতি সপ্তাহে প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। দরবার, প্রাসাদ বা রণক্ষেত্রে অবস্থানের সময় তাঁবুর ন্যায় এ স্থলেও ঐ ব্যক্তি তাহার অধীনস্থ অশ্বারোহী সৈন্য ও বহু হস্তী নিযুক্ত করে। শ্রেষ্ঠ ওমরাগণ ২,০০০ অশ্ব পরিচালনা করে, কিন্তু প্রহরারত কোন রাজকুমার ৬,০০০ পর্যন্ত পরিচালনা করেন।[৭] তিনি অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছেন; "বিশিষ্ট ওমরাদের প্রত্যেকেই পর্যায়ক্রমে প্রতি সোমবার প্রহরা দেয় এবং সপ্তাহ শেষ না হইলে অব্যাহতি

১ সম্রাট কাহারগণের দারোগা কামাল খানকে অস্ত্র সজ্জিত হইয়া দরবারে আসিবার অনুমতি দিয়াছিলেন (আখবরাৎ ৪৫ বৎ, ফো. ১২০ বি)।

২ স্বর্গত বহরমন্দ খানের ন্যায় জুলফিকার খানও একই ভাবে পাল্কি চড়িয়া রাহ্‌লাকায় আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (আখবরাৎ ৪৭ বৎ, ফো. ১৫বি); ফরহাৎ-অল্‌ নাজিরিণ, ফো. ১৭৮বি।

৩ মামুরী, ফো. ১৪০এ।

৪ মিরাৎ-অল্‌ ইস্‌তিলাহ্‌, ফো. ১৬বি।

৫ মান্নুচি, ১ম, পৃ. ২০১।

৬ নৈশ প্রহরার বিস্তারিত বিবরণ, আইন, ১ম, অনুবাদ, পৃ ২৬৭-৮।

৭ ট্যাভার্নিয়ে, ১ম, পৃ. ৩০২-৩।

পায় না। কোন কোন অমাত্য ৫,০০০ বা ৬,০০০ সৈন্য বিন্যাস করে, আর শহরের চতুর্দিকে সংলগ্ন তাঁবুতে অবস্থান করে।"[১] অসুস্থতা, বিবাহ এবং নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতে 'চৌকি' হইতে অব্যাহতির বিস্তারিত বিবরণ জওয়াবিৎ-ই আলমগীরীতে উল্লিখিত হইয়াছে।[২]

সম্রাট হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শোভাযাত্রায় বাহির হইলে অমাত্যগণ অশ্বপৃষ্ঠে এবং সম্রাট অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে অমাত্যগণ পদব্রজে তাঁহাকে অনুসরণ করিত।[৩]

দরবারের বহু উৎসব একমাত্র সম্রাটের বিশেষ অধিকার হিসাবেই বিবেচিত হইত। জাহাঙ্গীর দরবার ও সম্রাটের জন্য কতকগুলি উৎসব তালিকাভুক্ত করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছিলেন।[৪] ইহার মধ্যে একটি হইল হস্তিযুদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা ঔরঙ্গজেবের আমলেও বলবৎ ছিল, কেননা, রতলম্-এর জমিদার হস্তিযুদ্ধের ব্যবস্থা করিতেন বলিয়া তাঁহার ৫০০ জাট পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, আর তাঁহার গোমস্তাকে (রাজস্ব আদায়কারী) উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণের জন্য দরবারে হাজির করিবার আদেশ দেওয়া হয়।[৫]

দরবারের বিস্তারিত বিধি-নিষেধের মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিজাত শ্রেণীর উপর রাজকীয় সম্মান ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করা। বিংশ শতাব্দীতে ইহাকে বাহ্যাড়ম্বর বলিয়া মনে হইলেও মধ্যযুগে ইহাই ছিল শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে যুগের শাসকবর্গ যতদূর সম্ভব জাঁকজমক প্রদর্শন করিতেন এই কারণেই যে অমাত্যগণ যাহাতে বুঝিতে পারে যে, তাহারা যতই মর্যাদাসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী হোক না কেন সম্রাটের তুলনায় তাহাদের মর্যাদা নগণ্য আর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সম্রাটের অভিরুচির উপরই নির্ভরশীল।

১ ট্যাভার্ণিয়ে, ১ম, পৃ. ১২৬। হিন্দু রাজা ও সেনাপতিরা রাজদুর্গের নীচে প্রতি সপ্তাহে ২৪ ঘন্টা করিয়া তাঁহাদের শিবির স্থাপন করিতেন (মানুচি, ১ম, পৃ. ২০৭)। তিনিও সম্ভবতঃ চৌকি ব্যবস্থারই উল্লেখ করিয়াছেন।

২ জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ফো. ৬৮এ; আরও দ্রষ্টব্য—ইণ্ডিয়ান্ ট্রাভেলস্ অভ্ কারেরী, পৃ. ২৪৮।

৩ ট্যাভার্ণিয়ে, ১ম, পৃ. ৩০৮, ৩১০; দ ট্রাভেলস্ অভ্ পিটার মাণ্ডি, ১৬০৮-৬৭, ২য়, পৃ. ১৯৯।

৪ তুজুক, পৃ. ১০০।

৫ ঈসর দাস্, ফো. ১৪৪বি-১৪৫এ।

যুগপৎভাবে, জনসাধারণের উপরও তাঁহারা এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেন যে, শ্রেষ্ঠ অমাত্য বা আমীর তাঁহার কর্মচারী মাত্র এবং তাহাদের আনুগত্যের দাবিদার সম্রাট স্বয়ং।

উপাধি ও স্বাতন্ত্র্য

সাম্মানিক উপাধি প্রদানের প্রথা সর্বকালেই পরিলক্ষিত হয়। এগুলি জনমানসে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে। মুঘল শাসকগণও এই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম ছিলেন না। নিম্নমানের বস্তুকেও লোভনীয় বস্তুতে পরিণত করার ক্ষেত্রে তাঁহারা নিশ্চিতভাবেই কিছু সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। সম্মানের মাধ্যমে অনুগ্রহ প্রকাশের মধ্যে পোষাক, রণপতাকা ও ভেরী আর উপহারের মধ্যে রত্নখচিত ছোরা, পান প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

উপাধি প্রদানের ক্ষেত্রে মানুচির একটি মন্তব্য স্মরণ করা যাইতে পারে: "সম্রাট এই সকল নাম (যাহার দ্বারা অমাত্যবর্গ পরিচিত ছিল) তাহাদের কার্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা স্বাতন্ত্র্য জ্ঞাপনের জন্য অথবা বন্ধুত্ব বা পছন্দ হিসাবেই প্রদান করেন। এই সকল ব্যক্তি প্রভূত সম্পদ ও উপাধি লাভ করিতে পারে।" তিনি আরও বলিয়াছেন ঔরঙ্গজেবের আমলে এই সকল সম্মান জ্ঞাপক উপাধি উদারভাবে প্রদান করা হইত। "বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা প্রচুর; কিন্তু শাহ্ জাহানের সময়ে এরূপ ছিল না। সেসময়ে উপাধি লাভ করা ছিল কঠিন, কেননা, ইহার দ্বারা একই সঙ্গে প্রচুর বেতন দান ও আড়ম্বর প্রদর্শন ছিল অপরিহার্য। কিন্তু ঔরঙ্গজেব বিষয়টির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া অল্প বেতন সত্ত্বেও উপাধি দান করেন।"[১]

কোন উপাধি একবার দেওয়া হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট অমাত্যের সাধারণ নাম হিসাবেই গণ্য হইত। হিন্দু ও মুসলমান অমাত্য এবং বিভিন্ন বৃত্তির ব্যক্তিদের জন্যও কিছু উপাধি নির্দিষ্ট ছিল।[২] উপযুক্ত মর্যাদাসম্পন্ন না হইলে কোন ব্যক্তি যাহাতে 'খান'[৩] উপাধি না পাইতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইত।

১ মানুচি, ২য়, পৃ. ৩৬৯।

২ জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ফো. ১৫এ-১৫বি; মানুচি, ২য়, পৃ. ৩৬৮-৯।

৩ আখবরাৎ, ৫ রমজান, ৪৭ বৎ।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে উপাধির ক্ষেত্রে বংশগত অধিকারের বিষয়টি অন্ততপক্ষে ঔরঙ্গজেবের আমলে লক্ষ্য করা যায়। কোন মৃত অমাত্যের পুত্র উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করিলে তাহাকে সাধারণতঃ পিতার উপাধি প্রদান করা হইত।[১] কিন্তু একই উপাধি একসঙ্গে দুই ব্যক্তিকে দান করা হইত না[২], যদিও উপাধিধারী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে অথবা কোন ব্যক্তি নূতন উপাধির পরিবর্তে পুরাতন উপাধি ত্যাগ করিলে সেগুলি অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া হইত। এইভাবে পূর্বতন ব্যক্তিদের মৃত্যু হইলে মহাবৎ খান, মুর্শিদকুলি খান ও আমীর খান উপাধিগুলি পরবর্তী ব্যক্তি-গণকে দেওয়া হইয়াছিল আর আমীর-উল্ ওমরা শায়েস্তা খান কর্তৃক খান-ই জাহান উপাধিটি বর্জিত হইলে তাহা বাহাদুর খানকে দেওয়া হয়। এই সকল উপাধি পূর্ববর্তী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রাপ্ত হওয়া যায়, এগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত যাহাতে অমাত্যগণ উৎকোচ বা উপহার প্রদান করিয়া এগুলি গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হয়।[৩] আমাত্যবর্গের নাম হিসাবে প্রদত্ত উপাধিগুলির সহিত প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন খেতাব ও গুণবাচক আখ্যাও প্রদত্ত হইত; এগুলি সকল কার্যেই ব্যবহৃত হইত।[৪] সাধারণতঃ সম্রাটের সিংহাসনারোহণ,

১ মীর খানকে তাঁহার পিতার আমীর খান উপাধি দান করা হয় (মা-আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৪৮৯); ১৬৮৯ খ্রীঃ অব্দে মহম্মদ ইসমাইল ইতিকদ্ খানকে তাঁহার পৈতৃক উপাধি জুলফিকার খান প্রদত্ত হয় (উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৩১-২); মীর্জা লাহ্‌রস্প্‌কে পৈতৃক উপাধি মহাবৎ খান প্রদত্ত হয় (মা আসীর-উল্ ওমরা, ৩য়, পৃ. ৫৯০); সৈয়দ মাহ্‌মূদকে খান-ই দুরান্ নামক বংশানুক্রমিক উপাধিটি দান করা হয় (মা আসীর-উল্ ওমরা ১ম, পৃ. ৭৮৪)।

২ খাফি খান, ২য়, পৃ. ৬২৭-৮, তিনি বাহাদুর শাহের আমলে এই নিয়মভঙ্গের নিন্দা করিয়াছেন; কারণ সম্রাট একই উপাধি বিভিন্ন ব্যক্তিকে দান করিতেন।

৩ মীর খান তাঁহার বংশানুক্রমিক আমীর খান উপাধি প্রাপ্ত হন। ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহার পিতা মীর খান আমীর খান হইলেন, তখন তিনি তাঁহার উপাধির সহিত 'আ' (আলেফ) অক্ষরটি সংযুক্তির জন্য শাহ্‌জাহানকে এক লক্ষ টাকা উপহার দিয়াছিলেন (মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৪৮৯); কলমাৎ-অল্ নাজৌরিণ, ফো. ১৭৯এ।

৪ আলকাব নামা, ফো. ১০-৭৭; জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ফো. ১০৭বি-১০৯বি; ফ্রেসার, ৮৬, ফো. ৩১বি-৩৬এ।

পারসিক নববর্ষ (নওরোজ), সম্রাটের জন্মদিন এবং সৈন্যদলের জয়লাভের দিনগুলিতেই এগুলি দেওয়া হইত।[১]

রাজ অনুগ্রহ হিসাবে অমাত্যগণকে সাম্মানিক পোষাক (খিলাৎ) প্রদান করা হইত; এগুলিতে তিন হইতে সাতটি ভিন্ন প্রকারের পোষাক থাকিত। বিশেষ সম্মান হিসাবে প্রদত্ত পোষাকগুলিকে বলা হইত 'মালবুস ই খাস' (সম্রাটের ব্যক্তিগত পোষাক)।[২] যে দিনগুলিতে উপাধি প্রদত্ত হইত, সাধারণতঃ সেই সকল দিনেই এবং বিভিন্ন ঋতুতে খিলাৎ দেওয়া হইত। হিন্দু অমাত্যগণকে কখনও কখনও 'দশেরা' উপলক্ষে খিলাৎ দেওয়া হইত।[৩]

আবুল ফজল-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় সম্রাট অমাত্যগণকে 'আলম' 'চত্তরতোক' 'তুমানতোক', এবং 'ঝাণ্ডা' নামক পতাকা প্রদান করিতেন।[৪] শাহ্ জাহানের আমলে 'মাহি মরতিব্ নামে একপ্রকার নূতন পতাকার প্রবর্তন করা হয়। লাহোরীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে ইহা সর্বপ্রথম শাহ্ জাহান কর্তৃক নাসিরি খানকে চতুর্থ বৎসরে প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "মাহি মরতিব্ পূর্বে দিল্লীর সুলতানগণ কর্তৃক প্রদত্ত হইত। দাক্ষিণাত্যের শাসকগণ তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন; বর্তমানে ইহা দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারীকেই তথাকার শাসকগণ এই সম্মান দান করেন।"[৫] মুঘল শাসন ব্যবস্থাতেও 'মাহি মরতিব্'ই ছিল সম্ভবতঃ সর্বোচ্চ সম্মান',

১ আলমগীর নামা অথবা বাদশা নামা (লাহোরী) নামক গ্রন্থগুলি হইতে এই সকল দিনে প্রদত্ত উপাধির তালিকা হইতে ইহা জানা যায়।

২ খিলাৎ-এর বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য – টাভার্ণিয়ে, ১ম, পৃ ১৬৩; তুলনীয়, মানুচি ২য়, পৃ ৪৬৪; আরভিন্, দি আর্মি অভ্ দি ইণ্ডিয়ান্ মুঘলস্ পৃ. ২৯। কোন ব্যক্তিকে খিলাৎ ই খাস প্রদত্ত হইলে উহা পরিধানের পূর্বে ও পরে তাহাকে চার বার অভিবাদন তেসলিম করিতে হইত; সাধারণ খিলাতের ক্ষেত্রে চার বার অভিবাদনই যথেষ্ট বিবেচিত হইত (গুলদস্তা, ফো ৬বি)।

৩ আলমগীর নামা বিভিন্ন স্থানে।

৪ বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য – আইন, ১ম, পৃ. ২৯-৩০।

৫ লাহোরী, ১ম, পৃ ৩২৮-৯। মাহি মরতিবের বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য— থর্ন, "মেময়ার্ অভ্ দ্য ওয়োর্ ইন্ ইণ্ডিয়া, পৃ. ৩৫৫-৬; মিরাৎ-অল্ ইসতিলাহ্, ফো ১৬এ; আরভিন্, 'দি আর্মি অভ্ দি ইণ্ডিয়ান্ মুঘলস,' পৃ ৩৩। মাহি মরতিবের উৎপত্তি স্থান পারস্য দেশ। ৫৯১ খ্রীঃ অব্দে পারস্যরাজ খুসরু পরভেজ ইহার প্রবর্তন করেন। মুঘলগণ পারস্য দেশ হইতে ইহা গ্রহণ করে। (ব্লকম্যান্, ১ম, পৃ. ১৭৬; শ্যামল দাসের বীর বিনোদ, ২য়, পৃ. ১৯-তে উক্ত)।

আর ৭,০০০-এর নিম্নপদস্থ কোন অমাত্যকেই ইহা অর্পণ করা হইত না। একমাত্র জুলফিকার খান নুসরৎ জঙ্গ-এর ক্ষেত্রেই এই নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছিল। ওয়াজির-উল্ মুমালিক আসাদ খানের অনুরোধেই তাঁহার পুত্র জুলফিকার খান এই সম্মান লাভ করেন; এই সময় তাঁহার পদমর্যাদা ছিল ৬,০০০/৬,০০০।[১] ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারীকে প্রদত্ত হইত আলম।[২] ইহা প্রাপকের স্কন্ধে স্থাপিত হওয়ার পর তাহাকে কুর্নিশ (জানুপাতিয়া অভিবাদন) করিতে হইত।[৩]

কোন অমাত্যকে বিশেষ অনুগ্রহ হিসাবে 'নওবৎ' বাদনের অধিকারও দেওয়া হইত, কিন্তু প্রাপককে ২,০০০ বা তদূর্ধ্ব পদাধিকারী হইতে হইত।[৪] আর ধরিয়া লওয়া হইত যে, কোন প্রাপক সম্রাটের উপস্থিতিতে বা তাঁহার বাসস্থানের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 'নাকারা' (ভেরী) বাদন করিবে না।[৫] 'নাকারা' প্রদানের পদ্ধতিও ছিল 'আলম' প্রদানের অনুরূপ অর্থাৎ ইহা প্রাপকের স্কন্ধে স্থাপিত হইত এবং তাহাকে কুর্নিশ করিতে হইত।[৬]

নগদ অর্থ মঞ্জুরী ছাড়াও সম্রাট অমাত্যগণকে বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে উপহার প্রদান করিতেন, যথা রত্নখচিত অলঙ্কার, হাতলের উপর রত্নখচিত ছোরা বা তরবারি, স্বর্ণ ও রৌপ্য ভূষণবিশিষ্ট অশ্ব ও হস্তী, স্বর্ণ ঝালরযুক্ত পাল্কি

১ রকইম-ই করিম, ফো. ১২এ; মিরাৎ-অল্ ইসতিলাহ্, ফো. ১৬এ অনুসারে ৬,০০০/৬,০০০ পদাধিকারীকেও ইহা প্রদান করা চলিত।

২ মিরাৎ-অল্ ইসতিলাহ্, ফো. ১৬এ। সমসাময়িক আকর-গ্রন্থ হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়। ১৬৯৪ খ্রীঃ অব্দে ঔরঙ্গজেব শাহ্ বেগ খানের নিকট হইতে ১,০০০ ও ৭,০০০-এর মধ্যবর্তী পদের যেসকল ব্যক্তিকে 'আলম' ও 'নাকারা' প্রদত্ত হইয়াছিল এবং যাহাদিগকে উহা দেওয়া হয় নাই তাহাদের বিবরণ জানিতে চাহিয়াছিলেন (আখবরাৎ, ৩৮ বৎ, ফো. ২২৬)।

৩ মিরাৎ-অল্ ইসতিলাহ্, ফো. ১৬এ; গুলদস্তা, ফো. ৬বি।

৪ মিরাৎ-অল্ ইসতিলাহ্, ফো. ১৬এ।

৫ ১৭১৯ খ্রীঃ অব্দে হুসেন আলি খান বাদ্য সহকারে দিল্লী প্রবেশ করিয়া ঘোষণা করেন যে তিনি স্বাধীন (খাফি খান, ২য়, পৃ. ৮০৪)।

৬ মিরাৎ-অল্ ইসতিলাহ্, ফো. ১৬এ।

প্রভৃতি।[১] কখনও কখনও পদ্ম-ই মুরাসা-ও (পদ্মের মত রত্নখচিত অলঙ্কার) প্রদত্ত হইত; কিন্তু কদাচিৎ।[২] সরপেক-ই ইয়ামানী (পাগড়ীর সম্মুখস্থ অলঙ্কার) সাধারণতঃ ৩,০০০-এর নিম্নপদস্থ কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হইত না।[৩] ঔরঙ্গজেব এক আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, যেসকল 'আমীর' সরপেক লাভ করিয়াছিল তাহারা রবিবার ভিন্ন অন্য দিনে ইহা পরিধান করিতে পারিবে না। অমাত্যগণ নিজ প্রয়োজনেও সরপেক প্রস্তুত করাইতে পারিত না। আর কোন অনঙমত সরপেকও পরিধান করা যাইত না।[৪] মণিবেষ্টনে প্রাপকের উপাধি ক্ষোদিত নীলকান্তমণির অঙ্গুরীয় প্রদান বিশেষ সম্মান হিসাবে গণ্য করা হইত।[৫]

ইহা ছাড়া অন্যভাবেও সম্রাট বিশেষ কোন অমাত্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে পারিতেন। শ্রেষ্ঠ অমাত্যগণের প্রতি সম্রাট কর্তৃক লিখিত পত্রের

১ চন্দ্রভান ব্রাহ্মণের গুলদস্তায় এই সকল উপাধি প্রদানের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আছে। সাম্রাজ্যের নিয়মানুসারে কোন ব্যক্তি মনসব বা জাগীর লাভ করিলে অথবা তাহার পদোন্নতি ঘটিলে তাহাকে চার বার অভিবাদন (তস্‌লিম) করিতে হইত। রত্ন অথবা রত্নখচিত অলঙ্কার প্রাপকের মস্তকে এবং বালা (পন্‌চি), ধনুর জ্যা (রুদ্‌) মালা প্রভৃতি তাহার হস্ত, গলদেশ, কর্ণ এবং গ্রীবায় প্রদত্ত হইত, আর তাহাকে চার বার অভিবাদন করিতে হইত। অস্ত্রের ক্ষেত্রে তরবারি প্রাপকের গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইত; ছোরা ও জামধর মস্তকে এবং তূণীর স্কন্ধে স্থাপিত হইত; চার বার অভিবাদন করিবার পর প্রাপককে এগুলি বেষ্টন করিবার অনুমতি দেওয়া হইত। ধনুক ও বন্দুক স্কন্ধে স্থাপিত হইত; প্রাপক চার বার অভিবাদন করিয়া তাহা হস্তে ধারণ করিত। ঢাল ও বর্ম প্রাপকের গ্রীবা ও স্কন্ধে স্থাপিত হইলে এগুলি পরিধান করা যাইত। অনুরূপভাবে, অশ্ব ও হস্তী প্রদানের ক্ষেত্রেও লাগাম ও হস্তিচালকের দণ্ড তাহার স্কন্ধে স্থাপিত হইত আর প্রাপককে চার বার অভিবাদন (তস্‌লিমাৎ) করিতে হইত (গুলদস্তা, ফো ৬বি-৭এ)।

২ শিবাজীকে শাস্তিদানের জন্য জয় সিংহ প্রেরিত হইলে তাঁহাকে খিলাৎ সমেত পদ্ম-ই মুরাসা উপহার দেওয়া হয় (মামুরী, ফো. ১৩১বি)।

৩ আমিন খানের পুত্রের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের ব্যতিক্রম দ্রষ্টব্য — রুকইম-ই করিম, ফো. ১৪এ-১৪বি।

৪ রুকইম-ই করিম, ফো. ২০বি।

৫ দস্তুর-অল্ অমল আগাহী, ফো. ৬১। রুকইম-ই করিম, ফো. ১৩বি।

মাধ্যমে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন ছিল ইহার মধ্যে অন্যতম।[১] আবার এরূপ কোন ব্যক্তির আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটিলে শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিকে সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য সম্রাট তাঁহার পক্ষ হইতে কোন ব্যক্তিকেও প্রেরণ করিতেন।[২]

শ্রেষ্ঠ অভিজাতগণ রাজপরিবারের সহিত বৈবাহিকসূত্রেও আবদ্ধ থাকিত। যেসকল পরিবারের ব্যক্তিরা উচ্চপদ লাভ করিত এবং যাহাদের উচ্চ-বংশমর্যাদা ছিল সম্রাট বা তাঁহার পুত্রগণ সাধারণতঃ সেই সকল পরিবারের সহিতই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতেন। এইভাবে রাজপুত এবং ইতিমাদ্ উদ্দৌলার পরিবার বংশানুক্রমিকভাবে রাজপরিবারের সহিত আবদ্ধ ছিল। সম্রাট স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন পুত্রের জন্য কোন পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলে তাহাও বিশেষ প্রাধান্য হিসাবে গণ্য হইত; অবশ্য শ্রেষ্ঠ পরিবারের ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটিত। তবুও রাজনৈতিক কারণেই সম্রাট কখনও তাঁহার ভগিনী বা কন্যাকে রাজপরিবার বর্হিভূত কোন বংশের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতেন না। তাহারা কখনও অবিবাহিত থাকিত, কখনও রাজপরিবারেই তাহাদের বিবাহ হইত।[৩] অন্যান্য রাজকুমারীর ক্ষেত্রে এরূপ রাজকীয় মর্যাদার বাধ্যকতা ছিল না। এবং এরূপ বিবাহ রাজনৈতিক দিক হইতেও গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত না। উদাহরণস্বরূপ, ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে মুবাদের কন্যা আয়েষা বানুর সহিত মহম্মদ সালের বিবাহ হইয়াছিল, ইনি ছিলেন পারসিক পরিবারভুক্ত অমাত্য।[৪]

উপহার প্রদান ব্যবস্থা

অমাত্যগণ কর্তৃক সম্রাটকে উপহার প্রদান দরবারের শিষ্টাচার হিসাবে গণ্য হইত। বস্তুতঃ, সমগ্র এসিয়া মহাদেশেই এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল যে, "শূন্য-হস্তে মহৎ ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ অসম্ভব।"[৫] সম্রাটকে উপহার প্রদান ছিল সর্বজন বিদিত বিষয়—দরবারের গৌরব বৃদ্ধির অঙ্গ।

১ আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ১০৬এ, ১৪৪বি, ১৫০বি; রকইম-ই করিম, ফো. ৫বি-৬এ, ১৭এ-১৭বি।
২ মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১০৩, ২২৩।
৩ শাহ্জাহান এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের ক্ষেত্রেই ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।
৪ মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১২০। স্বামীদের প্রতি এই সকল রাজকুমারীদের আচরণের জন্য দ্রষ্টব্য—ট্যাভার্ণিয়ে, ১ম, পৃ. ৩১৩।
৫ বার্ণিয়ে, পৃ. ২০০।

কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত উপহার 'পেশকাশ' নামে অভিহিত হইত। কতকগুলি ক্ষেত্রে দরবারস্থ অমাত্যবর্গের নিকট হইতে 'পেশকাশ' প্রত্যাশা করা হইত।[১] সম্রাটের সিংহাসন লাভের দিন, জন্মদিন, নওরাজ (পারসিক নববর্ষ), রাজকুমার বা রাজকুমারীর জন্মদিন, যুদ্ধ জয়ের দিন এবং অসুস্থতা হইতে সম্রাটের আরোগ্যলাভের সময় এরূপ বার্ষিক উৎসব বলিয়া বিবেচিত হইত। সম্রাটের নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ লাভের প্রয়োজন হইলে অমাত্যগণ 'পেশকাশ' প্রদান করিত।[২] জমিদারগণ 'গদি' (সিংহাসন) লাভের ক্ষেত্রে এবং অধীনস্থগণ বাৎসরিক-ভাবে 'পেশকাশ' প্রদান করিত।[৩] জমিদার ও অন্যান্য করদরাজগণ কর্তৃক প্রদত্ত 'পেশকাশের' সহিত সাধারণ অমাত্যগণের পেশকাশের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল এই যে, ইহা সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব ও কোন ব্যক্তির 'গদি' লাভের ক্ষেত্রে অধিকারের ইঙ্গিত দান করিত।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগদ অর্থের পরিবর্তে মণি, মূল্যবান দ্রব্য প্রভৃতির মাধ্যমে 'পেশকাশ' দেওয়া হইত। সম্রাটকে উপহারের জন্য জাফর খান ট্যাভার্ণিয়েকে একটি হীরকের উচ্চমূল্য দান করিতে চাহিয়াছিলেন।[৪] অমাত্যগণ মর্যাদা অনুসারে 'পেশকাশ' প্রদান করিত।[৫]

১ পরবর্তী বাক্যে উল্লিখিত দিনগুলি এবং বিশিষ্ট অমাত্যগণ কর্তৃক 'পেশকাশ' হিসাবে প্রেরিত দ্রব্য বা অর্থের বিবরণ আলমগীর নামায় রহিয়াছে।

২ দাক্ষিণাত্যে দ্বিতীয় বার প্রতিনিধিত্বকালে ঔরঙ্গজেব মীর জুমলাকে লিখিয়া-ছিলেন যে, তাঁহাকে কর্ণাটকের জমিদার শ্রীরঙ্গ রায়ালের প্রতিনিধিকে 'পেশ-কাশ' প্রদান করিয়া দরবারে প্রেরণ করিতে হইবে (আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ৭৭বি)। ঔরঙ্গজেব মীর জুমলাকে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রদত্ত 'পেশকাশ' তিনি গ্রহণ করিয়াছেন (আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ১৫৫বি।) রাণা রাজ সিংহ সম্রাটকে দুইটি রত্নখচিত তরবারি এবং অনুরূপ একটি বর্শা 'পেশকাশ' হিসাবে প্রেরণ করেন এবং উহা গৃহীত হয় (আলমগীর নামা, পৃ. ৩৪১)।

৩ ট্যাভার্ণিয়ে, ১ম, পৃ. ৩০৮, ৩১০; আলমগীর নামা, পৃ. ৮৩৭; মানুচি, ২য়, পৃ. ৩৪৮-৯; ৩য়, পৃ. ৪১১।

৪ ট্যাভার্ণিয়ে, ১ম, পৃ. ১১২, ৩০১; বার্ণিয়ে, পৃ. ২৭১।

৫ আলমগীর নামা, অন্যান্য অংশে, সম্রাটকে প্রদত্ত মণির মূল্য সর্বদাই উল্লিখিত হইয়াছে।

'পেশকাশ' ছাড়া 'নজর প্রদানেরও রেওয়াজ ছিল। ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে ঔরঙ্গজেব নগদ অর্থে প্রদত্ত 'পেশকাশগুলিকে' নজর' নামে অভিহিত করিতে আদেশ দেন।[১] পরবৎসর এক আদেশ দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, রাজগণ প্রদত্ত উপহারগুলিকে 'নজর'-এর পরিবর্তে 'নিয়াজ' এবং অমাত্যগণ প্রদত্ত উপহারগুলিকে 'পেশকাশ' এর পরিবর্তে 'নিসার' নামে অভিহিত করিতে হইবে।[২] কিন্তু পূর্বে সম্ভবতঃ নজর' অল্পমূল্যের বস্তু হিসাবে 'পেশকাশ' অপেক্ষা ভিন্ন ধরনের ছিল এবং এগুলি সাধারণ আনন্দপূর্ণ দিনগুলিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন হিসাবেই প্রদত্ত হইত। সম্রাটের পরিবারের সুখের দিনগুলিতে, যথা, সন্তানের জন্মদিনে, অমাত্যগণ তাঁহাকে উপহার দান করিত।[৩] কোন অমাত্য অসুস্থতা হইতে আরোগ্যলাভ করিলেও 'নজর' প্রদান করিতে পারিত।[৪] আবার পদ[৫] বা জাগীর[৬] হইতে দরবারে উপস্থিত হইলেও ইহা প্রদান করিতে হইত। একটি মাত্র ক্ষেত্রে একজন অমাত্য পদে পুনর্বহাল হওয়ার জন্য ইহা প্রদান করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ সাধারণতঃ অল্পই হইত; কখনও কয়েকটি মোহর (কমপক্ষে একটি) এবং কখনও কয়েকটি টাকা (কমপক্ষে পাঁচ টাকা)। উর্ধ্বতম ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য ছিল।

কিন্তু 'নজর'-এর মূল্য অল্প হইলেও 'পেশকাশ' ছিল অমাত্যদের পক্ষে বোঝা স্বরূপ। অমাত্যগণ সম্রাটকে উপহার প্রদান করিয়াই আংশিকভাবে ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছিল, বার্ণিযের এই উক্তি কতখানি সত্য তাহা নির্ণয় করা কঠিন[৭]; কিন্তু অর্থনৈতিক দিক ছাড়া নৈতিকতার দিক হইতেও বিষয়টি সমালোচনার বস্তু। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্রাটের নিকট হইতে বিশেষ কতকগুলি অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁহাকে যে 'পেশকাশ' প্রদান করা হইত তাহা ছিল উৎকোচেরই নামান্তর।

১ আখবরাৎ, ৯ জমাদা ২য়, ৪৪ বৎ।
২ মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৪৪০।
৩ আখবরাৎ, ২৮ রাবি ২য়, এবং ১ম জমাদা ২য়, ৮ম বৎ, ২৫ রাবি ১ম, ৩৮ বৎ।
৪ আখবরাৎ, ২৮ রাবি ২য়, ১ম জমাদা ১ম, ১লা জমাদা ২য়, ৮ম বৎ; ৩ জিলহিজ এবং ৪ জিকাদা ৯ম বৎ।
৫ আখবরাৎ, ২০ রজব, ১২ বৎ; ২০ রজব, ৪৩ বৎ।
৬ আখবরাৎ, ২৮ রাবি ২য়, ৮ম বৎ।
৭ বার্ণিয়ে, পৃ ২১৩।

স্বয়ং সম্রাট এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিলে অমাত্য এবং অন্যান্য কর্মচারীবর্গ অবাধ গতিতে তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মনসবদার ও সরকারী কার্য

মুঘল শাসন ব্যবস্থায় সরকারী-কার্য বলিতে রাজ্যের ক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিধিকেই বুঝাইত। আধুনিক রাষ্ট্রের ন্যায় 'জাতীয় পুনর্গঠন' ছিল তৎকালীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য বহির্ভূত বিষয়; মুঘল রাজত্বের প্রধান মুখপাত্র আবুল ফজল-এর ভাষায় বিচার ও আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত রোধ করার মধ্যেই রাষ্ট্রের নৈতিক দিকটি সীমিত ছিল।[১] জনহিতকর কার্যকে প্রশংসনীয় আদর্শরূপেই গ্রহণ করা হইত কিন্তু দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন, দুর্ভিক্ষ সাহায্য প্রেরণ, কৃষকগণকে 'তকৃভী' ঋণ দান, শিক্ষাবিদ্ ও ধার্মিক ব্যক্তিকে ভূমি ও অর্থ দান প্রভৃতির মাধ্যমেই জনহিতকর কার্য সাধিত হইত। কিন্তু সৈন্য ও রাজস্ব সংগ্রহ এবং বিচার ব্যবস্থাকেই সাম্রাজ্যের প্রধান কার্য বলিয়া গণ্য করা হইত; বিচার বিভাগ পৃথকভাবে পরিচালিত হইত বটে, তবে অন্যান্য কার্য মনসবদারগণের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইত।

সর্বপ্রকার সরকারী কার্য ছিল মনসবদারী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত এবং সামরিক, অর্থনৈতিক ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের কোনরূপ বিভাজন ছিল না। প্রত্যেক অভিজাতকেই সওয়ার পদ অনুসারে সামরিক দায়িত্ব পালন করিতে হইত আর শাসন কার্য পরিচালনার জন্য ফৌজদার (সামরিক ও বেসামরিক বিষয়), দিওয়ান (অর্থ), কতোয়াল (পুলিশ) প্রভৃতি পদ তাহার অধীনে পরিচালিত হইত বলিয়া এগুলির দায়িত্ব তাহাকেই বহন করিতে হইত। সুতরাং কোন মনসবদারের সামরিক ও বেসামরিক কার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকিলেও কার্যতঃ বেসামরিক (রাজস্ব) ও সামরিক দায়িত্ব প্রায়ই শিক্ষা ও দক্ষতা অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রদান করা হইত। যেমন, জয়সিংহ[২], দায়ুদ খান কুরেশী[৩], দিলীর

১ আইন, ১ম, ২০১-৩।
২ আলমগীর নামা, পৃ. ৩০, ১৮৪, ৩০৬, ৩১৫, ৩২৪, ৪১৪, ৮৬৬; মামুরী, ফো. ১৩১বি।
৩ মা আসীর-উল্ ওমরা, ২য়, পৃ. ৩২-৭।

খান[১], বাহাদুর খান জাফর জঙ্গ কোকালতাশ[২], আমীর খান[৩] এবং দলপৎ বুন্দেলাকে[৪] সর্বদাই সামরিক দায়িত্ব এবং রাজা রঘুনাথ[৫], এনায়েৎ উল্লাহ্ খান[৬] ও ফাজিল খান[৭], বহরমন্দ খান[৮]কে অর্থ নৈতিক ও শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হইত।

তবুও দেখা যায়, একই মনসবদার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদে কার্য করিত। আমানৎ খান বিজাপুরের 'দিওয়ান', 'দফতরদারী তান্', 'বয়ুতাৎ-ই রিকাব' এবং পরিশেষে সুরাট বন্দরের 'মুৎসুদ্দি' হিসাবে কার্য করিলেও দুই বার ঔরঙ্গাবাদের হাকিম্ (সেনাধ্যক্ষ) নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[৯] আশরফ খান বিভিন্ন সময়ে ত্রানজিক-এর তত্ত্বাবধায়ক, সুলেমান শুকোর 'বক্সী' ও রাজ গ্রন্থাগারিক এবং দারা শুকো ও জাহান আরার 'দিওয়ান' হিসাবে কার্য করিলেও কাশ্মীরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[১০] রুহ উল্লাহ্ খান শুধু যে আহ্দিগণের মীর বক্সী, আখতাবেগী, খান সামান, আখতাবেগী (পুনরায়) এবং দ্বিতীয় বক্সী, প্রথম বক্সী পদগুলিই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা নয়, ধামৌ ও শাহ্রানপুরের ফৌজদার এবং ওড়িষ্যার 'সুবেদার পদেও কার্য করিয়াছিলেন।[১১] মহম্মদ আমিন খান ঔরঙ্গজেবের বিচার

১ আলমগীর নামা, পৃ. ১৬০, ৩১৫ ; মামুরী, ১৩১বি ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ১৭৮ ; দিলকুশা, ফো. ২৮এ-২৮বি ; মা আসীর-উল্ ওমরা, ২য়, পৃ. ৪২, ৫৬।

২ দিলকুশা, ফো. ৫১বি ; মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১২৩-৪ ; মামুরী ফো. ১৭৩বি ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ৩১৬।

৩ আলমগীর নামা, পৃ. ১০৪৫, ১০৫৭ ; মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৬১ ; মা আসীর-উল্ ওমরা, ১ম, পৃ. ২৭৭-৮৭।

৪ দিলকুশা, ফো. ১০৫বি, ১১৪বি-১১৫এ, ১৫৩এ ; মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ২৮৪, ৩৫৬ ; মা আসীর-উল্ ওমরা, ২য়, পৃ. ৩১৭-২৩।

৫ আলমগীর নামা, পৃ. ৭৪৯, ৭৬৩, ৮২৯ ; মা আসীর-উল্ ওমরা, ২য়, পৃ. ২৮২।

৬ মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৩১৪, ৩৪৫, ৩৯৩।

৭ মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৩৯৩-৪ ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ১৭৫।

৮ মা আসীর-উল্ ওমরা, ১ম, পৃ. ৪৮৪-৫।

৯ মা আসীর-উল্ ওমরা, ১ম, পৃ. ২৮৭-৯০ ; মা আসীর-ই আলমগীরী পৃ. ৩৪৭।

১০ মা আসীর-উল্ ওমরা, ১ম, পৃ. ২৭২-৪।

১১ আলমগীর নামা, পৃ. ৮৩০, ১০৬১ ; মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১২৭, ১৪৪, ১৫০, ১৫৬, ১৯৫, ২৮১।

বিভাগে 'সদর্-ই কুল'রূপে কার্য করিলেও সমগ্র জীবনে সামরিক কার্যও করিয়াছিলেন।[১]

বিচার ব্যবস্থার জন্য বিশেষ দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হওয়ায়, ইহাকে পৃথক হিসাবে গণ্য করা হইত এবং 'কাজী' ও 'সদরগণ' একই শাখায় কার্য করিত। উদাহরণস্বরূপ, সৈয়দ জালাল খান বুখারী[২], আবদুল ওয়াহাব[৩] এবং শেখ-অল্ ইসলাম[৪] শুধু বিচার বিভাগই পরিচালনা করিয়াছিলেন, অপর কোন কার্যের ভার তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। সম্ভবতঃ আমিন খানই ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম। বিচার বিভাগীয় ব্যক্তিরা যাহাতে শাসন ব্যবস্থার উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে সেজন্যই তাহাদিগকে শাসন সংক্রান্ত বা অর্থনৈতিক দায়িত্ব দেওয়া হইত না। মুঘল যুগের বিচার ব্যবস্থা আধুনিক বিচার ব্যবস্থার মত স্বতন্ত্র ছিল না বটে, তবে, ইহা ছিল স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থার বাধাস্বরূপ। শাসক ও অমাত্যবর্গ বিচার ব্যবস্থাকে পৃথক বিভাগরূপেই গণ্য করিত; কেননা, দেশের শাসন ব্যবস্থায় ইহার প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। আর অমাত্যবর্গ শাসন ব্যবস্থার উপর বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপ মোটেই সুনজরে দেখিত না।[৫] সাম্রাজ্যে কাজীদের (বিচারক) ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে মহাবৎ খান একখানি পত্রের দ্বারা ঔরঙ্গজেবের নিকট ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।[৬]

বাচনিকভাবে, কোন ব্যক্তিকে মনসব দেওয়া হইলে তাহার সমগ্র কার্য সম্রাটের উদ্দেশ্যেই অর্পিত হইত এবং পদমর্যাদা অনুসারে সৈন্য সরবরাহ বা অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিলেও কোন রকমেই তাহার কর্তব্য শেষ হইত না। উপযুক্ত বেতন দেওয়া না হইলেও তাহাকে যে-কোন বিভাগে যে-কোন কার্যের আদেশ দেওয়া যাইত। আর তাহার জাট পদের বেতন দ্বারাই সব কিছু সঙ্কুলান করিতে

১ মা আসীর-উল্ ওমরা, ১ম, ৩৪৬-৫০।

২ মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম, পৃ. ২১৮; লাহোরী, ২য়, পৃ. ৩৬৫; মা আসীর-উল্ ওমরা, ৩য়, ৪৪৭-৫১।

৩ খাফি খান, ২য়, পৃ. ২১৬; মা আসীর-উল্ ওমরা, ১ম, পৃ. ২৩৫-৪১।

৪ মামুরী, ফো. ১৬২এ, মা আসীর-উল্ ওমরা, ১ম, পৃ. ২৩৭-৯।

৫ রিয়াজ-ই আইজাদ বল্ল রসা, ফো. ৮এ-১১এ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ২১৫-৭।

৬ "সাম্রাজ্য বর্তমানে কাজীর অধীন আর কাজী শুধুমাত্র উৎকোচের প্রত্যাশী।"

হইত। সুতরাং কোন ব্যক্তি কার্যের দ্বারা সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে শুধু যে ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত তাহাই নয়, মনসব হ্রাস করিয়াও তাহার শাস্তি বিধান করা হইত।[১]

মনসবদারগণের পদমর্যাদা ও কতকগুলি পদের সম্পর্কের মধ্যে কয়েকটি নিয়ম ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রদেশগুলিতে, শাসন বিভাগের দিক হইতে, নাজিম বা সুবেদার (গভর্নর), ফৌজদার ও থানাদারের পদগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ২,৫০০-৭,০০০ পদাধিকারী ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত হইত। প্রকৃতপক্ষে গুরুত্ব অনুসারে প্রাদেশিক কার্যের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। একদিকে যেমন কাবুল[২], গুজরাট[৩] এবং বঙ্গদেশের[৪] মত সুবেদারীতে শুধুমাত্র উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন মনসবদারগণই নিযুক্ত হইত। অপরদিকে তেমনি কাশ্মীর[৫] ও আজমীরের[৬] মত সুবাগুলিতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন-মর্যাদাসম্পন্ন মনসবদারগণ নিযুক্ত হইত।

১ সৈন্যবাহিনীর বক্সী নেকনাম খান ও ইসলাম খান (ওয়াকিয়া নিগার) বিদর বখ্ত্-এর সহিত যোগাযোগ করেন নাই বলিয়া অভিযোগ করা হইলে সম্রাট উভয়ের মনসব হ্রাস করেন (আখবরাৎ, ১৬ শ্রাবণ, ৪৩ বং)।

২ মহাবৎ খান, ৬,০০০/৫,০০০ (৩,৫০০ × ২-৩অ) কাবুলের সুবেদারী প্রাপ্ত হন (আলমগীর নামা, ২২৯)। তিনি স্থানান্তরিত হইলে আমীর খান, ৫,০০০/৫,০০০ (১,০০০ × ২-৩অ) এই পদ লাভ করেন (উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৬১)।

৩ শাহ্নওয়াজ খান সাফ্ভী, ৬,০০০/৬,০০০ (৫,০০০ × ২-৩অ) গুজরাটের সুবেদার নিযুক্ত হন (আলমগীর নামা, পৃ. ২১০); পরবর্তীকালে রাজা যশোবন্ত সিংহ, ৭,০০০/৭,০০০ (৫,০০০ × ২-৩অ) গুজরাটের সুবেদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৪৬)।

৪ মোয়াজ্জম খান মীর জুমলা, ৭,০০০/৭,০০০ (২-৩অ) বঙ্গদেশের সুবেদারী প্রাপ্ত হন (আলমগীর নামা, পৃ. ৬৭৬ ; আমীর-উল্ ওমরা শায়েস্তা খান, ৭,০০০/৭,০০০ ২-৩অ) ছিলেন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি (উক্ত গ্রন্থ, পৃ ৮৪৮)।

৫ কাশ্মীর সুবার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন লস্কর খান, ২,৫০০/২,০০০ আলমগীর নামা, পৃ. ১৯৫); ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে ইফ্তিখার খান, ২,০০০/১,০০০ কাশ্মীরের সুবাদার নিযুক্ত হন (মাঁ আমীর-উল্ ওমরা, ১ম, পৃ. ২৫৪)।

৬ ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দে তরবিয়ৎ খান, ৪,০০০/৪,০০০, আজমীরের হাকিম নিযুক্ত হন (আলমগীর নামা, পৃ. ১১৯, ৩০৪); ১৬৭৯ খ্রীঃ অব্দে ইফ্তিখার খান, ৩,০০০/১,২০০ উক্ত পদে নিযুক্ত হন (ওয়াকা-ই আজমীর)।

৫০০ হইতে ৫,০০০ পদাধিকারী মনসবদারগণ সাধারণতঃ ফৌজদার পদে নিযুক্ত হইত। গুরুত্বের দিক হইতে ফৌজদারের কার্যের প্রকারভেদ ঘটিত। আজমীরের শাসনকর্তাকে বলা হইত 'ফৌজদার-ই আজমীর' আর সমগ্র প্রদেশ তাঁহার ফৌজদারীর অধীনস্থ বলিয়া গণ্য করা হইত।[১] গুজরাট প্রদেশ ছিল সোরথ-এর ফৌজদারী; এখানে কেবলমাত্র উচ্চপদস্থ অমাত্যগণই নিযুক্ত হইত[২] বৈসওয়ারা (ইহার ফৌজদার অযোধ্যা ও এলাহাবাদের[৩] শাসনকর্তার উপর নির্ভরশীল ছিল না), জৌনপুর, কর্ণাটক[৪], এবং রাহেরীতে[৫] প্রথম শ্রেণীর অমাত্য-গণই নিযুক্ত হইত; অপরপক্ষে, আহমেদাবাদের[৬] নিকটবর্তী স্থান, রায়সিন[৭], খাওন[৮] প্রভৃতির মত ক্ষুদ্র ফৌজদারীগুলিতে সাধারণতঃ নিম্নপদস্থ মনসবদার-গণকেই নিযুক্ত করা হইত। স্থানীয় জমিদারগণকে[৯] কিছু ফৌজদারী অর্পন করা হইয়াছিল; অনুরূপভাবে, সম্ভবতঃ প্রতি সুবার সুবেদারগণকেও এরূপ দায়িত্ব দেওয়া হইত, ইহারা নিজ নিজ প্রতিনিধির বা পছন্দ মত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া তাহার সাহায্যে শাসন করিত।[১০]

১ ওয়াকা-ই আজমীর।
২ রকইম-ই করিম, ফো. ৩বি, ৯বি, দস্তুর-অল্ অমল-ই আগাহী, ফো. ৩৮।
৩ ইন্সা-ই রোশন কলম।
৪ জুলফিকার খান, ৫,০০০/৫,০০০ কর্ণাটক হায়দ্রাবাদের ফৌজদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মা আসীর-উল্ ওমরা, ২য়, পৃ ৬৫, কাশিম খান, ৩,৫০০/৩,৫০০ (২,০০০ × ২-৩অ) কর্ণাটক-বিজাপুরের ফৌজদারী পরিচালনা করেন (আখবরাৎ, ১৫ সফর, ৩৫ বৎ)।
৫ আবদুর রজ্জাক লারী, ৫,০০০/৫,০০০ রাহেরীর ফৌজদার নিযুক্ত হন (খাফি খান, ২য়, পৃ. ৪০৫); ফিদৈ খান, ৪০,০০/৪,০০০ গোরক্ষপুরের (আদাব-ই আমলগীরী, ২৮০এ) এবং তরবিয়ৎ খান, ৪,০০০/৩,০০০ ওড়িষ্যার (মিরাৎ-অল্ আলম, ফো ২০৮এ) ফৌজদার নিযুক্ত হন।
৬ আখবরাৎ আজমের শিবির, ২৪ রজব, ৪৭ বৎ।
৭ মীর কৈফুল্লাহ, ৫০০/২০০ রায়সিনের কেল্লাদার ও ফৌজদার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (আখবরাৎ, ৩৮ বৎ ফো ৩৭৮)।
৮ খাওনের ফৌজদার ছিলেন আশ রাহ্ রাম, ৫০০/৪০০ (আখবরাৎ, ৯ রজব, ২৪ বৎ); ছসরৎ খান ৭০০/৫০০ (২-৩অ) জমীনের ফৌজদারী লাভ করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বিতাড়িত হন (আখবরাৎ, ১১ রবি ১ম, ৩৭ বৎ)।
৯ ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১০ আখবরাৎ, ৩৬ বৎ, ফো. ৭৩; ৩৭ বৎ, ফো. ২০১-২।

ফৌজদারের পর উল্লেখযোগ্য হইল থানাদারের পদ; কিন্তু থানাদারের কার্যের প্রকৃতি স্থানীয় ফৌজদারগণ কর্তৃক তাহাদের উপর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু স্পষ্টভাবে জানা যায় না। কয়েকটি থানাদারীতে কেবলমাত্র উচ্চ-মর্যাদা-সম্পন্ন অমাত্যগণকেই নিযুক্ত করা হইত; এগুলি ছিল কোলাহ্‌পুর[১], বাহ্‌রুরা[২], ও লোহগড়[৩]। স্থানীয় ফৌজদারগণ এই সকল স্থানের থানাদারগণকে কখনও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল কিনা তাহা বলা যায় না। অপরদিকে, সারহা[৪], খণ্ড[৫] প্রভৃতির মত থানাদারীতে ক্ষুদ্র মনসবদারগণকেই নিযুক্ত করা হইত। ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে যশোবন্ত সিংহকে ৭,০০০/৭০০০ (৫,০০০×২-৩অ) রাজনৈতিক কারণেই জামরুদের[৬] থানাদার নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং সাধারণভাবে ২০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী অমাত্যগণকেই থানাদার নিযুক্ত করা হইত, বলা যাইতে পারে।

অর্থনৈতিক ও শাসন সংক্রান্ত দিক হইতে দিওয়ান, মীর বক্সী, দ্বিতীয় বক্সী এবং তৃতীয় বক্সীর পদগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় দিওয়ানের পদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় মোয়াজুম খান, ওয়াজির খান এবং জাফর খানের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর অমাত্যগণই এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৭] মীর বক্সীর পদও অনুরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল বলিয়া বহরমন্দ খান[৮] এবং জুলফিকার খানের[৯] ন্যায় মর্যাদা-

১ খান-ই আলম ইখলাস খান, ৬,০০০/৫,০০০ কোলাহ্‌পুরের থানাদার নিযুক্ত হন; তাঁহার স্থানান্তরের পর তাঁহার ভ্রাতা ইখ্‌তিসাস্‌ খান, ৪,০০০/২,৬০০ ঐ পদে নিযুক্ত হন (আখবরাৎ, ৪ রবি ১ম, ৪২ বৎ)।

২ রণদুলা, ৪,০০০/৫.০০০ বাহ্‌রুরার থানাদারী লাভ করেন, তাঁহার স্থানান্তরের পর নগুজী মানে, ৪,০০০/৫,০০০ উক্ত পদ লাভ করেন (আখবরাৎ, ৮ মহরম, ৪৪ বৎ)।

৩ মহম্মদ সাদিক খান, ৩,০০০/১,২০০ লোহগড়ের থানাদার নিযুক্ত হন (মা আসীর-উল্‌ ওমরা, ৩য়, ২৪৭)

৪ মোহন সিংহ, ২০০/৫০ সারহার থানাদার নিযুক্ত হন (আখবরাৎ, ২৪ বৎ ফো. ৫২)।

৫ আলাহ্‌দাদ, ৭০০/৫০০ খন্দ-এর থানাদারী প্রাপ্ত হন (আখবরাৎ, ২৮ রজব, ২৪ বৎ)।

৬ মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১০৯।

৭ জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী, ফো. ৮২এ-৮২বি)।

৮ খাফি খান, ২য়, পৃ. ৪০৭।

৯ মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৪৬১।

সম্পন্ন ব্যক্তিগণকেই ইহা প্রদত্ত হইত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্সীর পদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর অমাত্যগণকে নিযুক্ত করা হইত।[১]

মনসবদারগণকে সম্রাটের ইচ্ছানুসারে যে-কোন বিভাগে বা যে-কোন প্রদেশে কার্যভার দেওয়া যাইত। ঔরঙ্গজেবের সমগ্র রাজত্বকালে অমাত্যগণকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল; তাহাদের আত্মজীবনীই ইহা প্রমাণ করে।[২]

উপরি উক্ত ঘটনাবলী হইতে সাম্রাজ্যের মনসবদারী ও শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা করা যায়। বিচার বিভাগ ছাড়া সামরিক বেসামরিক ও অর্থ সংক্রান্ত বিভাগগুলি ছিল মনসবদারী ব্যবস্থার অন্তর্গত। মনসবদারগণের ন্যূনতম সামরিক দায়িত্ব পদের দ্বারা চিহ্নিত হইত; কিন্তু অতিরিক্তভাবে তাহাদিগকে যে-কোন বিভাগে যে-কোন দায়িত্বও দেওয়া যাইত। 'মনসব' ও অর্পিত পদের মধ্যে স্পষ্ট কোন সম্পর্ক না থাকিলেও উভয়ের মধ্যে একটি সাধারণ আদান প্রদান বজায় থাকিত। প্রকৃত অর্থে মনসবদারগণ ছিল শাসক শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী অভিজাত শ্রেণীর সহিত তাহাদের কোনরূপ সাদৃশ্য না থাকাই স্বাভাবিক কেননা, শাসন ব্যবস্থায় ইহাদের কোনরূপ ভূমিকা ছিল না। শাসন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিষয়গুলি একমাত্র নিম্নপদস্থ কর্মচারী-দের মাধ্যমেই সম্পন্ন হইত, ফলে, তাহাদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। যাহা হউক, মোটামুটিভাবে মুঘল অভিজাত শ্রেণী শাসন ব্যবস্থায় পূর্বতন কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়া-ছিল এবং অমাত্য-বিশেষকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করিয়া ইহার আভ্যন্তরীণ সংশক্তির পরিচয় দান করিয়াছিল। আর ইহার দ্বারাই তাহারা জাতীয় কর্তৃপক্ষের মর্যাদা লাভ করিয়া যাজকীয় প্রভাব ও প্রথাকে সংযত করিয়াছিল।

১ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে আসাদ খান, ৪,০০০/২,০০০ ছিলেন দ্বিতীয় বক্সী মা আসীর-উল্ উমরা, ১ম, পৃ. ৩১১)। ১৬৭৪ খ্রী: অব্দে মুখলিস খান, ২,০০০/৭০০ দ্বিতীয় বক্সী নিযুক্ত হন (মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৩৪৯)। ১৭০৪ খ্রী: অব্দে মীর্জা সাফভী খান তৃতীয় বক্সী নিযুক্ত হন, এই সময়ে তাঁহার পদমর্যাদা ছিল ৩,০০০/১,০০০ (মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ ৪৮২)।

২ একমাত্র দক্ষিণী অভিজাত শ্রেণীর ক্ষেত্রে সম্ভবত: ইহা প্রযোজ্য ছিল না।

শাসন ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণীর আচরণ

মুঘল অমাত্যবর্গ একই সঙ্গে অভিজাত ও আমলাতন্ত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল; সুতরাং শেষোক্ত ভূমিকায় তাহাদের আচরণ কিরূপ ছিল তাহা জানিতে চাওয়াই স্বাভাবিক। তাহারা ছিল কিছু পরিমাণে সম্রাটের নিয়ন্ত্রণাধীন; তিনি তাহাদের পদোন্নতি বা পদচ্যুতি এবং পুরস্কার বা শাস্তি বিধান করিতে পারিতেন। কিন্তু এরূপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্যও প্রভাবিত হইত। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, সে সময়ে আধুনিক অর্থে পুনর্গঠণ আশা করা সম্ভব ছিল না; আইন শৃঙ্খলা স্থাপন ও সাহায্য প্রেরণের মধ্যেই সাম্রাজ্যের যথার্থ কার্য প্রতিফলিত হইত। আকবরের আমলে 'সুলেহ্-ই কুল' বা ঔরঙ্গজেবের সময়ে 'শরিয়ৎ'-এর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ধর্ম বা ঈশ্বরতত্ত্বের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। আর কেন্দ্রীয় সরকার, বাস্তব না হইলেও অন্ততঃ কাগজে-কলমে, ধর্ম ও নৈতিকতার ধারক ও বাহক রূপেই প্রতিভাত হইত। এগুলি ছাড়া সাম্রাজ্যের মূল লক্ষ্য আয় বা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং যোগ্যতম শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের দিকেই প্রায় নিবদ্ধ থাকিত। যেসকল কারণে কর্মচারীরা শাস্তি পাইত তাহা বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে কোন কোন অসৎ আচরণের জন্য, যেহেতু সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য ছিল সীমিত, সম্রাট বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। সম্রাটের আদেশ অমান্য কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাঁহার অসন্তুষ্টি, প্রয়োজনীয় সৈন্য পোষণে অক্ষমতা প্রভৃতির জন্য প্রায়ই বিশেষ শাস্তি বিধান করা হইত। আবার রাজ আদেশে হস্তক্ষেপ, শত্রুর সহিত সম্পর্ক স্থাপন, বিদ্রোহীর প্রতি সহানুভূতি এবং কার্যে ভীরুতা প্রদর্শনও ছিল অমাত্যদের শাস্তির উৎস। মদ্যপানের মত নৈতিকতা বর্জিত কার্যগুলিও ছিল পদমর্যাদা হ্রাসের কারণ। শেষতঃ, স্বেচ্ছাচারীতা, দুর্নীতি, খুন এবং লুণ্ঠন প্রভৃতি অপকর্মেরও উপযুক্ত পুরস্কার ছিল কঠোর শাস্তি।[১] তবুও দেখা যায় শেষোক্ত কার্যগুলির ক্ষেত্রে সম্রাট আশ্চর্যজনক-

১ দ্রষ্টব্য—আখবরাৎ, ১৯ রাবি ২য়, ১২ বৎ; ৩য় শাবণ, ২৪ বৎ; ১৪ শাবণ, ৪৩ বৎ; ৫ শাবণ, ৪৩ বৎ; ৮ জমাদা ১ম, ৪৪ বৎ; ৯ জিলহিজ, ৪৫ বৎ; ২০ রমজান, ৪০ বৎ; ২৪ শাবণ, ৩৭ বৎ; ১০ জিকাদা, ৩৮ বৎ; ২৫ বৎ, ফো. ৩৮৮; ৬ জিকাদা ১৩ বৎ; ২৭ মহরম, ৪৪ বৎ; ২য় রাবি ১ম, ৪৩ বৎ; ১০ শাবণ, ৪৩ বৎ; ১৯ জমাদা, ৪৫ বৎ; ৫ রাবি ১ম, ৪৩ বৎ; ১১ মহরম, ৪৬ বৎ; ১ম জিকাদা, ৪৩ বৎ; ১১ রাবি ১ম, ৪৩ বৎ; ২৪ রাবি ১ম, ৪৩ বৎ; ১৫ জমাদা ২য়, ৪৪ বৎ; ২৪ রমজান, ৪৪ বৎ; ২য় জমাদা ৯ বৎ; ২৩

ভাবে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। খাফি খান বলিয়াছেন যে, যদিও তিনি কৃষক ও ব্যবসায়ীদের উপর হইতে বহু যে আইনী শুল্ক রহিত করিয়াছিলেন, তবুও যাহারা তাহাদের নিকট হইতে এগুলি আদায় করিত তাহাদের তিনি শাস্তি দান করেন নাই; তাঁহার অর্থ দপ্তরও অমাত্যদের সহিত যোগ দিয়া 'জাগীরের' 'জমা' হইতে এই সকল কর আদায় করিত।[১] রাজত্বের ৮ম বৎসরে ঘোষিত একখানি আদেশপত্রে ঔরঙ্গজেবও স্বীকার করিয়াছেন যে, গুজরাটের বহু জাগীরদার কৃষকদের নিকট হইতে প্রকৃত রাজস্বের চেয়ে অনেক বেশী আদায় করিত আর তাহারা অক্ষম হইলে তাহাদের উপর অত্যাচার করিত; কিন্তু অসৎ উপায় বন্ধ করিতে কয়েকটি নিষেধ জারী ছাড়া প্রকৃত আইন ভঙ্গকারীর শাস্তির জন্য তিনি কিছুই করেন নাই।[২] এমন কি, শত অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিরও চূড়ান্ত শাস্তি ছিল পদমর্যাদার নামমাত্র হ্রাস। রাজকর্মচারীদের প্রতি অত্যন্ত উদাসীন থাকার অভিযোগেও তিনি ছিলেন অভিযুক্ত; তাঁহার সামরিক স্বার্থ জড়িত না থাকিলে অমাত্যদের অবাধ্যতাও তিনি নির্বিবাদে সহ্য করিতেন।[৩]

শাসন ব্যবস্থায় এরূপ শৈথিল্য দেখা দিলে অমাত্যদের বিবেকের উপরেই সর্বময় কর্তৃত্ব নির্ভর করিতে লাগিল; সর্বব্যাপক উৎকোচই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মাত্র দুই একজন অমাত্যই উৎকোচ বা উপহারের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিল।[৪] ব্যক্তিবিশেষের এরূপ উল্লেখযোগ্য গুণ সম্পর্কে লেখকদের নীরবতাই প্রমাণ করে যে এই ব্যবস্থার মধ্যে অমাত্যগণ অন্যায় কিছু দেখিত না। বাস্তবিক, উপহার প্রত্যাশা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্রাটের ব্যক্তিগত ইচ্ছাই ইহার পথ প্রস্তুত করিয়াছিল।

জিকাদা, ৪৩ বৎ; ৭ জিলহিজ, ৪৩ বৎ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ২৭৫, ৪৭৮-৮৩; মামুরী, ফো. ১৫৫এ, ১৭৮বি; মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৮৮-৯।

১ খাফি খান, ২য়, পৃ. ৮৮-৯।

২ মিরাৎ-ই আহমদী, ১ম, পৃ. ২৬৩; মজহর-ই শাহজাহানী, পৃ. ১৭৭, ১৮০।

৩ মানুচি, ৩য়, পৃ. ২৬০; ৪র্থ, পৃ. ৯৮, ১০০; ভীমসেনও মন্তব্য করিয়াছেন যে, ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বের শেষ দিকে সাম্রাজ্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবলমাত্র দুর্গ (কালা গিরি) (দিলকুশা, ফো. ১৪৬এ) দখলেই ব্যস্ত ছিলেন। মজহর-ই শাহজাহানী, পৃ. ১৭৩-৪।

৪ ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬৬১-৬৪, পৃ. ২০৩-৫; মামুরী, ফো. ১৭৫বি-১৭৭এ; খাফি খান, ২য়, পৃ. ২৬১, ৩৭৫-৮১।

সম্রাটের আদেশ পালন বা পদনির্ধারিত কর্তব্যের বিনিময়েও অভিজাতগণ উপহার আশা করিত। মানুচির ভাষায়, যাহারা রাজকীয় ফরমান বলে গ্রাম, গৃহ বা ভূমি লাভ করিয়াছিল তাহারা উপহার প্রদান না করিলে শাসনকর্তা ও ফৌজদারগণ তাহাদিগকেও উৎখাত করিত।[১] 'মদদ্-ই মা আশ ফরমান' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত কর্মচারীদের প্রতি কোনরূপ উপহার গ্রহণ না করিবার আদেশ হইতেই বুঝা যায় যে, মানুচি অতিশয়োক্তি করেন নাই।[২] উচ্চতর ক্ষেত্রেও দেখা যায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দূত উইলিয়ম নোরিসকে বলা হইয়াছিল যে সম্রাট তাঁহার রাজত্বে উক্ত কোম্পানীকে ব্যবসায়ের অনুমতি দানে সম্মত, কিন্তু প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জন্য সম্রাটকে ২০০,০০০ আর তাঁহার কর্মচারীগণকে ১০০,০০০ টাকা প্রদান করিতে হইবে।[৩]

কর্তব্যের প্রশ্নে যখন পরিস্থিতি দাঁড়াইল এই, তখন অমাত্য-বিশেষই তাহার পছন্দমত পদ্ধতি গ্রহণ করিত। পশ্চিম উপকূলে কিছু বিশেষ সুবিধার জন্য যখন ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা বাহাদুর খান কোকালতাশকে উপহার প্রেরণ করে, তখন তাহারা মধ্যবর্তী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতারিত হয়। ইহা ছিল দুর্ভাগ্য-স্বরূপ, কেননা, "সম্রাটের মত উপযুক্ত পিস্‌কাস্ (পেশকাশ) প্রদান ছাড়া সব কিছুই তাঁহার (বাহাদুর খান) নিকট অর্থহীন।"[৪] সম্রাটের নিকট মধ্যস্থতা বা সুপারিশের জন্য কোন অমাত্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেও উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিতে হইত। ত্রিচিনাপল্লীর রাণী সম্রাটের রক্ষণাবেক্ষণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন; দায়ুদ খান সম্রাটের নিকট এই মধ্যস্থতা করার জন্য রাণীর নিকট হইতে কিছু মূল্যবান ও সূক্ষ্ম উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৫] সম্রাটের নিকট একটি আর্জি উপস্থাপিত করার জন্যও তিনি ইংরাজদের নিকট হইতে ২৫,০০০ টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৬] দরবারের

১ মানুচি, ৩য়, পৃ. ২৩২ ; দিলকুশা, ফো. ৮৪এ।

২ যথেষ্ট পরিমাণ এরূপ ফরমান রহিয়াছে। এলাহাবাদের ইউ. পি. রেকর্ড অফিসে এরূপ সংগ্রহের পরিমাণ যথেষ্ট; আকবরের সময় হইতেই এগুলি নির্ধারিত আদর্শ অনুযায়ী হইয়াছে।

৩ মানুচি, ৩য়, পৃ. ৩০০-১, তুলনীয় এইচ. এইচ. দাস, দি নোরিস্ এম্ব্যাসি টু ঔরঙ্গজেব, পৃ. ২২১, ২৭৭।

৪ ক্রেয়ার, পৃ. ৩২৯-৩০। দ্রষ্টব্য—দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬৭০-৭৭, ১ম, (নূতন অনুক্রম), পৃ. ১৯০।

৫ মানুচি, ৩য়, পৃ. ৪১১।

৬ উক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃ. ৪১২-৩।

অভিজাতগণ সম্রাটের নৈকট্যের জন্য তাহাদের ভূমিকার বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করিত। সম্রাটের নিকট আড়াই বৎসর চাকরী করিয়া তাঁহার মীর মুনশী বা প্রধান সচিব কাবিল খান নগদ অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি সমেত ১২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন।[১] দিওয়ান আসাদ খান সম্রাটের নিকট নোরিসের বিষয়টি সমর্থন করার জন্য প্রচুর উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] নিম্নপদস্থ কর্মচারীরাও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। কোন একটি পরগণার আমিন ও ফৌজদার মহম্মদ মুকিমের নিকট উক্ত পরগণা বেনামী অবস্থায় ছিল ; এজন্য উক্ত ফৌজদার রসিদ খানের (দিওয়ান-ই খালসা) পেশকার (ব্যক্তিগত সহকারী) চতুর্ভূজকে বাৎসরিক ১,০০০ টাকা প্রদান করিত। চতুর্ভুজের উত্তরাধিকারী বলিরামকেও ঐ ব্যক্তি ২৫০ টাকা মূল্যের একটি রথ প্রেরণ করিয়াছিল।[৩]

ইহার পরবর্তী পদক্ষেপে দেখা যায় অমাত্যগণ যাহাদের অপকার ছাড়া উপকারে আসিত না তাহাদের নিকট হইতেও উপহার দাবী করিত। মর্যাদা হ্রাসের কোনরূপ কারণ না থাকিলেও ভীমসেনকে কেবল 'মনসব' বজায় রাখার জন্যই দরবারস্থ ব্যক্তিদের পশ্চাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল।[৪] অথচ যেসকল কর্মচারী অসাধুতার কারণ অনুসন্ধান করিত তাহাদিগকে উপহার দান করিয়া দোষী ব্যক্তি অনায়াসেই শাস্তি এড়াইয়া যাইত। মানুচি মন্তব্য করিয়াছেন ঔরঙ্গজেবের নিম্নতর অমাত্যগণ "ধনবান হইবার আশায় লুণ্ঠন ও গর্হিত কার্য করে ; সম্রাট যাহাতে প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে না পারেন সেজন্য তাহারা 'ওয়াকিয়ানবিস' (সরকারী সংবাদ দাতা) ও 'খুফিয়া নবিসদের' (গুপ্ত সংবাদ দাতা) উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করে।"[৫] ইহা হইতেই প্রকাশ্য উৎপীড়নের প্রকৃতি অনুমান করা যায়। বাউরী উল্লেখ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের শাসনকর্তা শায়েস্তা খান চীম খান নামক এক ব্যবসায়ীকে ৫০,০০০ টাকা দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।[৬]

১ মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১২১।

২ মানুচি, ৩য়, পৃ. ৩০০।

৩ আখবরাৎ, ১১ রজব, ৩৯ বৎ।

৪ দিলকুশা, ফো. ৮৪এ।

৫ মানুচি, ২য়, পৃ. ৪৫১-২ ; ৩য়, পৃ. ২৯১ ; আরও দ্রষ্টব্য দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬৭০-৭৭, ১ম, (নূতন অনুক্রম), পৃ. ২৬৭।

৬ বাউরী, দি কান্ট্রিজ রাউণ্ড দি বে অভ্ বেঙ্গল, ১৫৩-৬ ; দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬৬১-৬৪, পৃ. ১৪০, ১৬৬৮-৬৯, পৃ. ৩১৫।

এইভাবেই মধ্যমর্যাদাসম্পন্ন অমাত্যগণ প্রচুর সম্পত্তি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মথুরার ফৌজদার আবদুন নবি (২,০০০/১,৫০০) ১৩ লক্ষ টাকা, ৯,৩০০ মোহর ও সাড়ে চার লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিয়াছিলেন।[১] বঙ্গদেশের শাসনকর্তা আজম খান কোকাও (৪,০০০/৪,০০০) ২২ লক্ষ টাকা ও ১১২,০০০ মোহর সঞ্চয় করিয়াছিলেন।[২]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাজ আদেশ বা দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া যে কোন ব্যক্তি নিজের স্বার্থে বা অপরের ধ্বংস সাধনের জন্য সরকারী সাহায্য লাভের ক্ষেত্রে উৎকোচ প্রদানকেই পরম মোক্ষ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল, আর ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে ইহার বিশেষ প্রতিষেধক অনুসন্ধান করা হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। একমাত্র ইহাই উল্লেখ করা যায় যে, মুনশী কাবিল খানের ক্ষেত্রে যেমন ঘটিয়াছিল, যখন গৃহীত উৎকোচের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হইত এবং ইহা ঊর্ধ্বতর অমাত্যবর্গকেও প্রভাবিত করিত শুধু তখনই সম্রাট ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, কিন্তু তাহাও নাম মাত্র। কাবিল খান দরবার হইতে পদচ্যুত হন এবং তাঁহার গৃহ বাজেয়াপ্ত হয়।[৩] সরকারী অর্থ তছরূপের ক্ষেত্রেই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইত, কেননা, এক্ষেত্রে রাজকোষের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু গৃহীত অর্থ প্রদত্ত হইলে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইত।[৪]

মুঘল অভিজাত শ্রেণীর দুর্নীতি ও উৎকোচের বিবরণ অতিরঞ্জিত নয়, ইহার ব্যক্তিবিশেষ বোধ হয় অনুভব করিয়াছিল যে, সরকারী ব্যবস্থার বিলোপ না ঘটাইলে উৎকোচ গ্রহণের পরিধি বিস্তৃত হইবে না—সুশাসন দূর অস্ত! এমন কি, যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা যদি পক্ষপাতী এবং অতিরঞ্জিত

১ মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৮৩।
২ মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১৬৯।
৩ মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ১৯০-১।
৪ ১৭০২ খ্রীঃ অব্দে দিওয়ান-ই খালিসার পেশকার চতুর্ভুজ এক লক্ষ টাকা তছরূপের অভিযোগে কারারুদ্ধ হন; ২৫,০০০ টাকা প্রথম বারে এবং বাকী টাকা কিস্তিবন্দী হিসাবে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দান করিলে তাঁহার মুক্তির আদেশ দেওয়া হয় (আখবরাৎ, ১৩ শাবণ, ৪৫ বৎ)। কিন্তু লুৎফুল্লাহ্ খান মীর্জা দুর্গের শস্ত্রভাণ্ডার প্রভৃতি বিক্রয় ও আত্মসাৎ করিলে তাঁহার মনসবের মাত্র ৩০০ সওয়ার হ্রাস করা হয় (আখবরাৎ, ২২ শাওয়াল, ৩৮ বৎ)। আরও দ্রষ্টব্য—দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬৭০-৭৭, পৃ. ২৬৭, ১ম, (নূতন অনুক্রম)।

হয়—প্রমাণের প্রকৃতি ও স্বল্পতাজনিত সম্ভাব্য ত্রুটি—তবুও সর্ববিধ গুণপনা বিচার করিয়া অনেক দিক হইতেই বলা যায় যে, মুঘল অভিজাত শ্রেণী অত্যন্ত অদূরদর্শী এক শাসক শ্রেণীর ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছিল। এই মনোভাবের কারণ যাহাই হউক না কেন, ব্যক্তিগত লাভের ইচ্ছা তাহাদিগকে এত আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, শাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ বিপদের ইঙ্গিত তাহাদের অন্তরে স্থান পায় নাই। এরূপ এক শ্রেণীর দ্বারা কেন্দ্রীয় নীতি দৃঢ় ও অনুগতভাবে অনুসৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। বেসামরিক জীবনযাত্রা ইহার প্রথম বলি হইলেও সাম্রাজ্যের সামরিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থাও শেষ পর্যন্ত ইহার ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আর ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে এই বাস্তব সত্যই চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিতেছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভিজাত শ্রেণী ও অর্থনৈতিক জীবন

বাণিজ্যে অমাত্যবর্গের ভূমিকা

মুঘল অভিজাত শ্রেণী সমসাময়িক ইউরোপীয় অভিজাতবর্গের মত ভূমি ব্যবস্থার সহিত যুক্ত ছিল না; তাহাদের জাগীরকে (বা রাজস্ব হস্তান্তর) প্রায়ই নিয়ম মত স্থানান্তরিত হইত। তাহাদের অধিকাংশই ছিল 'নক্‌দি', অর্থাৎ তাহারা রাজকোষ হইতে নগদ অর্থে বেতন গ্রহণ করিত কিন্তু বংশানুক্রমিক ভূস্বামী না হইলেও তাহাদিগকে ব্যবসায়ী শাসক শ্রেণীও বলা চলিত না। কেননা, বেতনই ছিল তাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য, ব্যবসায়ের লভ্যাংশ নয়। সমসাময়িক বিশাল ইংরাজ 'ওলি গার্কির' মত ব্যবসায়ী 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী' হইতেও তাহাদের বা তাহাদের কোন অংশেরই উদ্ভব ঘটে নাই। মুঘল অভিজাত শ্রেণীর জীবনীমূলক উপাদান যথেষ্ট হইলেও ব্যবসায়ী শ্রেণী হইতে কোন ব্যক্তির উত্থানের পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। অবশ্য ব্যবসায়ী হইতে রাজনীতিকের ভূমিকায় মীর জুমলার আবির্ভাব নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক বিষয়। পাঠানদের সম্পর্কে মানুচি মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাহারা ব্যবসায়ী ও যোদ্ধার বৃত্তিকে একত্রিত করিয়াছিল এবং অমাত্য পদে প্রবেশাধিকারকে (সমরোপকরণ ও অনুচরবর্গের ভিত্তিতে) অর্থের বিনিয়োগ হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিল।[1] অপর এক ব্যক্তি ছিলেন নরুল্লাহ্ খান; ইনি মূলতঃ ব্যবসাদার হইলেও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।[2] এই দুই ব্যক্তি ছাড়া ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে অন্য কোন ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় না যাহারা ব্যবসায়ী হিসাবে জীবন শুরু করিয়াছিল।

তবুও, শাসক শ্রেণীভুক্ত হওয়ায়, অমাত্যগণ ব্যবসার ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে নাই। জাগীর বা রাজকোষ হইতে বেতন লাভ করিলেও জাগীর-দারদের আয় নগদ অর্থেই হইত। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে অর্থ-

১ মানুচি, ২, পৃ. ৪৫৩।

২ রিয়াজ-উস্ সালাতিন্, পৃ. ২২৪। ইনি ৩,০০০ জাট পদের অধিকারী ছিলেন।

ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া জাগীরের অধিকাংশ রাজস্ব নগদ অর্থেই সংগৃহীত হইত। সুতরাং বিস্মিত হইবার কারণ নাই যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, অর্থ ও অলঙ্কারের মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জন করার সুযোগ তাহাদের যথেষ্টই ছিল। প্রত্যক্ষভাবে অথবা ব্যবসায়ীগণকে অগ্রিম হিসাবে অর্থ প্রদান করিয়া সঞ্চিত অর্থ বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ই ছিল তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ আসিত মুঘল অভিজাতদের নিকট হইতে। ট্যাভার্ণিয়ে লিখিয়াছেন, "সুরাট পৌঁছাইয়া বাণিজ্য দ্রব্যের জন্য প্রচুর অর্থ পাওয়া যায়। কেননা, ভারতবর্ষের অভিজাতবর্গের প্রধান ব্যবসায় হইতেছে পণ্য দ্রব্যের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া হুরমুজ, বসরা, মক্কা, এমন কি, বানটাম, আচিন এবং ফিলিপাইনে জাহাজ প্রেরণ করা।"[১] বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মীর জুমলার কার্যাবলী ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইংরাজদের সহিত তাঁহার প্রায়ই বাণিজ্য চলিত[২] এবং কখনও কখনও ইংরাজ কুঠিয়ালগণকে তিনি ঋণ হিসাবে অর্থ প্রদান করিতেন।[৩] তিনি ইংরাজগণকে শুধু যে অগ্রিম হিসাবে অর্থ দিতেন তাহা নয়, প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন 'ব্যবসায়ী রাজপুত্র'। আরাকান, দক্ষিণ ভারত[৪] এবং পারস্যেও তাঁহার বাণিজ্য জাহাজ যাতায়াত করিত। পারস্যের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যে তাঁহার আকর্ষণ 'ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ ইন্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে :

১ ট্যাভার্ণিয়ে, ১ম, পৃ. ৩১।

২ "আমরা মিঃ ট্রেভিসাকে কোনরূপ ওজর আপত্তি না করিয়া নবাবের অর্থ প্রদান ও হিসাব পরিশোধ করিতে অবশ্যই আদেশ দিতেছি এবং ভবিষ্যতে কেহই এরূপ অবৈধ ও কৃতজ্ঞতাহীন কার্য করিতে পারিবে না। আমরা তাঁহার বাণিজ্য পোতগুলি উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইব এবং আশা করি আগামী মার্চ মাসে আপনাকে আমাদের কার্যের সংবাদ দিতে পারিব।" (দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ ইন্ ইণ্ডিয়া, ১৬৬১-৬৪, পৃ. ৬৮)।

৩ 'ইতিমধ্যে মিঃ ট্রেভিসাকে কার্যের সঠিক হিসাব ও বিবরণ জ্ঞাতার্থে চার্নক ও শেলডনকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ট্রেভিসাকে মীর জুমলা কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইয়াছিল এবং প্রচুর পরিমাণ সোরা সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।" (দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ ইন্ ইণ্ডিয়া, ১৬৬১-৬৪, পৃ. ১৫৩) ১৬৬৫-৬৭, পৃ. ১৩৫, ১৪৫)।

৪ ওয়াকা-ই ডেক্যান্, সম্পাদক ডঃ ইউসুফ হুসেন, নং ২ (১ম মহররম, ১১০২ হিজরী সন)।

"আপনারা (সমিতি ও সভ্যবৃন্দ) আমাদের আলোচনার প্রতিলিপি হইতে বুঝিতে পারিবেন নবাবের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষার জন্যই আমরা প্রসন্ন হইয়া সম্মত হইয়াছি যে, বর্তমানে চীনদেশীয় বাণিজ্য পোত প্রত্যর্পণ করা যাইবে না ; তিনি অস্ত্রাদি ও মজুত ভাণ্ডার সমেত 'অ্যান্' অথবা আপনাদের নব-নির্মিত জাহাজ ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু এই বৎসর, আপনারা সম্ভবতঃ জানেন না যে, আমরা কোন প্রকারে সম্মত হইয়াছি যাহাতে তিনি ইহা বুঝিতে পারেন। কেননা, নবাব তাঁহার হিসাব অনুসারে আমাদের নিকট পাঁচ গুণ ঋণী ; তা ছাড়া গত বৎসরের মত এ বৎসরও তিনি ২৫ টন গঁদ আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা হইতে তিনি জাহাজ ভাড়া বা পারিশ্রমিক দেন না।"[১]

তবুও, অমাত্যদের ব্যবসায় প্রবণতা শুধু যে বৈদেশিক বাণিজ্যেই নিবদ্ধ ছিল তাহা নয় আভ্যন্তরীণ ব্যবসাতেও তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ বেশী করিয়াই। এক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের অপব্যবহারের দ্বারা তাহাদের বাণিজ্য বৃদ্ধির অভাব বহুলাংশে পূরণ হইত। গুজরাটের কর্মচারীদের প্রতি ঔরঙ্গজেবের ফরমানে ব্যবসায় হইতে অমাত্যদের যথেষ্ট লভ্যাংশ গ্রহণের উল্লেখ রহিয়াছে।[২]

সামুদ্রিক বাণিজ্যে মীর জুমলার মত অন্তর্বাণিজ্যে শায়েস্তা খানও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অন্তর্বাণিজ্য একচেটিয়া করণের মধ্যেই তাঁহার অর্থলিপ্সার প্রমাণ পাওয়া যায়। "শায়েস্তা খান জাহাজের মাধ্যমে লবণ, সুপারি ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করিয়া এগুলি লাভজনক শর্তে বঙ্গদেশের ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিতেন। অধিকন্তু, একটি স্বর্ণমোহরের বিনিময়ে দুই-তিন তোলা সোনা সংগ্রহ করিয়া তিনি সতের কোটি টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ঢাকা শহরের ব্যবসায়ীদের নিকটেও তিনি লবণ ও সুপারি বিক্রয় করিতেন। এইভাবে শেষোক্ত ব্যক্তিরা নিজের স্বার্থে ক্রয়-বিক্রয় হইতে বঞ্চিত হইত।"[৩] উক্ত গ্রন্থ হইতে আরও জানা যায় যে, শায়েস্তা খান "বিভিন্ন স্থানে

১ ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬৬১-৬৪, পৃ. ১৪৮-৯, মীর জুমলার ব্যবসা সংক্রান্ত কার্যের জন্য দ্রষ্টব্য—'দি লাইফ্ অভ্ মীর জুমলা', পৃ. ২১৬-৮।

২ মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম, পৃ. ২৮৬-৮ ; গুজরাট, সেন্টার্ অভ কমারসিয়াল্ অ্যাকটিভিটিজ, রকাইম-ই করিম, ফো. ২০বি।

৩ এস. কে. ভুঁইয়া, 'অ্যানাল্‌স অভ্ দি দিল্লী বাদশাহাৎ, গৌহাটি, ১৯৪৭, পৃ. ১৬৭-৮।

১৫২,০০০ টাকা মূল্যের লবণ ব্যবসায় কেন্দ্র" খুলিয়াছিলেন।[১] ইংরেজী নথিপত্র-গুলিতেও তাঁহার সম্বন্ধে বহু বিবরণ রহিয়াছে। "নবাবের (শায়েস্তা খানের) কর্মচারীরা জনসাধারণের উপর অত্যাচার করে; অধিকাংশ দ্রব্য, এমন কি, পশুদের ঘাস, গুহা, জ্বালানি কাঠ, খড় প্রভৃতিও একচেটিয়া করে এবং দেশী বা বিদেশী যেসকল লোক ব্যবসায় করে তাহাদের উপর অত্যাচার করিতেও তাহাদের ছলের অভাব হয় না।"[২] চার্ণক পাটনা হইতে লিখিয়াছেন (৩রা জুলাই, ১৬৬৪), "শায়েস্তা খানের উদ্দেশ্য ছিল: সোরার সমগ্র ব্যবসা করায়ত্ত করা এবং উপসাগর হইতে জাহাজগুলির শূন্য অবস্থায় গমন অসম্ভব জানিয়া ইহা পুনরায় ওলন্দাজ ও আমাদের নিকট নিজ দামে বিক্রয় করা। কিন্তু এ বৎসর তিনি সম্ভবতঃ ৪,০০০ বা ৫,০০০ মণের বেশী পাইবেন না। তাঁহার দারোগা ব্যবসাদারদের সহিত এত অসদ্ব্যবহার করিয়াছে যে, তাহারা প্রায় নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। তিনি দাবী করিয়াছেন যে, তিনি যেসমস্ত সোরা কিনিয়াছেন তাহা সম্রাটের জন্য; এরূপ কথনই শোনা যায় নাই যে, সমস্ত যুদ্ধের জন্য তিনি বাৎসরিক ১,০০০ বা ১,৫০০ মণের বেশী প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন।"[৩]

শায়েস্তা খানের ব্যবসায় হইতে যে কোন প্রকারে লভ্যাংশ গ্রহণ করিবার অপরিমিত ইচ্ছা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। প্রায় ১৭০৩ খ্রীঃ অব্দে সম্রাটের নিকট অভিযোগ করা হইয়াছিল যে যুবরাজ আজিম উশ্‌শান তাঁহার ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য বলপ্রয়োগ করিতেন। এবং, ইহাকে 'সওদা-ই খাস' নামে অভিহিত করিতেন। এজন্য ঔরঙ্গজেব যুবরাজকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া এই ব্যবসাকে 'সওদা-ই খাস' (নিকৃষ্ট ব্যবসা) নামে বাঙ্গ

১ উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬২, ১৭১। মীর্জা রাজা জয় সিংহ তাঁহার জাগীরে লবণ প্রস্তুত আরম্ভ করিলে সম্ভর পরগণার সরকারী লবণ কারখানাটিতে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইতে থাকে; শাহ্‌জাহান জয় সিংহকে অবিলম্বে লবণ প্রস্তুত বন্ধ না করিলে তাঁহার জাগীর স্থানান্তরিত হইবে বলিয়া আদেশ দেন (জয়পুর ডকিউমেন্টস্, নং ৬৮, ৫ শাওয়াল ১০৫৩এ.এইচ.)।

২ ডায়্যারীজ অভ্ স্ট্রেইনশাম্ মাস্টার, ১. পৃ. ৮০। বঙ্গদেশের কর্মচারীগণ কর্তৃক দ্রব্যাদির ব্যবসা একচেটিয়া করণের জন্য দ্রষ্টব্য—ফতিয়া-ই ইব্রিয়া, ফো. ১২৭এ।

৩ ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬৬১-৬৪, পৃ. ৩৯৫-৬।

করিয়াছিলেন এবং জনসাধারণকে এইভাবে পীড়ন করার জন্য তাঁহাকে মূর্খ ও স্বেচ্ছাচারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।[১]

মুঘল অভিজাত সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবেই বিলাস দ্রব্য বিশেষ করিয়া অলঙ্কার ব্যবসায়ের প্রতিই আকৃষ্ট ছিল। ট্যাভার্ণিয়ের সহিত শায়েস্তা খানের ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়গুলিই ইহার উদাহরণ। এই ফরাসী ব্যবসায়ী তাঁহার অলঙ্কার ক্রয়ের জন্য ১৬৫৪ খ্রীঃ অব্দে ইউরোপেও গমন করিয়াছিলেন।[২]

কখনও কখনও সম্রাট স্বয়ং অমাত্যদের মাধ্যমে মণি প্রভৃতি ক্রয় করিতেন শায়েস্তা খান ঔরঙ্গজেবকে ১০৯টি মুক্তা পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রাজবিশেষজ্ঞগণ ইহার বিনিময় মূল্য অত্যধিক বলিয়া মত প্রকাশ করিলে সম্রাট ঐগুলি ফেরৎ পাঠাইয়াছিলেন।[৩] ঔরঙ্গজেব যখন যুবরাজ ছিলেন তখনও একবার শায়েস্তা খান একটি মণি ও কয়েকটি মুক্তা প্রেরণ করিলে যুবরাজ তাঁহার নিকট ইহার মূল্য যাচাই করিয়া তাহা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[৪]

বিলাস দ্রব্য ও নিজেদের রুচিসম্মত ও নির্দেশিত অন্যান্য উপকরণ প্রাপ্তির ইচ্ছা অমাত্যগণকে পোষাক, বাসনপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র প্রভৃতি তৈয়ারীর কারখানা স্থাপনে ব্রতী করিয়াছিল।[৫] ফলে বেশ কিছুসংখ্যক কারিগরও নিযুক্ত হইয়াছিল।[৬] কারখানাগুলির প্রকৃতি এবং ইহাতে নিযুক্ত কর্মীদের প্রতি অমাত্য-

১ 'রিয়াজ-উস্ সালাতিন', পৃ. ২৪৩-৪।

২ ট্যাভার্ণিয়ে, ১ম, পৃ. ৩২০-২। ট্যাভার্ণিয়ে লিখিয়াছেন যে, ব্যবসার দিক হইতে ভারতীয়গণ ছিল অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং তাহারা অবিলম্বে ঋণ পরিশোধ করিত (১ম, পৃ. ৩২৬)। শায়েস্তা খান ট্যাভার্ণিয়ের নিকট হইতে ১৬৫২ খ্রীঃ অব্দে ৯৬,০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করেন; ১৬৬০ এবং ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দেও কিছু বিলাস দ্রব্য ক্রয় করেন (১ম, পৃ. ১৫-৬)। শায়েস্তা খান তাঁহাকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, সুদৃশ্য অলঙ্কারের জন্য তিনি সম্রাটের মতই উপযুক্ত মূল্য দিবেন (১ম, পৃ. ২৪৫)।

৩ আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ১১৩এ।

৪ আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ১১৩এ-বি।

৫ আধুনিক লেখকরা "কারখানা" শব্দটি সম্রাট, রাজকুমার বা অমাত্য বর্জিত প্রতিষ্ঠান অর্থে ব্যবহার করেন, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে এগুলি বিদেশী বাণিজ্য সংস্থার দ্বারাও পরিচালিত হইত। (দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ ১৬১৮-২১, পৃ. ১৯৮), অতএব অনুমান করা যায় যে, ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগতভাবেও "কারখানা" পরিচালনা করিত।

৬ দিল্লী, আগ্রা, লাহোর ও বুরহানপুরের বখ্তওয়ার খানের গৃহ ও প্রাসাদ সংলগ্ন কারখানার জন্য দ্রষ্টব্য—মিরাৎ-অল্ আলম, ফো. ২৫৩বি।

বর্গের মনোভাব বার্ণিয়ের একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদ হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "দিল্লীতে সুদক্ষ কারিগর অধ্যুষিত কারখানার অনুসন্ধান বৃথা, এক্ষেত্রে ইহার সে গৌরব নাই। জনসাধারণের শিল্প সৃষ্টির অক্ষমতা ইহার কারণ নয়, কেননা, ভারতবর্ষের সর্বত্রই কুশলী শিল্পী রহিয়াছে। যাহাদের যন্ত্রপাতি ও আদেশ করিবার প্রভু নাই তাহাদেরও অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পকলা রহিয়াছে। ধনী ব্যক্তিরা অতি অল্পমূল্যে প্রতিটি দ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন। যখন কোন ওমরা বা মনসবদার দক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন বোধ করে তখন সে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করিয়াও সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে (শিল্পী) আনিবার জন্য অপর এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে নির্দয় প্রভু পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্যের পরিবর্তে নিজ মতানুসারে মূল্য দেয়। আংশিক পুরস্কার হিসাবে কোরা (চাবুক) না পাওয়ার জন্য শিল্পী নিজেকে ধন্যবাদ জানায়... সুতরাং সেই সকল কারিগরই নিজ স্বার্থে উন্নতি করে যাহারা রাজা বা প্রভাবশালী ওমরার অধীনে কার্য করে এবং যাহারা শুধুমাত্র পৃষ্ঠপোষকদের জন্যই কার্য করে।"[১]

অমাত্যদের দ্বারা পরিচালিত কারখানাগুলির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে, বখতওয়ার খান বিভিন্ন শহরে[২] কয়েকটি কারখানা স্থাপনের জন্য গৌরব বোধ করিতেন। ইহার পাশাপাশি শুজাৎ খানের কারখানারও উল্লেখ করা যায়. ইহার তৈয়ারী কাপ, রেকাবী, পাত্র প্রভৃতির ঔরঙ্গজেবও প্রশংসা করিতেন। শুজাৎ খান এই জিনিসগুলি সম্রাট এবং অন্যান্য অমাত্যকেও উপহার হিসাবে প্রেরণ করিতেন।[৩]

অমাত্যগণ ছাড়া সম্রাট, রাজকুমার এবং রাজকুমারীগণও নিজ নিজ প্রয়োজনে কারখানা স্থাপন করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, শাহ্ জাহানকে লিখিত ঔরঙ্গজেবের একটি চিঠিতে দেখা যায় যে, দক্ষ শিল্পীর অভাবে সরকারী এবং রাজকুমারী জাহান আরার কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ অল্প হইয়াছিল। শাহ্ জাহান ঔরঙ্গজেবের নিজস্ব কারখানায় নিযুক্ত কর্মীদের কার্যের প্রশংসা করেন নাই।[৪] অপর একখানি পত্রে ঔরঙ্গজেব

১ বার্ণিয়ে, পৃ. ২৫৪-৬।
২ মিরাৎ-অল্ আলম, ফো. ২৫৩।
৩ মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ৪০৫ ৬।
৪ আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ২৫এ।

জাহান আরা বেগমকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তাঁহার কারখানায় পরিচালন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকিবে এবং তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিও প্রস্তুত হইবে।[১]

অমাত্যগণ ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করিয়াই যে সৎভাবে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করিত তাহা নয়, বরং বাণিজ্যের স্বাধীন গতির উপর বাধা নিষেধ আরোপ করিয়া ব্যক্তিগত ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমেও আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিত। আর ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে ঘুষ দিতে বাধ্য হইত।

১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যের জন্য সম্রাটের নিকট হইতে 'ফরমান' প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে ৩০,০০০ টাকা মূল্যের দুর্লভ বৈদেশিক সামগ্রী সম্রাটকে ১০,০০০ টাকা জাফর খানকে এবং অনুরূপ অর্থ অন্যান্য অভিজাতকে প্রদান করিতে হইয়াছিল। এই অর্থ দেওয়া হইলে তাহাদিগকে ব্যবসার 'পরওয়ানা' মঞ্জুর করিয়া সুরাটে কুঠি ভাড়া করিবার এবং দ্রব্যের উপর মূল্যানুসারে শতকরা দুই ভাগ শুল্ক প্রদান করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।[২]

১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজগণ মীর জুমলাকে উপহার প্রদান না করা পর্যন্ত তিনি কাশিমবাজারে তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পরে অবশ্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।[৩] ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইংরাজ কুঠিয়ালদের নিকট হইতে ২০,০০০ প্যাগোডা দাবী করেন এবং কোম্পানীর নিকট হইতে তাঁহার ঋণ হিসাবে গৃহীত ৩২,০০০ প্যাগোডাও তাহাদিগকে প্রদান করিতে আদেশ দেন।[৪] বঙ্গদেশের 'সুবেদার' থাকাকালে তিনি ইংরাজ ব্যবসায়ীগণকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন, এজন্য তাহাদিগকে বাৎসরিক ৩,০০০ টাকা দিতে হইত।[৫] সর্বত্রই ব্যবসা বাণিজ্য ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত এবং কর্তৃপক্ষকে মূল্য প্রদান না করিলে কোনরূপ সাহায্যই পাওয়া যাইত না।

১ আদাব-ই আলমগীরী, ফো. ১৯৬এ।
২ 'দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ ইন্ ইণ্ডিয়া', ১৬৬৫-৬৭, পৃ. ২৮১।
৩ 'দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ ইন্ ইণ্ডিয়া', ১৬৫৫-৬০, পৃ. ২৯২-৩।
৪ উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৯১-২।
৫ উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৯৩-৪।

ট্যাভার্ণিয়ে লিখিয়াছেন, "ইহা সর্বজন বিদিত যে তুরস্ক, পারস্য এবং ভারতবর্ষের রাজদরবারে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের যথেষ্ট উপহার এবং সংশ্লিষ্ট যে কর্মচারীদের সাহায্য প্রয়োজন তাহাদের জন্য উন্মুক্ত অর্থভাণ্ডার না থাকিলে কোন কিছুই আরম্ভ করা উচিত নয়।[১] সম্রাট বা সুবেদারের পরিবর্তন হইলে ব্যবসায়ীগণকে 'ফরমান' ও 'পরওয়ানা' পুনর্বীকরণের জন্যও কিছু প্রদান করিতে হইত।[২]

শায়েস্তা খান যখন বঙ্গদেশের ইংরাজ কুঠিয়ালদের নিকট দাবী করিলেন যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান থাকুক বা না থাকুক তাহাদিগকে ৩,০০০ টাকা মূল্যের উপহার প্রদান করিতে হইবে তখন তাহারা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিয়াছিল। "যদিও বর্তমানে আমাদের কোনরূপ বাণিজ্যিক লেন-দেন নাই, তবুও নবাবের শাসনে আমরা কষ্টমুক্ত নই। বিশ্বস্তসূত্রেই খবর আসিয়াছে যে, রাজার আদেশ বালাসোর ও পিপ্‌লি বঙ্গদেশের অধীনস্থ হইয়াছে। এজন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না, কারণ, বিশেষ করিয়া এই সময়ে, ইহা সর্বাপেক্ষা বিচারহীন ও পিশাচ ব্যক্তির অধীনস্থ হইল। আমরা আশঙ্কা করিতেছি এই শহর (হুগলী) তাঁহার জাগীরভুক্ত হওয়ায় আমাদের জাহাজ না পৌঁছাইলেও ইহার খাজনা, শুল্ক এবং বাৎসরিক ৩,০০০ টাকার উপহার আদায় করা হইবে।"[৩]

মিরাৎ-ই আহ্‌মদীতে উল্লিখিত ঔরঙ্গজেবের একটি ফরমান হইতে জানা যায় অমাত্যগণ বেআইনী শুল্ক ও আদেশের মাধ্যমে কি ভাবে ব্যবসায় হইতে অর্থলাভের চেষ্টা করিত।

ঔরঙ্গজেব গুজরাট প্রদেশের জাগীরদারগণকে 'রাহ্‌দারী', 'মাহি', 'মাল্লাহি', 'তরকারী', 'তহ্‌বাজারী' প্রভৃতি বিলুপ্ত শুল্কগুলি আদায় করিতে, অল্পমূল্যে শস্য ক্রয় করিয়া পুনরায় তাহা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে, শস্য ব্যবসায়ী বা অন্য ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে 'পেশকাশ' গ্রহণ করিতে এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর

১ ট্যাভার্ণিয়ে, ১ম, পৃ. ১১৫।

২ দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ ইন্ ইণ্ডিয়া, ১৬৫৫-৬০, পৃ. ১৯৭-৮। মীর জুমলার মৃত্যু হইলে নূতন 'সুবেদার' দায়ুদ খানের নিকট হইতে 'পরওয়ানা' পুনর্নবীকরণের জন্য ইংরাজ কুঠিয়ালগণকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। (ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬৬১-৬৪, পৃ. ২৮৮)

৩ দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ ইন্ ইণ্ডিয়া, ১৬৬৫-৬৭, পৃ. ২৫৮-৯।

উপর কোনরূপ নআইনী শুল্ক ধার্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

আলোচ্য সময়ে ভূমি রাজস্বই অমাত্যদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল। এজন্য অধিকতর উচ্চপদস্থ একশ্রেণীর অভিজাত বিভিন্নভাবে ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া এই আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিত। এমন কি, রাজকুমার, বেগম ও রাজ পরিবারভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিও ইহার সহিত জড়িত ছিল। অপরদিকে, অমাত্যগণ ব্যক্তিগত স্বার্থে তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিলেও ইহাতে অতিশয়োক্তির স্থান নাই। কেননা, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মধ্যযুগে উপযুক্ত ঘুষ, উপহার প্রভৃতির দ্বারা একচেটিয়া ব্যবসার ন্যায় অনুগ্রহ লাভ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ স্বীকৃত সত্য হিসাবেই গৃহীত হইয়াছিল

জাগীর হইতে আয়ের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের আমলে কিছুসংখ্যক অভিজাত ভূমি রাজস্ব হইতেই যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিল; ইহাকে তাহারা মূলধন হিসাবেও নিয়োগ করিতে পারিত অথবা পরিবারস্থ ব্যক্তি বা আশ্রিতদের ভোগ্য দ্রব্যের জন্যও ব্যয় করিতে পারিত। মোটের উপর, তাহাদের ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা ব্যবসায়ের উন্নতির পথে সাহায্যের পরিবর্তে প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করিয়াছিল। কারণ ইহার দ্বারা বিলাস সামগ্রী সংগ্রহ ও উৎপাদনের উপরই অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নূতন নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভবপর হয় নাই। নিজ নিজ কারখানায় অল্প পরিশ্রমিকে কারিগর নিযুক্ত করিয়া আপন সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্য উৎপাদনের মধ্যেই অভিজাতগণের শিল্পজ্ঞান নিবদ্ধ ছিল।

সুতরাং বলা যাইতে পারে, সুদক্ষ শিল্পীদের প্রতি তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা যতই বেশী হোক না কেন, তাহাদের 'বিনিয়োগের মধ্যে সার্বিক উৎপাদন পদ্ধতির অগ্রগতির বীজ সুপ্ত ছিল না।

১ মিরাৎ-ই আহ্‌মদী, ১ম, পৃ. ২৮৬-৮।
রাহ্‌দারী : পথ শুল্ক।
মাহি : বাজারে আনীত মৎস্যের জন্য মৎস্য ব্যবসায়ীদের উপর ধার্য শুল্ক।
মাল্লাহি : বণিক, ব্যবসায়ী, পর্যটক প্রভৃতির উপর ধার্য খেয়া শুল্ক।
তরকারী : কৃষকগণ কর্তৃক বাজারে আনীত সব্জীর জন্য ধার্য শুল্ক।
তহ্‌বাজারী : দোকানদারগণের উপর ধার্য ভূমি শুল্ক।

২ এস. চন্দ্র, বেঙ্গল পাস্ট্ অ্যাণ্ড্ প্রেজেন্ট্, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৫৯, পৃ. ৯২-৭।

সপ্তম অধ্যায়

অভিজাত শ্রেণীর ব্যবস্থা

অভিজাতগণের সরকার

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে মনসবদারগণ কিভাবে বেতন লাভ করিত।[1] শাসক শ্রেণীভুক্ত হইলেও বেতনের জন্য তাহাদিগকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই সরকারী ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে হইত। একমাত্র সম্রাটই তাহাদিগকে 'জাগীর' প্রদান করিয়া অনুমোদিত আয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন অথবা তাহারা 'নকৃদি' হইলে নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করিতেন। সাম্রাজ্যের প্রতি কর্তব্য হিসাবে তাহারা প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহিনী পোষণ করিতে বাধ্য থাকিত এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহন করিত। মুঘল শাসন ব্যবস্থায় অমাত্যদের ব্যক্তিগত হিসাবপত্র পরীক্ষা করা হইত না বটে, তবে তাহাদের অনুচরবর্গ, জিনিসপত্র এবং কার্যের পরীক্ষা করা হইত। সুতরাং প্রত্যেক অমাত্যের একটি অর্ধ-স্বায়ত্তশাসনমূলক ব্যবস্থা বা 'সরকার'[2] (শাসন ব্যবস্থা) ছিল, ইহা তাহার সৈন্যবাহিনী, কর্মচারী, গার্হস্থ্য কর্মচারী, অন্তঃপুরভৃত্য এবং আশ্রিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত ছিল। এগুলি ছিল একপ্রকার স্বাধীন ব্যবস্থা, কারণ সাম্রাজ্যের সামরিক ও আনুষঙ্গিক দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়া কোন অমাত্য তাহার ব্যক্তিগত আয় হইতে স্বাধীনভাবে ব্যয় করিতে পারিত। এরূপ সরকারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল অর্থ বিভাগ; ইহার কার্য ছিল সংশ্লিষ্ট অমাত্যের প্রতিনিধির সাহায্যে তাহার জাগীর হইতে রাজস্ব আদায় করা। উপহার, উৎকোচ বা বাণিজ্যভিত্তিক সংগঠন হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশের দ্বারাও এই আয় প্রায়ই বৃদ্ধি পাইত। অর্থ বিভাগের প্রধানরূপে প্রত্যেক অমাত্যের একজন করিয়া 'দিওয়ান' থাকিত; তাহার অধীনে কিছু-সংখ্যক কর্মচারীও থাকিত পেলসার্ট মন্তব্য করিয়াছেন, "নিয়ম অনুযায়ী মালিকের

১ দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২ এই অর্থে ব্যবহৃত 'সরকার' কথাটির জন্য দ্রষ্টব্য—মিরাৎ-অল্ ইস্তিলাহ্, ফো. ৯২বি; মা আসীর-ই রহিমী, ৩য়, পৃ. ৮৫৭; নিগর নামা-ই মুনশী, অন্যান্য অংশে (মোয়াজ্জমের 'সরকারের' জন্য ব্যবহৃত); দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬১৮-২১, পৃ. ২০০।

সমূহ সম্পত্তি ও ব্যবস্থা গুপ্ত নয়, বরং সুবিদিত; কেননা, প্রত্যেকেরই একজন দিওয়ান থাকে যাহার দ্বারা সমুদয় কার্য নির্বাহ হয়; তাহার বহু অধীনস্থ ব্যক্তি থাকে এবং একজনের কর্ম দশজনে করে; আর প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট দায়িত্ব অনুসারে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য।"[১] অবশ্য মানুচি যাহাকে 'কোষাধ্যক্ষ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সেই ব্যক্তিই দিওয়ান কিনা তাহা জানা যায় না। তিনি বলিয়াছেন কিভাবে "এক ব্যক্তি তাঁহার (জাফর খানের) পরিবারবর্গকে কাশ্মীর যাত্রার সময়ে সজ্জা সরবরাহ করিয়া ... বৎসরান্তে প্রদত্ত জিনিসের মূল্যের হিসাব এই সেনাপতির কোষাধ্যক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছিল। কর্মচারীর দ্বারা হিসাব পরীক্ষিত হইলে এই মূল্যের পরিমাণ এত বেশী দাঁড়াইয়াছিল যে, ঐ ব্যক্তি ৮০ হাজার টাকা বাতিল করার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল।[২]

পাঞ্জাবের এক সন্ন্যাসীর কবিতা হইতে এই প্রকার সরকারের বিভিন্ন কর্মচারীর বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রন্থকার ও তাঁহার ভ্রাতা ১৬৩৯ খ্রীঃ অব্দে অমাত্যদের নিকট কর্মরত অবস্থায় কতিপয় ওমরাহের কর্মচারীদের কার্যের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি সম্ভবতঃ এক 'খাজিনাদার' বা কোষাধ্যক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি অর্থ জমা রাখিত। 'মুশরিফ্-ই খাজনা' হিসাবপত্র এবং সনদ অর্থাৎ 'বরাত' (বেতনের আদেশ পত্র) ও 'কাব্জ্' (প্রাপ্তি স্বীকার পত্র) প্রভৃতির প্রতিলিপি রক্ষা করিত। স্বয়ং গ্রন্থকার একজন অমাত্যের 'সরকারের' উক্ত পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অপর এক ব্যক্তিরও 'দফ্তর-ই তৌজি'র (হিসাব) ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'মুশরিফ্-ই সরকার' জিনিসপত্র ক্রয় করিত কিন্তু নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে কর্তৃত্বের জন্য তাহাকে অমাত্যের অন্য কর্মচারীর উপর নির্ভর করিতে হইত। যেমন, কোন মুশরিফ্ 'খান-ই সামান' এবং 'খাওয়ান সালারে'র বিনা অনুমতিতে কোন শস্য ক্রয় করিলে তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইত। শেষোক্ত কর্মচারীদ্বয় যথাক্রমে গৃহস্থালী এবং ভাণ্ডার দেখাশুনা করিত এবং রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান করিত। 'বক্সী-ই সরকার' নামে অপর এক কর্মচারী অমাত্যের সৈন্য বাহিনী তদারক করিত। সুতরাং বুঝা যায় যে, এই ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কিছু নিয়ম-কানুনও ছিল। প্রত্যেক কর্মচারী নিজ

১ পেলসার্ট, পৃ. ৫৫।

২ মানুচি, ৩য়, পৃ. ৪১৬। তবুও জাফর খান সম্পূর্ণ অর্থ দেওয়ার আদেশ দিয়াছিলেন।

এলাকার যে-কোন খরচের জন্য কোষাধ্যক্ষের নিকট 'বরাত' উপস্থাপিত করিত। এইরূপে 'খান-ই-সামান' হিসাবে গ্রন্থকারের ভ্রাতার নিকট তাঁহার অমাত্যের একজন সৈনিক বাকী অর্থের জন্য 'বরাত' লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলে তিনি বক্সী-ই সরকারের নিকট তাহা জানাইতে আদেশ দেন।[১]

অমাত্যের কর্মচারীগণ শুধু যে প্রভুর হিসাবপত্র রক্ষা করিত তাহাই নয়; একস্থান হইতে অন্যস্থানে, বিশেষভাবে জাগীর হইতে কেন্দ্রে, অর্থ প্রেরণের দায়িত্বও তাহারা বহন করিত। 'হুণ্ডি' বা দেশীয় বিনিময় ব্যবস্থার[২] মাধ্যমেই ইহা সম্পন্ন হইত। এক্ষেত্রে অমাত্যগণ ছিল ব্যবসায়ীদের মতই ভোগদখলকারী।

অমাত্যবর্গের সৈন্য বাহিনী

অমাত্যগণের সৈন্য বাহিনীর সর্বাপেক্ষা না হইলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সাম্রাজ্যের নিয়মানুসারে প্রত্যেক মনসবদারকে কিছুসংখ্যক 'তবিনান্' বা 'সওয়ার' অর্থাৎ নির্দিষ্ট জাতির অশ্বের আরোহী বা সৈন্য পোষণ করিতে হইত, আর এই সওয়ারের সংখ্যা মনসব দ্বারা ঠিক করা হইত। 'তবিনান্' সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত বলিয়া ইহারা ছিল সাম্রাজ্যের বেতনভোগী সৈন্য। অমাত্যগণ[৩] যেসকল সৈন্য সাময়িকভাবে ভাড়া করিত তাহারা 'সিহ্‌বন্দী' নামে অভিহিত হইত এবং তাহারা রাজস্ব আদায়, পুলিশের কার্য প্রভৃতির জন্য নিযুক্ত হইত।[৪] ইহাদিগকে সমাবেশের অযোগ্য হিসাবে মনে করা হইত বলিয়া 'তবিনান্'-এর তুলনায় ইহাদিগকে নিকৃষ্ট হিসাবে গণ্য করা হইত।[৫]

১ সুরৎ সিং, 'তাযকিরা-ই পীর হাসু তৈলি', ১০৫৭ হিজরী সনে লিখিত, পাণ্ডুলিপি, (সম্ভবতঃ স্বহস্তলিপি) ইতিহাস বিভাগ গ্রন্থাগার, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি।

২ তরবিয়ৎ খানের জাগীর হইতে বুরহানপুরে হুণ্ডির মাধ্যমে প্রেরিত ১২,০০০ টাকার জন্য দ্রষ্টব্য—'আখবরাৎ', ২৮ রমজান, ৪৭ বৎ; আরও দ্রষ্টব্য—নিগর নামা-ই মুনশী, পৃ. ২৯, ৩০, ৩৮।

৩ দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪ তুলনীয় বাবর নামা, ২য়, অনুবাদ বেভারীজ, পৃ. ৪৭০। (সিহ্‌বন্দী ভুল-ক্রমে বিন্‌হিন্দী হিসাবে পঠিত); নিগর নামা-ই মুনশী, পৃ. ৯৩।

৫ তুলনীয়—আসাদ বেগ কাজভিনীর জীবনী, ফো. ৪এ; ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ৯১।

মনসবদারগণ তাহাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সৈন্য রাখিত না বলিয়াই মনে করা হইত; এজন্যই মানুচি লিখিয়াছেন, "এই মহোদয়গণের (মনসবদার) প্রত্যেকের আস্তাবলে কার্য বা প্রদর্শনের জন্য সাধারণতঃ ৫০, ১০০ বা ২০০ পর্যন্ত অশ্ব থাকে। পরীক্ষার দিন তাহারা তাহাদের ভৃত্যদিগকে সজ্জিত করিয়া অশ্বের উপর আরোহণ করাইয়া সৈন্য হিসাবে প্রতিপন্ন করে এবং ইহাদের গৃহীত বেতন লভ্যাংশ হিসাবে জমা করে। সাম্রাজ্যের প্রতি স্থানেই এরূপ কর্মচারী রহিয়াছে যাহারা প্রতিটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখে অথবা অন্ততঃপক্ষে রাখা উচিত; কারণ দরবার হইতে দূরে থাকায় তাহারা কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে পারে না, যেমন অনুগত কর্মচারীর থাকা উচিত। কিন্তু স্বার্থবাদী ব্যক্তির উদ্দেশ্য-প্রণোদিত উৎকোচের লোভে তাহারা কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকে এবং এজন্য গোপনতা অবলম্বন করিয়া কার্যে অবহেলা করে।"[১] মানুচির মন্তব্য ভীমসেনও এই বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন যে, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে তিন জন রাজপুত প্রধান ছাড়া অপর কোন রাজকর্মচারীই নির্দিষ্ট সৈন্য পালন করে নাই।[২] উক্ত রাজত্বের বিভিন্ন দলিলপত্রে উচ্চ বা নিম্ন পদস্থ ব্যক্তিগণের সৈন্য পোষণ না-করিবার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রহিয়াছে।[৩]

মনসবদারগণের 'তবিনান্' সাধারণতঃ নির্দিষ্ট যুদ্ধপ্রিয় গোষ্ঠী হইতেই সংগৃহীত হইত; ফলে প্রত্যেক মনসবদারই নিজ অথবা যুদ্ধপ্রিয় গোষ্ঠী হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিত। মনসবদার কর্তৃক প্রদর্শনের জন্য সৈন্য বাহিনীর গঠনে গোষ্ঠীর অনুপাত কিরূপ হইবে তাহা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আইন দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 'খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্' অনুসারে তাহা এইরূপ:

(১) (ঔরঙ্গজেবের) রাজত্বের ২৪তম বৎসরের পরে ট্রান্সোক্সিয়ানা হইতে যেসকল মুঘল অমাত্য দরবারে আসিয়াছিল তাহাদিগকে কেবলমাত্র মুঘল সৈন্য গণনার জন্য হাজির করিতে হইত।

১ মানুচি, ২য়, পৃ. ৩৭৮ এবং ৩য়, পৃ. ৪০১।

২ দিলকুশা, ফো. ১৪০এ–১৪১এ। তিন জন রাজপুত প্রধান ছিলেন রাও দলপৎ বুন্দেলা, রাম সিংহ হারা এবং জয় সিংহ সওয়াই।

৩ দ্রষ্টব্য—'ওয়াকা-ই আজমীর' পৃ. ৩৫৫-৬; 'আখবরাৎ', ৫ জমাদা ১ম, ৪৫ বৎ।

(২) যেসকল মুঘল পূর্বেই আসিয়াছিল তাহাদিগকে সৈন্য বাহিনীতে এক-তৃতীয়াংশ মুঘল সৈন্য এবং দুই-তৃতীয়াংশ ভিন্ন জাতির সৈন্য রাখিতে হইত, কিন্তু আফগানগণের সংখ্যা এক-ষষ্ঠাংশের বেশি হইতে পারিত না।

(৩) সৈয়দ এবং শেখজাদাগণ (ভারতীয় মুসলমান) নিজ নিজ গোষ্ঠী হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিত কিন্তু রাজপুত ও আফগানদের সংখ্যা এক-ষষ্ঠাংশের অধিক হইতে পারিত না।

(৪) আফগান অমাত্যগণকে নিজ জাতি হইতে দুই-তৃতীয়াংশ এবং অন্য জাতি হইতে এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য রাখিতে হইত।

(৫) রাজপুতগণের ক্ষেত্রেও সৈয়দ এবং শেখজাদাদের নিয়ম প্রযোজ্য ছিল (অর্থাৎ তাহারা নিজ জাতি হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিত)।[১] মানুচিও এই নিয়ম সমর্থন করিয়া ইহাকে আকবরের সময় হইতেই প্রচলিত ব্যবস্থা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[২] ১৬৮০-৮১ খ্রীঃ অব্দে আজমীরের তদানীন্তন শাসনকর্তা তাহাউর খান গর্ব করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তিনি একমাত্র তুরাণীগণকেই (ট্রান্সোক্সিয়ানার অধিবাসী) নিযুক্ত করিতেন।[৩]

অশ্বারোহী সৈন্যগণকে বেতন দানের বিষয়টি অমাত্য ও সৈন্যদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে নিষ্পন্ন হইত ; কেন্দ্রীয় সরকার ইহাতে হস্তক্ষেপ করিত না। বস্তুতঃপক্ষে, মানুচির মতানুসারে, "সৈনিকদের বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেনাপতি ও কর্মচারীরা কোন নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করিত না, কেননা, তাহারা কাহাকেও ২০ অথবা ৩০ টাকা আবার কাহাকেও ৪০, ৫০ অথবা ১০০ টাকা প্রদান করিত।"[৪] ইহা হইতে মনে হয় যে, সৈন্যগণকে সাধারণতঃ তাহাদের নিজস্ব অশ্ব হাজির করিতে হইত যাহাতে দুই অশ্বের অধিকারী (দু-আস্পা) এক অশ্বের অধিকারী (ইয়াক-আস্পা) অপেক্ষা অনেক বেশি বেতন পাইতে

১ খুলাসাৎ-উস্ সিয়াক্, ফো. ৫৪বি ; ফ্রেসার, ৮৬, ফো. ১৪বি।
২ মানুচি, ২য়, ৩৭৫।
৩ ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ৩৫৫-৬ ; আম্বর খানের সৈন্যদল কেবলমাত্র আফগান ও রাজপুতগণ লইয়া গঠিত ছিল (মামুরী, ফো. ১৪৫বি)।
৪ মানুচি, ২য়, পৃ. ৩৭৮-৯।

পারে।[১] একটি ঘটনা হইতেই প্রকৃত বেতনক্রমের বিষয়টি বুঝা যাইবে। ১৬৮৭ খ্রীঃ অব্দে তাহাউর খান তাঁহার তুরাণী সৈন্যগণকে বেশী বেতন দানের জন্য প্রশংসিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যদের অধিকাংশ ছিল দু-আস্পা শ্রেণীর এবং তাহারা ন্যূনপক্ষে মাসিক ৫০ বা ৬০ টাকা বেতন পাইত।[২] ১৬৮৫ খ্রীঃ অব্দে গুজরাট হইতে সংগৃহীত ইয়াক-আস্পা শ্রেণীর সৈন্যগণ মাসিক ৩০ টাকার বেশী বেতন পাইত না।[৩] 'সিহ্ বন্দী' বা নির্দিষ্ট কার্যের জন্য স্বীকৃত নিম্ন-বংশজাত অশ্বের ভারাটিয়া সৈন্যগণের বেতন যথেষ্ট কম ছিল। ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দে গুজরাটে যুবরাজ আজমের 'সরকারে' স্থানীয় কার্যের জন্য তাহাদিগকে মাথা পিছু মাসিক ১৫ টাকা বেতনে ভাড়া করা হইয়াছিল।[৪]

বেতন প্রদানের পদ্ধতিও ছিল বিভিন্ন প্রকারের। অমাত্যগণ সৈন্যগণকে কখনও কখনও 'জাগীর' বা ইহার অংশবিশেষ দান করিয়া এবং ইহার রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া বেতন হিসাবে গ্রহণ করিবার অনুমতি দান করিত। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সৈন্যগণ 'বরাত' বা হুণ্ডি গ্রহণ করিয়া তাহা সংশ্লিষ্ট জাগীরদারের রাজস্ব আদায়কারীর নিকট উপস্থিত করিত এবং রাজস্ব আদায়কারী সংগৃহীত রাজস্ব হইতে তাহাদের বেতন প্রদান করিত।[৫] এমন কি, সৈন্যগণ প্রধান কার্যালয় হইতেও সম্পূর্ণ নগদ অর্থে বেতন পাইত না, বরং "সর্বদাই দুই মাসের বেতন হিসাবে গৃহের পুরাতন কাপড় ও পোষাক-পরিচ্ছদ লাভ করিত।"[৬] আবার, বেতন প্রায় সর্বদাই বাকি পড়িয়া থাকিত বলিয়া অভিযোগ করা হইত।

১ ১৬৫৮ খ্রী: অব্দে গুজরাটে সামরিক প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 'সওয়ার' সংগ্রহের সময়ে দুই ও তিন অশ্ব-বিশিষ্ট (দু-আস্পা সিহ্-আস্পা) ব্যক্তিগণ গড়ে মাসিক ৬০ টাকা এবং এক অশ্ব-বিশিষ্ট (ইয়াক-আস্পা) ব্যক্তিগণ মাসিক ৩০ টাকা বেতন লাভ করিয়াছিল (মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম, পৃ. ৩১৫)।

২ ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ৩৫৫।

৩ মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম, পৃ. ৩১৬। ভীমসেনের মতে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমদিকে দাক্ষিণাত্যে দ্রব্যাদি এত সস্তা ছিল যে একজন 'সওয়ার'-এর মাসিক বেতন ১৫ টাকার বেশি ছিল না।

৪ মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম, পৃ. ৩০৬।

৫ নগর নামা-ই মুনশী, পৃ. ৭৩।

৬ মানুচি, ২য়, পৃ. ৩৭৮-৯।

খান-ই জাহান বাহ্‌দুর এবং ইক্‌তিখার খানের মত বিশিষ্ট অমাত্যও স্বীকার করিয়া ছিলেন যে, পাঁচ-ছয় মাসের বাকি বেতনের জন্য তাঁহাদের সৈন্যগণ অভিযোগ করিয়াছিল।[১] ফ্রেয়ার বর্ণনা করিয়াছেন কিভাবে জুনারে "অমাবস্যা চৌদ্দ মাসের বাকি বেতনের বিষয়টি সালামের মাধ্যমে শাসনকর্তাকে স্মরণ করাইবার জন্য সৈন্যগণকে তাঁহার আবাসের চতুর্দিকে হাজির করিয়াছিল।"[২] মানুচি বলিয়াছেন ইহাই যেন স্বাভাবিক নিয়ম হইয়াছিল যে, "তাহাদের (সৈন্যদের) দুই-তিন বৎসরের বেতন সর্বদাই বাকি থাকিবে।" সৈন্যরা প্রাপ্য বেতনের উপর নির্ভর করিয়া 'সরফ'দের নিকট ঋণ করিলে সেনাপতি বা কর্মচারী সরফদের নিকট হইতে সুদের লভ্যাংশ গ্রহণ করিত। এবং, প্রকৃতপক্ষে, গণনায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা আশা করিত যে, দারিদ্র্যের চাপেই সৈন্যগণ তাহাদের বাকি বেতনের অর্ধাংশ আপোষে মিটাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইবে।[৩] সুতরাং সৈনিকদের প্রতি অমাত্যবর্গের নীতি স্বভাবতঃই একরূপ ছিল না। তুরাণী সৈন্যগণের প্রতি তাহাউর খানের বিশেষ অনুগ্রহের বিষয়টি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ হইতেই বুঝা যাইবে। "এই শ্রেণীর প্রতি উক্ত খানের ব্যবহার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ; ফলে ইহাদের অনেক অশিষ্ট আচরণ তাঁহাকে সহ্য করিতে হয়। তিনি ইহাদিগকে তাঁহার বাসস্থান প্রহরা দিতে (চৌকি), দরবারে উপস্থিত হইতে (হাজিরী) এবং অনুপস্থিতির জন্য জরিমানা দিতেও (ওয়াজা-ই ঘয়ের হাজিরী) জেদ করেন না।"[৪]

জনহিতকর কার্য ও দান

মুঘল অভিজাত শ্রেণী দেশের উদ্বৃত্ত অর্থের এক বিরাট অংশ নিজ কার্যে ব্যবহার করিত। কিন্তু জনকল্যাণে তাহারা কি পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিত তাহা জানিতে স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য জাগে। অবশ্য এরূপ কার্যের সঠিক খরচ নিরূপণ করা সম্ভব না হইলেও জনহিতকর কার্য সম্পর্কে তাহাদের ধারণার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

১ আর্‌জদস্ত্‌হা-ই মুজঃফর খান, কো. ৭১এ-বি; ওয়াকা-ই আজমীর, ৯১, ১০৫; তুলনীয় 'আখবরাৎ', ৯ রমজান, ৩৮ বৎ।
২ ফ্রেয়ার, ১ম, ৩৪১।
৩ ফ্রেয়ার, উক্ত স্থানে।
৪ ওয়াকা-ই আজমীর, পৃ. ৩৫৫-৬।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের গোড়ার দিকে বখ্‌তওয়ার খান কর্তৃক নির্মিত সাধারণের ব্যবহার্য প্রচুর অট্টালিকার মাধ্যমেই অমাত্যগণের জনহিতকর কার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শাহ্‌জাহানাবাদের নিকট তিনি একটি 'সরাই' (পান্থশালা) নির্মাণ করিয়া ইহাকে বখ্‌তওয়ারনগর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। যেসকল ব্যক্তি সপরিবারে এই পান্থশালায় আসিত তাহাদের জন্য ইহাতে পৃথক বন্দোবস্ত ছিল। ইহার নিকট একটি মসজিদের উত্তর দিকে সাধারণের ব্যবহার্য একটি করিয়া পাকা কূপ ও স্নানাগার ছিল। একটি 'কাট্‌রা' বা বাজারও এস্থলে নির্মিত হইয়াছিল। সরাইখানার নিকট একটি বাগানের উত্তর দিকে সোপান সম্বলিত একটি পুষ্করিণীও তিনি খনন করাইয়াছিলেন। সরাইখানা হইতে অর্ধ 'কারোহ্‌' দূরে শৈল শ্রেণী হইতে একটি ঝর্ণাধারা উত্থিত হইত; ইহার উপর পিপাসার্তদের জন্য একটি জলাধার এবং সৌন্দর্য পিপাসুদের জন্য একটি জলপ্রপাত নির্মিত হইয়াছিল। এই জলধারা হইতে খাল পথে উদ্যানস্থ জলাধারে জল প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। বখ্‌তওয়ারনগর ও ফরিদাবাদের মধ্যস্থলে প্লাবনসঙ্কুল একটি জল পথে তিনি সেতু নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বখ্‌তওয়ারপুরে কোটার নিকট দুঃস্থদের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি মসজিদ এবং ইহার সংলগ্ন গৃহ ও পুষ্করিণী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই গৃহগুলি রক্ষার জন্য কিছু ভারাটিয়া ধর্মশালা এবং অলিন্দও নির্মিত হইয়াছিল। শাহ্‌জাহানাবাদের নিকট বিখ্যাত 'শাহ্‌নহর' বা পুরাতন পশ্চিম যমুনা খাল এবং ইহার উপর নির্মিত সেতু ও মসজিদটি তাঁহারই কীর্তি; আঘরাবাদ এবং লাহোরেও তিনি সাধারণের ব্যবহার্য দুইটি উদ্যান নির্মাণ করাইয়াছিলেন। শেষতঃ, শেখ নাসির উদ্দিন চিরাঘের সমাধিস্থলেও তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[১] ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পান্থনিবাস, সেতু, কূপ, পুষ্করিণী, উদ্যান এবং মসজিদগুলিকেই বখ্‌তওয়ার খান জনহিতকর কার্যের নিদর্শন হিসাবে গণ্য করিতেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, ঔরঙ্গজেবের নিকট ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনাকারী প্রেরণ করা তাঁহার কর্তব্য হইলেও তিনি কোন 'মাদ্রাসা' বা ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনা-গৃহ নির্মাণ করেন নাই। সুতরাং অন্যান্য অমাত্যের জনহিতকর কার্যের পরিচয় ব্যতীতও ইহা ধারণা করা যায় যে বখ্‌তওয়ার খান তৎকালীন ধারণা অনুসারেই

১ 'মিরাৎ-অল্ আলম', ফো. ২৫২এ-২৫৩বি।

জনহিতৈষণার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া দেশের সর্বত্র সেতু ও সরাইখানা নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন শায়েস্তা খান।[১] মীর জুমলা হায়দ্রাবাদে একটি বিশাল পুষ্করিণী ও উদ্যান নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[২] মীর খলিল নারোল-এ খলিল সাগর নামে এক বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন।[৩] আইজ্জি খানও ইলিচপুরের নিকট এক পান্থশালা বা 'সরাই' নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[৪] অবশ্য অমাত্যগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদের সংখ্যা ছিল আরও বেশী। ঘাজী উদ্দিন খানও দিল্লীতে একটি 'খানকাহ্' নির্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।[৫] অমাত্যগণ কখনও কখনও অবাধ রন্ধনশালাও স্থাপন করিত। ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দে উত্তর ভারত দুর্ভিক্ষ কবলিত হইলে ঔরঙ্গজেব ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী সকল মনসবদারকেই এরূপ পাকশালা স্থাপনের আদেশ দিয়াছিলেন।[৬] যদিও এই প্রকার কার্যের উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না, তবু বলা যায় যে, এ সকল বিষয়ের উদ্দেশ্য ছিল সীমিত। বিশেষ ধরনের দুর্দশায় জন্য সাহায্য, পর্যটকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পানীয় জলের ব্যবস্থা, উপাসনা গৃহ নির্মাণ বা সংস্কার প্রভৃতি যেমন একদিকে অমাত্যদের মহানুভবতার পরিচয় দেয়, অপরদিকে সেচ-ব্যবস্থা হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির অভাব তাহাদের চিন্তাশক্তির স্বল্পতার পরিচয় বহন করে।

কিন্তু শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাহারা কোন রকমেই উদাসীন ছিল না। তাহাদের অনেকেই ললিতকলার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিল। আবার অনেকেই ছিল কবি ও শিক্ষিত ব্যক্তি। তবুও তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে, স্কুল, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমেই কলা বা সাহিত্যের সর্বাধিক বিকাশ সাধিত হইতে পারে। ফলে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, কবি ও শিল্পীদের নিযুক্ত করিয়া তাহারা এই ক্ষেত্রে যতখানি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিল, প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বা রক্ষা করিয়া ততখানি অগ্রগর হইতে পারে নাই। অবশ্য

১ মা আসীর-ই আলমগীরী, পৃ. ২২৩।
২ মা আসীর-উল্ ওমরা, ৩য়, পৃ. ৫৩০-৫৫।
৩ উক্ত গ্রন্থ, ১ম, পৃ. ৭৮৫-৯২।
৪ উক্ত গ্রন্থ, ১ম, পৃ. ২৬৮-৭২।
৫ মা আসীর-উল্ ওমরা, ২য়, পৃ. ৮৭৮।
৬ আলমগীর নামা, পৃ. ৬১১। শায়েস্তা খান কর্তৃক নির্মিত অবাধ রন্ধনশালার জন্য দ্রষ্টব্য—'ফতিয়া ইব্রিয়া', ফো. ১৩২এ।

অনেকেই পৃষ্ঠপোষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।[১] কিছুসংখ্যক অমাত্য বিজ্ঞান ও রসায়নের প্রতিও আকৃষ্ট হইয়াছিল। একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, দানিশমন্দ খান চিকিৎসার বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনার জন্য বার্ণিয়েকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।[২] অমাত্যবর্গের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কবি ও পণ্ডিত রূপেও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।[৩] অতএব মুঘল অভিজাত

১ ইতিবাদ্ খান গরীব ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের পছন্দ করিতেন (মা আসীর-উল্ ওমরা, ১ম, পৃ. ২৩২-৪)। সিদি মিফ্তাহ্ বিদ্বান্ ব্যক্তিদের অত্যন্ত পছন্দ করিতেন এবং যোগ্য ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্য করিতেন। আরব দেশ হইতে তিনি বহু মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন (উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৭৯-৮৩)। পারস্যের বিদ্বান্ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণকে আমীর খান প্রচুর অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন (উক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃ. ২৪৬-৯)। লেখকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহম্মদ সৈয়িদ (উক্ত গ্রন্থ, ১ম, পৃ. ২৭২)। জুলফিকার খান তৎকালীন বিশিষ্ট কবি নাসির আলির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন (মা আসীর-উল্ কিরাম, ২য়, পৃ. ১৩০)। হুসেন আলি খান আবদুল জলিল নামে একজন কবির পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন (উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭৬)। আরও তুলনীয়—ক্রেয়ার, ১ম, পৃ. ৩৩৩-৪; মা আসীর-অল্ কিরাম, পৃ. ৯৫।

২ বার্ণিয়ে, পৃ. ৩২৪-৫, ৩৫২-৩। খান-ই জাহান বাহাদুর কোকালতাশের আদেশে 'তুফাৎ-অল্ হিন্দ্' রচিত হইয়াছিল। রিউ. ব্রি মিউ ক্যাটা. ১, পৃ. ৬২।

৩ বিদ্বান্ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং দানিশমন্দ খান (মিরাৎ-অল্ আলম. ফো. ২২২বি); আইজাদ বক্স 'রসা' যিনি কিছু দিন আগ্রার শাসনকর্তা ছিলেন একজন সুপরিচিত কবি; তিনি অলঙ্কৃত গদ্যের পত্রাদির একটি সংকলন রাখিয়া গিয়াছেন (রিউ, ৩য়, পৃ. ৯৮৫-৬); ঔরঙ্গজেবের একজন মনসবদার শেখ ঘুলাম মুস্তাফা চিকিৎসাবিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ, হস্তলিপি, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন (মা আসীর-অল্ কিরাম, ২য়, পৃ. ৭৪-৫); কাশ্মীরের শাসনকর্তা জাফর খান একটি 'দিওয়ান' রাখিয়া গিয়াছেন (উক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃ. ৯৫-৬); ১,৫০০ মনসব পদাধিকারী মীর্জা মহম্মদ তাহির শাহ্ জাহানের রাজত্বের বিবরণী লিখিয়াছিলেন এবং একটি 'দিওয়ান' রাখিয়া গিয়াছেন (উক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃ ৯৬-৭, ১০৭-৮)। মা আসীর-উল্ ওমরা হইতে বিশেষ কয়েকজন ওমরাহের মানসিক ব্যুৎপত্তির বিবরণ লওয়া হইয়াছে। হিম্মৎ খান্ হিন্দী ভাষায় একজন কবি ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন (৩য়, পৃ. ৯৪৬-৯); ইসলাম খানের কবিসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় (১ম, পৃ ২১৭-২০); মহম্মদ আশরফ ৩,০০০ ৫০০ [illegible] অনুরক্ত ছিলেন এবং মৌলানা জালাল উদ্দিনের মসনবী হইতে কিছু সংকলন

শ্রেণী কোন দিক হইতেই অমার্জিত বা অশিক্ষিত ছিল না। তবে, এ কথা বলা চলে যে, তাহারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ না হইলেও শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের প্রতি সমর্থনপুষ্ট উৎসাহ দান করিতে পারে নাই। একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই এ সকল বিষয়ের উন্নতি সম্ভব।

অন্তঃপুর ও পরিবার

অমাত্যগণ "ভার্যা, ভৃত্য, উট ও অশ্ব প্রভৃতির এক বিশাল পরিবার" প্রতিপালন করিত।[১] বস্তুতঃপক্ষে, পরিবারের মধ্যে অন্তঃপুর ছিল প্রধান অংশ এবং অমাত্যদের আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইহার জন্য ব্যয়িত হইত।

নিয়মানুসারে একজন অমাত্যের "তিন বা চার জন পত্নী থাকিত; ইহারা ছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কন্যা।" প্রত্যেকেই অমাত্যের 'মহল' বা প্রাসাদে বাস করিত; আর এই মহল দেওয়ালের সাহায্যে সুরক্ষিত থাকিত। প্রত্যেক পত্নীর একটি করিয়া পৃথক কক্ষ ছিল এবং সৌভাগ্য অনুসারে তাহাদের ১০, ২০ অথবা ১০০ জন পর্যন্ত ক্রীতদাস থাকিত।[২] বহিরাগত ব্যক্তিদের দৃষ্টি হইতে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীগণকে অগোচরে রাখিবার জন্যই ক্রীতদাসী, খোজা প্রভৃতির বিশাল

করিয়াছিলেন। তিনি সিকাস্তা, নাস্তালিক ও নস্‌খ্‌ সুন্দরভাবে লিখিতে পারিতেন (১ম, পৃ. ২৭২-৫); হিসাম উদ্দিনের, ২,৫০০/১,৫০০, বিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ঠ জ্ঞান ছিল এবং তাঁহার কবি প্রতিভারও পরিচয় পাওয়া যায় (১ম, পৃ. ৫৮৪-৭); মুলতাফৎ খানের কথা-সাহিত্য ও কাব্যে যথেষ্ঠ দক্ষতা ছিল (৩য়, পৃ. ৫০০-৩); ওয়াকিয়াৎ-ই আলমগীরের গ্রন্থকার আকিল খান রাজী উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারও কবি প্রতিভা ছিল (২য়, পৃ. ৮২১-৩); দিয়ানৎ খান শিক্ষানুরাগী ছিলেন (২য়, পৃ. ৫৯-৬৩); আলাবর্দি খান আলমগীরশাহী, ৪,০০০/৩,০০০, একজন সুকবি ছিলেন এবং 'দিওয়ান' রচনা করিয়াছিলেন (১ম, পৃ. ২২৯-৩২); মুসভী খান ছিলেন যুক্তিবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত (৩য়, পৃ. ৬৩৩-৬); সৈফ খানের, ২,৫০০/১,৫০০, কবি প্রতিভা ছিল; তিনি সুর ও সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন এবং 'রাগ দর্পণ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (২য়, পৃ. ৪৭৯-৮৫): বিজ্ঞান, হস্তলিপি ও সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন মীর খলিল, ৫,০০০,৪,০০০ (১ম, পৃ. ৭৮৫-৯২)।

১ বার্ণিয়ে, পৃ. ২১৩।

২ পেলসার্ট, পৃ. ৬৪-৫। পেলসার্ট জাহাঙ্গীরের আমলে লিখিলেও তাঁহার বিবরণী ঔরঙ্গজেবের সময় কালের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত ছিল।

বাহিনী পোষণ করা হইত। অমাত্যগণের পত্নীদের অসংখ্য গোয়েন্দা সম্পর্কে ক্রেয়ার মন্তব্য করিয়াছেন "দন্তহীন বৃদ্ধা এবং শ্মশ্রুবিহীন খোজা। অনধিকার প্রবেশকারীদের হস্ত হইতে ভদ্রমহোদয়াগণের নিষ্কৃতির জন্য খাদ্য, পানীয়, মাংস প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দরজা পর্যন্ত বহন করিয়া তাহারা রমণীগণকে সাহায্য করিত।"[১]

অন্তঃপুরে ছিল বিলাসিতার বিশাল আয়োজন। প্রাসাদের মধ্যে উদ্যান ও পুষ্করিণী শোভা পাইত।[২] মুঘল উদ্যানগুলি ছিল বিখ্যাত। অত্যন্ত যত্নসহকারে স্রোতস্বিনী, পুষ্করিণী, জল সরবরাহ এবং জলপ্রপাতের ব্যবস্থা করা হইত।[৩] মানুচি আসাদ খানের স্ত্রী নওল বাঈ-এর অনুগ্রহে অন্তঃপুরে প্রবেশের সুযোগ পাইয়াছিলেন; তিনি এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন:

"রমণীগণ সুস্বাদু কষামাংস তৃপ্তিসহকারে গ্রহণ করে, পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, মুক্তা প্রভৃতির দ্বারা অঙ্গের শোভাবর্ধন করে এবং বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে। এগুলি ভিন্ন মিলনান্ত নাটক, নাচ, গল্প, প্রণয়-কাহিনী প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। পুষ্প শয্যায় বিশ্রাম, উদ্যান ভ্রমণ, জলধারার কল্লোল, সঙ্গীত এবং এই প্রকার আনন্দ তাহাদের বিশেষ তৃপ্তিদান করে।"[৪] ইহার সহিত মদ্যপানও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। "শীতল সায়াহ্নে তাহারা যথেষ্ট মদ্যপান করে, কারণ, স্বামীর নিকট হইতে শীঘ্রই তাহারা এই অভ্যাসের বশবর্তী হয়।" স্বয়ং ওমরাহ সন্ধ্যাকালে মদ্যপানের জন্য অন্তঃপুরে গমন করিত এবং মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নৃত্য-গীত উপভোগ করিত।[৫]

অভিজাতবর্গের এই বিলাসব্যসন প্রাসাদের অন্তরালে প্রবাহিত হইত বলিয়া বার্ণিয়ে আক্ষেপ করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে কোন ব্যক্তি

১ ক্রেয়ার, ১ম, পৃ. ৩২৮। এমন কি, অপরাপর ব্যক্তিদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের পর একজন চিকিৎসককে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইত।

২ পেলসার্ট, পৃ. ৬৪; বার্ণিয়ে, পৃ. ২৪৩, ২৪৬-৭।

৩ দ্রষ্টব্য—মিরাৎ-অল্ আলম, ফো. ২৫২বি-২৫৩এ; ভিলিয়াস স্টিউয়ার্ট, 'গার্ডেন্স্ অভ্ দি গ্রেট্ মুঘলস্' পুস্তকখানি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

৪ মানুচি, ২য়, পৃ. ৩৫২-৩।

৫ পেলসার্ট, তুলনীয়—মানুচি, ২য়, ৩৫১।

অভিজাতগণের গ্রাম্য গৃহের জীবনযাত্রা দর্শন ও উপভোগ করিতে পারে না কিন্তু ফ্রান্সে পারে।[১] তবুও ইহার অর্থ এই নয় যে, মুঘল অমাত্যবর্গ অন্তঃপুর, উদ্যান বা গার্হস্থ্য বিলাসিতার জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইত। উদাহরণস্বরূপ, ভীমসেন লিখিয়াছেন যে, আমানত খান মাত্র সাত হাজারী মনসবদার হইলেও ফাজিলপুরে (বুরহানপুরে) এক বিশাল সুরম্য অট্টালিকা ও তৎসন্নিহিত উদ্যান নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যস্থ পুষ্করিণীগুলি একটি খালের সাহায্যে পূর্ণ রাখা হইত।[২]

পত্নী ছাড়া অমাত্যদের পোষা প্রাণীর সংখ্যাও কম ছিল না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, দায়ুদ খান তাঁহার বাঘ, বাজপাখী, শ্যেনপাখী প্রভৃতি পোষা প্রাণীগুলির জন্য বৎসরে ২৫০,০০০ টাকা ব্যয় করিতেন।[৩]

গৃহের বাহিরেও অমাত্যগন যথেষ্ট জাঁকজমক প্রদর্শন করিত। বার্ণিয়ে লিখিতেছেন, তাহাদিগকে "কখনও উত্তম বস্ত্র পরিহিত অবস্থা ভিন্ন গৃহের বাহিরে দেখা যায় না। কখনও হস্তী, কখনও অশ্ব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশ্বারোহী ও পদাতিক ভৃত্য পরিবৃত অবস্থায় পাল্কির মধ্যে দেখা যায়; ইহারা তাহাদের মনিবের সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে থাকিয়া শুধু যে পথ পরিষ্কার করে তাহা নয়; মাছি তাড়ায়, ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা ধূলা পরিষ্কার করে, পিকদানী বহন করে, প্রভুর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল বহন করে এবং কখনও কখনও হিসাব বই ও অন্যান্য কাগজপত্র বহন করে।"[৪]

অভিজাত শ্রেণীর অর্থনৈতিক দুর্দশা

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে জাগীরদারী প্রথার ক্রমবর্ধমান সমস্যা অভিজাত শ্রেণীর জীবনযাত্রার মূল ভিত্তিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। অভিজাত শ্রেণীর অমিত-ব্যয়িতার বিষয়টি বহুবার আলোচিত হইয়াছে। বার্ণিয়ে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "অবস্থা-সম্পন্ন ওমরাহের সংখ্যা নিতান্ত কম, অপরপক্ষে, অধিকাংশই ঋণগ্রস্ত ও দুর্দশা কবলিত।" তাঁহার মতে ইহার প্রধান কারণ ছিল অভিজাত শ্রেণীর গৃহ ও

১ বার্ণিয়ে, পৃ. ২৩৩।
২ দিলকুশা, ফো. ২৭এ।
৩ মানুচি, ৪র্থ, পৃ. ২৫৫।
৪ বার্ণিয়ে, পৃ. ২১৩-৪।

তৎসংক্রান্ত সমুদয় এবং সম্রাটকে "মহার্ঘ উপহার" প্রদানের বাধ্যকতা।[১] ভীমসেনও রাজত্বের শেষ ভাগে অমাত্যগণের তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কারণ হিসাবে অপরাপর বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষক চাষ বন্ধ করার ফলে জাগীরদারদের কিছুই আয় হইত না। অধিকন্তু, প্রায়ই জাগীর স্থানান্তরিত হইত বলিয়া কৃষি কার্যের উন্নতি সম্ভব হয় নাই এবং যুগপৎভাবে সরকারী কর্মচারীগণও বিভিন্ন বিষয়, জরিমানা, ঋণ শোধ প্রভৃতি বিষয়ে অমাত্যদের বিরুদ্ধে দাবী (মুতালিবা) জানাইতেছিল।[২] ইহা সত্য যে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধগুলি এক বিরাট ভূখণ্ড ধ্বংস ও সামরিক দায়িত্ব বৃদ্ধি করিয়া অমাত্যগণের এক বিশাল অংশের ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। এনায়েৎউল্লাহ্ খানের মত ব্যক্তিও দরবারে অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার হাভি ও উটগুলি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হওয়ায় উত্তমর্ণ (সাহুকার) তাঁহাকে ঋণ দেওয়ার জন্য কোনরূপ জামীন পাইতেছে না।[৩]

রাজত্বের শেষভাগের 'আখবরাৎগুলি' অভিজাত শ্রেণীর এই অভিযোগে পূর্ণ যে, তাহারা নিঃস্ব ও রাজকোষ হইতে সাহায্যের প্রত্যাশী।[৪] তাহাদের এক বিশাল অংশ উত্তর ভারতে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক ছিল[৫], অপরদিকে, কিছু-সংখ্যক দক্ষিণী অমাত্য মারাঠাগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল।[৬]

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুঘল সাম্রাজ্যে যে তীব্র ও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কট লক্ষ্য করা গিয়াছিল উহারই পরিণাম অভিজাত শ্রেণীর অর্থনৈতিক দুর্দশা। অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ অভিজাতদের উপর ইহার প্রভাব তীব্র হইলেও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণও ইহা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। যাহা হউক, ইহার প্রথম বলি হইয়াছিল, আমরা যেমন দেখিয়াছি, অভিজাত শ্রেণীর সৈন্য বাহিনী—তাহাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা নয়। এরূপ জাঁকজমক

১ বার্নিয়ে, পৃ. ২১৩।
২ দিলকুশা, ফো. ১৩৯এ-১৪১এ।
৩ আখবরাৎ, ৪ জমাদা, ২য়, ৪৬ বৎ।
৪ দ্রষ্টব্য—আখবরাৎ, ১৪ সফর, ৪৪ বৎ।
৫ আখবরাৎ, ২৭ শাওয়াল, ৩৮ বৎ; ১৩ জিকাদা, ৩৯ বৎ; ৪ জিলহিজ্জা, ৩৯ বৎ।
৬ দিলকুশা, ফো. ১৪০এ-১৫৫এ।

প্রিয় শ্রেণীর অদূরদর্শিতা অনিবার্যভাবেই সাম্রাজ্যের সামরিক সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিল। সুতরাং ভীমসেনের এই যুক্তি সম্ভবতঃ অসঙ্গত নয় যে, মারাঠাদের সাফল্যের প্রাথমিক কারণ মুঘল সমরনায়কদের পূর্ণ সৈন্য বাহিনী পোষণে অক্ষমতা।[১] ফলে ইহা পর্যায়ক্রমে অমাত্যগণের আয়ের এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। এইভাবে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে সমগ্র অভিজাত শ্রেণী তাহাদের অন্তঃপুর, দাস-দাসী, হস্তী ও ব্যাঘ্র সমস্তই গ্রাস করিয়াছিল।

১ দিলকুশা, ফো. ১৩৯এ-বি।

উপসংহার

শাহ্জাহানের রাজত্বে মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার ধ্বংসের রূপান্তর ঔরঙ্গজেবের রাজত্বেই লক্ষ্য করা গিয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর বহু পূর্বেই এই ধ্বংসের সূচনা হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে পরাজয়, মারাঠা শক্তি বৃদ্ধি সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহী এবং পরস্পর বিরোধী কার্যগুলি সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ইঙ্গিত করিয়াছিল।

সাম্রাজ্যের সমস্যা জর্জরিত এরূপ পরিস্থিতি এবং ধ্বংসের দিকে অভিজাতগণের স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই অভিজাতগণের আলোচনা করিতে হইবে।

ঔরঙ্গজেবের অভিজাত শ্রেণীর ইতিহাস দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—তাঁহার সিংহাসন লাভের সময় হইতে ১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত প্রথম পর্যায় এবং ১৬৭৯ হইতে ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়। মনসবদারগণের সংখ্যার অথবা অমাত্যবর্গের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত যে গঠন-প্রণালী আকবরের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছিল রাজপুত বিদ্রোহ এবং ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তাহার কোন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে নাই। এই সময়ে 'বিদেশী' অমাত্যবর্গ অর্থাৎ স্বয়ং যাহারা বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এবং যাহারা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু বহিরাগত পরিবার-ভুক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে তুরাণী অপেক্ষা ইরাণীগণই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথমদিকে রাজপুতগণের উল্লেখযোগ্যভাবে পদোন্নতি ঘটিলেও ১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দ হইতে তাহাদের প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে কম হয়। শাহ্-জাহানের রাজত্বে ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদাধিকারী অমাত্যবর্গের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা ছিল ১৮.৭ শতাংশ; কিন্তু ১৬৫৮-৭৮ খ্রীঃ অব্দে উহা ১৪.৬ শতাংশে নামিয়া আসিয়াছিল। অপরদিকে, ঔরঙ্গজেব তাঁহার পূর্বসূরীদের তুলনায় আফগানগণকেই অধিক সুযোগ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিজাতবর্গের মধ্যে খানাজাদ্ অর্থাৎ যেসকল অমাত্যের পিতা বা আত্মীয় সরকারী চাকরি করিত তাহাদের সংখ্যার দ্বারাই স্থায়িত্ব বুঝা যাইত। এই সময়ে (১৬৫৮-৭৮) ঔরঙ্গজেবের অভিজাতগণের প্রায় অর্ধাংশ ছিল এই শ্রেণীভুক্ত এবং কোন কোন অমাত্য সম্পর্কে যদি আরও কিছু জানা যাইত তবে তাহাদের অনুপাত হয়তো আরও বেশি হইত।

যাহা হউক, ইহাও লক্ষ্যণীয় যে বহিরাগতদের এক বিরাট অংশ অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে উচ্চপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মনসবদারী ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বুঝা যায় যে, সৈন্য পালন সংক্রান্ত ব্যবস্থায় অর্থাৎ 'সওয়ার' পদানুসারে মনসবদারদের সৈন্য পালনের ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ করা হয় নাই। মনসবদারী ব্যবস্থায় বা বেতন সংক্রান্ত ব্যাপারে ঔরঙ্গজেব কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; বরং তাঁহার পিতার আমলের নিয়মগুলিই তিনি দৃঢ়ভাবে পালন করিয়াছিলেন। হ্রাসপ্রাপ্ত সামরিক দায়িত্ব বা বেতন পর্যায় তাঁহার পিতার আমল হইতেই চলিয়া আসিয়াছিল। অল্প সংযমের সহিত তিনি পূর্ব অনুসৃত বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থাই অনুসরণ করিতেন। মৃত অভিজাতগণের সম্পত্তি বিক্রয় বা বাজেয়াপ্ত করিবার সরকারী অধিকার তিনি উঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এরূপ সম্পত্তি গ্রহণের নির্দেশও দিয়াছিলেন। সুতরাং এরূপ ধারণার কোন যুক্তি নাই যে, দাক্ষিণাত্য গমনের পূর্বে অভিজাতগণের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব কোন অংশে শিথিল হইয়াছিল বা মনসবদারগণের উপর দায়-দায়িত্ব দৃঢ়ভাবে অর্পণ করা হইত না।

অনুরূপভাবে, দাক্ষিণাত্যে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে জাগীর প্রদান ব্যবস্থাও সঠিক ভাবেই পরিচালিত হইয়াছিল এবং অমাত্যগণও যাহাতে স্থানীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে এবং স্বাধীনতাকামী হইয়া উঠিতে না পারে সেজন্য যথাসময়ে জাগীর হস্তান্তর ব্যবস্থাও তাঁহার সমগ্র রাজত্বকালেই কঠোরতার সহিত অনুসৃত হইয়াছিল।

শেষতঃ, অমাত্যবর্গের প্রতি ঔরঙ্গজেবের নীতি তাঁহার পিতৃ-পিতামহের নীতির তুলনায় কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীত ধর্মী ছিল বটে, তবুও ইহাতে যে বাধ্যকতা ছিল না তাহা নয়। রাজপুত যুদ্ধকে তাঁহার বৈষম্যমূলক নীতিরই ফল বলা হয়, কিন্তু অধিকাংশ রাজপুত মনসবদার তাঁহার পক্ষেই ছিল। ঔরঙ্গজেব বেশি সাম্প্রদায়িকতা বা দলাদলিও পছন্দ করিতেন না এজন্য তাঁহার রাজত্বকালে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতাও স্থান পায় নাই। একমাত্র তাঁহার মৃত্যুর পরেই গাজী উদ্দিন খান এবং জুলফিকার খানের পক্ষে দল গঠন করা সম্ভবপর হইয়াছিল।

সুতরাং ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য গমনের পূর্বে সাম্রাজ্যের ব্যাপারে অভিজাত শ্রেণীর গঠন ও প্রকৃতির মধ্যে এরূপ সমস্যার কারণ নির্দেশ করা সম্ভবপর নয়। তবুও বলা যায় যে, অমাত্যবর্গের অগ্রগতির সহিতই সাম্রাজ্যের মধ্যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বলা হইয়া থাকে যে জাগীর-

হস্তান্তর ব্যবস্থা জাগীরদারগণকে অত্যাচারী হইতে বাধ্য করিয়াছিল। ফলে, নিপীড়িত ব্যক্তিগণও বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই প্রশ্ন সুনিশ্চিত রহিয়াছে। ইহা সত্য যে, বিশেষ করিয়া ঔরঙ্গজেবের শেষ দিনগুলিতে, শাসক ও সেনাপতি হিসাবে তাঁহার অমাত্যবর্গের কার্য সমর্থন করা যায় না। কিন্তু শাসন সংক্রান্ত অক্ষমতা এবং দক্ষতার অভাবই বেশ কিছুসংখ্যক অমাত্যের অযোগ্যতার পরিচয় কি না তাহা স্পষ্ট নয়। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, দুর্নীতি-গ্রস্ত ও ঘুষখোর ছিল বলিযাই তাহাবা সম্রাটের অনুকারক হইয়া পডিয়াছিল। ব্যবসায়ী ও কৃষকগণের নিকট হইতে বেআইনী শুল্ক আদায় করিতে প্রায়ই তাহারা নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহাব করিত। তাহাদের অর্থনৈতিক সঙ্গতি ছিল যথেষ্ট, সুতরাং ইহা দাবি করা যায় না যে তাহারা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আত্মনিযোগ করিয়াছিল। যদিও তাহারা বিলাস দ্রব্য এবং এই প্রকার কার্যগুলিতে উৎসাহ দান করিত, তথাপি তাহারা অতি সামান্য অংশই "মূলধন" হিসাবে নিয়োগ করিত বা শিল্পীগণকে অগ্রিম হিসাবে দান করিত। অপরপক্ষে, তাহাদের ব্যবসায় গ্রাস বা একচেটিয়া করার প্রবণতা ইহার পক্ষে ক্ষতিকারক হইযাছিল, এবং উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করাও সম্ভবপর হয় নাই। যাহারা তাহাদের এই আনুকূল্য লাভ করিত তাহারা ছিল প্রধানতঃ কবি ও ধর্মাভাবাপন্ন ব্যক্তি; ইহারা তাহাদের ইহ-জগতের প্রশস্তি রচনা ও পরবর্তী জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করিত। ফলে, দাক্ষিণাত্যে সামরিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে তাহা রোধ করিবার মত সামরিক ব্যবস্থা মুঘল সাম্রাজ্যের ছিল না।

রাজপুত যুদ্ধ এবং দীর্ঘস্থায়ী দাক্ষিণাত্য অভিযান অভিজাতবর্গের পক্ষে ক্ষতিকারক হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের রাজ্য জয় বলিষ্ঠ সামরিক শক্তির পরিচয় নয়, বিদ্রোহীগণকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া স্বপক্ষে টানিবার বেদনাদায়ক নীতিরই প্রতিভূ। এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ একদিকে যেমন মুঘল সৈন্যের ধ্বংস ও অমাত্যবর্গের দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি দাক্ষিণাত্যের প্রতি সম্রাটের অধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় উত্তর ভারতের শাসন কার্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। মুঘল অভিজাত শ্রেণীতে দক্ষিণী অমাত্যবর্গের অনুপ্রবেশও ইহার ফল। অভিজাত শ্রেণীতে সংখ্যাসূচক পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু দক্ষিণীগণকে (বিজাপুরী, হায়দ্রাবাদী ও মারাঠা) অধিক সংখ্যায় নিয়োগ

করিয়া উচ্চপদ প্রদানের ফলে, পূর্বতন শাখাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। মাসুরী খানাজাদ্‌গণের দুরবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্বে মারাঠাগণের কোন গুরুত্ব না থাকিলেও এই সময়ে রাজপুতগণ অপেক্ষা তাহাদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। ঔরঙ্গজেব ও তাঁহার মন্ত্রীগণ নূতন নিয়োগ বন্ধ করিতে যত্নবান হওয়া সত্বেও সামরিক ও কূটনৈতিক প্রয়োজনের দিক হইতে একপ্রকার বাধ্য হইয়াই তাঁহারা নবাগতদের মনসব দানে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইল যখন মনসব প্রদান সম্ভব হইলেও জাগীর দান করা সম্ভব হইল না; কারণ রাজকোষের উপর অত্যধিক চাপ[১] পড়ায় এবং দাবিদার-গণের আধিক্যের ফলে প্রয়োজনীয় জমি অবশিষ্ট ছিল না। প্রদেশগুলিতে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে এবং যে স্থানগুলিতে রাজস্ব আদায় হইত না সেই স্থানগুলিতে জাগীরদারগণ জাগীর প্রাপ্ত হইলে অমাত্যবর্গ তাহাদের মনসব অনুযায়ী সৈন্য রক্ষা করিতে পারিল না। ভীমসেনের মতে ইহা যেমন একদিকে সাম্রাজ্যের সামরিক বিভাগকে দুর্বল করিয়াছিল অপরদিকে তেমনি বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে সহায়তা করিয়াছিল।

উৎকৃষ্ট জাগীর লাভের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হইলে এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সংশয় দেখা দিলে অভিজাতবর্গের মধ্যে তীব্র সাম্প্রদায়িকতা স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গাজীউদ্দিন খান ফিরোজ জঙ্গ এবং জুলফিকার খানের সাম্প্রদায়িকতা ইহারই ফল। আবার অভিজাতবর্গের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের নীতির ঐক্য এবং সংসক্তিরও অভাব দেখা দিল, সামরিক ব্যবস্থাও ভাঙ্গিয়া পড়িল। অধিকন্তু, ইহা সম্ভবতঃ সঙ্গতভাবেই সন্দেহ করা হইয়াছিল যে, কিছুসংখ্যক অমাত্য নিজ স্বার্থে স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন রাজ্য লাভের চেষ্টা করিতেছিল—ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এই ধারণাই প্রসারলাভ করিয়াছিল।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে নৈতিক অভিমত ব্যক্ত করিতে হইলে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু, মুঘল অভিজাত শ্রেণীর দিক হইতেই বিচার করিয়া এ কথা বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, ভারতের নূতন পরিস্থিতির সহিত পরিবর্তিত ও উপযোগী করিয়া তুলিতে ইহা যে শুধু ব্যর্থ হইয়াছিল তাহাই নয়, বহির্জগতের

১ যাহা 'খালিসা' হইতে জাগীর' হিসাবে পরিবর্তনে বাধ্য দিয়াছিল।

সহিতও ইহা সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। পরিবর্তনশীল বস্তুও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। সাম্রাজ্যে নূতন ধর্মীয় ভিত্তি স্থাপনের জন্য ঔরঙ্গজেবের প্রচেষ্টা হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি এই পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই নীতির পূর্ণ ব্যর্থতা ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল যে মুঘল শাসন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জীর্ণ সংস্কারের পরিবর্তে ধর্মীয় পুনরুত্থান একটি ব্যর্থ প্রয়াস।

পরিশিষ্ট

ঔরঙ্গজেবের ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী মনসবদারগণের তালিকা

ক ১৬৫৮-৭৮ বর্ষসীমায় ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী মনসবদারগণ

৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব মনসবদারগণ

ক্রমিক সংখ্যা	নাম ও পদবী	সর্বোচ্চ পদ	জন্মস্থান	দল (জাতি)	উপদল : রাজপুত, মারাঠা, আফগান, জমিদাব প্রভৃতি	কর্মরত পিতা বা আত্মীয়	আকর-গ্রন্থসমূহ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	উমদাৎ-উল্-মুল্ক্, মীর্জা রাজা জয় সিংহ কাচওয়াহা	৭,০০০/৭,০০০ (২-৩অ)	ভারত	ভাবতীয়	রাজপুত জমিদাব	পিতা	আল. ৯০৭ ; সি. ড. ঔ. রে. ৫২ ; মা. ও. ৩য়, ৫৬৮-৭৭।
২	মীর্জা শুজা নজবৎ খান, খান-ই-খানান	৭,০০০/৭,০০০ (২-৩অ)	ভাবত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ১১৭ ; মা. ও. ৩য়, ৮২১-৮।
৩	মীর্জা আবু তালিব, শায়েস্তা খান, আমীর-উল্-ওমরা	৭,০০০/৭,০০০ (২-৩অ)	ভাবত	ইবাণী	—	পিতা	আল. ১৩০ ; মা. ও. ২য়, ৬৯০-৭০৭।

৪	মীর মালিক হুসেন, খান-ই-জাহান বাহাদুর, জাফর জঙ্গ কোকালতাশ	৭,০০০/৭,০০০ (৬,০০০ × ২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ১৪২; আ. মা. তৈ. ১২১এ; মা. ও. ১ম, ৭৯১-৮১৩।
৫	মহারাজা যশোবন্ত সিংহ রাঠোর	৭,০০০/৭,০০০ (৫,০০০ × ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ৩৩১-২; মা. ও. ৩য়, ৫৯৯-৬০৪।
৬	মীর মহম্মদ সৈদ, মীর জুমলা, মোয়াজ্জম খান, খান-ই-খানান, সিপাহ্ সালার	৭,০০০/৭,০০০ (৫,০০০ × ২-৩অ)	ইরাণ	ইরাণী	দক্ষিণী	পিতা	আল. ৫৬৩; মা. ও. ৩য়, ৫৩০-৫৫।
৭	খলিল উল্লাহ্ খান	৬,০০০/৬,০০০ (২-৩অ)	ইরাণ	ইরাণী	—	ভ্রাতা	আল. ১১৯; মা. ও. ১ম, ৭৭৫-৮২।
৮	শাহ্ নওয়াজ খান সাফ্ভী	৬,০০০/৬,০০০ (৫,০০০ × ২-৩অ)	ইরাণ	ইরাণী	—	পিতা	আল. ২০৯-১০; মা. ও. ২য়, ৫৭০-৬।
৯	উমদাৎ-উল্-মুল্ক, জাফর খান	৬,০০০/৬,০০০ (৪,০০০ × ২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১৬২; মা. ও. ১ম, ৫৩১-৫।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০	মীর্জা লাহরাস্প, মহাবৎ খান	৬,০০০/৫,০০০ (৩,০০০×২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৭৫৪ ; মা. ও. ৩য়, ৫৯০-৫।
১১	রাণা রাজ সিংহ	৬,০০০/৬,০০০ (১,০০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ১৯৪ ; মা. ও. ২য়, ২০৬-৮।
১২	শম্ভুজী	৬,০০০/৬,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	মা. আ. ১৪২ ; জামি-অল্ ইন্শা, কো. ৭৬এ।
১৩	মহম্মদ আমিন খান	৬,০০০/৬,০০০ (১,০০০×২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	দক্ষিণী	পিতা	আল. ৮১৩, ৮৫৫ ; মা. আ. ১২১ ; মা. ও. ৩য়, ৬১৩-২০।
১৪	মোল্লা আহ্মদ নৈথা	৬,০০০/৬,০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	আল. ৯১৯-২০ ; তা. ম. ১০৭৬ এ.এইচ. ; মা. ও. ৩য়, ৫৬২-৬৬।
১৫	হুসেন পাশা, ইসলাম খান রুমি	৬,০০০/৬,০০০	তুরস্ক	তুরাণী	—	—	মা. আ. ৮৭-৮ ; তা. ও. 'এ'।
১৬	মীর মুজফ্ফর হুসেন, ফিদৈ খান কোকা আজম খান	৬,০০০/৪,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১০৬১ ; তা. ম. ১০৮৯ এ.এইচ. ; তা. ও. 'এ' ; মা. ও. ১ম, ২৪৭-৫৩।

১৭	কাজ নায়ক	৬,০০০/	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী জমিদার	—	দিলকুশা, ৫৯বি।
১৮	সৈয়দ মথদুমের পুত্র সৈয়দ আহ্মদ, শারজা খান বিজাপুরী	৬,০০০/	ভারত	তুরাণী	দক্ষিণী	—	বা. সা. ৬৯১।
১৯	শেখ মীর খাওয়াফী	৫,০০০/৫,০০০ (২-৩অ)	—	ইরাণী	—	—	আল. ১৫৬-৭; মা. ও. ২য়, ৬৬৮-৭০।
২০	মহম্মদ কাশিম, কাশিম খান, মুতামদ খান	৫,০০০/৫,০০০ (২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১০২৭; মা. ও, ৩য়, ৯৫০-৯।
২১	রাজা রাম সিংহ কাচওয়াহা	৫,০০০/৫,০০০ (২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ. ১৯ রবি ২য়, ১২ রাজ্য বর্ষ মা. ও. ২য়, ৩০১-৩।
২২	জালাল খান, দিলীর খান	৫,০০০/৫,০০০ (৩,০০০ × ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	আফগান	ভ্রাতা	আল. ১০৩০; মা. ও. ২য়, ৪২-৫৬।
২৩	মহম্মদ তাহির, ওয়াজির খান	৫,০০০/৫,০০০ (১,০০০ × ২-৩অ)	ইরান	ইরাণী	—	—	আল. ৮৮০; মা. ও. ৩য়, ৯৩৬-৪০।
২৪	সৈয়দ মাহ্মুদ, নাসিরি খান খান-ই-দুরান্	৫,০০০/৫,০০০ (২,০০০ × ২-৩অ)	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ১২৬, ১৭৯; তা. ম. ১০৭৭ এ.এইচ.; মা. ও. ১ম. ৭৮২-৫।
২৫	সৈয়দ মীর খাওয়াফী, আমীর খান	৫,০০০/৫,০০০ (১,০০০ × ২-৩অ)	—	ইরাণী	—	ভ্রাতা	আল. ৬৬১; মা. ও. ২য়, ৪৭৬-৭; তা. ও. 'এস'।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৬	মহম্মদ ইব্রাহিম, ঘয়রাৎ খান, শুজাৎ খান, খান-ই-আলম	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ১১৭ ; মা. ও. ২য়, ৮৬৯-৭২ ; তা. ও. 'এস. এইচ.।'
২৭	সৈয়দ শাহ মহম্মদ, মুর-তাজা খান	৫,০০০/৫,০০০	বোখারা	তুরাণী	—	—	আল. ৮৭০ ; তা. ম. ১০৮৯ এ.এইচ. ; মা. ও. ৩য়, ৫৯৭-৮।
২৮	মহম্মদ ইব্রাহিম, আসাদ খান	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৮৮০ ; মা. ও. ১ম. ৩১০-২১।
২৯	ইয়াদগার বেগ. লস্কর খান, জান নিসার খান	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	—	—	পিতা	মা. আ. ১০৫ ; তা. ম. ১০৮১ এ.এইচ. ; মা. ও. ৩য়, ১৬৮-৭১।
৩০	আলি মর্দান খান-এর পুত্র ইব্রাহিম খান	৫,০০০/৫,০০০	ইরাণ	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৪২৬ ; মা. ও. ১ম, ২৯৫-৩০১।
৩১	মালজী দক্ষিণী	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আল. ৪২৭ ; মা. ও. ৩য়, ৫২০-৪।
৩২	রাজা রায় সিং সিসোদিয়া	৫,০০০/৫,০০০ (৫০০×২ ৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ১০৩৩ ; তা ম. ১০৮৩ এ এইচ. ; মা. ও. ২য়, ২৯৭-৩০১।

৩৩	দাউদ খান কুরেশী	৫,০০০/৪,০০০ (৩,০০০ X ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ১০৩৩ ; মা. ও. ২য়, ৩২-৭।
৩৪	সরফরাজ খান দক্ষিণী	৫,০০০/৪,০০০ (১,০০০ X ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	সি ড ঐ. রে. ৪৮ ; মা. ও. ২য়, ৪৬৯-৭৩।
৩৫	মীর খলিল, খান-ই-জমান, মুকতাখর খান	৫,০০০/৪,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	সি. ড. ঐ. রে. ১১১ ; মা. আ. ১৪৪ ; মা. ও. ১ম, ৭৮৫-৯২।
৩৬	মীর্জা মহম্মদ মশহাদি, আসালৎ খান	৫,০০০/৪,০০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	আল. ৮৫৫ মা. ও. ১ম, ২২২-৫।
৩৭	মুকররম খান সাফ ভী, মুরাদ কাম	৫,০০০/৪,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ২৬৭ ; মা. ও. ৩য়, ৫৮৩-৬।
৩৮	ইখ্‌লাস খান, আবুল মহম্মদ	৫,০০০/৪,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান দক্ষিণী	—	আল. ৯৯০ ; মা. আ. ৮১ ; মা. ও. ২য়, ৫৯।
৩৯	তাহির শেখ, তাহির খান	৫,০০০/৩,০০০	বাল্খ	তুরাণী	—	—	আল. ৯৬০ ; মা. ও. ২য়, ৭৫১-৪।
৪০	মহম্মদ বেগ, জুলফিকার খান	৫,০০০/৩,০০০	ইরান	ইরাণী	—	—	আল. ১৫৭ ; মা. ও. ২য়, ৮৯-৯৩।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪১	মীর জিয়াউদ্দিন হুসেন, ইসলাম খান	৫,০০০/৩,০০০	—	তুরাণী	—	—	আল ৮২৩ ; মা ও. ১ম, ২১৭-২০ ।
৪২	নজর মহম্মদ খানের পুত্র আব্দুর রহমান	৫,০০০/২,৫০০	বাল্খ	তুরাণী	—	—	আল. ২৬৭, ৩৪১ ; মা. ও. ২য়, ৮-৯-১২ ।
৪৩	মোল্লা শফিক ইয়াজদি, দানিশমন্দ খান	৫,০০০/২,৫০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	আল ৮৮০ ; তা. ম. ১০৮১-এ এইচ.
৪৪	আলা-উল্ মুল্ক তুনী, ফাজিল খান	৫,০০০/২,৫০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	আল. ৮৩১ ; মা. ও. ৩য়, ৫২৪-৩০ ।
৪৫	বহমন ইয়ার ইতিকদ্ খান মীর্জা	৫,০০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৭৬২ ; তা ম. ১০৮২ এ.এইচ ; মা ও. ১ম, ২৩২-৩৪ ।
৪৬	রাহ্ রায়	৫,০০০/১,০০০	তুরাণ	তুরাণী	—	—	মা. ও. ১ম, ৪৩১-৪৪ ; আল. ১১৪ ।
৪৭	শেখ আবদুল কাওয়ী, ইতিমাদ্ খান	৫,০০০/৪০০	—	—	—	—	আল ৮৫৬; ফরহাৎ, ১৯৭এ; তা ম. ১০৭৭ এ.এইচ ; মা. ও. ১ম, ২২৫ ।
৪৮	চম্পৎ বুন্দেলা	৫,০০০/	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	দিলকুশা, ১৫বি ।

৪৯	রণমস্ত্ খান পন্নী, বাহাদুর খান	৫,০০০/	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	দিলকুশা, ৬৮বি ; মা. ও. ২য়, ৬৪।
৫০	নেতোজী (ইসলাম গ্রহণের পর মহম্মদ কুলি খান)	৫,০০০/	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আল. ৯১১ ; মা. ও. ৩য়, ৫৭৭-৮০ ; মিরাৎ-উল্ আলম, ২০৫এ।
৫১	হাকিম দাউদ, তকরুব খান	৫,০০০/	ইরাণ	ইরাণী	—	—	তা. ও. 'টি' ; মা. ও. ১ম, ৪৯০-৩।

৩,০০০—৪,৫০০ মনসবদারগণ

৫২	ঘাজী বিজাপুরী, রণদুল্লা খান	৪,০০০/৪,০০০ (১,০০০ × ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	আল. ৭৬ ; মা. ও. ২য়, ৩০৯।
৫৩	যশোবন্ত রাও, করতলব খান	৪,০০০/৪,০০০ (১,০০০ × ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল ৭৬; মা. ও. ৩য়, ১৫৩।
৫৪	রায় সিংহ রাঠোর	৪,০০০/৪,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ২৮৮ ; আ. মা. তৈ. ১২৪এ ; মা. ও. ২য়, ২৩৭-৬।
৫৫	শাহ্ বেগ খান	৪,০০০/৪,০০০	—	তুরাণী	—	—	আল. ৪৩৯ ; আ মা. তৈ. ১২৪এ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৬	শাফিউল্লাহ্, তরবিয়ৎ খান বারলাস	৪,০০০/৪,০০০	তুরান	তুরাণী	—	—	আল. ৮৪৫ ; মা. ও. ১ম, ৪৯৩-৮।
৫৭	মীর শামসউদ্দিন, মুখতার খান	৪,০০০/৪,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৫৯৮ ; মা. ও. ৩য়, ৬২০-৩।
৫৮	মুলতাফৎ খানের পুত্র হোশদার খান	৪,০০০/৪,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৪৭, ৮৩৩ ; তা. ম. ১০৮২ এ.এইচ. ; মা. ও. ৩য়, ৯৪৩-৬।
৫৯	ঘালিব খান বিজাপুরী	৪,০০০/৪.০০০	ভারত	—	দক্ষিণী	—	আল. ৫৯৬, ৫৯৮ ; মা. আ. ৩৩ ; মা ও. ২য়, ৬৮৫।
৬০	খলিল উল্লাহ্ খান ইয়াজদির পুত্র মীর মীরণ আমীর খান	৪,০০০/৩,০০০ (২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ১৩৯ ; মা. ও. ১ম, ২৭৭-৮।
৬১	আলাবর্দি খান তুর্কমান-এর পুত্র আলাবর্দি খান, মীর্জা জাফর	৪,০০০/৩,০০০ (২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১০৫৬ ; তা. ও. ‘এ’ ; মা. ও. ১ম, ২২৯-৩২ ; তা. ম. ১০৭৯ এ.এইচ.।
৬২	ইন্দরমন ধান্ধেরা	৪,০০০/৩,০০০ (৫০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ৪৩, ৩৩৯ ; মা. ও. ২য়, ২৬৫-৬।

৬৩	মীর্জা সুলতান সাফ্ভী	৪,০০০/৩,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৮৮০ ; মা. ও. ৩য়, ৫৮১-৩।
৬৪	কাবাদ খান, মীব আখুর	৪,০০০/৩,০০০	তুরাণ	তুরাণী	—	—	আল. ২৯০, ৬৩৪, মা.ও. ৩য়, ৯৯-১০২ ; আ. মা. তৈ. ১২৪এ।
৬৫	নামদার খান	৪,০০০,৩,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১০৫৭ ; মা. ও. ৩য়, ৮৩০-৩।
৬৬	শেখ ফরিদ ওরফে ইখ্লাস খান, ইহ্তিশাম্ খান	৪,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল. ২১৫, ৮৫৫ ; মিরাৎ-ই আফতাব নামা, ফো. ৫৭৩ ; তা ম. ১০৭৫এ.এইচ. ; মা.ও. ১ম ২২০-২ ; অ.মা. তৈ. ১২৪বি।
৬৭	পীর মহম্মদ, আঘর খান	৪,০০০/৩,০০০	ভারত	তুরাণী	—	—	খাফি খান, ২য়, ২৪৬ ; মা. ও. ১ম, ২৭৪-৭।
৬৮	খলিল উল্লাহ্ খানের পুত্র মীর খান	৪,০০০/৩,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৯১৭ ; মা. আ. ৮২ ; মা. ও. ৭৮১।
৬৯	বাদো রায় দক্ষিণী	৪,০০০/২,৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	পিতামহ	আল ১৬১।
৭০	মুলতাফৎ খান, আজম খান	৪,০০০/২,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৭৫ ; মা. ও. ৩য়, ৫০০-৩।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭১	রাও ভাও সিং হারা	৪,০০০/২,৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ২৬৭ ; মা. ও. ২য়, ৩০৫-৭ ; আ. মা. তৈ. ১২৩বি।
৭২	রাদ আন্দাজ বেগ, শুজাৎ খান	৪,০০০/২,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ১১৬ ; কামওয়ার, ২৫৬বি ; তা. ম. ১০৮৪এ.-এইচ. ; মা. ও. ২য়, ৬৭৯-৮১ ; আ. মা. তৈ. ১২৪বি।
৭৩	খাজা রহমৎ উল্লাহ্, সরবুলন্দ খান	৪,০০০,২,৫০০	ভারত	তুরাণী	—	—	মা. আ. ১৩৯ ; মা. ও. ২য়, ৪৭৭-৯ ; আল. ৩০৪, ৯৭৬।
৭৪	কৈজুল্লাহ্ খান	৪,০০০,২,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৮৭০ ; মা. ও. ৩য়, ২৮-৩০।
৭৫	আসফাহানের কয়ামউদ্দিন খান	৪,০০০,২,০০০	ইরান	ইরাণী	—	—	মা. আ. ১৩০ ; মাসুরী, ফো. ১৪৯বি ; মা. ও. ৩য়, ১০৯-১৫।
৭৬	মীর মুহম্মদ ইশাক্, মুকারম খান	৪,০০০/২,৫০০ (৬০০ X ২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. ও. ৩য়, ৬৯৬-৭০১ ; আখ. ১১ রবি ২য় ৩৭ রাজ্য বর্ষ।
৭৭	আবিদ খান, কুলিজ খান	৪,০০০/১,৫০০	তুরাণ	তুরাণী	—	—	আল. ১০৫৬ ; মা. ও. ৩য়, ১২০-৩।

৭৮	দাযাজী	৪,০০০/১,৩০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আল. ৪৭।
৭৯	দায়ুদ খান পান্নী	৪,০০০/	ভারত	ভারতীয়	আফগান দক্ষিণী	—	মা. ও ২য়, ৬৩-৮, সি. ডি. ঔ. রে. ১৭১।
৮০	রাজিউদ্দিন মহম্মদ হায়দ্রাবাদী	৪,০০০/	—	—	দক্ষিণী	—	সি. ড. ঔ. রে. ২৫।
৮১	তাহাউর খান, পাদশাহ্ কুলি খান	৪,০০০/	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আ. মা তৈ. ১২৩বি ; মা. ও. ১ম, ৪৪৭-৫৩ ; তা. ম. ১০৯২এ.এইচ.।
৮২	কুতবুদ্দিন খান খেশগী	৩,৫০০/৩,৫০০ (২,০০০ × ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	আল. ১০৩৩ ; আখ. ২৯ রবি ২য় ৮ রাজ্য বর্ষ ; মা. ও. ৩য়, ১০২-৮ ; দস্তুর-অল্ অমল-ই শাহ্জাহানী, অ্যাড্ ৬৫৮৮, ফো. ২৫এ।
৮৩	নূরপুরের রাজা রাজরূপ	৩,৫০০/৩,৫০০ (৫০০ × ২-৩-অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ১২৮, ৬২৫ ; তা. ম. ১০৭২এ এইচ. ; মা. ও. ২য়, ২৭৭-৮১।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৪	রাজা অনরুদ্ধ গৌড়	৩,৫০০/৩,০০০ (২-৩-অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মা. ও. ২য়, ২৭৬-৭।
৮৫	রাজা সুজন সিংহ বুন্দেলা	৩,৫০০/৩,০০০ (৫০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ৩৪২, ৪৮৬, ৯০৮; আ. মা. তৈ. ১২৪বি; মা. ও. ২য়, ২৯১-৯৫।
৮৬	ফতেহ্ রোহিলা, ফতেহ্ জঙ্গ খান	৩,৫০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	কাকা	আল. ২৯০; মা. ও. ৩য়, ২২-৬।
৮৭	জাফর খানের পুত্র সাদাৎ খান	৩,৫০০/৩,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১৯৫; মা. ও ২য়, ৪৬১-৩।
৮৮	মীর জিয়াউদ্দিন আলি মশহাদি, সিয়াদাৎ খান	৩,৫০০/২,৫০০	—	ইরাণী	—	পিতা	তা. ম. ১০৬৯এ.এইচ.; মা. ও. ২য়, ৪৬৩-৫।
৮৯	হাসান আলি খান বাহাদুর	৩,৫০০/২,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৪৫২; মা. আ. ৯২,৯৩; মা. ও. ১ম, ৫৯৩-৯।
৯০	সৈয়দ সুলতান, সালাবৎ খান বাব্বুহা, ইখ্‌তিসাস খান	৩,৫০০/২,৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল. ১৯৮; তা. ও. 'এ'; মা ও ২য়, ৪৫৭-৬০।
৯১	আবদুর রহমান বিজাপুরী, শারজা খান	৩,৫০০/২,০০০	ভারত	—	দক্ষিণী	—	সি. ড. ঔ. রে. ৭০; তা. ও. 'এস এইচ.'।

৯২	মুবারিজ খান	৩,৫০০/২,০০০	বাদাখ্শান	তুরাণী	—	—	আল. ৯৫৭ ; মা.ও. ৩য়, ৫৯৫-৯৭ ; আ.মা.তৈ. ১২৫এ।
৯৩	মীর আহমদ খাওয়াফী, মুস্তাফা খান	৩,৫০০/২,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৪৯০, ১০৪৯ ; মা. ও. ৩য়, ৫১৬-১৮, আ. ম. তৈ. ১২৫এ ; ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬৬১-৬৬, পৃ. ১০৩।
৯৪	রাও করণ ভারতীয়	৩,৫০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ৮৫৫ ; আ. মা. তৈ ১২৫বি ; মা. ও. ২য়, ২৮৭-৯১।
৯৫	আব্দুর রজ্জাক জিলানী, ইজ্জৎ খান	৩,৫০০/২,০০০	—	ইরাণী	—		মা. ও. ২য়, ৪৭৫।
৯৬	আসালৎ খানের পুত্র ইফ্তিখার খান, মীর সুলতান হুসেন	৩,৫০০/১,২০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১৫৮, ৮৮০ ; তা. ম. ১০৯২ এ এইচ ; মা. ও. ১ম, ২৫২-৫।
৯৭	দিলদোস্ত, সর্দার খান	৩,০০০/৩,০০০ (২,৫০০ × ২-৩অ)	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ১৪০, ১০৫০ ; মা. ও. ২য়, ৪২২-২৩।
৯৮	মীর মহম্মদ ইশাক্, ইরাদাৎ খান	৩,০০০/৩,০০০ (১,০০০ × ২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১২৭ ; মা. ও. ১ম, ২০৩-৬।
৯৯	আলাবর্দি খান তুর্কমান-এর পুত্র বাজনফর খান	৩,০০০/৩,০০০ (১,০০০ × ২-৩অ);	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৮৬৪ ; তা. ম. ১০৭৭ এ এইচ; মা, ও, ২য়, ৮৬৬-৮।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০০	সাদাৎ খানের পুত্র মীর আহ্মদ সাদাৎ খান	৩,০০০/৩,০০০ (৫০০ X ২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল ১০৫০।
১০১	ইলহামুল্লাহ রসিদ খান	৩,০০০/৩,০০০ (৫০০ X ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল. ৭৬, ২৯১ ; মা. ও. ২য়, ৩০৩-৫।
১০২	পরশোজী দক্ষিণী	৩,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	ভ্রাতা	আল. ১৪০, ২৩১, ২৪২ ; মা. ও ৩য়, ৫২০-২৪।
১০৩	মহম্মদ তাহির, সফ শিকন খান	৩,০০০/৩,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৩৩৪, ৮৮০ ; আখ. ১৯ রজব, ৯ রাজ্য বর্ষ, মা. ও. ২য়, ৭৩৮-৪০।
১০৪	আবদুর রহিম খানের দৌহিত্র মীর্জা খান	৩,০০০/৩,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতামহ	আল. ১০৩৩ ; আ. মা. তৈ. ১২৬এ।
১০৫	মীর্জা খান মান্নুচিহ্র	৩,০০০/৩,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. ও. ৩য়, ৫৮৬-৮৯ ; তা. ম. ১০৩৩।
১০৬	মহম্মদ ইউসুফ্, সামশের্ খান, নাসির খান	৩,০০০/২,৫০০ (১,০০০ X ২-৩অ)	—	—	—	—	আল. ১৯৬, ১০৫৬।

১০৭	হেরাৎ তর্কিশ, শামশের খান	৫০০০/২৫০০ (৫০০×২ ৩য়)	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	আল ১২৫, ৬৪৭ ; তা. ম. ১০৮৩ এ এইচ ; মা. ও ২য়, ৬৭৭-৯ ।
১০৮	সৈয়দউদ্দিন মাহ্মুদ ওরফে ফকির উল্লাহ্ সৈফ্ খান	৩,০০০/২,৫০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আখ. ৫ রমজান, ১০ রাজ্য বর্ষ, মা. ও. ২য়, ৪৭৯-৮৫ ।
১০৯	আবদুল্লাহ্ খান, সৈদ খান	৩,০০০/২,৫০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ৪১৯, ৭৬২ ; মা. ও. ২য়, ৮০৭-৮ ।
১১০	কিরাৎ সিংহ	৩,০০০,২,৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	আল. ১০৬১ ; মা. ও. ৩য়, ১৫৬-৮ ।
১১১	হাসান খান দক্ষিণী	৩,০০০/২,৫০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান-দক্ষিণী	—	আল. ৪৫ ; তা. ও. 'এইচ'
১১২	মুজঃফর লোদী, লোদী খান	৩,০০০/২,৫০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ২২১ ।
১১৩	বখ্তিয়ার খান, খাওয়াস খান	৩,০০০/২,৫০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	সি. ডি. ঔ. রে. ৭৩ ; আল. ১৩২ ।
১১৪	শামছুদ্দিন খেশগী	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	আল. ৪৫ ; মা. ও. ২য়, ৬৭৬-৭ ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৫	আবদুল্লাহ্ বেগ ইয়াকতাজ খান, মুখলিস্ খান	৩,০০০/২,০০০	তুরান	তুরাণী	—	পিতা	আল. ১১৭, ২৯১; তা. ম. ১০৭০ এ.এইচ; মা. ও. ৩য়, ৯৬৮-৭১।
১১৬	আবদুল্লাহ্ বেগ, গঞ্জ আলি খান	৩,০০০/২,০০০	ইরান	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৯৬৪; মা. ও ৩য়, ১৫৫।
১১৭	সৈয়দ ইজ্জৎ খান, ঘয়রাৎ খান	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ৮৫৫-৬; মা. আ. ১৫০।
১১৮	গিরধর দাস গৌড়	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত-জমিদার	ভ্রাতা	সি. ডি. ঔ. রে. ২৮; মা. ও. ২য়, ২৫৫-৬; আ. মা. তৈ. ১২৬এ।
১১৯	মীর আবুল মালি, মীর্জা খান	৩,০০০/২,০০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ২৪০-১; মা. ও. ৩য়, ৫৫৭-৬০।
১২০	সৈয়দ কাশিম বারহা, শাহ্ মৎ খান	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আদাব, ২৮৬বি; আল ৩০৩, ৪১৯; মা. ও. ২য়, ৬৮১-৩।
১২১	জালাল খান কাকার	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল. ৫৯৩; হাতিম খান, ১০৩বি; মা.ও. ১ম. ৫৩০-১।
১২২	দাতাজী দক্ষিণী	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	পিতা	আল. ৬২৫; মা. ও. ১ম ৫২২।

১২৩	ইব্রাহিম আদিল শাহের দৌহিত্র আবু মহম্মদ	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	মা. আ. ১৪৮।
১২৪	জগজীবন, উদাজী রাম	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	পিতা	মা. ও. ১ম, ১৪৪।
১২৫	অন্তজী খন্দকাল	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ রে. ১৩।
১২৬	সৈয়দ শের খান বারহা ওরফে সৈয়দ সাহাব	৩,০০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	সি.ডি. ঔ. রে. ১১৮; আল. ১৩২।
১২৭	আরব শেখ মুকল খান	৩,০০০/১,৫০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আদাব, ২১৯বি; মা. ও. ৩য়, ৬২৩-৫।
১২৮	সফি খান	৩,০০০/১,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল ১০৩৪; মা. ও ২য়, ৭৪০-৪২।
১২৯	সৈয়দ মনসুর বারহা	৩,০০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল ১৪০, ৩৩৭; মা. ও. ২য়, ৪৪৯-৫২।
১৩০	আবদুল কাফি, নওয়াজিশ খান	৩,০০০/১,২০০	ইরাণ°	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৪৭৪; তা. ম. ১০৭৫ এ.এইচ; মা. ও. ৩য়, ৮২৮-৩০।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩১	ইসলাম খান বাদাখ্শীর পুত্র হিম্মৎ খান মীর ইসা,	৩,০০০/১,০০০ (৫০০×২-৩অ)	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ৮৮০ ; মা. আ. ৭১ ; মা. ও. ৩য়, ৯৪৬-৯।
১৩২	আহ্মদ খেশগী, ইখলাস খান্	৩,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ৭৭ ; তা. ম. ১০৭২ এ. এইচ।
১৩৩	বৈরাম দেও সিসোদিয়া	৩,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ৭৬২ ; সি. ডি. ঔ. রে. ১১২ ; মা. ও. ২য়, ৪৫২-৪।
১৩৪	মহম্মদ বাদি সুলতান	৩,০০০/৭০০	তুরাণ	তুরাণী	—	পিতা	আল. ৩৩৯ ; মা. ও. ৩য়, ৬৩৬-৭।
১৩৫	রঘুনাথ রায় রায়ান	৩,০০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ৭৬৩ ; মা. ও. ২য়, ২৮২।
১৩৬	মীর মহম্মদ আশরফ, আশরফ খান, ইতিমাদ খান	৩,০০০/৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৭৬২, ৮৫৬ ; মা ও. ১ম, ২৭২-৪।
১৩৭	সৈয়দ আলি রিজভী খান	৩,০০০/৫০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ১০৪৯ ; মা. ও ২য়, ৩০৭-৯ ; আ.মা.তৈ. ১২৪বি।
১৩৮	রঘুনাথ সিংহ সিসোদিয়া চন্দ্রাবৎ	৩,০০০/৩,০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	আখ. ১০ রমজান, ১৩ রাজ্য বর্ষ, কামওয়ার, ২৫০বি।

১৩৯	শেখ মিরক হারাভী	৩,০০০/২০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	আল. ৩৯৬ ; মা. ও. ৩য়, ৫১৮-৯।
১৪০	মুখ্‌তার খানের পুত্র দরাব খান	৩,০০০/	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	তা. ও; 'ডি' ; মা. ও. ২য়, ৩৯-৪২।
১৪১	মীর তকি	৩,০০০/	—	ইরাণী	—	কাকা	আল. ৭৫৫, ৮৮০ ; মা. আ. ৯৭ ; মা ও. ৩য়, ৯৩৯।
	১,০০০—২,৭০০ মনসবদারগণ						
১৪২	রাজা দেবী সিংহ বুন্দেলা[1]	২,৫০০/২,৫০০ (৫০০ × ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ২০৬, ৭৫৮ ; সি. ডি. ঔ. রে, ১১৭ ; মা. ও. ২য়, ২৯৫-৭।
১৪৩	ভীল আফঘান, পুরদিল খান	২,৫০০,২,০০০ (২ ৩ অ)	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ৩৩৪ ; ৭৫৮।
১৪৪	ইরাজ খান	২,৫০০/২,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১০৩০ ; মা. ও. ১ম, ২৬৮-৭২ ; আ.মা.তৈ. ১২৬বি।
১৪৫	আলা ইয়ার বেগ, আলা ইয়ার খান	২,৫০০/২,০০০	—	তুরাণী	—	—	হাতিম খান, ২০বি ; আল. ১৪১, ৮৩১ ; তা. ম. ১০৭৪-এ.এইচ মা.ও. ১ম, ২১৬-৭।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৬	মাসুদ ইয়াদগার, আহ্‌মদ বেগ খান, মাসুদ খান, আহ্‌মদ বেগ খানের দৌহিত্র	২,৫০০/২,০০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতামহ	আল. ৭৮, ১৫৮, ১৯৬ ; আ. মা. তৈ. ১২৬বি।
১৪৭	সৈয়দ মুবারক, মুরতাজা খান	২,৫০০/২,০০০	ভারত	তুরাণী	—	—	আল. ৮৩২ ; মা. ও. ৩য়, ৬৪৪-৬।
১৪৮	অনুপ সিংহ	২,৫০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মা. ও. ২য়, ২৮৯-৯১।
১৪৯	খলিফা সুলতানের জামাতা সাদাৎ খান	২,৫০০/২,০০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	আল. ২১২।
১৫০	শুভ করণ বুন্দেলা	২,৫০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ৩০১, ৫৬৫, ১০৩৪ ; আ. মা. তৈ. ১৩১এ।
১৫১	আবুতালিব, আকিদাৎ খান	২,৫০০/২,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১৪০, ৩৩৪।
১৫২	খাজা বরখুরদার, আশরফ খান, বরখুরদার খান	২,৫০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ৭৪ ; মা. ও. ১ম, ২০৬-৭ ; তা. ও. (এস. ভি.)।

১৫৩	হুসরৎ উল্লাহ, হুসরৎ খান	২,৫০০/১,৫০০ (৭০০ X ২-৩-অ)	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ১৪১, ১০৬১।
১৫৪	বাবাজী ভোঁসলা	২,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আল. ৫৪।
১৫৫	ছত্রসাল হারার পুত্র ভগবন্ত সিংহ	২,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ৪৭৪-৫ ; আ. মা তৈ. ১২৬বি।
১৫৬	মানকু বিলল দক্ষিণী	২,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	আল. ৪৭২।
১৫৭	রাও অমর সিংহ চন্দ্রাবৎ	২,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতামহ	আল. ৮৫৬ ; আখ. ২৯ রাবি ২য়, ৮ রাজ্য বর্ষ, মা. ও. ২য়, ১৪৫-৭।
১৫৮	আফ্রাসিয়াব বেগ, আফ্রাসিয়াব খান	২,৫০০/১,৫০০	তুরস্ক	তুরাণী	—	—	মা. আ. ৮৭ ; ১৫১-২ ; মা. ও. ১ম, ২৪৪-৬।
১৫৯	হিসামউদ্দিন	২,৫০০/১,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. ও. ১ম, ৫৮৪-৭।
১৬০	মানাজী ভোঁসলা	২,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ভি. ঔ. রে. ৭ ; আল. ১২৮ ; হাতিম খান, ১৬এ।
১৬১	শুজাৎ খান ওরফে শাদ খান, মুঘল খান	২,৫০০/১,৪০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ১২৩ ; মা. আ. ৯৭, ১৫৩।
১৬২	রুস্তম রাও	২,৫০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আল. ৪৭।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৬৩	সৈয়দ শের জমান বারহা, মুজঃফর খান	২,৫০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল. ৫৪,২৯১ ; মা. ও. ২য়, ৪৬৫।
১৬৪	মীর মাসুম, মাসুম খান	২,৫০০/১,২০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ১৩ রমজান, ১৩ রাজ্য বর্ষ, মা. ও. ২য়, ৬৭৬ ; আ. মা. তৈ. ১২৮এ।
১৬৫	বেগ মহম্মদ খেশগী, দিলদার খান	২,৫০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ৯৬৫।
১৬৬	কাজী নিজাম কারদাজী, মুখলিস খান	২,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ৪৮, ১৯৫, ২৯৪, ৮৬০ ; মা. ও. ৩য়, ৫৬৬-৮।
১৬৭	মহম্মদ মুনিম, মুনিম খান	২,৫০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৪৫, ৪৫৪ ; মা. ও. ৩য়, ৫৮৯।
১৬৮	মাহ্দি কুলি খান	২,৫০০/১,০০০	—	—	—	—	আল. ৩০৪।
১৬৯	সৈফ বিজাপুরী	২,৫০০/১,০০০	ভারত	—	দক্ষিণী	—	আল. ৪৪০ ; মা. আ. ৪৯৬।
১৭০	জাফর খানের পুত্র কামগর খান, মহম্মদ কামগর	২,৫০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৮৫৬ ; মা. আ ১৪০।

১৭১	সবল সিংহ সিসোদিয়া	২,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	সি ডি. ঔ. রে. ১০৮ ; মা. ও. ২য়, ৪৬৮-৯।
১৭২	ত্রিম্বকজী ভোঁসলা	২,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আল. ৪৮ ; দফতর-ই দিও-য়ানী, ১৯ জিলহিজ, ৬ রাজ্য বর্ষ।
১৭৩	মীর আসকরি, আকিল খান, রাজী	২,৫০০/৭০০	ভারত	ইরাণী	—	—	আল. ৯৮১ ; আখ. ১৫ শাও-য়াল, ১০ রাজ্য বর্ষ, মা. ও. ২য়, ৮২১ ; রিয়াজউশ শুরা, ১৯৬এ।
১৭৪	মীর মহম্মদ মাহ্‌দি, আরদিসতানী, হাকিম-উল্-মুল্‌ক্	২,৫০০/৫০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	আল. ৯৬০ ; মা. আ. ৭০ ; মা. ও. ১ম, ৫৯৯-৬০০।
১৭৫	মহম্মদ আকিল বীরুলাস, ভাহাউর খান	২,৫০০/৫০০	—	তুরাণী	—	—	আল. ৪৪৭।
১৭৬	আহ্‌মদ বেগ, জুলকাদার খান	২,৫০০/৫০০	ভারত	তুরাণী	—	—	আল. ৪৪৮, আ. মা. তৈ. ১২৬বি।
১৭৭	ওয়াজির বেগ, ইরাদাৎ খান	২৫০০ ৪০০	—	—	—	—	আল. ২৩২, ৫৬৬ ; আ. মা. তৈ. ১২৬বি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭৮	সৈয়দ হেদায়েৎ উল্লাহ্	২,৫০০/২০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল. ৪৭৩ ; মা. ও. ২য়, ৪৫৬-৭ ।
১৭৯	গুলারের (পাঞ্জাব) রাজা বিক্রম সিংহ	২,৫০০/	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	এম. আকবর, দি পাঞ্জাব আণ্ডার দি মুঘলস, ২২৩ ।
১৮০	মহম্মদ কুলি মুতাকদ্ খান	২,০০০/২,০০০ (১,৮০০×২-৩অ)	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৮০ ; আল ৯৬৪ ; মা. ও. ২য়, ৮৭০-১ ।
১৮১	মুবারক খান নিয়াজী	২,০০০/২,০০০ (১,০০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতামহ	আল. ৪৫৪, ৪৭৫ ; মা. ও. ৩য়, ৫১১-৩ ।
১৮২	সুলতান বেগ, শাহ্ কুলি খান	২,০০০/২,০০০ (১,০০০×২-৩অ)	—	—	—	—	আল. ৮৬০, তা. ও. (এস. ভি.)।
১৮৩	হুসেন বেগ খান	২,০০০/২,০০০ (৫০০×২-৩অ)	—	—	—	—	আল. ২১৮ ।
১৮৪	সৈয়দ হাসান বারহা, এক্রাম খান	২,০০০/২,০০০ (৫০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল. ৩৪৭, ৬৩৪ ; মা. ও. ১ম, ২১৫-৬ ; আ. মা. তৈ. ১২৮বি ।
১৮৫	রফিউদ্দিন সদর-ই ইরাণ-এর পুত্র হাদি খান মীর মহম্মদ হাদি,	২,০০০/২,৪০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	আখ. ১৩ রমজান, ১৩ রাজ্য বর্ষ ।

১৮৬	মুজাহিদ বিজাপুরী	২,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	আল. ১৪০।
১৮৭	আবদুল্লাহ্ বেগ সরাই, আবদুল্লাহ্ খান	২,০০০/২,০০০	ভারত	তুরাণী	—	—	আল. ৪৭. ৮৭৪।
১৮৮	রাজা নরসিংহ গৌড়	২,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ২৬৮, ৮৬৫।
১৮৯	মহম্মদ সালেহ্, মকরমৎ খান	২,০০০/২,০০০	—	—	—	—	আল. ২৯৪, ৯৬০ ; আখ. ১৩ জিকাদা, ১ রাজ্য বর্ষ।
১৯০	রাজা টোডর মল	২,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল ৮৭৪, ৮৮৫ ; মা. ও. ২য়, ২৮৬-৮৭।
১৯১	আলি মর্দান খানের পুত্র আলি কুলি খান, মহম্মদ আলি বেগ	২,০০০/২,০০০	ইরাণ	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৮৮৫ ; মা. আ. ১০৯, ১১০ ; কামওয়ার, ২২৫এ ; আ. মা. তৈ. ১২৮এ।
১৯২	সৈয়দ আবদুল নবি	২,০০০/১,৫০০ (৭০০ X ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল. ৯৬০ ; কামওয়ার, ২৪৯এ ; মা. ও. ২য়, ৪৪৮।
১৯৩	বৈজান বেগ, কালাদর খান	২,০০০/১,৫০০ (৫০০ X ২-৩অ)	—	—	—	—	আল. ১৯৪, ৮৮৫।
১৯৪	মুকুন্দ সিংহ হারার পুত্র জগৎ সিংহ হারা	২,০০০/১,৫০০ (৫০০ X ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ২২১, ১০৩ ; দিলকুশা ৭৯বি ; মা. ও. ৩য়, ৫১০।
১৯৫	নারুজী দক্ষিণী	২,০০০/১,৬০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ১৩ রমজান, ১৩ রাজ্য বর্ষ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬	আরসলান কুলি, আরসলান খান	২,০০০/৮০০ (২-৩অ .	ভারত	ইরাণী	—	পিতা —	আল ৮১৭, ১০৬৭ ; মা. ও. ১ম ২৭৭।
১৯৭	মীর্জা মহম্মদ, খঞ্জর খান	২,০০০/১,৫০০	ভারত	তুরাণী	—	—	আল. ৮১৭, ৮৭০ , তা. ও. (এস. ভি.)।
১৯৮	মোল্লা ইয়াহিয়া, মুখলিস খান	২,০০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	আল. ৮৭১ ; মা. ও. ৩য়; ৫৬৫।
১৯৯	আফজল খানের পুত্র সৈয়দ আলি	২,০০০/১,৫০০	ভারত	—	দক্ষিণী	—	আল. ৮৩৪।
২০০	পুরণ মল বুন্দেলা	২,০০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ৯৮৬।
২০১	সৈদ খান তরখানের পুত্র ফতে উল্লাহ্ খান	২,০০০/১,৫০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ৩৩৯, ৪০০ ; তা. ম. ১০৬৯ এ এইচ.।
২০২	সৈয়দ দিলীর খানের পুত্র সৈয়দ হাসান খান বারহা	২,০০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	তা. ও. (এস. ভি.) ; মা. ও. ২য়, ৪১৪-৫।
২০৩	খাজা ওবেদুল্লাহ্ খান	২,০০০/১,২০০	—	—	—	—	আল. ৪৭৩ ; মা আ. ৮৮।
২০৪	রায় রাও বা বিশ্বাস রাও	২,০০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আল ৪৮।

২০৫	আলি কুলি বেগ, আলি কুলি খান	২,০০০/১,০০০	—	—	—	—	আল. ২৯১ ; আ. মা. তৈ. ১০১এ।
২০৬	ওয়ালি মহলদার	২,০০০/১,০০০	—	—	—	—	আল. ৪৫ ।
২০৭	দাদাজী	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আল. ৪৮ ।
২০৮	খুশহল বেগ কাকশাল,	২,০০০/১,০০০	—	তুরাণী	—	—	আল. ৪৭১, ৯১৪।
২০৯	কুলিজ খান, সাদাৎ খান মীর ইব্রাহিম হুসেন, মুলাতাফৎ খান	২,০০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ২৫ রবি ২য়, ১৯ রাজা-রব, আল. ৮৮০ ; মা. উ. ৩য়, ৬১১-৬১৩ ।
২১০	সৈয়দ মুনাওয়ার খান বারহা	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল. ১০৩৪ ; মা. ও. ২য়, ৪৬৫-৮ ।
২১১	শেখ আবদুল করিম থানেশ্বরী	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ২২০।
২১২	সৈয়দ ফিরোজ খান বারহা, ইখতিয়াস খান	২,৫০০/১,৫০০ (৫০০ × ২-৩য়)	ভারত	ভারতীয়	—	কাকা	আল. ৪৪০, ১০৩৪ ; মা. ও. ২য়, ৪৭৩-৫ ; ফতিয়া ইব্রিয়া ১৫৮বি।
২১৩	শ্রীনগরের পৃথ্বী সিংহের পুত্র মেদিনীসিংহ	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ৬০৪ ; কামওয়ার ২৩৬বি।
২১৪	তাসুজী	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আল. ৪৭।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২১৫	রাজা যশোবন্ত সিংহ রাঠোরের পুত্র পৃথ্বী সিংহ	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	আল. ৯১৭ ; তা. ম. ১০৭৭ এ. এইচ।
২১৬	মহম্মদ আলি খান	২,০০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৯৬৪ ; মা. ও. ৩য়, ৬২৫-৭।
২১৭	হুসরৎ খান, কালাদর খান	২,০০০/১,০০০	—	—	—	—	আল. ৯৮১ ; আখ, ১৯ রজব, ৯ রাজ্য বর্ষ।
২১৮	অনি রায় ব্রাহ্মণ	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	এস. আহ্‌মদ, 'ওমরাই হনুদ' ৬৪।
২১৯	মরহমৎ খান	২,০০০/৯০০	—	—	—	—	আল. ৯৭২।
২২০	জাহাঙ্গীর কুলি খান	২,০০০/৯,০০	—	—	—	—	আখ. ৯ রমজান, ১০ রাজ্য-বর্ষ, আ. মা. তৈ. ১৩২এ।
২২১	মহম্মদ ইসমাইল, ইত্তিকাদ খান	২,০০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ১৫৬, ১৫৮।
২২২	ইসমাইল খেশগী হসেনজী, জানবাজ খান (১-৩ অ)	২,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান		আল. ৪৫ ; ৫৬৭, ৬৩৫ ; অ. ও. (এস. ভি. মা. ও. ৩য়, ৭৭৭-৮)

২২৩	ইয়াকুৎ খান	২,০০০/৭০০ (১০০×২-৩ অ)	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	সি. ডি. ঐ. রে. ১০।
২২৪	কাজলবাস্ খান	২,০০০/৮০০	—	ইরাণী	—	—	আল. ২৯১।
২২৫	আবদুল্লাহ্ বেগ, আসকর খান, নজম সানি	২,০০০/৭৫০	ভারত	ইরাণী	—	—	আল. ৪৬৫, আখ.১৬ রমজান ১৩ রাজ্য বর্ষ, মা. ও. ২য়, ৮০৯।
২২৬	ইত্রিবর খান	২,০০০/৭০০	—	—	—	—	আল. ৮৫৬।
২২৭	সৈয়দ সুলতান কারবালাই	২,০০০/৭০০	ভারত	ইরাণী	—	—	আল. ৮৮০।
২২৮	দিয়ানৎ খান, হাকিম জামালাই কাশী	২,০০০/৭০০	—	ইরাণী	—	—	বি. এন. ২য়, ৭২৮; আল. ৫২৪।
২২৯	ইয়ালিংতোশ খান বাহাদুর	২,০০০/৭০০	ভারত	তুরাণী	—	—	মা. আ. ১৫৬; মাসুচি, ২য় ৪৩; মা. ও. ৩য়, ৯৭১-৭২।
২৩০	কামাল লোদী, হরবুজ খান	২,০০০/৬০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ৭৭, ৮৭৫।
২৩১	মীর ইমাম উদ্দিন, বুহরৎ খান	২,০০০/৬০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	আল. ১৪০, ৮৫৫-৫৬; তা.ম. ১০৭৬ এ. এইচ; মা. ও. ৩য়, ১১১-১২।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৩২	খলিল উল্লাহ্ খানের পুত্র রুহউল্লাহ্ খান	২,০০০/৬০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৮৭০ ; মা. ও. ২য়, ৩০৯-১৫।
২৩৩	ইয়াকতাজ খান	২,০০০/৬০০	—	—	—	—	আল ১০৬২ ; মা. আ. ১০৪।
২৩৪	তকরুব খানের পুত্র মহম্মদ আলি	২,০০০/৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৮৫৬ ; মা. আ. ১৪০।
২৩৫	মীর মুরাদ মাজানদানী, খয়রাৎ খান	২,০০০/৪০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	আল. ৫৪।
২৩৬	জিয়াউদ্দিন, রহমৎ খান	২,০০০/৩০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. ও. ২য়, ২৮৩-৮৬।
২৩৭	সৈয়দ মাসুদ বারহা,	২,০০০/৩০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আ. ল. ২৬৮।
২৩৮	মহম্মদ বেগ, তীর আন্দাজ খান	২,০০০/৩০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১২৮ ; আ. মা. তৈ. ১২৭ এ।
২৩৯	সৈয়দ মুজঃফর বারহা, শুজাৎ খান	২,০০০/২৫০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল. ১২৯ ; তা. ম. ১০৬৯ এ. এইচ.।
২৪০	মোল্লা আবদুল সালাম লাহোরী, দারা শুকার শিক্ষক	২০০০/-	ভারত	ভারতীয়	—	—	ফরহাৎ, ১৯৭ এ।

২৪১	রায়ৎ খান	১,৫০০/১,৫০০ (২-৩ অ)	—	—	—	—	আল. ৪০০।
২৪২	ইন্দরখি-র পাহাড় সিংহ গৌড়	১,৫০০/১,০০০ (২-৩ অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	ঈশ্বর দাস, ৯৪ এ।
২৪৩	মুরাদ কুলি সুলতান ঘক্কর	১,৫০০/১,৫০০ (৫০০×২-৩ অ)	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ২১৯, ৬৩৫।
২৪৪	মীর ফতে, ফতে খান	১,৫০০/১,০০০ (২-৩ অ)	—	—	—	—	আল. ৩৪২, ৮৮০, ৯১৭।
২৪৫	বাহাদুর রোহিলার পুত্র দিলীর খান	১,৫০০/১,০০০ (৮০০×২-৩ অ)	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	আদাব, ২৭৯ এ; আল. ৯৬৫।
২৪৬	শাহ্ বাজ খান আফগান	১,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ১৯৭, ৪৭৫, ৬২৫।
২৪৭	মীর মহম্মদ মুরাদ, সৈয়দ মহম্মদ খান	১,৫০০/১,৫০০	—	—	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ৭৪।
২৪৮	হায়াৎ আফগান, জবরদস্ত খান	১,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ২৯১।
২৪৯	ফৌজদার খান	১,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ৩৪২, ৬২৫।
২৫০	খাজা এনায়েৎ উল্লাহ্	১,০০০/৭০০	—	—	—	—	আল. ৩৩৯, ৮৮৫।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৫১	রাজা স্বরূপের পুত্র গোপাল সিংহ	১,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ১০৫৬।
২৫২	কামিল খান	১,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ১০৪৪ ; আখ. ২০ রবি ২য়, ১২ রাজ্য বর্ষ।
২৫৩	বগুজী দক্ষিণী	১,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ২২ শাবণ, ৪ রাজ্য বর্ষ।
২৫৪	সৈয়দ আবদুর রহমান, দিলওয়ার খান	১,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	দফতর-ই দিওয়ানী, নং ২৯৮৬ ; হাতিম খান, ১৪ এ।
২৫৫	জম্মুন-এর জমিদার সরঙ্গ ধর	১,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	জমিদার	—	আল. ২৮৬-৮৭।
২৫৬	দিলওয়ার খান দক্ষিণীর পুত্র হাসান	১,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ৩৭।
২৫৭	জগৎ সিংহ	১,৫০০/১,৪০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	দফতর-ই দিওয়ানী, নং ২৯৮৬।
২৫৮	কেশরী সিংহ ভারতীয়	১,৫০৭/১,৪০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ১০৪৭।

২৫৯	সিদি ফৌলাদ, ফৌলাদ খান	১,৫০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	কামওয়ার ২৫০ বি ; মা. ও. ১ম, ৫০৩ ; তা. ম. ১০৯২ এ. এইচ.
২৬০	রস্তাজী দক্ষিণী	১,৫০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আল. ২৯৩।
২৬১	সিকন্দর রোহিলা	১,৫০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ২৯১।
২৬২	মাসুদ মঙ্গলী, মঙ্গলী খান	১,৫০০/১,০০০ (২০০ × ২-৩ অ)	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ১০৩৯।
২৬৩	কালান্দার বেগ, কালান্দার খান	১,৫০০/১,০০০ (২০০ × ২-৩অ)	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ৭৪ ; মা. ও. ১ম, ১৯২-৯৪।
২৬৪	রায় মকরন্দ	১,৫০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	জমিদার	—	আল. ৮৮৫।
২৬৫	ভোজ রাজ কাচওয়াহা	১,৫০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	সিলেক্টেড ওয়াকা অভ্ দ্য ডেক্যান্, ৫২ ; আল. ৯১৭।
২৬৬	মিত্র সেন বুন্দেলা	১,৫০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ৩০২, ১০৬২, আ. মা. তৈ. ১৩২ বি।
২৬৭	দিলদার বেগ, দিলদার খান	১,৫০০/১,০০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ১৪০।
২৬৮	কামইয়াব খানের পুত্র কামগর খান	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১৪১, ৪৫৭, ১০৬১।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৬৯	নজবৎ খানের পুত্র ইসমাইল খান, মহম্মদ ইসমাইল	১,৫০০/১,০০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ৭৫৫ ; মা. ও. ২য়, ৭৮১।
২৭০	দাতু জী	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আল. ৪৮।
২৭১	মহম্মদ শরীফ পোলকজী	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ৫৪।
২৭২	মিসরী আফগান	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ৪৫৪-৫৫।
২৭৩	হামিদ কাকুর, কাকুর খান	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আখ. ১৯ রজব, ৯ রাজ্য বর্ষ, আল. ৭৭, ২১৮ ; হাতিম খান, ২০এ, ২৪এ।
২৭৪	গুলারের (পাঞ্জাব) রাজা মান সিংহ	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ১৯৯, ২৮৭।
২৭৫	হরজিস্ গৌড়	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ২৭০, ৯৮২ ; তা. ও. (এস. বি.)।
২৭৬	অর্জোনের জমিদার চতুর্ভুজ চৌহান	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল ২৭০ ; তা. ম. ১০৭৯ এ. এইচ.।
২৭৭	আকা ইউসুফ	১,৫০০/১,০০০	—	—	—	—	আল. ২৭০, ৪৪৮।

২৭৮	মীর রুস্তম খাওয়াফী	১,৫০০/১,০০০	ইরান	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৩৯৯।
২৭৯	মীর ইব্রাহিম, মীর তুজুক	১,৫০০/১,০০০	—	—	—	—	আল. ৪৪৮ ; কামওয়ার ২৬০ এ।
২৮০	আবুল বক	১,৫০০/১,০০০	—	—	—	—	আল. ১৯৭।
২৮১	রাজা অমর সিংহ নারোরী	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ৪৪৭, ১০৫৬ ; আ. মা. তৈ. ১৩১, বি ; মা. ও. ২য়, ২২৭-২৮।
২৮২	হাসান আলি খান আলমগীর শাহীর ভাগিনের ইয়াজদানী	১,৫০০/১,০০০	ভারত	তুরাণী	—	মামা	হাতিম খান, ৫৪ বি ; আল. ২৪০।
২৮৩	রাজা রুবাণ সিংহ তৌম্বর	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ৩০৪, ৪২৮।
২৮৪	শেখ মীরের পুত্র মহৎশম খান, মীর ইব্রাহিম,	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৮৫৬ ; মা. আ. ১৩০ ; মা. ও. ৩য়, ৬৪৬-৫০।
২৮৫	উদয় ভান রাঠোর	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ৩৩৪।
২৮৬	সৈয়দ ইব্রাহিম দারা শুকোহি, মুস্তাফা খান	১,৫০০/১,০০০	—	—	—	—	আল. ৯৬৪।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৮৭	মহম্মদ সালেহ্ তরখান	১,৫০০/১,০০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ৪৪৭; মা. ও. ৩য়, ৫৬০-৬২।
২৮৮	আলি কুলি, তশরিফ খান, মুক্তাখর খান	১,৫০০/১,০০০	—	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৫৬৫।
২৮৯	ফিরোজ মেওয়াটী, ফিরোজ খান	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ৪৪০; তা. ম. ১০৭৫ এ. এইচ।
২৯০	রূপ সিংহ রাঠোরের পুত্র মান সিংহ	১,৫০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আদাব, ৩১৫বি; আল. ১৫৮, ৪৪৭; মা. ও. ২য়, ২৭০।
২৯১	জগ রাম কাচওয়াহা	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	আল. ১০৫৬।
২৯২	মোল্লা আহ্মদ নৈথায়ের পুত্র, ইক্রাম খান, আসাদ উল্লাহ	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল. ৯৫৭; তা. ও. (এস. ভি.), মা. ও. ৩য়, ৫৬৪-৬৫।
২৯৩	ফরহাদ চেল	১,৫০০/১,০০০	—	—	—	—	আখ. ২৪ শাবণ, ১১ রাজ্য বর্ষ।

২৯৪	মাবাজী ভোঁসলার পুত্র রঘুজী	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ৭।
২৯৫	মীর গিয়াসউদ্দিন	১,৫০০/৯০০	—	—	—	—	দফতর-ই দিওয়ানী নং ২৯৮৬।
২৯৬	শারজা রাও কাওয়া	১,৫০০/৯০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি.ডি. ঔ. রে. ৭।
২৯৭	মুস্তাফা খান কাশী	১,৫০০/৯০০	ইরান	ইরাণী	—	—	আখ. ৩০ জিলহিজ, ১৩ রাজ্য বর্ষ ; মা. ও. ৩য়, ৬৩৭-৪১।
২৯৮	মীর্জা নিয়ামৎ উল্লাহ্, লোহ্রাব খান	১,৫০০/৯০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৮৮৫ ; সি. ডি. ঔ. রে. ৭৪ ; মা. ও. ১ম, ৫৮৬-৮৭।
২৯৯	জালাল আফগান	১,৫০০/৮০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান-দক্ষিণী	—	আল. ৯৭২।
৩০০	রঘুনাথ সিংহ ভারতীয়	১,৫০০/৯০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ১০৬১-৬২।
৩০১	বুজরুগ্ উমিদ খান	১,৫০০/৯০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১৪০, ৮৫৬, ৯৫৬ ; মা. ও. ১ম, ৪৫৩-৫৪।
৩০২	মীর রাজিউদ্দিন	১,৫০০/৮০০	—	—	—	—	আল. ৮৬২।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩০৩	সালাবৎ দক্ষিণী	১,৫০০/৭০০ (১০০×২-৩অ)	—	—	দক্ষিণী	—	সি. ডি. ঔ. রে. ৫।
৩০৪	রঘুনাথ সিংহ মীরাথ	১,৫০০/৮০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আখ. ২৯ রবি ২য়, ৮ রাজ্য বর্ষ; আ. মা. তৈ. ১৩২ এ; ২০ জিকাদা, ১০ রাজ্য বর্ষ।
৩০৫	ইয়াহিয়া পাশা	১,৫০০/৭০০	তুরস্ক	তুরাণী	—	—	মা. আ. ১১০; কামওয়ার, ২২৫ এ।
৩০৬	আফজল খানের পুত্র রাজি	১,৫০০/৭০০	ভারত	—	দক্ষিণী	—	আল. ৮৩৪; আ. মা. তৈ. ১৩১ বি।
৩০৭	সর্দার কিয়াম খান, আলফ খান	১,৫০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ২২০।
৩০৮	মান্দুদ খান	১,৫০০/৭০০	—	—	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ৭৪।
৩০৯	আলাবর্দি খানের পুত্র হিজবর খান	১,৫০০/৭০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ১৪৫; মা. ও. ৩য়, ৪৯৬।
৩১০	মীর মহম্মদ মোয়াজ্জম, সিয়াদাৎ খান, মোয়াজ্জম খান	১,৫০০/৭০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ২১০, ৩৩৪; মা, ও. ২য়, ৬৭৬; আ. মা. তৈ, ১২৭ বি।

৩১১	শায়েস্তা খানের পুত্র আবুল ফত্তেহ	১,৫০০/৭০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১৪০।
৩১২	সৈফউদ্দিন সাফভী, কামইয়াব খান	১,৫০০/৭০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৮৭০ ; মা. ও. ৩য়, ৪৭৯।
৩১৩	শেখ আবদুল আজিজ, আবদুল আজিজ খান, দিলওয়ার খান	১,৫০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ৭৪ ; আল. ১৪১ ; মা. আ. ১৩২ ; মা. ও. ২য়, ৬৮৬-৮৮।
৩১৪	খাজা নূর, মুতামদ খান (খোজা)	১,৫০০/৬০০	—	—	—	—	আল. ২৯৪, ৪৪৮, ৯৬০।
৩১৫	মহেশ দাস রাঠোর	১,৫০০/৬০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	আল. ১৬৩।
৩১৬	মীর ফজল উল্লাহ, ফজল উল্লাহ খান	১,৫০০/৬০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১৫৮, ১০৬১।
৩১৭	সুন্দর দাস রাঠোরের পুত্র রঘুনাথ সিংহ রাঠোর	১,৫০০/৬০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	আল. ৬৩৫।
৩১৮	ইউসুফ বিজাপুরী, ইউসুফ খান	১,৫০০/৬০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	আল. ৭৪২, ৮৮০।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩১৯	শফকৎ উল্লাহ্, সাজাওয়ার খান	১,৫০০/৬০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১২৭, ৮৮০, মা. ও. ২য়, ৪৪০-৪১।
৩২০	মহম্মদ বেগ	১,৫০০/৬০০	—	—	—	—	আল. ২০৮।
৩২১	মহম্মদ দরাব খান	১,৫০০/৬০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ২১৭।
৩২২	মুনাওয়ার খান জমিদার	১,৫০০/৬০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান জমিদার	—	দফতর-ই দিওয়ানী, নং ২২৮৬; আল. ২৫৬।
৩২৩	শাহ্ নওয়াজ খান সাফ্ভীর জামাতা মীর সালেহ্	১,৫০০/৫০০	—	ইরাণী	—	—	আল. ৪৫, ৩৭৪; তা. ম. ১০৭৪ এ. এইচ.।
৩২৪	করন কাচি	১,৫০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ৫২।
৩২৫	দৌলৎমন্দ খান	১,৫০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল. ২৩, ২৮২।
৩২৬	মীর আবুল ফজল্ মামুরী, মামুর খান	১,৫০০/৫০০	—	ইরাণী	—	—	আল. ৫৩, ৭৭।
৩২৭	ফরহাদ বেগ, আলি মর্দান খানি, ফরহাদ খান	১,৫০০/৫০০	ইরান	ইরাণী	—	পিতা	আল. ২৮৬, ২৮৭ ৮৮০।

৩২৮	কাবাদ বেগ	১,৫০০/৫০০	—	তুরাণী	—	—	আল. ১৬৩, ২৯০।
৩২৯	ইশাক্ বেগ	১,৫০০/৫০০	—	—	—	—	আল, ১৯৫।
৩৩০	রাজা পৃথ্বী চাঁদ	১,৫০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ২৩৭।
৩৩১	লুৎফুল্লাহ্ খান	১,৫০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল. ৯১৮; মা. আ. ৭১; মা. ও. ৩য়. ১৭১-৭৭।
৩৩২	মহম্মদ মনসুর, মকরমৎ খান	১,৫০০/৫০০	ইরান	ইরাণী	—	পিতামহ	আল. ৪৪৮, ৭৫৫।
৩৩৩	আলি বেগ খান	১,৫০০/৫০০	তুরস্ক	তুরাণী	—	—	মা. আ. ৮৭; মা. ও. ১ম, ২৪৪।
৩৩৪	রণদুল্লা খানের পুত্র আবদুল্লাহ্	১,৫০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	দফতর-ই দিওয়ানী, নং ২৯৮৬।
৩৩৫	হুসেন বেগ খান জিগ্	১,৫০০/৪০০	ইরান	ইরাণী	—	—	আল. ৫৫; মা.ও. ১ম, ৫৯১-৯৩।
৩৩৬	হামি উদ্দিন, খানজাদ্ খান	১,৫০০/৪০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ২৭০, ৫৯৪।
৩৩৭	খলিল উল্লাহ্ খান ইয়াজদির পুত্র মীর নিয়ামৎ উল্লাহ্	১,৫০০/৪০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ২৭০; মা. ও. ৩য়, ৩৪২।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৩৮	ইখলাস খানের পুত্র আলাহ্ দাদ	১,৫০০/৪০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	আল. ২৯১, ৫৭৩-৭৪।
৩৩৯	আবদুল কাদির, দিয়ানৎ খান	১,৫০০/৩৫০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৯১৭; মা. ও. ২য়, ৫৯।
৩৪০	মুইন খান	১,৫০০/৩০০	—	—	—	—	আল. ৮৩২।
৩৪১	ইসলাম খানের পুত্র আবদুর রহিম খান	১,৫০০/৩০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৯৬০; মা. ও. ২য়, ৮১২-১৩।
৩৪২	জাহিদ খানের পুত্র নওয়াজিশ খান, মহম্মদ আবিদ	১,৫০০/৩০০	ভারত	—	—	পিতা	মা. আ. ৯৭; কামওয়ার, ২৫২ বি; মা. ও. ২য়, ৩৭১-৭২।
৩৪৩	মহম্মদ সাদিক, দিলওয়ার খান	১,৫০০/২০০	—	তুরাণী	—	—	আল. ২৩২, ২০৬, ২৮৭।
৩৪৪	মুরাদ খান, ইলতিফৎ খান	১,৫০০/২৫০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৮৭০; মা. ও. ২য়, ৭৩৩।
৩৪৫	হাকিম সালেহ্ সিরাজী, সালেহ্ খান	১,৫০০/২৫০	ইরান	ইরাণী	—	—	আল. ১০৬১-৬২।

৩৪৬	শাহ্ বেগ খান কাশঘরী, শাহী খান	১,৫০০/৫০০	তুরাণ	তুরাণী	—	—	আল. ৪০১ ; মা. আ. ১৫৮ ; কামওয়ার, ২৬৩ বি, ২৬৫বি।
৩৪৭	সৈয়দ ফিরোজ রুস্তম খানি	১,৫০০/২০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ১৬১।
৩৪৮	শেখ নিজাম কুরেশী	১,৫০০/১০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ১০৩৪।
৩৪৯	হাকিম মহম্মদ আমিন সিরাজী	১,৫০০/৫০	ইরান	ইরাণী	—	—	আল. ৩২৯।
৩৫০	সর্দার বেগ, ইহ্‌তিমাম খান	১,৫০০/-	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আ. মা. তৈ. ২৩১ এ।
৩৫১	মীর্জা মহম্মদ তাহির, এনায়েৎ খান	১,৫০০/-	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. ও. ২য়, ৭৬২।
৩৫২	শেখ আলি বিজাপুরী	১,৫০০/-	ভারত	ভারতীয়	আফগান দক্ষিণী	—	দিলকুশা, ২৬ বি।
৩৫৩	সিদি মিফতার পুত্র আহ্‌মদ খান	১,৫০০/-	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী জমিদার	পিতা	মা. ও. ১ম, ৫৮২।
৩৫৪	মহম্মদ বেগ তুর্কমান, কুরবলব খান	১,৫০০/-	ইরান	ইরাণী	—	—	মা. ও. ২য়, ৭০৬-৮ ; তা. ও. (এস. ভি) ; আল. ৩২৬, ৩৪৩।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৫৫	শের সিংহ রাঠোর	১,০০০/১,০০০ (২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	আল. ৪৪১।
৩৫৬	ডুঙ্গারপুরের মহারাওয়াল যশোবন্ত সিংহ	১,০০০/১,০০০ (৮০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ.১৬ জিলহিজ, ৩৮ রাজ্য বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ১ম ভাগ, ১১৫।
৩৫৭	রাও রায় সিংহের পুত্র ইন্দর সিংহ	১,০০০/১,০০০ (৭০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	সি. ডি. ঔ রে. ১২১; মা. ও. ২য়, ২৩৬।
৩৫৮	কাজলবাশ খানের পুত্র রাহ্‌রাম	১,০০০/১,৭০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৪৮৬, ১০৩৯।
৩৫৯	রাজা মহা সিংহ বাহদোরিয়া	১,০০০/১,০০০ (৫০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল ১০৪৪; মা ও. ২য়, ২২৯-৩০।
৩৬০	শেখ মনসুর বিজাপুরীর পুত্র শেখ আবদুল হামিদ	১,০০০/১,০০০ (১০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	পিতা	সি. ডি ঔ. রে. ৪৭।
৩৬১	রতন রাঠোরের পুত্র রাম সিংহ	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ৪৮৬।
৩৬২	সরবাজ খান	১,০০০/৮০০ (৬০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আখ. ৫ জমাদা, ২য়, ১২ রাজ্য বর্ষ।

৩৬৩	কাদির দাদ খান	১,০০০/৮০০ (৪০০ X ২-৩অ)	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	হাতিম খান, ১৬৪এ; আল. ১০৩০; আ.মা. তৈ. ১৩২এ।
৩৬৪	উমর তরিণ	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ২৭০, ২৮৭-৮৮।
৩৬৫	আবদুল হামিদ বিজাপুরী	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	আল. ১৬৩, ২৯১।
৩৬৬	চক্র জী দক্ষিণী	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আল. ২০৬।
৩৬৭	মীর বকর খান	১,০০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল ২০৬, ৫৭৩; আ. মা. তৈ. ১৩১বি।
৩৬৮	মাহ্মুদ দিলজক	১,০০০/১.০০০	—	তুরাণী	—	—	আল. ৪৮৭ মিরাৎ-উল্-আলম, ১৬০এ-বি।
৩৬৯	ইমাম আবরদি	১,০০০/১,০০০	—	—	—	—	আল. ৬৩৫।
৩৭০	মান ধাতা	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ৬৪৭-৪৮।
৩৭১	তিব্বতের জমিদার মুরাদ খান	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	জমিদার	—	আল. ৮৬০।
৩৭২	রাজা জয় সিংহ	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল ৯৬৪।
৩৭৩	রাজা বাহ্রুজ	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ৩৪০; তা. ম. ১০৭৬ এ.এইচ; ম. উ. ২য়, ২১৯।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৭৪	কাজলবাশ খানের পুত্র রুস্তম খান	১,০০০/৯০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ৭৪ ; আখ. ১৭ রাবি ২য়, ১২ রাজ্য বর্ষ।
৩৭৫	ঘয়রাৎ বেগ, শুজা খান	১,০০০/৯০০	—	—	—	—	আল. ২৩২, ৮৫৬।
৩৭৬	সৈয়দ আনোয়ার	১,০০০/৯০০	—	—	—	—	আল. ৮৬২-৬৩।
৩৭৭	সর্ফরাজ খান বেগ	১,০০০/৯০০	—	—	—	—	আল. ২৯০ ; তা. ও. (এস. ভি.)।
৩৭৮	কালন্দর দায়ুদজৈ, কালন্দর খান	১,০০০/৯০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ৩০৮, ৯৬০।
৩৭৯	কুন্দ জী দক্ষিণী (ইসলাম করিয়াছিলেন)	১,০০০/৮০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	আল. ১০৬২ ; মা. ও. ৩য়, ৫৮০।
৩৮০	সৈয়দ বাহাদুর বারহা	১,০০০/৮০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ২৯৩।
৩৮১	ইমাম কুলি কারাওয়াল, আঘর খান	১,০০০/৮০০	—	ইরাণী	—	—	আল. ২১৬ ; তা. ও. (এস. ভি.) ; রুক্কা. নং ৫/১০ পৃ. ১১ ; ফতিয়া ইব্রিয়া, ১৫৮বি।
৩৮২	সৈয়দ নসিরউদ্দিন খান দক্ষিণী	১,০০০/৮০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	আল. ৪৫।

৩৮৩	ইউসুফ খান তাশকন্দীর পুত্র মীর্জা রুহউল্লাহ্	১,০০০/৮০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	মা. ও. ৩য়, ৯৬৬-৬৭।
৩৮৪	মীর বুরহানী	১,০০০/৮০০	—	—	—	—	আল. ১০৫০।
৩৮৫	সৈফউল্লাহ্ আরব	১,০০০/৮০০	—	—	—	—	আল. ৪৫।
৩৮৬	সুরজ মল গৌড়	১,০০০/৮০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ১৯২।
৩৮৭	ইন্দ্রমন বুন্দেলা	১,০০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	দফতর-ই দিওয়ানী, নং ২৯৮৩; সি. ডি. ঔ. রে. ১১২ ; আল. ৯৮৯।
৩৮৮	খাজা শাহ্, শরিফ খান	১,০০০/৭০০	—	—	—	—	মা. আ. ১৪০।
৩৮৯	গোলাম মহম্মদ আফগান	১,০০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ৪৭৫।
৩৯০	হাসান বেগ	১,০০০/৭০০	—	—	—	—	আল. ১৬৩।
৩৯১	দরবেশ বেগ কাকশাল	১,০০০/৭০০	—	তুরাণী	—	—	আল. ৩০৩।
৩৯২	ওয়ানিরথ জীর পুত্র মানাজী	১,০০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	দফতর-ই দিওয়ানী নং ২৯৮৬।
৩৯৩	কছ্-এর জমিদার তামাজী-	১,০০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ৬২৫।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৯৪	মৌলানা মহম্মদ সৈদ-এর পুত্র হাজী আহ্মদ সৈদ	১,০০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	ফরহাৎ, ১৯৮বি-১৯৯এ ; আল. ৮৮৫।
৩৯৫	দিলীর খানের পুত্র কামাল উদ্দিন	১,০০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	মা. আ ১৪০।
৩৯৬	সৈয়দ মুকতাদর	১,০০০/৬০০	—	—	—	—	আল. ২১৭।
৩৯৭	ইফতিকার খানের পুত্র আবদুল মকারিম	১,০০০/৬০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৩৩৪।
৩৯৮	সৈয়দ হামিদ বুখারী, মুজাহিদ খান	১,০০০/৬০০	—	তুরাণী	—	পিতা	আল. ২৪৯, ৯১৮ ; মা. ও. ৩য়, ৫৯৮।
৩৯৯	মীর্জা আলি আরব, কালাদর খান	১,০০০/৬০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ৭৪ ; আল ৫৬৫ ; মা. ও. ৩য়, ১১৫-২০।
৪০০	দরন খান	১,০০০/৬০০	—	—	—	—	আল. ৮৫৬।
৪০১	ফৈজুল্লাহ্ খানের ভ্রাতা মহম্মদ আবিদ	১,০০০/৬০০	ভারত	ইরাণী	—	ভ্রাতা	আল. ১৪০, ৮৪৩।
৪০২	শ্রীনগরের ভীম সিংহ	১,০০০/৬০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ৯৬০।

৪০৩	সৈয়দ আহ্মদ খান খত্তব	১,০০০/৬০০	—	—	—	—	আল. ৯৬৪ ; মা. আ. ১০৫।
৪০৪	ওয়াঙ্কর রাও-এর পুত্র গরখুজী	১,০০০/৬০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	দফতর-ই দিওয়ানী, ২৯৮৬।
৪০৫	নূরী বেগ, তুর্কতাজ খান	১,০০০/৬০০	—	তুরাণী	—	—	মা. আ. ১৪৯ ; আল. ২১৬, ৯০৮।
৪০৬	কালী ভিত্-এর সৌন সিংহ	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ৫৫ ; হাতিম খান, ১৬বি।
৪০৭	দৌলৎ আফগান	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ৭৮।
৪০৮	মহম্মদ মুকিম, মুকিম খান	১,০০০/৫০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আল. ৭৮, ৪৮৭।
৪০৯	এনায়েৎ আফগান	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ২৬৮।
৪১০	মীর আরব বাখজরী	১,০০০/৫০০	—	ইরাণী	—	—	আল. ২৭১।
৪১১	আব্বাস আফগান	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ২৭০।
৪১২	বাহুর কল্যাণ সিংহ	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	— —	আল. ২১৫।
৪১৩	দরবেশ মহম্মদ	১,০০০/৫০০	—	—	—	—	আল. ২২১।
৪১৪	আবদুল বারি আনসারী	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ২৯১।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪১৫	কাদির দাদ আনসারী	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ৬৩৫।
৪১৬	আসাদ কাশী, আসাদ খান	১,০০০/৫০০	ভারত	ইরাণী	—	—	দফতর-ই দিওয়ানী, নং ২৯৮৬ ; আল. ৪০৪, ৫৬৫।
৪১৭	দাউদ	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ২৯১।
৪১৮	মীর আলি আকবর	১,০০০/৫০০	—	—	—	—	দফতর-ই দিওয়ানী, নং ২৯৮৬।
৪১৯	মীর বকী, বকী খান	১,০০০/৫০০	ইরান	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৯৬৬।
৪২০	তাতার বেগ, উজবেক খান	১,০০০/৫০০	—	তুরাণী	—	—	আল. ৫২, ৫৩ ; হাতিম খান, ১৫এ, ২৮বি, ৫৬৫।
৪২১	ভাও সিংহ, মুরিদ খান	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	জমিদার	পিতা	আল. ৯৮১ ; মা. ও. ২য়, ২৮১।
৪২২	শেখ মীরের পুত্র হামিদ খান	১,০০০/৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৮৫৬।
৪২৩	সিদ্দি ইব্রাহিম	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী জমিদার	—	আল. ৬২৬।
৪২৪	সৈয়দ শুজাৎ খান, বাহাদুর ভাকরী	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	মা. ও. ২য়, ৪৬০-৬১।

৪২৫	মীর বাহাদুর দিল. জান সিপার খান	১,০০০/৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ২৯ ; মা. ও. ১ম, ৫৩৫-৩৭।
৪২৬	রঘুজী ঘোপারে	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ড়ি. ঔ. রে. ১০৭।
৪২৭	সুরুল হাসান	১,০০০/৫০০	—	—	—	—	আল. ৫৬৫।
৪২৮	শ্রীনগরের জমিদার প্রেম সিংহ	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ৮৭২।
৪২৯	ফকির খানের পুত্র মুফাকির খান, ইফতিকার	১,০০০/৪৫০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৪০১, ৬৩৫, ৮৩২ ; মা. ও. ৩য়, ২৭-২৮।
৪৩০	মুখতার বেগ, নওয়াজিশ খান	১,০০০/৪০০	তুরস্ক	তুরাণী	—	পিতা	মা. আ. ১৫২ ; মা. ও. ১ম, ২৪৭।
৪৩১	মীর মাহ্ মুদ, আকিদাৎ খান	১,০০০/৪০০	ইরাণ	ইরাণী	—	ভ্রাতা	মা. আ. ১০৯, ১১৩ ; কাম-ওয়ার, ২৫৫বি, মা. ও. ১ম, ২২৪-২৫।
৪৩২	জামাল খান	১,০০০/৪০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	আল. ১৪৭।
৪৩৩	মনোহর দাস সিসোদিয়া	১,০০০/৪০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	আল. ১৪০
৪৩৪	খোদাবক্স হাব্ সী, হাব্ স্ খান	১,০০০/৪০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ৪৫।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৩৫	ওয়ালী বেগ কালালী	১,০০০/৪০০	ভারত	—	—	—	আখ. ৯ রমজান, ১৩ রাজ্য বর্ষ ; আল. ৮৭৬।
৪৩৬	মহম্মদ সেলিম	১,০০০/৪০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ১৯৬ আখ. ৮ রাজ্য বর্ষ।
৪৩৭	শেখ ফরিদের পুত্র শেখ নিজাম	১,০০০/৪০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আল. ৩৯৯ ; হাতিম খান, ৩৮ বি ; মা. ও. ১ম, ২২২।
৪৩৮	মালিক জীবন, বখ্তিয়ার খান	১,০০০/৪০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান জমিদার	—	আল. ৭৪২ ; তা. ম. ১০৭৬ এ. এইচ.।
৪৩৯	আহ্মদ বেগ নজম সানি	১,০০০/৪০০	ভারত	ইরাণী	—	ভ্রাতা	আল ৮৮৫।
৪৪০	আলি বেগ, ইহ্তিমাম খান	১,০০০/৪০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ২১৫ ; মা. ও. ৩য়, ৪৯৮।
৪৪১	গদা বেগ	১,০০০/৪০০	—	—	—	—	আল. ৮৭০।
৪৪২	চান্দের জমিদার রাজা শের সিংহ	১,০০০/৪০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আল. ৮৪৩।
৪৪৩	খাজা সাদিক বাদাখ্শী	১,০০০/৪০০	তুরান	তুরাণী	—	—	আল. ২৭৭।

৪৪৪	সৈয়দ ইয়াদগার হুসেন বারহা	১,৫০০/৬০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আল. ১০৬২ ; হাতিম খান, ৫৬ বি ; আখ. ১৭ জিলহিজ, ২০ রাজ্য বর্ষ।
৪৪৫	বনওয়ালী দাস ভারতীয়	১,০০০/৪০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	আল. ১০৪৭ ; আ. মা. তৈ. ১৩২ এ।
৪৪৬	বাদল বখ্ তিয়ার	১,০০০/৩৫০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ১০৩৪।
৪৪৭	সৈয়দ জৈনুল আবিদিন বুখারী	১,০০০/৩০০	—	তুরাণী	—	—	হাতিম খান, ১৩ বি ; আল. ৪৫।
৪৪৮	আবু মুসলিম	১,০০০/৩০০	—	—	—	—	আল. ২০৬।
৪৪৯	সৈয়দ মীর্জা সব্জ্ওয়ারী	১,০০০/৩০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	আল. ৩৪৬।
৪৫০	সৈয়দ আলি	১,০০০/৩০০	—	—	—	—	আল. ৯১৮।
৪৫১	দরবার খান খাজাসারা	১,০০০/৩০০	—	—	—	—	আল. ৯৬০।
৪৫২	পহ্লা বিজাই	১,০০০/৩০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ১৩ রমজান ১৩ রাজ্য বর্ষ।
৪৫৩	হাজী মহম্মদ শফী, শফী খান	১,০০০/৩০০	—	—	—	—	আখ. ২২ সফর, ২০ রাজ্য বর্ষ ; আল. ৮৭০।
৪৫৪	কিয়ামউদ্দিন খানের পুত্র শুজাৎ খান, মহম্মদ শুজা	১,০০০/৩০০	ইরাণ	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ১৫৩ ; কামওয়ার, ২৬৩ এ ; মা. ও. ৩য়, ১১৪-১৫।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৫৫	বখ্‌তওয়ার খান	১,০০০/২৫০	—	—	—	—	আল. ৯৬০ ; মা. আ. ১৪০ ; তা. ও. (এস. ভি.)।
৪৫৬	নাজির খান খাজাসারা	১,০০০/২৫০	—	—	—	—	আল. ৭৪২।
৪৫৭	মনসুর, কাশগড়ের রাজা আবদুল্লার ভ্রাতা, নাসির খান	১,০০০/২৫০	তুরান	তুরাণী	—	—	আল. ৭৬২।
৪৫৮	মহম্মদ কাসিম আলি মর্দান খান	১,০০০/২৫০	ইরান	ইরাণী	—	পিতা	আল. ২৬৮।
৪৫৯	মীর মাহ্‌দি ইয়াজদি	১,০০০/২০০	—	ইরাণী	—	—	আল. ১৬৩।
৪৬০	হিসামউদ্দিন খানের পুত্র নিয়ামৎ উল্লাহ্‌	১,০০০/২০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ৫২।
৪৬১	খাজা কলন, কিফায়ৎ খান	১,০০০/২০০	—	—	—	—	আল. ৭৭।
৪৬২	ইসা খান	১,০০০/২০০	—	—	—	—	আখ. ১৩ রমজান, ১৩ রাজ্য বর্ষ।
৪৬৩	কুতব কাশী	১,০০০/২০০	—	ইরাণী	—	—	আল. ২৬৮।
৪৬৪	মীর আবুল হাসান শাহ্‌ ওজাই	১,০০০/২০০	—	—	—	—	আল ১৬১।

৪৬৫	আমানউল্লাহ্	১,০০০/২০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১৯৭ ; মা. ও. ১ম, ২৩২।
৪৬৬	মহম্মদ হুসেন সিলাদোজ	১,০০০/২০০	—	তুরাণী	—	—	আল. ২১০।
৪৬৭	শের আফগান	১,০০০/২০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আল. ২৮৭।
৪৬৮	বরক্ আন্দাজ খান	১,০০০/২০০	—	—	—	—	আল. ৮৬১।
৪৬৯	মোল্লা আইওয়াজ ওয়াজিহ্	১,০০০/২০০	বাল্‌খ	তুরাণী	—	—	আল. ৩৯২ ; মা. আ. ১৫০, ১৫৬।
৪৭০	মীর আজিজ	১,০০০/২০০	—	—	—	—	আল. ৮৬১।
৪৭১	আমানত খান, মীরক মৈনুউদ্দিন	১,০০০/২০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ১১০ ; মা. ও. ১ম, ২৫৮-৬৮।
৪৭২	মীর ইয়াকুব, শামশের খান	১,০০০/১৫০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১৯৫ ; মা. ও. ২য়, ৬৭০ ; তা. ম. ১০৮৬ এ. এইচ.।
৪৭৩	খাজা ইসমাইল বেগ কির-মানি	১,০০০/১৫০	—	ইরাণী	—	—	আল. ২১৮, ৪৮৭।
৪৭৪	ইসলাম কুলি	১,০০০/১০০	তুরান	তুরাণী	—	—	মা. আ. ৭৬ ; কামওয়ার ২৪৯ এ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৭৫	মোহ্ দি, কাশগড়ের রাজা আবদুল্লাহ্-র ভাগিনেয়	১,০০০/১০০	তুরান	তুরাণী	—	—	আল. ৫৬৫-৬৬।
৪৭৬	এনায়েৎ খান,	২,০০০/২,০০০	ইরান	ইরাণী	—	—	মা. ও. ২য়, ৮১৩-১৮; দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ, ১৬৬১-৬৪, ২০৩, ২০৫।
৪৭৭	মীর আবদুল মাবুদ (ভাক্করী)	১,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	—	—	সিলেক্টেড ওয়াকাই অভ্ দ্য ডেক্যান ৬৮।
৪৭৮	মীর মুরতাজার পুত্র চাঁদ খান	১,০০০/-	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	মামুরী, ১৪৯ এ; আ. মা. তৈ. ১৩২ এ।
৪৭৯	ভগবন্ত	১,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১০৪।
৪৮০	ইক্রাম খান সদর,	১,০০০/-	—	—	—	—	আ. মা. তৈ. ২৩১ বি।
৪৮১	রাজা যশোবন্ত সিংহ বুন্দেলা	১,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মা. আ. ১৬৯; মা. ও. ২য়, ২৯৩-৯৪।
৪৮২	মণি রাম	১,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ৪০।
৪৮৩	চম্বা-এর (পাঞ্জাব) রাজা চতত্র্ সিংহ	১,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	এম. আকবর, "পাঞ্জাব আণ্ডার দ্য মুঘলস্", ২২৬।

৪৮৪	শেখ আবুল ফতেহ্, কাবিল খান	১,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	—	—	আ. মা. তৈ. ১৩২ এ ; মা. আ. ১৯০ ; আদাব, ১ বি।
৪৮৫	অমর সিংহ চন্দ্রাবৎ-এর পুত্র রাও মাধব সিংহ	উচ্চপদ[১]	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মা. ও. ২য়, ১৪৭-৪৮।
৪৮৬	মীর্জা ফাজিল-এর পুত্র আহ্মদ বেগ' কামিল	আমীর	ইরান	ইরাণী	—	—	মিরাৎ-উল্ আলম, ২৮১ বি।

১ মাধব সিংহের পদমর্যাদা উল্লিখিত হয় নাই—কিন্তু যখন তাঁহার পিতা অমর সিংহকে রাও উপাধি দান করা হয়, তখন তাঁহার বংশানুক্রমিক ১,০০০/৯০০ পদে উন্নতি হয় ; পরবর্তীকালে অমর সিংহ ১,৫০০/৯০০ পদ প্রাপ্ত হন। অমর সিংহের মৃত্যুর পর মাধব সিংহকে টিকা এবং বংশানুক্রমিক রাও উপাধি দান করা হয় (মা. ও. ২য়, ১৪৭-৪৮)।

পরিশিষ্ট

খ ১৬৭৯-১৭০৭ বর্ষ সীমায় ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব জাট্ পদাধিকারী মনসবদারগণ

৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব মনসবদারগণ

ক্রমিক সংখ্যা	নাম ও পদবী	সর্বোচ্চ পদ	জন্মস্থান	দল (জাতি)	উপদল : রাজপুত, মারাঠা, আফগান, জমিদার	কর্মরত পিতা বা আত্মীয়	আকর গ্রন্থসমূহ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	মীর্জা আবুতালিব, শায়েস্তা খান, আমীর-উল্-ওমরা	৭,০০০/৭,০০০ (২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	তা. ম. ৫ ; আ. মা. তৈ. ১২১ এ. মা. ও. ২য়, ৬৯০-৭০৬।
২	মীর মালিক হুসেন, খান-ই-জাহান বাহাদুর, জাফর জঙ্গ কোকালতাশ	৭,০০০/৭,০০০ (৬,০০০×২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ১৪২ ; তা. ম. ৯ ; আ. মা. তৈ. ১২১ এ ; মা. ও. ১ম, ৭৯৮-৮১৩।

৩	মীর শাহাবউদ্দিন, গাজীউদ্দিন খান বাহাদুর ফিরোজ জঙ্গ	৭,০০০/৭,০০০ (৩,০০০ X ২-৩অ)	তুরান	তুরাণী	—	পিতা	আখ. ৬ জমাদা. ২য়, ৪৬ রাজ্য বর্ষ ; জ. আ. ১৬৫এ ; মা. আ. ৩০২, ৪৮১ ; তা. ম. ২৭ ; মা. ও. ২য়, ৮৭২-৭৯।
৪	সিদি মাসুদ, মাসুদ খান	৭,০০০/৭,০০০ (২,০০০ X ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী জমিদার	—	ইশ্বর দাস, ১২৬ এ, ১৪৪ এ ; সি. ডি. ঔ. রে. ২২২ ; কামওয়ার, ২৮১ বি ; বা. সা. ৭৬৭ ; মা. আ. ৩১৫-১৬।
৫	জামশেদ খান বিজাপুরী	৭,০০০/৭,০০০ (১,২০০ X ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	আখ. ২০ শাবণ, ৩৭ রাজ্য বর্ষ ; জ. আ. ১৬৪ বি ; কামওয়ার, ৩০১এ ; তা. ম. ১৭।
৬	আবদুর রউফ মিয়ানা, দিলীর খান	৭,০০০/৭,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান দক্ষিণী	—	জ.আ. ১৬৪এ ; মা.আ. ২৮০ ; বা. সা. ৭৫৬ ; মা. ও. ২য়, ৫৬-৫৯ ; তা. ও, এস. ভি.।
৭	রাজা শাহু	৭,০০০/৭,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ২১৫ ; মা. আ. ৩৩২ ; রকইম-ই-করিম, ২৩বি, আ. মা. তৈ. ১২১বি ; কামওয়ার, ২৮১ বি ; মা. ও. ২য়, ৩৪২-৫৮।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮	শেখ নিজাম জুনায়িদি হায়দ্রাবাদী, মুকর্রব খান, খান-ই জমান, ফতেহ্ জঙ্গ	৭,০০০/৭,০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	জ. আ, ১৩১ বি ; তা. ম. ৮ ; মা. আ. ৩২৪ ; মা. ও. ১ম, ৭৯৪-৯৮।
৯	সৈয়দ মখদুম, শারজা খান, রুস্তম খান	৭,০০০/৭০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	সি. ডি. ঔ রে. ১৯৯ ; জ. আ. ১৬৪ এ ; মা. আ. ১৭৬, ২৮০,৪৮০ ; মা ও. ২য়, ৫২০-৫০৪ ; চন্দ্র ভান ব্রাহ্মণ, গুল-দস্তা, ৪বি-৫এ।
১০	সৈয়দ আবদুল্লা কাদির খান	৭,০০০/৭,০০০	—	—	দক্ষিণী	—	আখ. ২৩ রজব, ৩৯ রাজ্য বর্ষ ; সি. ডি. ঔ. রে. ২২২।
১১	মহম্মদ ইব্রাহিম, আসাদ খান	৭,০০০/৭,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	সি.ডি. ঔ. রে. ১৬৯ ; জ. আ. ১৬৪ বি ; মা. আ. ৩৯২ ; মা. ও. ১ম, ৩১০-৩২১।
১২	আজিজ উদ্দিন বহরনন্দ খান	৭,০০০/৭,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	দফতর-ই দিওয়ানী, (হায়দ্রাবাদ), ২৫ জমাদা. ২য়, ২৩ রাজ্য বর্ষ ; তা. ম. ১৬ ; মা. আ. ৩৬৯, ৩৭৪ ; মা. ও. ১ম, ৪৫৪-৫৭।

১৩	আলাউদ্দিন নায়েক (পিড়িয়া নায়েকের পূর্বতন বন্দী)	৭,০০০/৭,০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	কামওয়ার, ৩০১বি, ৩০৯ বি।
১৪	হাকম খান[1]	৭,০০০/৭,০০০	—	—	দক্ষিণী	—	দফতর-ই দিওয়ানী, ১৮ জমাদা ২য়, ৩৩ রাজ্য বর্ষ; নং ৭৮৪।
১৫	মহম্মদ ইব্রাহিম, খলিলউল্লাহ্ খান, মহাবৎ খান	৭,০০০/৬,০০০ (১,০০০×২-৩অ)	ইরান	ইরাণী	দক্ষিণী	—	সি ডি. ঔ. রে. ১৭০; জ. আ. ১৬৫ এ, মা. আ. ২৬৯: মা. ও.৩য়, ৬২৭-৩২।
১৬	চাঘতা খান বাহাদুর, ফতেহ্ জঙ্গ কাশঘরী	৭,০০০/-	তুরান	তুরাণী	—	—	তা. ও., এস. ভি.।
১৭	সৈয়দ মুজঃফর হায়দ্রাবাদী	৭,০০০/-	—	—	দক্ষিণী	—	তা. ম. ১০৯৭ এ. এইচ.; কামওয়ার, ২৭২ বি; মা. আ. ২২৭।
১৮	ইখলাস খান, খান-ই আলম	৬,০০০/৫,০০০ (২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	জ. আ. ১৩১বি-১৩২ এ; মা. আ. ৩২৪, ৩৮৪; মা. ও. ১ম, ৮১৬-১৭; আ. মা. তৈ. ১২১ বি।

১ দ্রঃ ইউসুফ হুসেন খান এই নামটি ভুলক্রমে হাসান খান রূপে পড়িয়াছেন (সি. ডি. ঔ. রে. ২২২)।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯	মীর মীরাণ, আমীর খান	৬,০০০/৫,০০০ (৩,০০০ X ২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ২৫ শওয়াল. ২৫ রাজ্য বর্ষ ; মা. ও. ১ম, ২৭৭-৮৭।
২০	আলি মর্দান খানের পুত্র ইব্রাহিম খান	৬,০০০/৬,০০০ (২,০০০ X ২-৩অ)	ইরান	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ২৩৬, ৪৯৭ ; কাম-ওয়ার, ২৯৯ বি ; তা. ম. ২৭ ; মা. ও. ১ম, ২৯৫-৩০১।
২১	রাণা রাজ সিংহ	৬ ০০০ ৬,০০০ (১ ০০০ X ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	তা. ম. ১০৯২ এ. এইচ. ; মা. ও. ২য়, ২০৬-৮ ; আ মা. তৈ. ১২২ বি।
২২	সৈয়দ লতিফ, সর্ফরাজ খান দক্ষিণী।	৬ ০০০/৬,০০০ (১,০০০ X ২-৩অ)	ভারত	—	দক্ষিণী	—	আখ. ১৪ শাবণ, ৪৩ রাজ্য বর্ষ ; জ. আ. ১৬২ বি ; মা. আ. ৪৮০, ৫১৩ ; মা. ও. ২য়, ৪৯৯-৫০০।
২৩	দাউদ খান পন্নী	৬,০০০/৬ ০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান দক্ষিণী	কাকা	সি ডি. ঔ. রে. ১৭১ ; জ. আ. ১৬১ এ ; মা. আ. ৪৮৩ ; মা. ও. ২য়, ৬৩-৬৮।

২৪	মুহম্মদ ইসমাইল, ইতিকৃদ খান, জুলফিকার খান বাহাদুর নুসরৎ জঙ্গ	৬,০০০/৬,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	রকইম-ই করিম, ১২ এ; আখ. ১৬ শওয়াল; ৪৫ রাজ্য বর্ষ; মা. আ. ৩৩২, ৩৭৪, ৩৯২; মা. ও. ২য়, ৯৩-১০৬।
২৫	মুহম্মদ আমিন খান	৬,০০০/৫,০০০ (১,০০০ X ২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	দক্ষিণী	পিতা	আ. মা. তৈ. ১২২ এ; মা. ও. ৩য়, ৬১৩-২০; আল. ৮৫৫।
২৬	কানহুজী শার্কে	৬,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	দফতর-ই দিওয়ানী নং ২৯৮০; মা. আ. ২২০, ৪৯৫; কামওয়ার, ২৭১এ; আ. মা. তৈ. ১২২এ।
২৭	মীর হুসেনী বেগ, আলি মর্দান খান হায়দ্রাবাদী	৬,০০০/৫,০০০	ভারত	—	দক্ষিণী	—	জ. আ. ১২৫; মা. আ. ৩৬৪; তা. ম. ২০; মা. ও. ২য়, ৮২৪-২৫; আ. মা. তৈ. ১২৩এ; দিলকুশা ৯৫বি।
২৮	ইসমাইল খান মোখা	৬,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান দক্ষিণী	—	মা. আ. ৩৬৯; মা. ও. ১ম, ২৯১-৯২; তা.ও., এস. ভি; আ. মা. তৈ. ১২১বি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৯	সতবদ হকালিয়া	৬,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	—	মা. আ. ৩৯৫ ।
৩০	হাসান খান রোহিলা	৬,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান দক্ষিণী	—	জ. আ. ১৬৩বি ; তা. ও., এস. ডি. ।
৩১	হুসেন খান, ফতেহ্ জঙ্গ খান মিয়ানা	৬,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান দক্ষিণী	—	আখ. ১৯ জমাদা ২য়, ৪৫ রাজ্য বর্ষ ; সি. ডি. ঐ. রে. ২০৪ ; জ. আ. ১৬২এ ; মা. আ. ২২৫ ; মা. ও. ৩য়, ৩০-৩২ ।
৩২	আবিদ খান, কুলিজ খান	৬,০০০/১,৫০০	তুরাণ	তুরাণী	—	—	মা. আ. ১৮৫ ; তা, ম. ১০৯৮ এ. এইচ ; মা. ও. ৩য়, ১২০-২৩ ।
৩৩	মনুজীর পুত্র মান সিংহ	৬,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	কামওয়ার, ২৮১বি ; সি. ডি. ঐ. রে. ২১৬ ।
৩৪	রায় ভান	৬,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	—	দিলকুশা, ১৪৫বি ।
৩৫	অচপৎ নায়ার	৬,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	দিলকুশা, ১১২বি ।

৩৬	রাজা রাম সিংহ কা্চওয়াহা	৫,০০০/৫,০০০ (২-৩ অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	বীর বিনোদ, ২য়, ১২৯৬ ; আ. মা. তৈ. ১২২বি ; তা. ম. ১০৯৯ এ. এইচ. ; মা. ও. ২য়, ৩০১-০৩ ।
৩৭	জালাল খান, দিলীর খান	৫,০০০/৫,০০০ (৩০০০ X ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	আফগান	ভ্রাতা	আল. ১০৩০ ; তা. ম. ১০৯৩ এ. এইচ ; মা. ও. ২য়, ৫২-৫৬ ।
৩৮	মহম্মদ বেগ, করতলব খান, শুজাৎ খান	৫,০০০/৫,০০০	ইরান	ইরাণী	—	—	মা. আ. ৩৮৩ ; কামওয়ার, ২৯৪বি ; তা. ম, ১৪ ; মা. ও. ২য়, ৭০৬-৮ ; আ. মা. তৈ. ১২৪এ ।
৩৯	রাণা জয় সিংহ	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মা. আ. ২১২ ; আ. মা. তৈ. ১২২বি ; মা. ও. ২য়, ২০৮ ।
৪০	শুজাৎ খান হায়দ্রাবাদী	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	—	দক্ষিণী	—	মা. আ. ২৩৪ , তা. ও., এস. ভি ; তা. ম. ১০৯৫ এ. এইচ ; আ. মা. তৈ. ১২৩এ ।
৪১	অচ্লাজী নিম্বলকার দক্ষিণী	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ২৬ রজব, ৩৭ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ২৭১ ; কাম-ওয়ার, ২৭৬বি ; আ. মা. তৈ. ১২২বি ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪২	রুহউল্লাহ্ খান	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৬৯ ; জ. আ. ১৬৫এ ; তা. ম. ৩ ; মা. ও. ২য়, ৩০৯-১৫ ।
৪৩	রাণা অমর সিংহ ২য়	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	বীর বিনোদ, ৩য় খণ্ড, ৭৪৫, ৭৪৯,৭৫১ ; মা. আ. ৪০৪ ।
৪৪	আবদুল মহম্মদ, ইখলাস খান মিয়ানা	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৮৩ ; তা. ম. ১৭ ।
৪৫	মীর কামরুদ্দিন, চিন্ কুলিজ খান বাহাদুর	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৫০৬ ; মা ও. ৩য়, ৮৭৫ ; ৯২৭ ; কামওয়ার, ৩০১এ ; মিরাৎ-ই আফ্‌তব নুমা, ৫৭৮ ।
৪৬	রণ মস্ত আলি খান পন্নী, বাহাদুর খান ওরফে রুস্তম খান	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান দক্ষিণী	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭১ ; জ. আ. ১৬০বি ; মা. ও. ২য়. ৬৪-৬৫ ।
৪৭	মহম্মদ ইব্রাহিম, ঘয়রাৎ খান, শুজাৎ খান, খান-ই আলম	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আখ. ১৭ জিলহিজ, ৪৪ রাজ্য বর্ষ ; তা. ম. ২০ ; মা. ও. ২য়, ৮৬৯-৭২ ।

৪৮	নেক নিহাদ খান	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আখ. ১৩ শওয়াল, ৩৮ রাজ্য বর্ষ।
৪৯	আহ্সান খান	৫,০০০/৫,০০০	—	—	দক্ষিণী	—	জ. আ. ১৬৪বি।
৫০	পরিয়া নায়েক অথবা পিড়িয়া নায়েক	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী জমিদার	—	দিলকুশা, ৯৫বি, মা. আ. ৫১৩; খাফি খান, ২য়, ৩৭০।
৫১	মালু জী	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৮৭, ২০৬।
৫২	মৈনউল্লাহ্	৫,০০০/৫,০০০	—	—	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ২০৩।
৫৩	জগন নায়েক	৫,০০০/৫,০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী জমিদার	—	সি. ডি. ঔ. রে. ২০৫; সামুরী, ২০৫বি।
৫৪	পাদশাহ্ কুলি খান	৫,০০০/৫,০০০	—	—	দক্ষিণী	—	সি. ডি. ঔ. রে ২২২।
৫৫	খাজা রহমৎ উল্লাহ্, সর-বুলন্দ খান	৫,০০০/৪,০০০	ভারত	তুরাণী	—	—	তা. ম. ১০৯০ এ. এইচ; মা. ও. ২য়, ৪৭৭-৭৯; আল. ৯৭৬; আ মা তৈ. ১২৪বি।
৫৬	ভাকু বনজারা	৫,০০০/৪,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	মা. আ. ৩৯৩; আ. মা. তৈ. ১২২বি।
৫৭	মীর মহম্মদ খলিল সিপাহ্-দার খান, খান-ই জমান, মুফ্তাকর খান	৫,০০০,৪,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ ২০৯; তা. ম. ১০৯৫ এ. এইচ; মা. ও. ১ম, ৭৮৫-৯২; আ. মা. তৈ. ১২২বি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৮	নও জী মানে অথবা নাহ্ জী	৫,০০০/৪,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ৮ মহরম, ৪৪ রাজ্য বর্ষ; দিলকুশা ১২২এ।
৫৯	সিদ্দি সেলিম খান	৫,০০০/৪,০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী জমিদার	—	সি. ডি. ঔ. রে. ২০৭; জ. আ. ১৬৪বি।
৬০	মহরম খান	৫,০০০/৪,০০০	—	—	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ২১৯।
৬১	বাঙ্গালোরের সৈয়দ মহম্মদ কেল্লাদার	৫,০০০/৪,০০০	—	—	দক্ষিণী	—	ঈসর দাস, ১৩১ এ-বি।
৬২	মহম্মদ হুসেন, সিপাহ্দার খান, নাসিরী খান	৫,০০০/৩,৫০০ (৫০০×২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৪৮১, ৪৯৬; কামওয়ার, ২৮৬বি; মা; ও. ২য়, ৯৪৯-৫১; মিরাৎ-ই আফতাব নুমা, ৫৮৩।
৬৩	বহরজী পান্ধে	৫,০০০/৩,০০০ (৫০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ১ম জমাদা ২য়, ৩৮ রাজ্য বর্ষ।
৬৪	সাদাৎমন্দ খান	৫,০০০/৩,০০০ (৫০০×২-৩অ)	—	—	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ২০৭।
৬৫	শের বাজ খান	৫,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আখ. ৮ জমাদা ১ম, ৪৪ রাজ্য বর্ষ।

৬৬	সুয়ে শঙ্কর	৫,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	—	ঈসর দাস, ১৬৫বি ; মামুরি, ২০৬এ ; খাফি খান, ২য়; ৫৩২।
৬৭	পরশু রাম	৫,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	মামুরী, ১৫৬বি।
৬৮	সিদি মাসুদের পুত্র সিদি খান মহম্মদ	৫,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী জমিদার	পিতা	ঈসর দাস, ১২৬এ।
৬৯	খেভজী	৫,০০০/২,৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	ওয়াকি পেপার্স জয়পুর, ১৭ জিকাদা, ৪৭ রাজ্য বর্ষ।
৭০	হাসান আলি খান বাহাদুর আলমগীর শাহী	৫,০০০/২,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ১৮৯ ; তা. ম. ১০৯৭ এ. এইচ ; মা. ও. ১ম, ৫৯৩-৯৯।
৭১	শেখ মীরণ, মুনাওয়ার খান অথবা মনু খান	৫,০০০/২,৫০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	মা. আ. ৩২৪, ৩৬৪, ৩৮৪ ; তা. ম. ২২ ; মা. ও. ৩য়, ৬৫৪-৫৫ ; কামওয়ার ২৭৯এ।
৭২	সুজন রাও বা শিব ভান রাও	৫,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	মা. আ. ৪২১ ; কামওয়ার ২৯১এ ; আ. মা. তৈ. ১২৩ এ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৩	রাজা ভীম সিংহ	৫,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	তা. ম. ৬; সি. ডি. ঐ. রে. ১৭০; অ. আ. ১৬৬এ; মা. আ. ২১২, ৩৬৯।
৭৪	সৈয়দ শাহ্	৫,০০০/২,০০০	—	—	দক্ষিণী	—	আখ. ২৬ শওয়াল, ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
৭৫	রাণা জী জনার্দন	৫,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	দফতর-ই দিওয়ানী নং ২২৭৮।
৭৬	জান কুজী	৫,০০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ২৬ রজব, ৩৭ রাজ্য বর্ষ।
৭৭	জঙ্গ জু খান দক্ষিণী	৫,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	আফগান দক্ষিণী	—	তা. ও., এস. ভি.।
৭৮	নাথু জী দক্ষিণী	৫,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আ. মা. তৈ. ১২৩এ।
৭৯	পিড়িয়া নায়েকের কাকা পাম নায়েক	৫,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	জমিদার	—	দিলকুশা, ৯৫বি; বা. সা. ৭৫০; তা. ম. ১০৯৯ এ, এইচ.।

৩,০০০—৪,৫০০ মনসবদারগণ

৮০	কাশিম খান কিরমানি	৪,৫০০/২,৫০০ (১০০০ X ২-৩অ)	ইরান	ইরাণী	—	—	আখ. ১৫ সফর, ৩৬ রাজ্য বর্ষ ; খাফি খান ২য়, ২৮৪ ; তা. ম. ৭ ; মা. ও. ৩য়, ১২৩-২৬ ।
৮১	মীর শামসুদ্দিন, মুখতার খান	৪,০০০/২,৫০০ (২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ২৬ রজব, ৪৫ রাজ্য বর্ষ ; তা. ম. ১০৯৫ এ. এইচ ; মা. আ. ৪৬০ ; মা. ও. ৩য়, ৬২০-২৩ ।
৮২	গাজী বিজাপুরী, রণদুল্লা খান	৪,০০০/৪,০০০ (১,০০০ X ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	মা. ও. ২য়, ৩০৯ ; আ. মা. তৈ. ১২৪এ।
৮৩	মুহম্মদ আমীর, শাহ্ কুলি খান	৪,০০০/৪,০০০	—	—	দক্ষিণী	—	সি. ডি, ও. রে. ২২২ ; মা. আ. ১৯৪ ।
৮৪	যশোবন্ত রাও অথবা বসন্ত রাও দক্ষিণী	৪,০০০/৪,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	মা. আ, ২১৯ ; কামওয়ার ২৭১এ ; আ. মা. তৈ. ১২৩ বি।
৮৫	শেখ আবদুল্লাহ্, ইখ্তিসার খান	৪,০০০/৪,০০০	ভারত	তুরাণী	—	—	আখ. ৪ রবি.১ম. ৪২ রাজ্য বর্ষ ; ১৫ জমাদা ২য়, ৪৪ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ৩২৪ ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৬	হায়দ্রাবাদের আবুল হাসানের দত্তক পুত্র আবদুল্লাহ্ খান	৪,০০০/৪,০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	মা. আ. ৩০৩ ; আ. মা. তৈ. ১২৪এ।
৮৭	তরবিয়ৎ খান বারলাস, শফিউল্লাহ্	৪,০০০/৪,০০০	তুরান	তুরাণী	—	—	তা. ম. ১০৯৬ এ. এইচ ; মা. ও. ১ম, ৪৯৩-৯৮।
৮৮	আবদুল হামিদ	৪,০০০/৪,০০০	—	—	—	—	সি. ডি ঔ. রে. ১২৪।
৮৯	মাহ্‌মুদ জী নায়েক	৪,০০০/৪,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৩৪।
৯০	নেক নিয়ৎ খানের ভ্রাতা মীরণ	৪,০০০/৪,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	ভ্রাতা	আখ. ২৫ জমাদা ২য়, ৪৪ রাজ্য বর্ষ ; সি. ডি ঔ. রে. ২০৩।
৯১	গালিব খান	৪,০০০/৩,৫০০	ভারত	তুরাণী	—	—	মা. আ. ৪৭৩ ; আ. মা. তৈ. ১২৪এ।
৯২	মহম্মদ খলিল, জবরদস্ত খান	৪,০০০/৩,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ২২ রমজান, ৪০ রাজ্য বর্ষ ; ২৮ মহরম ৪৩ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ৪৯৭ ; মা. ও. ১ম, ৩০০ ; কামওয়ার, ২৯৯ এ।

১৩	ইব্রাহিম ঘোরী	৪,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ২১৯।
১৪	মহম্মদ মুরাদ খান, দৌলৎ জঙ্গ বাহাদুর	৪,০০০/৩,০০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা		মামুরী, ২০০এ ; কামওয়ার ২৯২বি।
১৫	মীর সদরউদ্দিন, সফ-শিকন খান	৪,০০০/৩,০০০	ইরান	ইরাণী	—	পিতা		জ. আ. ১৬০বি ; কামওয়ার, ২৭৩এ ; মা. ও. ২য়, ৭৪৬-৪৭।
১৬	ইজ্জৎ খান, সফ শিকন খান	৪,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—		মামুরী, ১৭৪এ ; মা. আ. ১৫০ ; কামওয়ার, ২৬৫এ ; আল. ৮৫৫।
১৭	সিকন্দর বে খান, আস-কন্দর খান	৪,০০০/৩,০০০	তুরান	তুরাণী	—	—		মা. আ. ২৩২, ২৮০ ; আ. মা. তৈ. ১২৪এ।
১৮	পীর মহম্মদ, অবর খান	৪,০০০/৩,০০০	ভারত	তুরাণী	—	—		খাফি খান, ২য়, ২৪৬ ; কামওয়ার ২৬৮বি ; ঈশ্বর দাস, ১৩৪বি ; মা. ও. ১ম, ২৭৪-৭৭।
১৯	আব্দুর রজ্জাক লারী	৪,০০০/৩,০০০	ইরান	ইরাণী	দক্ষিণী	—		সি. ডি. ঔ. রে. ১৯৫ ; মা. আ. ৩৪৭ ; মা. ও. ২য়, ৮১৮-২১।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০০	মহম্মদ রমজানি, আবু নসর, শায়েস্তা খান ২য়	৪,০০০/২,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৪৪২, ৫১৬ ; কামওয়ার ২২৪বি ; মা. ও. ১ম, ২৯২-৯৩ ; আ. মা. তৈ, ১২৪এ।
১০১	রাও ভাও সিংহ হারা	৪,০০০/২,৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আল. ২৬৭ ; আ. মা. তৈ. ১২৩বি ; গাহ্‌লোত্‌. রাজপুতনে কা ইতিহাস, ৭৪ ; কামওয়ার ২৭২বি।
১০২	ফৈজুল্লাহ্‌ খান	৪,০০০/২,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ২১০ ; মা. ও. ৩য়, ২৬-৩০ ; তা. ম. ১০৯২ এ. এইচ ; আ. মা. তৈ ১২৪এ।
১০৩	নামদর খান	৪,০০০/২,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. ও. ৩য়, ৮৩০-৩৩।
১০৪	মীর মহম্মদ ইশাক্‌, মুতাম্মর খান	৪,০০০/১,৫০০ (৬০০ × ২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ১১ রবি ২য়, ৩৭ রাজ্য বর্ষ ; মা. ও. ৩য়, ৬৯৫-৭০১ ; তা. ম. ৩৬।

১০৫	মীর মহম্মদ ইব্রাহিম, মহ্‌তাশম খান	৪,০০০/১,৫০০ (৫০০×২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ১৯ রমজান, ২৫ রাজ্য বর্ষ ; আখ. ১৮ শাবণ, ২৪ রাজ্য বর্ষ।
১০৬	দরাব খানের পুত্র তরবিয়ৎ খান, মীর মহম্মদ খলিল	৪,০০০/২,২০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৩৮১, ৪৮৫, ৫০৫ ; তা. ম. ২২ ; আ. মা. তৈ. ১২৩বি ; মা. ও. ১ম, ৪৯৮-৫০৩।
১০৭	মহম্মদ আমিন খান, চিন্ বাহাদুর	৪,০০০/১,৫০০	তুরান	তুরাণী	—	খুল্লতাত	কামওয়ার, ২৭৯বি ; মা. আ. ৪৮১, ৫০৬, ৫১৮ ; মা. ও. ১ম, ৩৪৬-৫০।
১০৮	মীর মহম্মদ আসকারী, আকিল খান রাজী	৪,০০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	—	তা. ম. ৮ ; মা. ও. ২য়, ৪২১-২৩ ; আ. মা. তৈ. ১৭৪বি ; মিরাজ-উল্ ওরা, ১৯৩ ; মিরাৎ-উল্ খিয়াল, ৩৬০-৬২।
১০৯	আশরফ খান, ইতিমদ্ খান	৪,০০০/৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আ. মা. তৈ. ১২৬বি ; মা. ও. ১ম, ২৭২-৭৪ ; তা. ও., এস. ভি.।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১০	মীর্ মহম্মদ হাদি, হাকিম-উল্ মুল্ক	৪,০০০/৫০০	ইরান	ইরাণী	—	—	অ. আ. ১৬১এ; মা. আ. ৩৬২; কামওয়ার, ২৮৪বি, ২৮৬এ; মা. ও. ১ম, ৫৯৯-৬০০।
১১১	শেখ নাহ্	৪,০০০/-	ভারত	তুরাণী	দক্ষিণী	—	মা. আ. ২৯১; কামওয়ার ২৭৯এ।
১১২	রাজা ছত্র সাল বুন্দেলা	৪,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	কামওয়ার, ২৯১; দিলকুশা, ১৫৭বি-১৫৮এ; মা. ও. ২য়, ৫১০-১২।
১১৩	সৎভ্ জী দাফ্লের পুত্র বাজী চ্যবন দাফ্লে	৪,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	পিতা	আথ. সরকার কর্তৃক উল্লিখিত হিস্টরি অভ্ ঔরঙ্গজেব, ৫ম, খণ্ড ২০৯।
১১৪	শিরা জী	৪,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১২৮; শর্মা, দ্য রিলিজিয়াস্ পলিসি অভ্ দ্য মুঘল এম্পারারস্, ১৭৮।
১১৫	তাহাউর খান. পাদ-শাহ্ কুলি খান	৪,০০০/-	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ১৮৮; আ. মা. তৈ. ১২৩বি; মা. ও. ১ম, ৪৪৭-৫৩; তা. ম. ১০৯২ এ. এইচ.।

১১৬	মোহিব-ই আলি, আসকর খান হায়দ্রাবাদী	৪,০০০/-	ভারত	—	দক্ষিণী	—	দিলকুশা, ৯৫এ ; কামওয়ার, ২৮৬বি ; মা. আ. ৩৬৯ ; প্রসিডিংস্ অভ্ দ্য ডেক্যান্ হিস্টরি কন্‌ফারেন্স ১৯৪৫, পৃ. ৩০, ডকিউমেন্ট নং ২০ ; আ. মা. তৈ ১২৬এ।
১১৭	মীর শামসুদ্দিন ওরফে মুখলিস খান	৩,৫০০/৩,০০০	ইরান	ইরাণী	—	পিতা	মা আ. ৩৭৪, ৪০৫ ; তা. ম. ১৩ ; জ. আ. ১৬৫বি ; কামওয়ার ২৮৯এ ; মা ও. ৩য়, ৬৪১-৪৪।
১১৮	দরাব খান বাণী মুখতার-এর ভ্রাতা জান সিপার খান	৩,৫০০/২,৫০০ (১,০০০ × ২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ৬ জিলহিজ, ৩৯ রাজ্য বর্ষ ; ১১ রমজান, ৪৩ রাজ্য বর্ষ ; আ. মা. তৈ. ১২৭এ।
১১৯	ইলহামুল্লাহ্, রসিদ খান	৩,৫০০/৩,০০০ (৫০০ × ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	সি. ডি. ঐ রে. ১৮১ ; মা. ও ২য়, ৩০৩-৫ ; কামওয়ার ২৭৪বি ; আ. মা. তৈ. ১২৪বি।
১২০	মীর কামরুদ্দিন, মুখতার খান	৩,৫০০/৩,০০০ (১,০০০ × ২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ৫ জমাদা ১ম, ৩৮ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ২২০, ৩৭০ ; কামওয়ার. ২৭৫এ ; মা, ও. ৩য়, ৬৫৫-৬০।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২১	মুঘল খান, আরব শেখ	৩,৫০০/৩,০০০	তুরান	তুরাণী	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭০ ; মা. আ. ২৪৬ ; মা. ও. ৩য়, ৬২৩-২৫।
১২২	মহম্মদ ইয়ার খান	৩,৫০০/৩,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ৮ রবি ২য়, ৩৯ রাজ্য বর্ষ ; মা.আ. ৩৮৪,৪৬২ ; কামওয়ার ২২৬এ ; মা. ও. ৩য়, ৭০৬-১১ ; মিরাৎ-ই আফতাব নুমা, ৫২২।
১২৩	মহম্মদ সৈদ, ফিরোজ খান	৩,৫০০/৩,০০০	—	—	—	—	ঈসর দাস, ১৬৪এ।
১২৪	মিরূা হাজি, হায়বৎ খান	৩,৫০০/৩,০০০	—	—	—	—	ঈসর দাস, ১৬৪এ।
১২৫	বুঁদির অনিরুদ্ধ হারা	৩,৫০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	ঈসর দাস, ৯৫এ ; কামওয়ার, ২৭৩এ ; আ. মা.তৈ. ১২৭এ।
১২৬	সর্দার খানের পুত্র হামিদউদ্দিন খান বাহাদুর	৩,৫০০/২,৮০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আখ. ২৬ রমজান, ৪৫ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ৪৮৫, ৫০৫ ; মা. ও. ১ম, ৬০৫-১১।

১২৭	মীর্জা সদরউদ্দিন মহম্মদ খান সাফ্ভী, শাহ্ নওয়াজ খান	৩,৫০০/২,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৪৬৬, ৪৩৯, ৫০৫ ; কামওয়ার ২৯২এ ; আ. মা. তৈ. ১২৪বি ; তা. ম. ৩০ ; মা. ও. ৩য়, ৬৯২-৯৪ ।
১২৮	সফি খান	৩,৫০০/২,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ২৮ শওয়াল, ৩৮ রাজ্য বর্ষ ; তা. ম. ৫ ।
১২৯	রাও করণ ভারতীয়-এর পুত্র অনুপ সিংহ	৩,৫০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	কামওয়ার, ২৭৭বি ; মা. ও. ২য়, ২৮৯-৯১ ; আ. মা. তৈ. ১২৪বি ।
১৩০	জাকিয়া দেশমুখ	৩,৫০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	—	মামুরী, ২০০এ ; মা. আ. ৫১৩ ; কামওয়ার ৩০২এ ।
১৩১	মহম্মদ হাসান. হিম্মৎ খান	৩,৫০০/২,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ২৮২ ; তা. ম. ৭ ; মা. ও. ৩য়, ৯৪৯-৫১ ।
১৩২	রায় সিংহের পুত্র ইন্দর সিংহ	৩,৫০০/২,০০০ (৩০০ × ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	দিলকুশা, ৭৬এ ; মা.আ. ১৭৫ ; মা. ও. ২য়, ২৩৬ ; তা. ও. (হাবিবগঞ্জ সংগ্রহ) ২০৬এ ।
১৩৩	ওর্চার রাজা উদৎ সিংহ বুন্দেলা	৩,৫০০/১,৬০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আখ. ২৫ রবি ১ম, ৩৮ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ৩৫০ ; কামওয়ার ২৮২এ, ২৯৭বি ; আ. মা. তৈ. ১২৪বি ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩৪	আসফাহানের কওয়াম-উদ্দিন খান	৩,৫০০/১,৫০০[1]	ইরান	ইরাণী	—	—	মা. আ. ১৩৯ ; মা. ও. ৩য়, ১০৯-১৫ ; তা. ম. ১০৯১ এ. এইচ.
১৩৫	উদয় সিংহ বুন্দেলা	৩,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	মা. ও. ২য়, ২৯৪ ; মা. আ. ৪৭৩।
১৩৬	মীর মহম্মদ হাসান, খানাজাদ্ খান রুহউল্লাহ্ খান ২য়	৩,০০০/১,২০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৩৪০, ৩৪৯, ৩৮৬, ৪০৪ ; তা. ম. ১৬ ; মা. ও. ২য়, ৩১৫-১৭ ; আ. মা. তৈ. ১২৬বি।
১৩৭	সৈয়দ আয়ুব	৩,৫০০/৭০০	—	—	—	—	আখ. ১৯ শওয়াল, ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
১৩৮	সৈয়দ ওঘ্লান সিয়াদাৎ খান	৩,৫০০/৫০০	তুরান	তুরাণী	—	—	কামওয়ার, ২৭২এ, ২৭৫এ ; মা. ও. ২য়, ৪৯৪-৯৬।
১৩৯	তরশু জী বা পরশু জী	৩,৫০০/-	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আ. মা. তৈ. ১২৫বি।

১ মাসুরীর মতে (১৪৯বি) কাওয়ামউদ্দিন খান ৫,০০০/৩,০০০ পদমর্যাদায় ছিলেন ; কিন্তু অপর কোন গ্রন্থে তাঁহার যুক্তির সমর্থন নাই।

১৪০	শাহ্ পুরের রাজা ভরত সিংহ	৩,৫০০/-	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	জে. এস. গাহ্ লোট্, রাজপুতানে কা ইতিহাস, ৫৫৮।
১৪১	বুজরুগ উমীদ খান	৩,৫০০/-	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	তা. ম. ৬ ; মা. ও. ১ম, ৪৫৩-৫৪ ; আ. মা. তৈ. ১২৭এ।
১৪২	ইমাম কুলি, অবর খান	৩,৫০০/-	ভারত	তুরাণী	—	—	তা. ম. ৩ ; তা. ও. 'এ'।
১৪৩	মহম্মদ ইশাক্, তরবিয়ৎ খান	৩,৫০০/-	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. ও. ১ম, ৫০৩ ; কামওয়ার ২৯৬এ ; আ. মা. তৈ. ১২৪ বি।
১৪৪	আবদুল হাদির পুত্র সুলতান হোসেন ওরফে ইফ্ তিকার খান, আসালৎ খান	৩,৫০০/-	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	তা. ম. ১০৯২ এ. এইচ ; মা. ও. ১ম, ২৫২-৫৫।
১৪৫	সর্ফরাজ খান চাষ্ তার পুত্র সর্দার খান, দিলদোস্ত্	৩,০০০/৩,০০০ (২৫০০×২-৩অ)	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	কামওয়ার ২৬৮বি ; তা. ম. ১০৯৮ এ. এইচ ; মা. ও. ২য়, পৃ. ৪২২-২৩।
১৪৬	সাদাৎ খানের পুত্র সাদাৎ খান, মীর আহ্ মদ	৩,০০০/৩,০০০ (৫০০×২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আল. ১০৫০ ; কামওয়ার, ২৭৭বি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪৭	টাকু জী	৩,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ১০ জিকাদা, ৩৮ রাজ্য বর্ষ (১৬৯৪ খ্রী: অব্দে মুঘল কর্মভার ত্যাগ করেন)।
১৪৮	দলপৎ রাও বুন্দেলা	৩,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	দিলকুশা, ১৫৭এ ; তা ম. ২৩; মা. আ. ৩৯২ ; মা. ও. ২য়, ৩১৭-২৩।
১৪৯	চাতলান কারার জমিদার বাসুদেব	৩,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	জমিদার	—	মা. আ. ৪৯৫ ; আ. মা. তৈ. ১২৫বি।
১৫০	আবুল খয়ের	৩,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	মা. আ. ৫১৫ ; মা ও. ২য়, ৬৮৭ ; মামুরী, ১৮১বি ; খাফি খান, ২য়, ৩৯২।
১৫১	জান রাও-এর পুত্র নেতা-জী	৩,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৫।
১৫২	শম্ভাজীর পুত্র ধনুজী	৩,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৬।
১৫৩	আনন্দ রাও	৩,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ১০ জিকাদা, ৩৮ রাজ্য বর্ষ।

১৫৪	সৈফউদ্দিন মাহ্মুদ ওরফে ফকির উল্লাহ্, সৈফ খান	৩,০০০/২,৫০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	কামওয়ার ২৬৫এ ; আখ. ৫ রমজান, ১০ রাজ্য বর্ষ ; আল. ৯৬৬ ; মা. ও, ২য়, ৪৭৯-৮৫ ; আ. মা. তৈ. ১২৫ বি।
১৫৫	শেখ মীর, তাহাউর খান, ফিদৈ খান	৩,০০০/২,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৭৩২ ; ৪৯৩ ; মা.ও. ২য়, ৭৪৫-৪৬।
১৫৬	আবু মহম্মদ খান বিজাপুরী	৩,০০০/২,৫০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	মা. আ. ৩৫১ ; আ. মা. তৈ. ১২৫এ।
১৫৭	সালেহ্ খান, ফিদৈ খান	৩,০০০/২,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ৫ জমাদা ১ম, ৩৮ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ৩৬৮ ; মা ও ৩য়, ৩৩-৩৪।
১৫৮	দুর্গা দাস রাঠোর	৩,০০০/২,৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	মা. আ. ৩৯৫ ; কামওয়ার, ২৮৬বি, ২৯৯বি ; ঈসর দাস, ১৬৮এ-বি ; আ. মা. তৈ. ১২৫বি।
১৫৯	ভান পুরোহিত	৩,০০০/২,৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৮৭ ; (সি. ডি. ঔ. রে. ১৮৭-এ নামটি মিঞা পর্বত হিসাবে সম্পাদক কর্তৃক ভুলরূপে পঠিত)।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৬০	লুৎফুল্লাহ্ খান	৩,০০০/২,৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আখ. ৩ সফর, ৩৬ রাজ্য বর্ষ ; ২৭ জিলহিজ, ৪৩ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ৪১২, ৪৪১ ; মা. ও. ৩য়, ১৭১-৭৭।
১৬১	সাদাৎ উল্লাহ্ খানের পুত্র হাফিজ উল্লাহ্ খান	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	মা. আ. ৪০৭, ৪৩২ ; তা.ম. ১৩ ; মা. ও. ২য়, ৫২০।
১৬২	রাণা রাজ সিংহের পুত্র ইন্দর সিংহ	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	মা. আ. ৪০৫, ৪৮১ ; কামওয়ার, ২৮৬এ, ২৮৯এ।
১৬৩	কিষ্ণা জী	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	ঈসর দাস, ১১৭এ-বি।
১৬৪	সৈয়দ কাশিম বারহা, শাহ্ মৎ খান	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	কামওয়ার, ২৬৮ বি ; মা. ও. ২য়, ৬৮১-৮৩।
১৬৫	ইরিজ খান কাজলবাস	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	দিলকুশা, ৭৭বি ; আ. মা. তৈ. ১২৬বি ; মা. ও. ১ম, ২৬৮-৭২।
১৬৬	হায়দ্রাবাদের আবুল হাসানের ভাইপো শরিফ-উল্ মূলক্	৩,০০০/২,০০০	ভারত	—	দক্ষিণী	—	কামওয়ার, ২৭৬বি ; মা. আ. ২৬৯ ; আ. মা. তৈ. ১২৫বি ; মা. ও. ২য়, ৬৮৮-৯০৭।

১৬৭	লস্কর খান, মুনাওয়ার খান বাবুহা	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে ১৭১ ; জ. আ. ১৬৫বি ; মা. ও. ২য়, ৪৬৫-৬৮ ; মা. আ. ৩১৪।
১৬৮	মহম্মদ পৈরাগী	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	সি. ডি ঔ. রে. ১৮৭।
১৬৯	মীরণের পুত্র মীর	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	সি. ডি ঔ. রে. ২০৩।
১৭০	মহম্মদ আলি	৩,০০০/২,০০০	ভারত	—	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ২০৮।
১৭১	রাজা উদৎ সিংহ ভাদুরীয়া	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	কামওয়ার, ২৭২এ, ২৭৭বি সৈয়দ আহ্‌মদ, ওমরাই হনুদ, পৃ. ৬৫ ; আ. মা. তৈ. ১৩১ বি।
১৭২	সোহরাব	৩,০০০/২,০০০	—	—	দক্ষিণী	—	দফতর-ই দিওয়ানী নং ২৯৭৮।
১৭৩	সুমে নায়েক	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	কামওয়ার ২৯৯বি, ৩০০বি।
১৭৪	পতঙ্গ রাও	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	ওয়াকি পেপারস্ জয়পুর, ১৩ জিলহিজ, ২৫ রাজ্য বর্ষ ; ডঃ সতীশ চন্দ্র কর্তৃক উল্লিখিত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭৫	জদুরাওয়াৎ	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	দফতর-ই দিওয়ানী, নং ২৯৮০; ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের ৩১ রাজ্য বর্ষ।
১৭৬	জীওয়া জী পণ্ডিত	৩,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	ঈসর দাস, ১৬১এ-বি।
১৭৭	রূপ সিংহ রাঠোরের পুত্র মান সিংহ	৩,০০০/১,৮০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ. ৪ এবং ২৪ শাবণ, ২৪ রাজ্য বর্ষ; মা. আ. ৪০৫; মা. ও. ২য়, ২৭০; কাম-ওয়ার, ২৮৬বি, ২৮৭বি।
১৭৮	আবাদ খানের পুত্র হামিদ খান বাহাদুর, খাজা হামিদ	৩,০০০/১,৭০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৪৮১; আ. মা. তৈ. ১২৫বি; মা. ও. ৩য়, ৭৬৫-৬৯।
১৭৯	রাও রাম সিংহ হারা	৩,০০০/১,৫০০ (২০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ. ১৫ রবি ২য়, ৪৪ রাজ্য বর্ষ; মা. আ. ৫০৫; তা. ম. ২৩, মা. ও. ২য়, ৩২৩-২৪।
১৮০	সৈয়দ শের খান	৩,০০০/১,৫০০ (২০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আখ. ১৪ জিলহিজ, ২৫ রাজ্য বর্ষ; তা. ম. ১০২৫ এ. এইচ।

১৮১	মহম্মদ তকি, ইতিবর খান ওরফে ওয়াফির হায়দ্রাবাদী	৩,০০০/১,৫০০	ভারত	—	দক্ষিণী	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭০ ; জ. আ. ১৬৫বি ; মা. আ. ২৬৯ ; তা. ও. 'এ'।
১৮২	আলি কুলি খান	৩,০০০/১,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৮৮ ; কামওয়ার ২৮৮এ।
১৮৩	আবদুল রজ্জাক লারীর পুত্র আবদুল কাদির	৩,০০০/১,৫০০	ভারত	ইরাণী	দক্ষিণী	—	আখ. ২৭ শওয়াল ৩৮ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ২৭১ ; কামওয়ার, ২৭৬বি।
১৮৪	বাহাদুর রোহিলার পুত্র আজিজ খান বাহাদুর চাঘ্‌তা	৩,০০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	আ. ম ৪৮ ; মা. আ ৫১৮ ; আখ. ৪ জিলহিজ; ৩৮ রাজ্য বর্ষ ; কামওয়ার ৩০২বি।
১৮৫	মুরতাজা খানের পুত্র মুজাহিদ খান, সৈয়দ হামিদ খান	৩,০০০/১,৫০০	—	তুরাণী	—	পিতা	কামওয়ার, ২৬৮বি, ২৮৪এ ; মা. ও. ৩য়, ৫৯৮।
১৮৬	বদর্‌ জী বা পদ জী	৩,০০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	মা. আ. ৪৮০ ; আ. মা. তৈ. ১২৫বি।
১৮৭	তিব্বতের জমিদার কালিয়া তাজমুল	৩,০০০/১,০০০ (৫০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	জমিদার	পিতা	আখ. ১২ রবি ১ম ৪৩ রাজ্য বর্ষ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮৮	মীর ইসা, হিম্মৎ খান	৩,০০০/১,০০০ (৫০০×২-৩অ)	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	তা ম. ১০৯২ এ. এইচ ; মা-ও. ৩য়, ৯৪৬-৪৮।
১৮৯	বুরহানউদ্দিন, ইতিমাদ্ খান, ফজিল খান	৩,০০০/১,৪০০	ইরাণ	ইরাণী	—	খুল্লতাত	তা. ম. ১৪ ; আখ. ৩২ মহরম, ৪৪ রাজ্য বর্ষ ; মা. ও. ৩য়, ৩৪-৩৮ ; মা. আ ৩১৭, ৩৬৯, ৪২৪।
১৯০	মহম্মদ সাদিক, ফতেহ্ উল্লাহ্ খান বাহাদুর আলমগীর শাহী	৩,০০০/১,৪০০	তুরান	তুরাণী	—	—	মা. আ. ৩৮৪, ৪৪৩, ৫৭২, ৪৯৬ ; মা. ও. ৩য়, ৪০-৪৭ ; কামওয়ার, ২৭৩এ।
১৯১	মোয়াজ্জম খান, সিয়াদৎ খান	৩,০০০/১,২০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	তা. ম. ১০ ; সি. ডি. ঔ. রে. ১৭০ ; মা. আ. ২৪৬ ; কামওয়ার, ২৭৪এ।
১৯২	খোদা বন্দ খান	৩,০০০/১,২০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	তা. ম. ২২ ; মা. ও. ১ম, ৮১৪-১৬ ; মা. আ. ৪৩২, ৫১৪।

১৯৩	কামগর খান	৩,০০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	তা. ম. ২১ ; সি. ডি ঔ. রে. ১৭০ ; মা. আ. ৪০৫ ; মা.ও. ৩য়, ১৫৯-৬০ ; কামওয়ার, ২৮৯এ।
১৯৪	নহর খান	৩,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আখ. ১১ মহরম, ৪৬ রাজ্য বর্ষ।
১৯৫	সৈয়দ আবুল হাসান হায়দরাবাদী	৩,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৬৮।
১৯৬	বাজী রাও	৩,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ৩৮ রাজ্য বর্ষ, শর্মা, "দ্য রিলিজিয়াস্ পলিসি অভ্ দ্য মুঘল এম্পারারাস্", পৃ. ১৭৯।
১৯৭	খালিক উল্ মুল্ক্ হায়দরাবাদীর পুত্র ইফতিকার খান	৩,০০০/১,০০০	ভারত	—	দক্ষিণী	পিতা	মা. আ, ২৯১ ; মা. ও. ২য়, ৬৮৯ ; কামওয়ার, ২৭৯এ, আ. মা. তৈ. ১২৫এ।
১৯৮	সৈয়দ মুবারক, মুর-তাজা খান	৩,০০০/১,০০০	ভারত	তুরাণী	—	—	আখ. ৯ জিলহিজ, ৪৫ রাজ্য বর্ষ ; মা. ও. ৩য়, ৬৪৪-৪৬ ; মা. আ. ২৭৩।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৯	হাকিম শামসা, শামসুদ্দিন খান	৩,০০০/১,০০০	—	—	দক্ষিণী	—	মা আ. ১৯০ ; আ. মা. তৈ. ১২৫বি।
২০০	মীর আদ্রি নূকি সাফ্ভী, মীর্জা সাফ্ভী খান	৩,০০০/১,০০০	ইরান	ইরাণী	—	—	তা. মা. ২৩ ; মা. আ. ৪৮২ : কামওয়ার, ২৯৯এ ; মা. ও. ৩য়, ৬৫৩-৫৪ ; আ. মা. তৈ. ১২৬এ।
২০১	আমীর খান সিন্ধী, মীর আবদুল করিম, মুলতাফৎ খান, খানাজাদ্ খান	৩,০০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৩৩০ ; তা. ম. ৪১ ; মা. ও. ১ম, ৩০৩-১০।
২০২	মহম্মদ বাদি বখী	৩,০০০/৭০০	বাল্খ	তুরাণী	—	পিতা	আখ. ৫ জিলহিজ, ৩৮ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ৩৫০ ; কামওয়ার ২৮৪বি ; মা. ও. ৩য়, ৬৩৬-৩৭।
২০৩	সৈয়দ আলি, রিজভি খান	৩,০০০/৫০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	মা. ও. ২য়, ৩০৭-৯ ; আ. মা. তৈ. ১২৪বি।

২০৪	রাজা বিবেন সিংহ	৩,০০০/৪০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মা. আ. ২১৭; তা. ম. ১১; মা. ও. ২য়, ৩০৩।
২০৫	শেখ মখদুম খাট্টাভী, ফজিল খান	৩,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	—	—	মা আ. ১৯১; মা. ও অস্ত্র, ৩২-৩৩; আ. মা. তৈ. ১২৬ এ।
২০৬	শামশের খান তরিণ, হুসেন খান	৩,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	মা. ও. ২য়, ৬৮৩-৮৪; আ. মা. তৈ. ১২৫এ।
২০৭	যাদো রায় দক্ষিণী	৩,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	—	দিলকুশা, ৭৯বি; আ. মা. তৈ. ১২৫বি।
২০৮	মহম্মদ ইশাক্, নজবৎ খান	৩,০০০/-	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	তা. ম. ১৩।
২০৯	খয়ের আন্দেশ খান কম্বো মিরাখী	৩,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	—	—	দিলকুশা, ১২৫এ; মা. আ. ৪৪১; মিরাৎ আফতাব নুমা, ৫৮১।
২১০	নুসরৎ আবাদের জগৎ রায় দেশমুখ	৩,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	—	আ. মা. তৈ. ১২৫বি।
২১১	লুৎফুল্লাহ্ খান	৩,০০০/-	—	—	—	—	রিয়াজ-উস্ সালাতিন্, পৃ. ২২৪, আখ. ২১ রাজ্য বর্ষ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২১২	সৈয়দ মুরাদ্ আলি মুবারিক খান	ওমরা-ই আজম	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	রুকইম-ই করিম, ৩এ-বি, ৯এ।
		১,০০০—২,৭০০ মনসবদারগণ					
২১৩	ইয়ালিংতোষ বাহাদুর	২,৭০০/৭০০	ভারত	তুরাণী	—	—	কামওয়ার, ২৬৮এ, ২৭৬বি; মা. ও. ৩য়, ৯৭১-৭২; ম্যাহুচি, ২য়, ৪৩।
২১৪	আলা ইয়ার খান	২,৫০০/২,৫০০ (১,০০০×২-৩অ)	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আখ. ৯ শওয়াল, ২৫ রাজ্য বর্ষ; তা. ম. ৪৭।
২১৫	রাজা দেবী সিংহ বুন্দেলা	২,৫০০/২.৫০০ (৫০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মামুরী, ১৫৪এ; সি ডি.ঐ রে. ১১৭; আল. ৭৫৮।
২১৬	মুখতার বেগ, নওয়াজিশ খান	২,৫০০/২,৫০০ (৫০০×২-৩অ)	তুরস্ক	তুরাণী	—	পিতা	আখ. ২৩ সফর, ৩৬ রাজ্য বর্ষ; মা. আ. ১৯৫; মা. ও. ১ম, ২৪৬-৪৭; কামওয়ার, ২৬৮, ২৭৭বি।
২১৭	কোটার কিশোর সিংহ হারা	২.৫০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ. ২৮ জমাদা ২য়, ৩৯ রাজ্য বর্ষ; দিলকুশা, ১১৭বি মা, ও. ২য়, ৩২৩-২৪।

২১৮	খাজা মহম্মদ আরিফ, মুজাহিদ খান	২,৫০০/২,৮০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আখ. ১৬ রবি ২য়, ৩৯ রাজ্য বর্ষ ; কামওয়ার, ২৭৩ এ ; মা. আ. ১৯৯, ২৪১ ; মা. ও. ৩য়, ১২৩।
২১৯	রুস্তম দিল খান	২,৫০০/২,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	হাদিকাই আলম, ২বি-৩বি ; আখ. ১১ রমজান, ৪৩ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ৪৯৩-৯৪ ; কামওয়ার, ২৯৯বি ; মা. ও. ২য়, ৩২৪-২৮ ; তা. ম. ২৫।
২২০	বাহ্‌রুজ খান	২,৫০০/১,৫০০ (১,০০০ X ২-৩অ)	—	—	—	—	আখ. ২৬ রজব, ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
২২১	ইবাদ উল্লাহ্‌	২,৫০০/২,৪০০	—	—	—	—	আখ. ২৪ রজব, ২৪ রাজ্য বর্ষ।
২২২	শুভ করণ বুন্দেলা	২,৫০০/২,২০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আ. মা. তৈ. ১৩১এ।
২২৩	রাজা রাম সিংহ সিসোদিয়া	২,৫০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আ. মা. তৈ. ১২৩এ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২৪	মীর মহম্মদ ফাজিল, কামরুদ্দিন খান	২,৫০০/২,০০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে ১৭১ ; মা. আ. ৩৩২।
২২৫	তনুকা জীর পুত্র মানকু জী দক্ষিণী	২,৫০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৯ ; মা. আ. ২৯৭।
২২৬	মানকু জীর পুত্র মহন জী	২,৫০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৩৪।
২২৭	লাজী বানধারার পুত্র শম্ভা জী বানধারা	২,৫০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৯।
২২৮	নাগু জীর পুত্র সাধু জী	২,৫০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৯।
২২৯	কালু জী বানধারার পুত্র ভালী রাও	২,৫০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি ডি. ঔ. রে. ১৭৯।
২৩০	নারো জী রাঘব	২,৫০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	দফতর-ই দিওয়ানী, নং ২৯৮১।
২৩১	বুঁধির রাও বুধ সিংহ	২,৫০০/১,০০০ (২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আখ. ২ রবি ১ম, ৪৩ রাজ্য বর্ষ; আ. মা. তৈ. ১২৬বি; আখ. রমজান ৪৫ রাজ্য বর্ষ।

২৩২	মহম্মদ রশিদ, আরসলান খান, খানাজাদ খান, সৈয়দ খান	২,৫০০/১,৮০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৪৪০ ; তা. ম. ১৭।
২৩৩	ইলাবর্দি খানের পুত্র আরসলান খান, আরসলান কুলি	২,৫০০/৮০০ (২-৩ অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. ও. ১ম, ২১১ ; আ. মা. তৈ. ১২৮বি।
২৩৪	তাহির শেখ, তাহির খান	২,৫০০/১,৫০০	তুরাণ	তুরাণী	—	—	মা. ও. ২য়, ৭৫১-৫৪।
২৩৫	সৈয়দ মুজফফর হাজরাবাদীর পুত্র নজবৎ খান	২,৫০০/১,৫০০	ভারত	—	দক্ষিণী	পিতা	কামওয়ার, ২৭২বি, ২৯৭এ।
২৩৬	আবদুল কাদির, দিয়ানৎ খান	২,৫০০/১,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ১৩ রবি ২য়, ৩৯ রাজ্য বর্ষ ; মা. ও. ২য়, ৫৯-৬৩ ; আ. মা. তৈ ১২৭বি।
২৩৭	মীর্জা শুজা নজবৎ খানের পুত্র নজবৎ খান, জওয়ার খান	২ ৫০০/১,৫০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতামহ	সি. ডি. ঐ. রে. ১৭০ ; মা. আ ৪৭০ ; মা ও ২য়, ৮৭০-৭২।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৩৮	মাহদ জী মানে	২,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ১১ রজব, ৩৯ রাজ্য বর্ষ।
২৩৯	শেখ আবদুল্লাহ্ (শাহ্ আলমের ভৃত্য)	২,৫০০/১,০০০ (৫০০×২-৩ অ)	—	—	—	—	জ. আ. ১৬৩বি।
২৪০	আবদুল কাদির, মুতাবর খান	২,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	সি. ডি. ঐ. রে ১৮১ ; খাফি খান, ২য়, ৪০২; মা ও. ৩য়, ৫৬৫-৬৬।
২৪১	নেক নিয়ৎ খানের ভ্রাতা ফতেহ্	২,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	ভ্রাতা	সি. ডি. ঐ. রে. ২০৩।
২৪২	রঘু জী	২.৫০০ ১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ৫ জিলহিজ, ৩৮ রাজ্য বর্ষ।
২৪৩	খাজা মীর খাওয়াফী, আলাবৎ খান	২,৫০০/১,২০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ১৭৭, ৩৪১ ; মা. ও. ২য়, ৭৪২-৪৬ ; আ. মা. তৈ. ১২৬বি।

২৪৪	হাসান খান মোহালাদ ভ্রাতা আবদুল নবী	২,৫০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	ভ্রাতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৮৮, ২০৮।
২৪৫	সৈয়দ শেরজমান বারহা, মুজঃফর খান	২,৫০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	তা. ম. ১০২৭ এ. এইচ ; মা. ও. ২য়, ৪৬৫ ; আল. ৫৪, ২৯১।
২৪৬	হাকিম দাউদের পুত্র মহম্মদ আলি খান	২,৫০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	কামওয়ার, ২৭২এ ; তা. ম. ১০২৮ এ. এইচ ; মা. ও. ৩য়, ৬২৫-২৭।
২৪৭	কামাল উদ্দিন খান	২,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	আখ. ৯ জিলহিজ, ৩৮ রাজ্য বর্ষ ; সি. ডি. ঔ. রে. ১৭১ ; মা. আ. ১৭১ ; আ. মা. তৈ. ১২৮এ।
২৪৮	দেবী চাঁদ, ইখলাস কেশ, ইখলাস খান	২,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	মা. ও. ১ম, ৩৫০-৫২।
২৪৯	মীর সুলতান হুসেন, জামাই মহম্মদ ইয়ার খান	২,৫০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	ভ্রাতা	আখ. ১৫ জমাদা ১ম, ৪৪ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ৩৫০ ; আ. মা. তৈ. ১২৭বি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৫০	সৈফউল্লাহ্ খান ওরফে মুক্তাকর খান	২,৫০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	জ. আ. ১৬১বি ; তা. ম. ৪ ; কামওয়ার, ২৭১বি।
২৫১	কোন্দাজী	২,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	—	আখ.৪ জমাদা ১ম, ৪৩ রাজ্য বর্ষ ; মা. ও. ৩য়, ৫৮০।
২৫২	মুনিম খান	২,৫০০/১,০০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৪৫৯, ৪৯৭ ; কামওয়ার, ২৯৯বি ; আ. মা. তৈ. ১২৭এ ; মা. ও. ৩য়, ৬৬৭-৭৭
২৫৩	সৈয়দ ওগ্‌লানের পুত্র সিয়াদাৎ খান	২,৫০০/৭০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	কামওয়ার ২৮৯বি ; মা. আ. ৪০৭, ৪৭৩ ; মা. ও. ২য়, ৪৯৫।
২৫৪	হায়াৎ বেগ খান, বকী খান	২,৫০০/৬০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	কামওয়ার, ৩০১বি, ৩০২এ ; মা, আ. ৪৯৭, ৫১৫ ; মা. ও. ১ম, ৪৫৮-৬১।
২৫৫	আহ্‌মদ উল্লাহ্	২,৫০০/৪০০	—	—	—	—	আখ. ২০ রমজান, ৪০ রাজ্য বর্ষ।

২৫৬	মহম্মদ ইব্রাহিম, মুলতাফৎ খান, খানাজাদ্ খান	২,৫০০/৪০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৩৫১, ৪০৭, ৪৪০, ৪৫৯ ; তা.ম. ১০৯২ এ.এইচ; মা. ও. ৩য়, ৬১১-১৩ ।
২৫৭	মহম্মদ মাসিহ্, মুরিদ খান, খানাজাদ খান	২,৫০০/৪০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আখ. ১৮ শাবণ, ২৪ রাজ্য বর্ষ ; মা. ও. ৩য়, ৯৪৯ ।
২৫৮	দিলদার খান ওরফে মরহমৎ খান	২,৫০০/২৫০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	কামওয়ার, ২৭০বি, মা. ও. ৩য়, ৮৩৩, আ. মা. তৈ. ১২৬বি ।
২৫৯	এনায়েৎ উল্লাহ্ খান্	২,৫০০/২৫০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	মা. আ. ৪৪১, ৫০৫ ; কামওয়ার, ২৮৮বি ; মা. ও. ২য়, ৮২৮-৩২ ।
২৬০	কিষণ সিংহ	২,৫০০/-	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ. ২৪ রজব, ১৪ রাজ্য বর্ষ ।
২৬১	কাবাদ খানের পুত্র খাজনকর খান	২,৫০০/-	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	দিলকুশা ১২৪এ-বি ; কামওয়ার, ২৮৬বি, ২৭০বি ।
২৬২	কহ্ তাস্থন-এর জমিদার ও খানাদার রাম চাঁদ	২,০০০/৩,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	—	মা. আ. ৪২৩ ; আ. মা. তৈ. ১২৭বি ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৬৩	দলপৎ বুন্দেলার পুত্র রাও রাম চাঁদ	২,০০০/২,০০০ (১,০০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ. ২৭ মহরম, ৪৪ রাজ্য বর্ষ; আ. মা. তৈ. ১২৭বি।
২৬৪	মহম্মদ কুলি, মুতাকদ্ খান	২,০০০/২,০০০ (১,০০০×২-৩অ)	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আখ, ৪৩ রাজ্য বর্ষ; মা. আ. ৮০; মা. ও. ২য়, ৮৭০-৭১; আল. ৯৬৪।
২৬৫	মহম্মদ হাদি হায়দ্রাবাদী, হাদি খান	২,০০০/২,৪০০	ভারত	—	দক্ষিণী	—	আখ. ১৩ রমজান, ৪৩ রাজ্য বর্ষ।
২৬৬	মাহ্ মন জী	২,০০০/২,০০০ (৫০০×২-৩ অ)	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ২০৯।
২৬৭	আম্বু জীর পুত্র মান জী (মায়া জী)	২,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. জমাদা ১ম, ৪৪ রাজ্য বর্ষ।
২৬৮	জয় সিংহ সওয়াই	২,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ. ৯ রমজান, ৪৪ রাজ্য বর্ষ; মা. আ. ৪২৪, ৪৫৬; মামুরী, ২০১বি; মা. ও. ২য়; ৮১-৩।

২৬৯	রুস্তম জমান বিজাপুরীর পুত্র আবদুল্লাহ্	২,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	পিতা	সি. ডি. ঔ. য়ে. ১২৪ ; মা. আ. ১৯০ ।
২৭০	রাও জেনা জী (জা জী) সলভী	২,০০০/২,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	দফতর-ই দিওয়ানী, নং ২৯৮০ ।
২৭১	আলাহ্ দাদ খান খেশগী	২,০০০/১,০০০ (২-৩ অ)	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	আখ. ১৬ রজব, ২৪ রাজ্য বর্ষ ; আ. মা. তৈ. ১২৭এ ; মা. আ. ৪৭৩-৭৪ ; মা. ও. ৩য়, ৭৭৮-৮১ ; দস্তুর-অল্ অমল-ই শাহ্ জাহানী, অ্যাড্. ৬৫০৮, ২৫এ ।
২৭২	মহম্মদ ইব্রাহিম কুরেশী, শামশের খান	২,০০০/১,০০০ (৬০০ X ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	—	স্বয়ংতাত	আখ. ২৬ সফর, ৪৫ রাজ্য বর্ষ ; তা. ও. "এস. এইচ" ; কামওয়ার, ২৯৭এ ।
২৭৩	দরাব খান বাণী মুখতারের পুত্র মহম্মদ তকি	২,০০০/১,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ২২১ ; কামওয়ার, ২৭১বি ।
২৭৪	ইমতিয়াজ খান	২,০০০/১,৫০০	—	—	—	—	তা. ও. 'এ' ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৭৫	লোদী খান	২,০০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আখ ১৩ রজব, ২৪ রাজ্য বর্ষ।
২৭৬	আবদুর রসুল খান বিলগ্রামী	২,০০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৯১ ; আখ. ১৬ জিকাদা, ৪০ রাজ্য বর্ষ ; মা. ও. ২য়, ৮৩৬-৩৭।
২৭৭	ইয়াসিন খান	২,০০০/১,৫০০	—	—	—	—	আখ. জমাদা ১ম, ৪৪ রাজ্য বর্ষ।
২৭৮	রতন রাঠোরের পুত্র রাম সিংহ	২,০০০/১,৪০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মামুরী, ১৬৩বি-১৬৪এ ; আল ৪৮৬।
২৭৯	হাসান আলি খান, আবদুল্লাহ্ খান বার্হা (পরবর্তী কালে কুতুব-উল্ মুল্ক)	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আখ. ২৬ রজব, ৪৫ রাজ্য বর্ষ ; মা. ও. ৩য়, ১৩০-৪০।
২৮০	শিব সিং	২,০০০/১,৩০০	ভারত	ভাবতীয়	রাজপুত	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭১।
২৮১	আসাদ উল্লাহ্, ইক্রাম খান দক্ষিণী	২,০০০/১,২০০	ভারত	ভাবতীয়	দক্ষিণী	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭২ ; মা. ও. ৩য়, ৫৬৪-৬৫।

২৮২	মহম্মদ ইব্রাহিম, সালাবৎ খান	২,০০০/১,২০০	—	—	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭০।
২৮৩	জাফর খান, মুর্শিদ কুলি খান, করতলব খান	২,০০০/১,১০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	মা. আ. ৪৮৩ ; মা. ও. ৩য়, ৭৫১-৫৫।
২৮৪	তীমা জী	২,০০০/১,০০০ (১০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে ২০৯।
২৮৫	আক্রাসিয়াব খান	২,০০০/১,০০০	তুরস্ক	তুরাণী	—	পিতা	কামওয়ার, ২১০এ ; মা. ও. ১ম, ২৪৪-৪৬ ; আ. মা. তৈ. ১৩১এ।
২৮৬	ইসু জী দক্ষিণী	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	কামওয়ার, ২১৯এ ; সৈয়দ আহ্মদ, "ওমরাই হনুদ" ৩৭৩।
২৮৭	শম্ভা জীর পুত্র আরজু জী	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	মা. আ. ২৫৮।
২৮৮	শার আন্দাজ খান পন্নী বিজাপুরী	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান দক্ষিণী	—	আখ. ২৫ রমজান, ৪৭ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ৪৭০ ; ফররুখ্যাৎ-উল্ নাজিরিন, ১৭৩এ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৮৯	খাজা লুৎফুল্লাহ্ খানের ভ্রাতা ওবেদুল্লাহ্ খান	২,০০০/১,০০০	—	—	—	ভ্রাতা	মা. আ. ৪৫৯।
২৯০	তুর্কতাজ খান	২,০০০/১,০০০	তুরাণ	তুরাণী	—	—	আখ. ৫ রজব, ২৪ রাজ্য বর্ষ; খাফি খান, ২য়, ৪৭৩।
২৯১	জগৎ সিংহ হারা	২,০০০, ১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত. জমিদার	পিতা	মামুরী, ১৬৪এ; দিলকুশা, ৭৯বি; মা. ও. ৩য়, ৫১০; আ. মা. তৈ ১২৮বি।
২৯২	নেক নিয়ৎ খানের পুত্র মীরক	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	সি ডি. ঔ. রে. ২০৩।
২৯৩	সিদি ইয়াকুৎ	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী জমিদার	পিতা	সি ডি. ঔ. রে. ২০৭।
২৯৪	মাসুদ খানের পুত্র মুরতাজা	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ২২৫।
২৯৫	খলিলউল্লাহ্ খান, আমানউল্লাহ্ খান	২,০০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	তা. ম. ২২; কামওয়ার, ২৭৫ বি; তা. ও. 'এ'; আ. মা. তৈ. ১২৮বি।

২৯৬	আবু মনসুর, ইয়াদাৎ খান, ইতিকদ্ খান	২,০০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭০ ; তা. ম. ১৪ ; মা. আ. ২৫১,৩৫১।
২৯৭	ফকিরউল্লাহ্ খানের পুত্র সৈফ খান, মীর্জা 'এনায়েৎ-উল্লাহ্	২,০০০/১,০০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	তা. ম. ২৫ ; আ. মা. তৈ. ১১৭বি।
২৯৮	আব্দুর রহমান বিজাপুরী শারজা খান	২,০০০/১,০০০	ভারত	—	দক্ষিণী	—	সি. ডি. ঔ. রে. ৭০ ; তা. ও. "এস এইচ"।
২৯৯	মাকু খাঁ	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ ২০ রমজান, ৪০ রাজ্য বর্ষ।
৩০০	হাজী আলি	২,০০০/১,০০০	—	—	—	—	আখ. ২০ রমজান, ৪০ রাজ্য বর্ষ।
৩০১	অনুপ সিংহের পুত্র সুজন সিংহ	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	আজম-অল্ হারব, ১৬৮ ; আখ. জিকাদা ৪৪ রাজ্য বর্ষ।
৩০২	যাজী	২,০০০/১,০০০	—	—	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ২০৭।
৩০৩	অনি রায় ব্রাহ্মণ দিওয়ান-ই তান	২,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	এস. আহ্মদ, ওমরাই হনুদ, ৬৪।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩০৪	জাহাঙ্গীর কুলী খান	২,০০০/৯০০	—	—	—	—	আখ. ৯ রমজান, ১৩ রাজ্য বর্ষ, কামওয়ার, ২৭৭বি ; আ. মা. তৈ. ১৩২এ।
৩০৫	সৈয়দ আজমৎউল্লাহ্ খান	২,০০০/৯০০	ভারত	—	—	পিতা	আখ. ২ রজব, ৪৩ রাজ্য বর্ষ; মা. আ. ৩৮১ ; আ. মা. তৈ. ১২৮এ।
৩০৬	লতিফ খান, ঘুসল খানার দারোঘা	২,০০০/৭০০	—	—	—	—	হালাৎ-ই মুমালিক মাহ্রুসাই আলমগীরী, ১৭৯এ ; রকইম-ই করিম, ৬এ।
৩০৭	আবুল মকারিম, জান নিসার খান	২,০০০/৭০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৩৪১ ; মা. ও. ১ম, ৫৩৭-৪০ ; দিলকুশা, ১২৬এ ; কামওয়ার, ২৮৩এ।
৩০৮	মীর্জা মতলব, মতলব খান, মুরতাজা খান	২,০০০/৭০০	ভারত	ইরাণী	—	—	মা আ. ৪০২, ৫০৫ ; তা. ম. ২২ , মা. ও. ৩য, ৬৫০-৫৩।

৩০৯	নজর বেগ, ঔরঙ্গ খান	২,০০০/৭০০	তুরাণ	তুরাণী	—	পিতা	মা. আ. ১৯৪।
৩১০	বুলবারিস খান	২,০০০/৬০০	তুরাণ	তুরাণী	—	—	মা. আ. ৪৩৯; কামওয়ার, ২৯২এ।
৩১১	আলি আলম হায়দ্রাবাদী	২,০০০/৫০০	—	—	দক্ষিণী	—	আখ. ৮ জিকাদা, ৩৯ রাজ্য বর্ষ।
৩১২	রাও জী	২,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ২৫ জমাদা, ২য়, ৪৪ রাজ্য বর্ষ।
৩১৩	বহর নবী	২,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	সি. ডি. ঐ. রে. ১৯৯।
৩১৪	শের আন্দাজ খান বা তীর আন্দাজ খান	২,০০০/৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	সি. ডি. ঐ. রে. ১৯৮; তা ম. ২০; কামওয়ার, ২৯৭এ।
৩১৫	দাউ জী (১৬৯৪ খ্রী: অব্দে মুঘল কার্যভার ত্যাগ করেন)	২,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ১০ জিকাদা, ৩৮ রাজ্য বর্ষ।
৩১৬	জাউ জী	২,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ২০ রমজান, ৪০ রাজ্য বর্ষ।
৩১৭	মীর্জা মুইজ ফিতরাৎ, মোসভি খান	২,০০০/৪০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	মা. আ. ৩১২; তা. ম. ২; কামওয়ার, মা. ও. ৩য়, ৬৩৩-৩৬; রিয়াজ-উস্ শুরা, ফো. ৩৩৭; মিরাৎ-উল্ খিয়াল, পৃ. ৩৫৮।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩১৮	মহম্মদ শুজা, শুজাৎ খান, সফ সিকন্ খান	২,০০০/৩০০	ইরাণ	ইরাণী	—	পিতা	মা আ. ১৫৩; মা. ও. ৩য়, ১১৪-১৫; কামওয়ার, ২৬৩বি, ২৭৩এ-বি; আ. মা. তৈ. ১২৮এ।
৩১৯	দরবার খান খাজা সারা	২,০০০/৩০০	—	—	—	—	তা. ম. ১০২৬ এ. এইচ; আল. ২৬০।
৩২০	ইসলাম খান মশহাদির পুত্র আবদুর রহমান খান	২,০০০/২০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	তা. ম. ১৪; মা. ও. ১ম, ১৬৭; কামওয়ার, ২৮৯বি
৩২১	মীরক মৈনুদ্দিন, আমানৎ খান খাওয়াফী	২,০০০/২০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. ও. ১ম, ২৫৮-৬৮; আ. মা. তৈ. ১২৭এ।
৩২২	শাহ্ খাজা হুসেনী, শরীফ খান	২,০০০/-	—	তুরাণী	—	—	তা. ম. ১০৯৩ এ. এইচ.।
৩২৩	হায়াৎ শেখ, মুঘল খান, তাহির খান	২,০০০/-	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	কামওয়ার, ২৬৮এ; তা. ম. ২০, আ. মা. তৈ. ১২৫।

৩২৪	সুলেমান খান	২,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	আফগান দক্ষিণী	ভ্রাতা	মা. আ. ৫১৮ ; ফরহাৎ-উল্ নাজিরিন্. ১৮২বি ; আ. মা. তৈ. ১২৮বি ; মা. ও. ২য়, ৬৪-৬৮ ।
৩২৫	মীর জামালউদ্দিন হুসেন, সফদার খান	২,০০০/-	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৩৩৫ ; তা. ম. ২ ; কামওয়ার, ২৮২এ ; মা. ও. ১ম, ২৫২ ।
৩২৬	উজবেক খান নোদা-রতি	২,০০০/-	তুরাণ	তুরাণী	—	—	তা. ও. 'এ' ।
৩২৭	কাজী হায়দার, হায়দার খান, শিবাজীর মুন্শী	২,০০০/-	—	—	দক্ষিণী	—	কামওয়ার, ২৭৪বি ; মা. আ. ২৩৪ ; তা. ও. 'এইচ' ।
৩২৮	ইতিমদ্ খান ওরফে মোল্লা তাহির	২,০০০/-	—	ইরাণী	—	—	জ. আ. ১৬৩এ ; খাফি খান, ২য়, ৩৮০ ।
৩২৯	মাধো জী নারায়ণ	২,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখবরাৎ সরকার কর্তৃক উল্লিখিত, হিস্টরি অভ্ ঔরঙ্গজেব, ৫ম খণ্ড, ২১১ ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৩০	লছমন পতি	২,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	হিন্দু	—	সি. ডি. ঐ. রে. ২০৮।
৩৩১	আবদুল আজিজ মিয়ানা	২,০০০/-	ভারত	ভারতীয়	আফগান দক্ষিণী	—	আখ. ২০ রমজান; ৪০ রাজ্য বর্ষ।
৩৩২	রুস্তম আলি ওরফে এনায়েৎ খান	২,০০০/-	—	—	—	—	তা. ম. ১০৯৩ এ. এইচ।
৩৩৩	মীর্জা আসকারী, ওয়াজির খান	২,০০০/-	ভারত	ইরাণী	—	পিতামহ	মিরাৎ-ই আফতাব নামা, ৫৯৪ ; লিণ্ডিসিয়ানা, ডিপ্লোম্যাটিক্ করেস্পণ্ডেন্স্ অভ্ ঔরঙ্গজেব, ফোলিও অচিহ্নিত।
৩৩৪	মীর খান বাহ্মনী, মুলতাফৎ খান	১,৫০০/১,৫০০ (১,২০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	—	—	আখ. ২৪ রজব, ২৪ রাজ্য বর্ষ, সি. ডি. ঐ. রে. ১৭৩; কামওয়ার, ২৮৯বি।

৩৩৫	রাজা দুরগ সিংহ	১,৫০০/১,২০০ (২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	সি ডি. ঔ রে. ১৭১।
৩৩৬	সিদি কাশিম, ফৌলাদ খান	১,৫০০/১,২০০ (১,০০০ X ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	আখ. ১৮ শাবণ. ২৪ রাজ্য বর্ষ।
৩৩৭	খোদাদাদ খান খেশগী	১,৫০০/১,০০০ (২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	সি. ডি. ঔ. বে ১৮৮ ; আখ. ২০ রজব, ২৪ রাজ্য বর্ষ।
৩৩৮	এনায়েৎ খান	১,৫০০/১,০০০ (২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ৬ শওয়াল, ২৫ রাজ্য বর্ষ ; কামওয়ার, ২৭০বি ; ২৮০এ।
৩৩৯	খান-ই জাহান কোকাল-তাশের পুত্র মুজঃফর খান, মহম্মদ বক	১,৫০০/১,০০০ (২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৪০ ; কাম-ওয়ার ২৭৩এ।
৩৪০	জোহরাপুরের কেল্লাদার মনোহর দাস	১,৫০০/১,৫০০ (৫০০ X ২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	আখ. ১৪ জিলহিজ, ২৫ রাজ্য বর্ষ।
৩৪১	রাজা যশোবন্ত সিংহ বুন্দেলা	১,৫০০/১,০০০ (২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৫০ ৫১ ; মাসুরী, ১৬৫এ ; মা. আ. ২৭৩, মা. ও. ২য়, ২৯৩-৯৪।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪২	ইন্দ্রখীর জমিদার পাহাড় সিংহ গউর	১,৫০০/১,০০০ (২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	ঈসর দাস, ৯৪এ।
৩৪৩	[illegible] রাব্বুহা, সৈদ সৈফ খান	১,৫০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	মা. আ. ২৬৬, ৩৪১; কামওয়ার ২৮৩এ।
৩৪৪	শুকর উল্লাহ্ খান খাওয়াফী	১,৫০০/১,০০০ (৫০০ X ২-৩অ)	—	ইরাণী	—	—	আখ. ২০ শাবণ, ৩৭ রাজ্য বর্ষ; কামওয়ার, ২১০এ; তা. ম. ৮।
৩৪৫	রাজা স্বরূপ সিংহের পুত্র গোপাল সিংহ	১,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আ. মা. তৈ. ১৩১বি; আল. ১০৫৬।
৩৪৬	মাক জীর পুত্র শিব জী	১,৫০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১১৭।
৩৪৭	নূর সিংহ	১,৫০০/১,৪০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	আখ. ১২ শওয়াল ৪০ রাজ্য বর্ষ।
৩৪৮	আবদুর রহিম মিয়ানার পুত্র আবদুল সালাম	১,৫০০/১,৩০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১২৬।
৩৪৯	সৈদ খানের প্রপৌত্র ওয়াফদার খান, জবরদস্ত খান	১,৫০০/৯০০ (৪০০ X ২-৩অ)	ভারত	তুরাণী	—	পিতামহ	কামওয়ার, ২৭৫এ; মা. আ. ২৫৫; হাতিম খান ১৬৪এ।

৩৫০	ইয়াকুব খান	১,৫০০/১,৩০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	জ. আ. ১৬৩বি ; মা. আ. ৪৯৫ ; মা. ও. ১ম, ৩০০।
৩৫১	কালান্দর বেগ, কালান্দর খান	১,৫০০/১,০০০ (২০০×২-৩অ)	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ৭৪ ; মা.ও. ২য়. ১৯২-৯৪।
৩৫২	রাকর খান	১,৫০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আখ. ৮ জিকাদা, ৩৯ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ৩৫০ ; আ. মা. তৈ. ১৩১বি।
৩৫৩	সিদি ফৌলাদ, ফৌলাদ খান	১,৫০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	কামওয়ার, ২৫০বি, ২৭০বি, তা. ম. ১০৯২ এ. এইচ.।
৩৫৪	খান-ই জাহান কোকাল-তাশের পুত্র মুলৎ খান, সিপাহ্দার খান	১,৫০০/১,০০০ (২০০×২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৪০ ; মা. আ. ২৪১ ; কামওয়ার, ২৭৩এ।
৩৫৫	বিজয় সিংহ	১,৫০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	দিলকুশা, ১৬৭বি ; মা. আ. ৪২৪ ; মা. ও. ২য়, ৮১০।
৩৫৬	খলিল উল্লাহ্ খানের পুত্র আজিজ উল্লাহ্ খান	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	কামওয়ার, ২৮৪এ ; মা. আ. ৩৪৯, ৪৬১ ; মা. ও. ২য়. ৮২৩-২৪।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৫৭	সুখন সিংহ	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মা. ও. ২য়, ১৪৭।
৩৫৮	বাহাদুর খান রোহিলার পুত্র দিলীর খান বা দিলওয়ার খান	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	আখ. ২৮ জিকাদা, ৩৮ রাজ্য বর্ষ।
৩৫৯	শুকর উল্লাহ্ খান নজম সানি, আসকর খান	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ২৪২; কামওয়ার ২৭৩বি।
৩৬০	শের আফগান	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আ. মা. তৈ. ১৩১এ; মা. আ. ৩৮১।
৩৬১	শেখ শুকরউল্লাহ্, কাদির দাদ খান আনসারী	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৩৬; তা. ম. ৪; মা. ও. ৩য়, ১৪০।
৩৬২	মুহম্মদ মনসুর, মকরমৎ খান	১,৫০০/১,০০০	ইরাণ	ইরাণী	—	পিতামহ	মা. আ. ৩০৩; মা. ও. ৩য়, ৬৩২, ঈসর দাস, ১৩৩বি।
৩৬৩	দাউজি রাও বা বনবীর রাও	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	মা. ও. ১ম, ৪৯৮; মা. আ, ৩৮২; আ. মা. তৈ. ১৩১এ।

৩৬৪	ফরিদুন খান	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	মা. আ. ৫০৬ ; আ. মা. তৈ. ১৩১বি।
৩৬৫	কাকুজীর পুত্র কাণ রাও (বা কিষণ রাও)	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৭ ; আখ. জমাদা, ২য়, ৪৪ রাজ্য বর্ষ।
৩৬৬	রাণা জী	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ৫ জিকাদা, ৩৮ রাজ্য বর্ষ।
৩৬৭	সৈয়দ ইব্রাহিম	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আখ. ১ম শাবণ, ২৪ রাজ্য বর্ষ।
৩৬৮	জগৎ বুন্দেলার পুত্র বিহারী চাঁদ	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	আজম-অল্ হারব, ১৬৮, ফরহাৎ-উল্ নাজিরিন্, ২০৬ বি।
৩৬৯	আবদুল সামাদ খান	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আখ. ১৯ রজব, ৪৩ রাজ্য বর্ষ ; মিরাৎ-ই আফতাব নুমা, ৫৮৬।
৩৭০	শিব জী নেলকারের পুত্র সাধু জী	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৭।
৩৭১	নুর সিংহের পুত্র শিব সিংহ	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	কামওয়ার, ২৯৭এ; আখ. ১২ শওয়াল, ৪০ রাজ্য বর্ষ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৭২	রাও রতন সিংহ, ইসলাম খান	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	জমিদার	পিতা	মা. ও. ২য়, ১৪৭ ; লেভি-সিয়ানা, ডিপ্লোম্যাটিক্ করেস্-পণ্ডেন্স অভ্ ঔরঙ্গজেব ; তা. ও. এস. ডি.।
৩৭৩	মহম্মদ জান, করতলব খান	১,৫০০/১,০০০	—	—	—	—	তা. ম, ২৮ ; আখ. ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
৩৭৪	রহিম খানের ভ্রাতা মীর হুসেন	১,৫০০/১,০০০	—	—	—	ভ্রাতা	আখ. ৩০ মহরম; ৪৩ রাজ্য বর্ষ।
৩৭৫	হৃদয় শাহ্ বুন্দেলা	১,৫০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ. ১লা. জানু. ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দ, বি. ডি. গুপ্ত কর্তৃক উল্লিখিত "ছত্র সাল বুন্দেলা" পৃ. ৬৩।
৩৭৬	আমান উল্লাহ্ খান	১,৫০০/৭০০ (২০০×২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৪৮৮ ; মা. ও. ১ম, ২৯৩-৯৫ ; আ.মা.তৈ. ১২৮বি।
৩৭৭	কেশরী সিংহ সিসোদিয়ার পুত্র পরম দেও	১,৫০০/৯০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১২৫।

৩৭৮	মীর মহম্মদ হুসেন, আমানৎ খান ২য়	১,৫০০/৯০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৩৪৭ ; তা. ম. ১১ ; মা. উ. ১ম, ২৮৭-৯০ ।
৩৭৯	মুস্তাফা খান কাশী	১,৫০০/৯০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	কামওয়ার, ২৮৬অ ; মা. উ. ৩য়, ৬৩৭-৪১ ; খাফি খান, ২য়, ৪৪১ ।
৩৮০	শাবির পন্নী	১,৫০০/৯০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	ভ্রাতা	আখ. জমাদা ২য়, ৪৫ রাজ্য বর্ষ ।
৩৮১	ছত্র সাল রাঠোর	১,৫০০/৮৫০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭১ ; ফরহাৎ-উল্ নাজিরিন্, ২০৬বি ; আখ. রবি ১ম, ৪৫ রাজ্য বর্ষ ।
৩৮২	হাসান	১,৫০০/৮০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে ২০৮ ।
৩৮৩	শেখ রাজিউদ্দিন খান	১,৫০০/৮০০	—	—	—	—	আল. ৮৬২ ; মা. আ. ১৮৭ ।
৩৮৪	রঘুনাথ সিংহ মীরাঠ	১,৫০০/৮০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	কামওয়ার, ২৬৬বি ; আ. মা. তৈ. ১৩২ ।
৩৮৫	সৈফউদ্দিন খান সাফ্‌ভী, কাবইয়াব খান	১,৫০০/৭০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ১১ জিলহিজ, ২৫ রাজ্য বর্ষ ; মা. উ. ৩য়, ৪৭৯ ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৮৬	মুজঃফর হায়দ্রাবাদীর পুত্র আসালৎ খান	১,৫০০/৭০০	ভারত	—	—	পিতা	মা. আ. ৪৯৪ ; কামওয়ার, ২৭২বি ; আ. মা. তৈ. ১২৮ বি।
৩৮৭	জাফর আলি ইয়ামিনউল্ মুলকি	১,৫০০/৬০০ (১০০×২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	—	আখ. ২৯ মহরম, ৪৩ রাজ্য বর্ষ।
৩৮৮	নন্দ নায়েক	১,৫০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ২০৫।
৩৮৯	আহলউল্লাহ্ খান	১,৫০০/৭০০	—	—	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭০।
৩৯০	বহর জীর পুত্র তাকু জী	১,৫০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	ভ্রাতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৬।
৩৯১	কারণকু জীর পুত্র আউচি আউইল রাও	১,৫০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৮৩।
৩৯২	সোহ্রাব বেগ. মীর্জা নিয়ামৎ উল্লাহ্	১,৫০০/৬০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ২৫১ ; মা ও. ১ম, ৫৮৬-৮৭।
৩৯৩	সৈয়দ ইউসুফ খান বুখারী	১,৫০০/৬০০	—	তুরাণী	—	—	মা. আ. ৫১৭ ; কামওয়ার ২৭০বি।
৩৯৪	মুজঃফর হায়দ্রাবাদীর পুত্র সৈয়দ মুজিব, বক্স খান	১৫০০/৬০০	ভারত	—	দক্ষিণী	—	আখ. ২য়, রবি ১ম, ৩৬ রাজ্য বর্ষ।

৩৯৫	সংগ্রাম খান ঘোরী ওরফে নহর খান	১,৫০০/৬০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আখ. ১১ মহরম, ৪৬ রাজ্য বর্ষ; দিলকুশা ৯১এ।
৩৯৬	সৈয়দ আবদুল হাসানের পুত্র সৈয়দ বহন	১,৫০০/৬০০	ভারত	—	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ২১৯।
৩৯৭	সিয়াদাৎ খান ওরফে আমানুল্লাহ খাজা খান	১,৫০০/৬০০	তুরান	তুরাণী	—	খুল্লতাত	মা.আ. ৫১৮; আখ. রমজান, ৪৫ রাজ্য বর্ষ; মা. ও. ১ম, ৫০৩।
৩৯৮	খাজা নূর, মুতামদ খাম খাজাসারা	১,৫০০/৬০০	—	—	—	—	তা. ম. ১০৯৫ এ. এইচ; মা. আ. ১৯৫; আল. ৪৪৮; ৯৬০; কামওয়ার, ২৬৮বি।
৩৯৯	শাহ্ কুলি খান মহরম	১,৫০০/৫০০	—	—	—	—	আজম-অল্ হারব, ১৭১।
৪০০	শেখ সুলেমান ফাজিল খান	১,৫০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	জ. আ. ১৬২বি; মা. আ. ১৮৯; তা. ম. ৩; কামওয়ার, ২৬৮এ।
৪০১	সর্দার বেগ, ইহ্তিমাম খান, সর্দার খান	১,৫০০/৫০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	তা. ম. ৪; মা.ও. ২য়, ৪৯১-৯৪; কামওয়ার, ২৮৭বি; মা. আ. ২৫০; ২৯৫, ৩১৪।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪০২	শেখ আবদুল আজিজ, আবদুল আজিজ খান, খিদমৎ তলব খান বাহাদুর	১,৫০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	মা. উ. ২য়, ৬৮৬-৮৮ ; তা. ম. ১০২৬ এ. এইচ. ।
৪০৩	রাজা উদৎ সিংহের পুত্র স্বরূপ সিংহ	১,৫০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মা. আ. ৩৮৬ ; দিলকুশা, ১১৭বি ।
৪০৪	আয়মন খান	১,৫০০/৫০০	—	—	—	—	আখ. ৫ শাবণ, ২৪ রাজ্য বর্ষ ।
৪০৫	মীর আবু আলা বখী আরশাদ খান	১,৫০০/৫০০	বালখ	তুরাণী	—	—	আখ. ১০ রবি ১ম, ৪৫ রাজ্য বর্ষ ; তা. ম. ১৪ ।
৪০৬	সক জীর পুত্র জালু জী	১,৫০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৪ ।
৪০৭	মালুজীর পুত্র আকু জী	১,৫০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ২০৬ ।
৪০৮	পদম সিংহ বুন্দেলা	১,৫০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ. ১লা জাম্. ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দ, বি. ডি. গুপ্ত কর্তৃক উল্লিখিত ছত্র সাল বুন্দেলা, পৃ. ৬৩ ।

৪০৯	সৈয়দ নিয়াজ খান	১,৫০০/৫০০	—	তুরাণী	—	—	মা. ও. ২য়, ৮৩২।
৪১০	তালিব খাজাসারা, খিদমৎ-গার খান	১,৫০০/৩৫০	—	—	—	—	মা. আ. ৩৪১, ৩৫০; তা. ম. ১৬।
৪১১	হায়দার কুলি	১,৫০০/৪০০	—	—	—	—	আখ. ২৯ মহরম, ৪৩ রাজ্য বর্ষ।
৪১২	ফিরোজ জঙ্গ-এর ভ্রাতা আবদুর রহিম খান	১,৫০০/৩০০	তুরাণ	তুরাণী	—	ভ্রাতা	আখ. ২৩ জিকাদা, ৪৩ রাজ্য বর্ষ; মা আ ৪০৫।
৪১৩	রহিমউদ্দিন খান	১,৫০০/৬০০	তুরাণ	তুরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৪৮১; আ. মা. তৈ. ১৩১এ।
৪১৪	কামদর খান	১,৫০০/৩০০	—	—		—	মুমলিক-ই মাহ্রুসাই আলমগীরী, ২০১এ।
৪১৫	শফকৎ উল্লাহ্, সাজওয়ার খান	১,৫০০/২৫০	ভারত	—	—	পিতা	মা. আ. ২৫৫; মা. ও. ২য়, ৪৪০-৪১; আ, মা. তৈ. ১৩১ বি।
৪১৬	হাকিম সালেহ্ সিরাজী, সালেহ্ খান	১,৫০০/২০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	কামওয়ার, ২৭১বি; আল. ১০৬১-৬২।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪১৭	মহসীন খান সিরাজীর পুত্র হাকিম সাদিক খান, হাকিম-উল্ মুল্ক্	১,৫০০/২০০	—	ইরাণী	—	পিতা	কামওয়ার, ৩০১বি।
৪১৮	শাহী খান বা শাহ্ বেগ কাশঘরী (আবদুল্লাহ্ খান)	১,৫০০/২০০	তুরাণ	তুরাণী	—	—	মা. আ. ১৭৫; কামওয়ার, ২৬৫বি।
৪১৯	রহমান খান	১,৫০০/২০০	—	—	—	—	জ. আ. ১০৭এ; মুমালিক-ই মাহ্রুসাই আলমগীরী, ১৭৯ এ।
৪২০	বখ্ত্ওয়ার খান খাজাদারা	১,৫০০/-	—	—	—	—	তা. ম. ১০৯৫ এ.এইচ.; তা. ও. "এস. ভি."; আ.মা. তৈ. ১৩১বি।
৪২১	ইসলাম খান মশহাদির পুত্র আবদুর রহিম খান	১,৫০০/-	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	তা. ম. ১০৯৫ এ. এইচ; মা. ও. ২য়, ৮১২-১৩; আ. মা. তৈ. ১৩১এ।
৪২২	সেব আফগান, মুতামদ খান	১,৫০০/-	ভারত	ইরাণী	—	—	মা. আ. ১৯৬; তা. ম. ১১০১ এ. এইচ; কামওয়ার, ২৬৮ বি।

৪২৩	বাদী উজ্জমান মহাবৎ খানী, রশিদ খান	১,৫০০/-	ভারত	—	—	—	মা. আ. ২০৬ ; তা. ম. ৭ ; কামওয়ার, ২৬৭বি।
৪২৪	হাজী শফি, শফি খান	১,৫০০/-	—	—	—	—	তা. ও. "এস. ভি."; কামওয়ার, ২৭৪এ।
৪২৫	সৈয়দ আসালৎ খান ২য়	১,৫০০/-	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	তা. ও. "এস. ভি." ।
৪২৬	হুসেন আলি খান বারহা	১,৫০০/-	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	খাফি খান, ২য়, ৫৭৫ ; মা. ও. ১ম, ৩২১-৩৮।
৪২৭	আরসলান খান	১,৫০০/-	তুরান	তুরাণী	—	—	মা. আ. ৩৮১ ; তা. ও. "এস ভি." ।
৪২৮	ইলিয়াস খান	১,৫০০/-	—	—	—	—	তা. ও. "এস. ভি." ।
৪২৯	আফজল বেগ, আফজল খান	১,৫০০/-	ইরান	ইরাণী	—	—	কামওয়ার, ৩০২এ ; তা. ও. "এস. ভি."।
৪৩০	আলা ইয়ার খান, ইহ্তিমাম খান, ইখলাস খান।	১,৫০০/-	—	—	—	—	তা. ম. ১২।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৩১	খাজা মহম্মদ, আমানৎ খান	১,৫০০/-	তুরান	তুরাণী	—	—	মা. ও ৩য়. ৭২৯-৪৬ ; তা. ও. "এস. ভি"।
৪৩২	মীর মহম্মদ ওরফে কিফায়ৎ খান	১,৫০০/-	ভারত	ইরাণী	—	—	তা. ম. ৯
৪৩৩	খাজা আবদুল্লাহ্	১,৫০০/-	ভারত	তুরাণী	—	—	তা. ম. ৯।
৪৩৪	শাহসওয়ার খান	১,৫০০/-	—	—	—	—	আ. মা. তৈ. ১৩১এ।
৪৩৫	আকা বাহরাম, কওয়ামউদ্দিন খান আসফাহানী	১,৪০০/১,০০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	আখ. ৯ রজব, ২৪ রাজ্য বর্ষ; তা. ম. ১০৯১ এ. এইচ।
৪৩৬	সরুজীর পুত্র ভালী রাও	১,২০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	ভ্রাতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৫।
৪৩৭	যুবরাজ আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আস ফান্দিয়ার	১,১০০/১,০০০	—	—	—	—	কামওয়ার, ৩০৬এ; আখ. ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
৪৩৮	মুহতাশম খান	১,০০০/১,২০০ (১০০০×২-৩অ)	—	—	—	—	আখ. ১৫ জমাদা ২য়, ৪৬ রাজ্য বর্ষ; ১৬ রজব ২৪ রাজ্য বর্ষ।

৪৩৯	শুজা উল্ মুল্ক্-এর পুত্র সৈয়দ মহম্মদ	১,০০০/২,০০০	—	—	—	—	আখ. ২৫ জমাদা ২য়, ৪৪ রাজ্য বর্ষ ; সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৩।
৪৪০	মহম্মদ বেগ খান	১,০০০/১,০০০ (২-৩অ)	—	তুরাণী	—	—	আখ. ১ম রবি ২য়, ৩৮ রাজ্য বর্ষ।
৪৪১	দুঙ্গারপুরের রাওয়াল যশোবন্ত সিংহ	১,০০০/৯০০ (৮০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ. ১৬ জিলহিজ, ৩৮ রাজ্য বর্ষ।
৪৪২	খুমন সিংহ বা গুমন সিংহ	১,০০০/৯০০ (৮০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ. ১৬ জিলহিজ, ৩৮ রাজ্য বর্ষ ; ওঝা, 'হিস্টরি অভ্ রাজপুতানা' ৩য় খণ্ড, ১ম ভাগ, ১১৯।
৪৪৩	অনুপ সিংহের পুত্র রাজা স্বরূপ সিংহ	১,০০০/৭৫০ (২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ. ২২ জিকাদা, ৪৩ রাজ্য বর্ষ ; মা.ও. ২য়, ২৯১ ; কামওয়ার, ২৮৯এ।
৪৪৪	রাজা মহা সিংহ ভাদোরীয়া	১,০০০/১,০০০ (৫০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মা. ও. ২য়, ২২৯-৩০ ; আ. মা. তৈ. ১৩২এ।
৪৪৫	ফকির খানের পুত্র ইফতিকার খান, মফকির খান	১,০০০/১,৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ২৪ রজব, ৪৫ রাজ্য বর্ষ ; মা. ও. ৩য়, ২৮।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৪৬	কাপুর সিংহ হারা	১,০০০/১,০০০ (৫০০×২-৩অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১১১।
৪৪৭	রেহমন দাদ খান	১,০০০/১,৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	আখ. ১৫ জমাদা, ২য়, ৪৬ রাজ্য বর্ষ।
৪৪৮	মামুর খান, দিলীর খান[১]	১,০০০/১,২০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	আখ. ৪ জিকাদা, ৪৬ রাজ্য বর্ষ, কামওয়ার ২৭৩এ; আ. মা. তৈ. ১৩২এ।
৪৪৯	সামন্দর বেগ, সামন্দর খান	১,০০০/১,২০০	—	—	—	—	আখ. ১ম, মহরম, ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
৪৫০	ফজিল বেগ, তাহাউর খান	১,০০০/১,০০০	ইরাণ	ইরাণী	—	ভ্রাতা	কামওয়ার, ২৭৬বি; মা. আ. ২৭৩; মা. ও. ১ম, ৪২৫; আ. মা. তৈ. ১৩২এ।
৪৫১	সরু জীর পুত্র মাসু জী	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. বে. ১৭৫।

১। সম্ভবতঃ ঔরঙ্গজেবের ১০৮৯ হিজরীসনের ফরমানে উল্লিখিত ১,০০০/১,০০০ (২-৩অ) পদাধিকারী মামুর খানের সহিত তুলনীয়, অনুবাদ জার্নাল্ ইউ. পি. হিস্ট. সোসা, ১৬ (১৯৪৩), পৃ. ১৪৮ প্রকাশিত হইয়াছে।

৪৫২	রাজা মান ধাতা	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	কামওয়ার. ২০ এ, মা. আ. ২০৭; এম. আকবর, দ্য পাঞ্জাব আণ্ডার দ্য মুঘলস্, ২২৫।
৪৫৩	খাজা ইয়াকুব নক্শ্বন্দী বুখারী, সরবুলন্দ খান	১,০০০/১,০০০	—	তুরাণী	—	—	তা. ম. ১০৯৬ এ. এইচ; কামওয়াব কামওয়ার ২৬৬ এ।
৪৫৪	রাজা বখ্ত বুলন্দ, দিলদার খান	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	জমিদার	—	মা. আ. ৩৪০; আ মা তৈ. ১৩২এ।
৪৫৫	সৈয়দ ওয়াজিউদ্দিন বারহা	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আখ. ১০ রবি, ১ম, ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
৪৫৬	আজম খান কোকার পুত্র ইরাদাৎ খান	১,০০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতামহ	মা আ. ৪৭২; আ. মা. তৈ. ১৩১ বি।
৪৫৭	মহম্মদ খান বিজাপুরী	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান দক্ষিণী	—	আখ. ১৫ জমাদা, ২য়, ৩৬ রাজ্য বর্ষ।
৪৫৮	মহম্মদ মুরাদ খান	১,০০০/১,০০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা আ. ২৪২; কামওয়ার ২৭৩বি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৫৯	খুমন সিংহের পুত্র ডুঙ্গারপুরের রাওয়াল রায় সিংহ	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	ওঝা, হিস্টরি অভ্ রাজপুতানা, ৩য় খণ্ড, ১ম ভাগ, ১২২।
৪৬০	আহমদ্ খান	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭০ ; মা. ও. ১ম, ২৭৪ ; আ. মা. তৈ. ১২৮বি।
৪৬১	জান রাও-এর পুত্র বাজে	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৫।
৪৬২	সক জীর পুত্র শিব জী	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	ভ্রাতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৫।
৪৬৩	বহুর জীর পুত্র যশ জী	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে ১৭৫।
৪৬৪	বহুর জীর পুত্র মলু জী	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৫।
৪৬৫	অনুবা জী	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৭।
৪৬৬	লাহ জীর পুত্র নব জী	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৮।
৪৬৭	সৈয়দ আহমদ এর পুত্র সৈয়দ আসাদউল্লাহ্	১,০০০/১,০০০	ভারত	—	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৮।

৪৬৮	শম্ভজীর পুত্র মান জী	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	পিতা	সি. ডি. ঐ. রে. ১৭৯।
৪৬৯	আবদুল মজিদ খান	১,০০০/১,০০০	—	—	—	—	আখ. ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
৪৭০	কল্যাণ সিংহ	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	আখ. ২০ জিলহিজ, ৩৮ রাজ্য বর্ষ।
৪৭১	জাকিয়ার পুত্র ওয়াহিদ	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	কামওয়ার, ২৮৯বি।
৪৭২	জাফর খান	১,০০০/৬০০ (৩০০ X ২-৩অ)	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ২০ রজব, ২৪ রাজ্য বর্ষ।
৪৭৩	মুখর সিংহ সিসোদিয়ার পুত্র গোপাল সিংহ (বংশানুক্রমিক পদ)	১,০০০/৯০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মা. ও. ২য়, ১৪৭।
৪৭৪	মাকজীর পুত্র অনব জী	১,০০০/৫০০ (৩০০ X ২-৩ অ)	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঐ. রে. ২০৯।
৪৭৫	মহম্মদ রফি	১,০০০/৮০০	ইরাণ	ইরাণী	—	খুল্লতাত	আখ. ৩৮ রাজ্য বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৪ ; মা. ও. ৩য়, ৮০১-৬।
৪৭৬	সৈফউল্লাহ খান মীর বখশ	১,০০০/৮০০	—	—		—	মা. ও. ২য়, ৪৮৬-৮৯ ; আল. ৪৫।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৭৭	গণপৎ রাও এর পুত্র রাম রাও	১,০০০/৪০০ (৩০০×২-৩ অ)	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি ডি. ঔ. রে. ২০৪।
৪৭৮	নাগুজীর পুত্র মান জী	১,০০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৯।
৪৭৯	জাও জীর পুত্র খান্দু জী	১,০০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৮।
৪৮০	মানকু জীর পুত্র রেও জী	১,০০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	পিতা	সি.ডি. ঔ. রে ১৭৮।
৪৮১	রান্দু জী	১,০০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	কামওয়ার, ২৭৭বি ; সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৬।
৪৮২	শম্ভজীর পুত্র শিব জী	১,০০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭৭।
৪৮৩	ইব্রাহিম খানের পুত্র ফিদৈ খান	১,০০০/৭০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	কামওয়ার, ২৭২বি ; মা. আ. ২৩৬-৩৭।
৪৮৪	হায়াৎ খান	১,০০০/৭০০	—	—	—	—	মুমালিক-ই মাহ্রুসাই আলমগীরী, ২০১এ ; কাফি খান, ২য়, ৩৩২, ৫০৫।

৪৮৫	পাহাড় সিংহ বুন্দেলার পুত্র ইন্দরমন	১,০০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	দফতর-ই দিওয়ানী নং ২৯৮৩ ; সি. ডি.ঔ. রে. ১১২ ; আল. ২০৯,৩০২, ৯৮৯।
৪৮৬	সুলতান সিংহ	১,০০০/৭০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	আজম-অল্ হারব, ১৯৭ ; আখ. জমাদা ১ম, ৪৪ রাজ্য বর্ষ।
৪৮৭	মহা সিংহ ভাদুরীয়ার পুত্র রাজা উদয় সিংহ	১,০০০/৬০০ (৩০০ X ২-৩ অ)	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মা. ও. ২য়, ২৩০ ; সি. ডি. ঔ. রে. ১১১।
৪৮৮	সৈয়দ আবদুল্লাহ্ খান বারহা ওরফে সৈয়দ মিঞা	১,০০০,৬০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	মা. ও. ২য়, ৪৮৯-৯১ ; আ. মা. তৈ. ১২৭বি।
৪৮৯	হিম্মৎ খান মীর ইসার পুত্র রুহউল্লাহ্, নেকনাম খান	১,০০০/৬০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আখ. ১৬ শাবণ, ৪৩ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ৪৯৫, ৯৪৯ ; কামওয়ার, ২৮৯এ।
৪৯০	আমীর খানের পুত্র মীর খান	১,০০০/৬০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ২৫ রজব, ৪৭ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ৪৯৩ ; মা. ও. ১ম, ২৮৬ ; আ. মা. তৈ. ১৩২এ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৯১	মহরম খানের পুত্র মহম্মদ জাফর	১,০০০/৬০০	ভারত	—	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ২১৯।
৪৯২	ভাদওয়ার এর জমিদার ; রাজা কল্যাণ সিংহ	১,০০০/৬০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	মা. আ. ৩৮২ ; কামওয়ার, ২৮৮এ।
৪৯৩	মহম্মদ জান, অতিশ খান	১,০০০/৬০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	জ. আ. ১৬১বি ; তা. ম. ১১ ; মা. ও. ১ম, ২৫৫-৫৮।
৪৯৪	আহ্মদ সৈদ খান	১,০০০/৬০০	—	—	—	—	আজম-অল্ হারুর, ১৯৭।
৪৯৫	শকুর খান বিজাপুরী	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	আখ. ৫ জিলহিজ, ৪৭ রাজ্য বর্ষ।
৪৯৬	বরখুরদার বেগ, মীর আবদুল সালাম খান	১,০০০/৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. ও. ২য়, ৭৪১-৪২।
৪৯৭	বহর জী	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. ২০ রমজান, ৪০ রাজ্য বর্ষ।
৪৯৮	রাদ আন্দাজ খান	১,০০০/৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	কামওয়ার ২৮৭বি।

৪৯৯	যশোবন্ত সিংহ বুন্দেলার পুত্র রাজা ভগবন্ত্ সিংহ	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	দিলখুশা, ৯৬এ ; মা. ও. ২য়, ২৯৪।
৫০০	মাহ্‌দ খানের পুত্র মুস্তাফা	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	সি. ডি. ঐ. রে. ২২৫।
৫০১	মীর্জা বেগ খান	১,০০০/৫০০	—	—	—	—	সি. ডি. ঐ. রে. ২১১।
৫০২	আঘা খিরাদ	১,০০০/৫০০	—	—	—	—	সি. ডি. ঐ রে. ২০৮।
৫০৩	বীর ভান	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি. ডি. ঐ. রে. ২০৫।
৫০৪	মুসার পুত্র বেরাজিদ্	১,০০০/৫০০	ভারত	—	—	পিতা	সি. ডি. ঐ রে. ২০৫।
৫০৫	মীরুণের পুত্র বখে	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	সি. ডি. ঐ. রে. ২০৩।
৫০৬	দিলীর খান বিজাপুরীর পুত্র আবুল ফতেহ্	১,০০০/৪০০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	আখ. ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
৫০৭	সৈয়দ মহম্মদ	১,০০০/৪০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	আখ. রবি ১ম, ৪৫ রাজ্য বর্ষ ; জমাদা ২য়, ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
৫০৮	দিয়ানা খান	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	—	আখ. ১৬ জিকাদা, ৪০ রাজ্য বর্ষ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫০৯	রাজা ভীম এর পুত্র রাজা সুরজ মল	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ. ১৫ মহরম, ৩৮ রাজ্য বর্ষ।
৫১০	কাজী আক্রাম আক্রাম খান	১,০০০/৫০০	ভারত	—	—	—	মা. আ. ৫০৬ ; প্রোসি. ইণ্ডি. হিস্ট. কং., ১৯৫০, ২১৯-২১।
৫১১	মীর বাহাদুর দিল; জান সিপার খান	১,০০০/৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	তা. ম. ১৩ ; মা, ও. ১ম, ৫৩৫-৩৭।
৫১২	আবদুল ওয়াহিদ, মীর খান	১,০০০/৫০০	—	—		—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭২ ; মা. আ. ১৯২।
৫১৩	সিদি ইব্রাহিম	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	জমিদার	—	কামওয়ার, ২৭৭বি ; আল. ৬২৬।
৫১৪	বাহাদুর সিংহ	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	কামওয়ার, ২৮৯এ ; মা. আ. ৪০৫ ; আ. মা. তৈ. ১৩২এ।
৫১৫	খান-ই জাহান কোকালতাশের পুত্র মহম্মদ সরি, নুসরৎ খান	১,০০০/৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আখ. ১৬ জমাদা ১ম, ৪৫ রাজ্য বর্ষ ; মা. আ. ২৪৯, ২৪৬ ; কামওয়ার, ২৭৩এ।

৫১৩	দরাব খান	১,০০০/৫০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. ও. ২য়, ৩৯-৪২ ; কামওয়ার, ২৬৫বি ; তা. ম. ১০৯০ এ. এইচ. ।
৫১৭	খান্দু রাও এর পুত্র নেতাজী	১,০০০/৪৫০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ২১০ ।
৫১৮	হাসান রোহেলার পুত্র ফতেহ্	১,০০০/৪৫০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	সি ডি. ঔ. রে. ২০৮ ।
৫১৯	রাজা মনোহর দাস	১,০০০/৪০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মামুরী, ১৮৮বি ; আল. ১৪০ ।
৫২০	শেখ মুস্তাফা	১,০০০/২০০	—	—	—	—	আখ. ১৫ রবি ১ম, ৪৪ রাজ্য। বর্ষ।
৫২১	বায়া জী	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	সি.ডি. ঔ. রে. ১৮৭ ; আখ. জমাদা ১ম, ৪৪ রাজ্য বর্ষ।
৫২২	খান-ই জাহান কোকালতাশের পুত্র আবুল ফতেহ্	১,০০০/৪০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৪০৬ ; আ. মা. তৈ. ১৩১বি।
৫২৩	আমীর খানের পুত্র মীর ইব্রাহিম মরহমৎ খান	১,০০০/৪০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. আ. ৪৮১ ; মা. ও. ৩য়, ৭১৩।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫২৪	ইয়াকতাজ খান	১,০০০/৪০০	তুরাণ	তুরাণী	—	—	মা. ও. ১ম, ৫০৩; তা. ম. ১০৯১ এ. এইচ; কামওয়ার, ২৬৭এ, ২৮৮এ।
৫২৫	মহম্মদ রাজা	১,০০০/৪০০	ভারত	—	—	পিতা	মা. আ. ৫১৬; আ. মা. তৈ. ১৩২এ; মা. ও. ২য়, ৮২৫।
৫২৬	খাজা তালিব, এর পুত্র মরহমৎ খান নওয়াজ খান	১,০০০/৪০০	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	কামওয়ার ২৯৯এ।
৫২৭	দিল সিংহ	১,০০০/৪০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	আখ. রবি ১ম, ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
৫২৮	চেৎ সিংহ	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	আখ. শাবন, ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
৫২৯	ছত্র সিংহের পুত্র ছাথের রাজা উদয় সিংহ	১,০০০/৬০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	দস্তর-অল্ অমল-ই শাহ্ জাহানী, অ্যাড্ ৬৫৮৮, ২২এ; এম. আকবর, দ্য পাঞ্জাব আণ্ডার দ্য মুঘলস্ পৃ. ২২৬।

৫৩০	সৈয়দ করমউল্লাহ্ বাবুহা	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	দিলখুশা, ৭৭বি ; কামওয়ার, ৩০৬এ ; আখ. ১৭ জিল-হিজ, ২০ রাজ্য বর্ষ।
৫৩১	চান্দুজী	১,০০০/১,০০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. শাবণ. ৪৫ রাজ্য বর্ষ ।
৫৩২	রাও জগৎ	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	আখ. শাবণ, ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
৫৩৩	বীরমূজী	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা		আখ. শাবণ, ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
৫৩৪	যাদো রায় এর পুত্র রাও মান সিংহ	১,০০০/৯০০ (৩০০×২-৩ অ)	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	পিতা	মা. ও ১ম, ৫২২ ; আখ. জমাদা ১ম, ৪৪ রাজ্য বর্ষ।
৫৩৫	ভাও সিংহ	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	—	আখ. রাবি ১ম, ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
৫৩৬	আবদুল শকুর হায়দ্রাবাদী	১,০০০/৫০০	ভারত	ভারতীয়	দক্ষিণী	—	আখ. ৪৫ রাজ্য বর্ষ।
৫৩৭	মুরতাজা কুলি খান	১,০০০/৩০০	—	—	—	—	আখ. ১০ জমাদা ১ম, ৩৬ রাজ্য বর্ষ ; কামওয়ার ২৬৯বি।
৫৩৮	সৈফউদ্দিন মাহ্মুদের পুত্র সৈফ খান	১,০০০/৩০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	মা. ও. ২য়, ৪৮৪-৮৫।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৩৯	সৈয়দ শরফ খান	১,০০০/৩০০	—	—	—	—	জ. আ. ১৬৩বি; তা. ও. "এস. ভি."
৫৪০	লঙ্ক নায়ক	১,০০০/৩০০	ভারত	ভারতীয়	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ২০৫।
৫৪১	শরীফ	১,০০০/৩০০	—	—	—	—	জ. আ. ১৬৪এ; কামওয়ার, ২৬৮ বি।
৫৪২	কুতবুদ্দিন খান, তুরাণের রাষ্ট্রদূত	১,০০০/২০০	তুরাণ	তুরাণী	—	—	মা. আ. ৪৪০; আ. মা. তৈ. ১৩২এ; ফরহাৎ-উল্ নাজি-রিন্, ১৭৮এ।
৫৪৩	হকিকৎ খান	১,০০০/২০০	—	—	—	—	সি. ডি. ঔ. রে. ১৭২।
৫৪৪	মহম্মদ জমান খান লোহানী	১,০০০/২০০	ভারত	ভারতীয়	আফগান	পিতা	সি. ডি. ঔ. রে. ২১৮।
৫৪৫	হাকিম্ আলিমউদ্দিনের পুত্র আনোয়ার খান	১,০০০/১৫০	ভারত	ভারতীয়	—	পিতা	জ. আ. ১৬২বি, সি. ডি. ঔ. রে. ১৭০।
৫৪৬	শাহ্ মহসীন, হাসান বক্স খান	১,০০০/১০০	—	—	—	—	মুমালিক-ই মাহরুসা-ই আলমগীরি, ১৭৯এ; জ. আ. ১০৭এ।

৫৪৭	এনায়েৎ খান খাওয়াফী	১,০০০/১০০	ইরাণ	ইরাণী	—	—	মা. ও. ২য়, ৮১৩-৮১৮।
৫৪৮	মহম্মদ কুলি খান	১,০০০/১০০	তুরাণ	তুরাণী	—	—	মা. আ. ৪৭২ ; আ. মা. তৈ, ১৩২এ।
৫৪৯	রুস্তম, মুতামদ খান	১,০০০/১০০	ভারত	তুরাণী	—	পিতা	তা. ম. ১৮।
৫৫০	আবুল ফতেহ্ কাবিল খানের ভ্রাতা কাবিল খান মীর মুন্শী	১,০০০/৭০	ভারত	ভারতীয়	—	ভ্রাতা	মা. আ. ১৯০-৯১ ; কামওয়ার, ২৬৮এ।
৫৫১	খাজা ইয়াকুৎ খান, মহরম খান	১,০০০/	ভারত	ভারতীয়	—	—	তা. ম. ২৪।
৫৫২	বাহ্‌রাম খান	১০০০/	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	আ. মা. তৈ. ১৩:বি।
৫৫৩	খাজা মুসা সরবুলন্দ খান	১,০০০/	—	—	—	—	কামওয়ার, ৩০২এ ; মিরাৎ-ই আফতাব নুমা, ৫৮৩।
৫৫৪	পুরুষোত্তম সিংহ	১,০০০/	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	—	আ. মা. তৈ. ১৩২এ।
৫৫৫	বুরহানউদ্দিন, ফাজিল খানের পুত্র আবদুর রহিম	১,০০০/	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	তা. ম. ২০।
৫৫৬	মীর মীরণের পুত্র জালালউদ্দিন খান	১,০০০/	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	তা. ম. ১৭।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৫৭	ভেঙ্কট	১,০০০/	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	—	সরকার, হিস্টরি অভ্ ঔরঙ্গ-জেব, ৫ম, ২০৮।
৫৫৮	রাও করণের পুত্র পদ্ম সিংহ	১,০০০/	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত	পিতা	দিলকুশা, ৭৯বি।
৫৫৯	রুহউল্লাহ্ খানের পুত্র নিয়ামৎউল্লাহ্ খান	১,০০০/-	ভারত	ইরাণী	—	:পিতা	মিরাৎ-ই আফতাব নামা, ৫৯৩।
৫৬০	হায়বৎউল্লাহ্ আরব	১,০০০/-	—	—	—	—	মা. আ. ৩৯৭।
৫৬১	বশারৎ খান	১,০০০/-	—	—	—	—	আ. মা. তৈ. ১৩১এ।
৫৬২	হাশিম	১,০০০/-	—	—	—	দক্ষিণী	মামুরী, ১৬৮এ, সি. ডি. ঔ. রে. ২৩৯।
৫৬৩	নন্দ লাল	আমীর (১,০০০)[১]	ভারত	ভারতীয়	—	—	ফরহাৎ-অল্-নাজিরিন্ ২০৭ এ।
৫৬৪	দাতাজীর পুত্র জগদেও রায়	উচ্চপদ	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা জমিদার	পিতা	মা. ও. ১ম, ৫২২; দিলকুশা, ৭০বি; ঈসর দাস, ১৩৮; সরকার, হিস্টরি অভ্ ঔরঙ্গ-জেব, ৫ম, ২১২।

১ উল্লিখিত গ্রন্থে ছত্র সাল রাঠোর আমীর হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সি. ডি. ঔ. রে.-তে তাঁহার পদ ১,০০০/৫০০ হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এজন্যে আমি নন্দলালের নাম ও হাজারী শ্রেণীভুক্ত করিয়াছি।

৫৬৫	মহম্মদ আসলাম খান	উচ্চপদ	ভারত	ইরাণী	—	পিতা	মা. ও. ৩য়, ৬৬৬-৬৬৭।
৫৬৬	আইজাদ বক্স রসা (আকবরাবাদের কেল্লাদার)	উচ্চপদ	ভারত	ইরাণী	—	পিতামহ	দিলকুশা, ১২৭এ।
৫৬৭	দেবজী	উচ্চপদ	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	ভ্রাতা	ওয়াকি পেপারস্ জয়পুর, ১৭ জিকাদা, ৪৭ রাজ্য বর্ষ, (ডঃ সতীশ চন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত উল্লেখ)
৫৬৮	কিশোর দাস, শোলাপুরের কেল্লাদার	উচ্চপদ[১]	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মা. আ. ২২৮।
৫৬৯	অজিত সিংহ রাঠোর (অল্প দিনের জন্য)	উচ্চপদ[২]	ভারত	ভারতীয়	রাজপুত জমিদার	পিতা	মিরাৎ-ই আহ্মদী, ১ম। ৩৪১; মা. ও. ৩য়, ৭৫৫-৬০,
৫৭০	শম্ভুজীর পুত্র মদন সিংহ	উচ্চপদ	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	ঈসর দাস, ১৫৪বি—১৫৫এ: মা. আ. ৪৭৩।

১ শোলাপুর সামরিক দিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ হওয়ায় উচ্চপদস্থ অমাত্যগণ তথায় নিয়োজিত হইতেন (আ. ১৪ জিলহিজ, ২৫ রাজ্য বর্ষ)।

২ অজিত সিংহের প্রকৃত মনসব কোথাও প্রদত্ত হয় নাই। শুধুমাত্র উল্লিখিত আছে যে, তিনি মনসব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জালোর ও সান্‌চোর পরগণার ফৌজদার ও জাগীরদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতি দুর্গা দাস ৩,০০০/২,৫০০ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১৫৮ নং দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তাঁহার নিজস্ব পদ উচ্চতর হওয়াই স্বাভাবিক।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৭১	নেুজী, শম্ভুজীর সৈন্যাধ্যক্ষ	উচ্চপদ	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	ঈশ্বর দাস, ১৫৫ এ।
৫৭২	রামাজী, শম্ভুজীর সৈন্যাধ্যক্ষ	উচ্চপদ[১]	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	ঈশ্বর দাস, ১৫৫ এ।
৫৭৩	জাদুজী, শম্ভুজীর সৈন্যাধ্যক্ষ	উচ্চপদ	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	ঈশ্বর দাস, ১৫৫ এ।
৫৭৪	সুলতান হুসেন, আপান ান, মীর মলঙ্গ	উচ্চপদ	ভারত	ইরাণী	—	—	মা. আ. ১ম, ৩০১-৩।
৫৭৫	মলহর রাও	উচ্চপদ	ভারত	ভারতীয়	মারাঠা	—	রকইম-ই করিম, ২৯ এ।

১ ঈশ্বর দাসের মতে, শম্ভুজী ও তাঁহার পুত্র মদন সিংহের তিনজন সৈন্যাধ্যক্ষকে মনসব-ই আলিয়া পদ দেওয়া হইয়াছিল। সাধারণতঃ ১,০০০ ও তদূর্ধ্ব পদ মর্যাদার মনসবদারগণ মনসব-ই-আলিয়া: পদ প্রাপ্ত বলিয়া অভিহিত হইতেন।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

টীকা : ব্রি. মিউ.—ব্রিটিশ মিউজিয়াম ;ইণ্ডি. অফ.—দি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ; বোড্ল্—দি বোড্লিয়ান্ লাইব্রেরী, অক্সফোর্ড।

ক ইতিহাস

ইউয়ান-চাউ-পি-শি—দি সীক্রেট হিস্টরি অভ্ দি মোঙ্গল ডাইন্যাসটি, অনুবাদ (ভূমিকা ও টীকা সম্বলিত) য়ুয়ি কুয়ি সান্, আলিগড়, ১৯৫৭।

বাবর—বাবর নামা, ইংরাজী অনুবাদ (মূল তুর্কী গ্রন্থ হইতে), এ. এস. বেভারিজ, লণ্ডন, ১৯২২।

বেয়াজিদ বিয়াৎ—তাজকারা-ই-হুমায়ুন ওয়া আকবর, সম্পাদক এম. হেদায়েৎ হোসেন, বিব্. ইণ্ডি. ১৯৪১।

আবুল ফজল্—আকবর নামা, বিব্. ইণ্ডি. কলিকাতা, ১৮৭৩-৮৭।

আবদুল কাদির বদায়ুনী—মুন্‌তাখাব-উৎ তোয়ারিখ, সম্পাদক আহ্‌মদ আলি ও লিস্, বিব্ ইণ্ডি. কলিকাতা, ১৮৬৫-৬৮।

আসাদ বেগ ক্বাজভিনী—আত্মকথা, পাণ্ডুলিপি, ব্রি. মিউ. ওর. ১৯৯৬।

আবদুল বকি নহবন্দী—মাআসীর-ই-রহিমী, সম্পাদক হেদায়েৎ হোসেন, বিব্. ইণ্ডি. ১৯১০-৩১।

জাহাঙ্গীর—তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, সম্পাদক সৈয়দ 'আহ্‌মদ খান, ঘাজীপুর ও আলিগড়, ১৮৬৩-৬৪।

মুতামদ খান—ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী, লিথোগ্রাফ্ট্, নওলকিশোর, ১৮৭০।

মহম্মদ শরীফ নজফি—মজলিস-উস্-সালাতিন্, পাণ্ডু. ব্রি. মিউ. ওর. ১৯০৩।

আবদুল হামিদ লাহোরী—বাদশানামা, সম্পাদক :মৌলবী কবির উদ্দিন ও মৌলবী আবদুর রহিম, বিব্. ইণ্ডি. কলিকাতা, ১৮৬৭-৬৮।

আমিন কাজভিনী—বাদশানামা, পাণ্ডু. ব্রি. মিউ. ওর. ১৭৩; অ্যাড্. ২০, ৭৩৪। আমি :আলিগড় ইতিহাস বিভাগ হইতে রাজা লাইব্রেরীর (রামপুর) একটি পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছি।

মহম্মদ সালেহ্ কম্বু—অমল-ই সালেহ্, সম্পা. জি. ইয়াজদানী, বিব্ ইণ্ডি. কলিকাতা, ১৯২৩-৪৬।

মহম্মদ ওয়ারিস—বাদশানামা (আবদুল হামিদ লাহোরীর বাদশা নামার বিস্তৃতি)। ব্রি. মিউ. অ্যাড্. ৬৫৫৬, ওর, ১৬৭৫। প্রতিলিপি আলিগড় ইতিহাস বিভাগ (মনসবদারগণের তালিকা না থাকায় ইহার শেষ অংশ ত্রুটিপূর্ণ)।

সিধরী লাল—তোফা-ই শাহ্জাহানী, পাণ্ডু. ইণ্ডি. অফ ৩৩৭।

মহম্মদ সাদিক খান—শাহ্জাহান নামা, পাণ্ডু. ব্রি মিউ ওর. ১৭৪; ওর. ১৬৭১। গ্রন্থকার তাঁহার পরিচয় গোপন করিয়া ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি জীবনীমূলক যেসকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলি সম্ভবতঃ ভ্রমাত্মক। যাহা হউক, তিনি ছিলেন সমসাময়িক —বস্তুতঃ শাহ্জাহানের পদস্থ কর্মচারী—এবং পুস্তকখানি ঐতিহাসিক দিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী ইতিহাসে অনুল্লিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইহা হইতে জানা যায়।

শিহাব উদ্দিন তালিশ—ফতিয়া-ই-ইব্রিয়া, পাণ্ডু বোড্ল. ওর. ৫৮৯, এই গ্রন্থের প্রথমাংশ 'তারিখ-ই-মুলুক-ই-আসাম'-এই শিরোনামে মুদ্রিত হইয়াছে, কলিকাতা, ১৮৪৮।

মহম্মদ কাজিম—আলমগীর নামা, বিব্. ইণ্ডি. কলিকাতা, ১৮৬৫-৭৩।

হাতিম খান—আলমগীর নামা, পাণ্ডু. ব্রি. মিউ. অ্যাড্. ২৬, ২৩৩। মহম্মদ কাজিমের আলমগীর নামার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, কিন্তু কাজিম কর্তৃক অনুল্লিখিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে।

আকিল খান রাজী—ওয়াকিয়াৎ-ই-আলমগীরী, সম্পা. জাফর হাসান, আলিগড়, ১৯৪৬। গ্রন্থটির লেখক পরিচিতির বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে; এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির কিছু অংশে বিশেষ চিত্তাকর্ষক তথ্য থাকিলেও ইহার গোড়ার দিকের ঘটনাগুলি বিশ্বাস করা কঠিন; ইহাতে মনে হয় লেখক প্রচলিত ধর্মের বিরোধী মতানুসারেই লিখিয়াছেন।

শেখ মহম্মদ বরা—মিরাৎ-অল্ আলম, পাণ্ডু আবদুস সালাম, ৮৪/৩১৪ আজাদ লাইব্রেরী, আলিগড়, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড়।

শেখ মহম্মদ বরা—মিরাৎ-ই জাহান নামা (পূর্ববর্তীর বিবরণ), পাণ্ডু. ব্রি. মিউ. ১৯৯৮।

আবুল ফজল মামুরী—তারিখ-ই-ঔরঙ্গজেব, পাণ্ডু. ব্রি. মিউ. ওর. ১৬৭১; সাদিক খানের শাহ্জাহান নামার বিস্তৃতি; সাদিক খানের ন্যায় আবুল ফজল মামুরী কর্তৃক উল্লিখিত আত্মজীবনীমূলক ঘটনাগুলিও, অন্তত পক্ষে অংশতঃ, কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য প্রমাণ হইতে এরূপ কোন কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

আলা ইয়ার বখী—ইউসুফ নামা-ই আলমগীরী, পাণ্ডু. কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। ব্রাউন ক্যাটা. ১০০, পারস্, ৪৭৭। গদ্য ও পদ্যে ঔরঙ্গজেবের প্রশস্তি।

সাৎ-ই মুহ্জাৎ-ই আলমগীর বাদশাহ্, পাণ্ডু. ব্রোচেট্ ১ম, ১০৩; সাপ্. পারস ৪৭৭।

ঈসর দাস নগর—ফুতুহাৎ-ই আলমগীরী, পাণ্ডু. ব্রি. মিউ. অ্যাড্. ২৩, ৮৮৪।

সুজন রায় ভাণ্ডারী—খুলাসাৎ উত্ তোয়ারিখ, সম্পা. জাফর হাসান, দিল্লী, ১৯১৮।

ভীমসেন—নুস্খা দিলকুশা, পাণ্ডু. ব্রি. মিউ. ওর. ২৩।

সাকি মুস্তাইদ খান—মা আসীর-ই আলমগীরী, বিব্. ইণ্ডি. কলিকাতা, ১৮৭১।

নিমৎ খান-ই আলি—ওয়াকিয়াৎ-ই নিমৎ খান-ই আলি, লিথোগ্রাফ্ট্, নওলকিশোর, লক্ষ্ণৌ, ১৯২৮।

অ্যান্যাল্‌জ্ অভ্ দিল্লী পাদশাহাৎ, অসমীয়া ইতিহাস, অনুবাদ, এস. কে. ভূইঞা, গৌহাটি, ১৯৪৭।

আলকব নামা—ব্রি. মিউ. ওর. ১৯১৩; ঔরঙ্গজেবের অমাত্য ও রাজকুমারগণের উপাধি সম্বলিত।

রায় চতুরমন সাকসেনা—চাহার গুলসান, আবদুস সালাম ২৯২ / ৬২ আজাদ গ্রন্থাগার, আলিগড়। আচার্য যদুনাথ সরকার কর্তৃক অংশ বিশেষ অনূদিত ও ভাষ্যকৃত, ইণ্ডিয়া অভ্ ঔরঙ্গজেব, ১৯০১।

কাম রাজ—আজম-অল্ হারব, পাণ্ডু. ব্রি. মিউ. ওর. ১৮৯৯।

মহম্মদ হাশিম খাফি খান—মন্তখাব-অল্ লুবাব, সম্পা. কে. ডি. আহ্মদ এবং হেগ্, বিব. ইণ্ডি. কলিকাতা, ১৮৬০-৭৪। খাফি খান, সাদিক খান

ও আবুল ফজল্ মামুরীকে যথেষ্ট পরিমাণে অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল সম্পর্কে তিনি কিছু নূতন তথ্য দিয়াছেন।

আলি মহম্মদ খান—মিরাৎ-ই আহ্মদী, সম্পা. সৈয়দ নবাব আলি, বরোদা, ১৯২৭-২৮।

কামওয়ার খান—তাজকারাৎ-উত সালাতিন্-ই চাঘ্তা, পাণ্ডু. লিটন, ৪০/২ মৌলানা আজাদ গ্রন্থাগার, আলিগড়।

মীর্জা মহম্মদ বিন্ রুস্তম ওরফে মনতামদ্ খান বিন্ কাবদ ওরফে দিয়ানৎ খান—তারিখ-ই মহম্মদী, ২টি খণ্ড, পাণ্ডু. ইণ্ডি. অফ. ৩৮৯০। আমি ২য় খণ্ডের ষষ্ঠ ভাগের মুদ্রণ প্রতিলিপি ব্যবহার করিয়াছি, সম্পা. ইমতিয়াজ আলি আরশী, ১৯৬০, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, আলিগড়।

ঘুলাম হোসেন—রিয়াজ-উস্ সালাতিন্, বিব. ইণ্ডি. ১৮৯০।

খ শাসন সংক্রান্ত বিবরণ, অর্থ সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রভৃতি

আবুল ফজল্—আইন-ই-আকবরী, নওলকিশোর সংস্করণ, ১৮৮২। প্রথম খণ্ডের অনুবাদ ব্লকম্যান এবং ২য় ও ৩য় খণ্ডের অনুবাদ জ্যারেট্, ফিলোট কর্তৃক পর্যালোচিত, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯২৭ ও ১৯৩৯; এবং সরকার, ২য় ও ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৯।

ইউসুফ মীরক—মজহর-ই শাহ্জাহানী, ১৬৩৪ খ্রীঃ, অব্দ, ২য় খণ্ড, সম্পা. পীর হিসাম উদ্দিন রসিদি, করাচী, ১৯৬১। ২য় খণ্ডে মুঘল আমলের ১৬৩৪ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত সিন্ধু প্রদেশের শাসন সংক্রান্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে।

দস্তুর্-অল্ অমল-ই শাহ্জাহানী ওয়া শুকজৎ-ই আলমগীরী—পাণ্ডু ব্রি. মিউ. অ্যাড্ ৬, ৫৮৮।

দস্তুর্-অল্ অমল-ই আলমগীরী—পাণ্ডু. ব্রি. মিউ. অ্যাড. ৬৫৯৯।

দস্তুর-অল্ অমল-ই ইল্ম্-ই নভীসিন্দগী—পাণ্ডু. ব্রি. মিউ. অ্যাড. ৬,৫৯৯, ফো. ১৩৪-১৮৫।

জওয়াবিৎ-ই আলমগীরী—পাণ্ডু. ব্রি. মিউ. ওর. ১৬৪১।

খুলাসাৎ-উস্-সিয়াক্—পাণ্ডু. আচার্য সুলেমান সংগ্রহ ৪১০/১৪৩, মৌলানা আজাদ গ্রন্থাগার, আলিগড়।

হেদায়েৎ উল্লাহ্ বিহারী—হেদায়েৎ-অল্ কাবিদ, পাণ্ডু. আবদুস সালাম সংগ্রহ ৩৭৯/১৪৯, মৌলানা আজাদ গ্রন্থাগার, আলিগড়।

জগৎ রায় সুজয় কায়েত্ সাক্সেনা,—ফরহাঙ্গ-ই বারদানী, পাণ্ডু. আবদুস সালাম সংগ্রহ, ৩১৫/৮৫, মৌলানা আজাদ গ্রন্থাগার আলিগড়।

দস্তুর-অল্ অমল—পাণ্ডু. বোড্ল্. ফ্রেসার, ৮৬।

মুনশী নন্দ রাম কায়স্থ শ্রীবাস্তব—সিয়াক্ নামা, ১৬৯৪-৯৬, লিথোগ্রাফ্ট্, নওল-কিশোর, লক্ষ্ণৌ, ১৮৭৯।

দস্তুর্-অল অমল-ই শাহজাহানী—উত্তর ঔরঙ্গজেব, পাণ্ডু. আচার্য সুলেমান সংগ্রহ, ৬৭৫/৫৩, মৌলানা আজাদ গ্রন্থাগার, আলিগড়।

হাজী খয়ের উল্লাহ্—দস্তুর্-ই জাহান কুশা,—পাণ্ডু. আবদুস সালাম সংগ্রহ, ৩২৮/৯৮, আজাদ গ্রন্থাগার, আলিগড়।

জওহর মল বিকাশ—দস্তুর্ অল্ আমল, পাণ্ডু সুভন উল্লাহ্ সংগ্রহ, ৯৫৪/৪, মৌলানা আজাদ গ্রন্থাগার, আলিগড়।

গ দলিল ও বিভিন্ন প্রমাণপত্রাদি

সেন্ট্র্যাল্ রেকর্ড অফিস (ইউ. পি.)—এলাহাবাদে সংরক্ষিত দলিল পত্রাদি ; এই সংগ্রহে ফরমান, বিক্রয়, দান, বিচার ও মঞ্জুরী সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্র রহিয়াছে ; কয়েকটি প্রমাণ ষোড়শ শতাব্দীর কিন্তু অধিকাংশই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর।

জয়পুর দলিল পত্রাদি (সীতামৌ প্রতিলিপি)—'আখবরাৎ-ই দরবার-ই মোআল্লা' নামে অভিহিত। অম্বর রাজের প্রতিনিধি কর্তৃক প্রেরিত দরবারের সংবাদ ও চিঠি পত্রাদি। দরবারে প্রকাশ্যে সম্পাদিত বিষয়গুলি, যথা, মনসবদারগণের নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদচ্যুতি, কর্মচারী প্রেরণ, প্রদেশগুলি হইতে প্রাপ্ত সংবাদ, অভিযান, শাসন সংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট বিষয়েসম্রাটের আদেশ প্রভৃতি উল্লিখিত আছে।

জয়পুরে (বর্তমানে বিকানীরে) সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ। নির্দিষ্ট দলিল পত্রগুলির প্রতিলিপি, ইতিহাস বিভাগ, আলিগড়।

সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ শাহ্জাহান্স্ রেইন, দফতর-ই দিওয়ানী, হায়দ্রাবাদ, ১৯৫০।

সিলেক্টেড ওয়াকি অভ্ দ্য ডেক্যান্ (১৬৬০-৭১), সম্পা. ইউসুফ হুসেন খান, হায়দ্রাবাদ ১৯৫৩।

সিলেক্টেড ডকিউমেন্টস্ অভ্ ঔরঙ্গজেব্স্ রেইন, সম্পা. ইউসুফ হুসেন খান, হায়দ্রাবাদ, ১৯৫৯।

ওয়াকা-ই আজমীর, ১৬৭৮-৮০ খ্রীঃ অব্দ, আসফিয়া গ্রন্থাগার, হায়দ্রাবাদ, ফান্-ই তারিখ, ২২৪২; প্রতিলিপি নং ১৫ ও ১৬, ইতিহাস বিভাগ, আলিগড়। গ্রন্থগুলিতে একজন সংবাদ লেখকের বিবরণ রহিয়াছে। ইনি প্রথমে রণথম্ভোর পরে আজমীর এবং সর্বশেষে রাজপুত যুদ্ধে পাদশাহ কুলিখানের সৈন্যবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করেন। বিবরণীতে মুঘল শাসন ব্যবস্থা ও ১৬৭৯-৮০ খ্রীঃ অব্দের রাঠোর বিদ্রোহ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য রহিয়াছে।

আখম-ই আলমগীরী—সম্পা. আচার্য যদুনাথ সরকার। ইহা অ্যানিক্ ডোটস্ অভ্ ঔরঙ্গজেব'-এর মূল পারসিক গ্রন্থ, যদুনাথ কর্তৃক অনুদিত।

ঔরঙ্গজেব ও ফারুকসিয়ারের ফরমানগুলির সংগ্রহ, পাণ্ডু. ফ্রেসার, ২২৮।

ইম্পীরিয়্যাল্ ফরমানস্ (১৫৭৭-১৮০৫ খ্রীঃ অব্দ) গ্রান্টেড টু দি অ্যান্সেস্টরস্ অভ্ দ্য তিকয়ৎ মহারাজ, ইংরাজী, হিন্দী এবং গুজরাটি ভাষায় কে. এম. ঝাভেরী কর্তৃক অনুদিত, বোম্বে, ১৯২৮।

সাম্ ফরমানস্ সনদস্ অ্যাণ্ড পরওয়ানাজ্ (১৫৭৮-১৮০২), বিহারে সংরক্ষিত, কে. কে, দত্ত কর্তৃক তারিখ প্রদত্ত, পাটনা, ১৯৬২।

ঘ চিঠি পত্রাদির সংগ্রহ

খান জাহান সৈয়দ মুজঃফর খান বার্হা—আরজদস্ত্-হা-ই মুজঃফর, প্রাক্ ১৬৫৬। পাণ্ডু. অ্যাড্ ১৬, ৮৫৯। এই সংগ্রহে আজিজ কোকা কর্তৃক জাহাঙ্গীরকে লিখিত একখানি পত্র আছে।

বাল কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ—লেটারস্ অভ্ শেখ জালাল হিসারী অ্যাণ্ড বাল কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ, শাহজাহানের রাজত্বের শেষ ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে লিখিত, পাণ্ডু. ব্রি. মিউ. অ্যাড. ১৬, ৮৫৯।

ইন্সা-ই জুবদৎ-উল্ আয়াইজ, পাণ্ডু. অধ্যাপক এস. নুরুল হাসানের অধিকারে।

আলিগড়। ১৬৫২ খ্রীঃ অব্দে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক শাহ্ জাহানকে লিখিত কান্দাহার অভিযান সংক্রান্ত পত্রাদি।

ঔরঙ্গজেব—আদাব-ই আলমগীরী, পাণ্ডু আবদুস সালাম সংগ্রহ, ৩২৬/৯৬,আজাদ গ্রন্থাগার, আলিগড়। ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন লাভের পূর্বে তাঁহার পক্ষ হইতে কাবিল খান কর্তৃক লিখিত পত্রাদির সংগ্রহ। পত্রগুলি শাহ্ জাহান, যুবরাজ মহম্মদ সুলতান, মোয়াজ্জম খান মীর জুমলা, নজবৎ খান, খান-ই দুরান্ নাসিরী খান এবং অন্যান্যদের লিখিত, ১৬৮০ খ্রীঃ অব্দে রাঠোর বিদ্রোহের সময় যুবরাজ আকবরের পক্ষ হইতে মহম্মদ সাদিক কর্তৃক লিখিত পত্রাদিও রহিয়াছে।

রুক্কাৎ-ই আলমগীর—সম্পা. সৈয়দ নাজির আশরফ নদ্ভী, আজমগড়, ১৯৩০। ইহাতে ঔরঙ্গজেবের সহিত শাহ্ জাহান, জাহান আরা বেগম, দারা শুকো, শাহ্ শুজা, মুরাদ বক্স এবং অন্যান্য রাজপুত্র ও অমাত্যদের পত্রগুলিও রহিয়াছে; সম্পাদক কর্তৃক আদাব-ই আলমগীরী হইতে বহুলাংশে গৃহীত।

মুনশী ভাগ চাঁদ—জামি অল্ ইন্সা, পাণ্ডু. এম্. ওর. ১৭০২। জয় সিংহের পত্রাদি এবং মুঘল ও পারস্যের দরবারের মধ্যে বিনিময় কৃত পত্রাদি।

আইজাদ বক্স 'রসা'—রিয়াজ-অল্ ওয়াদাদ, ১৬৭৩-১৬৯৫ খ্রীঃ অব্দে পাণ্ডু. ব্রি মিউ. ওর ১৭২৫। স্বয়ং লেখকের পত্রাদি।

ভূপৎ রায়—ইন্সা-ই রোশন কলম, পাণ্ডু. আবদুস সালাম সংগ্রহ, ৩৩৯/১০৯, মৌলানা আজাদ গ্রন্থাগার, আলিগড়। বৈসওয়ারার ফৌজদার রাদ আন্দাজ খানের পক্ষ হইতে লিখিত পত্রসমূহ।

শিবাজী—খতুত্-ই শিবাজী, রয়্যাল্ এশিয়াটিক সোসাইটি, লণ্ডন, পাণ্ডু.১৭৩।

ঔরঙ্গজেব—রকিম-ই করিম, পাণ্ডু. আচার্য সুলেমান সংগ্রহ, ৪১২/১৪৫, মৌলানা আজাদ গ্রন্থাগার, আলিগড়।

ঔরঙ্গজেব—কলিমাৎ-ই তৈয়াবাৎ, এনায়েৎ উল্লাহ খান কর্তৃক সংগৃহীত পত্রাদি, পাণ্ডু. আবদুস সালাম ৩২২/৯২, মৌলানা আজাদ গ্রন্থাগার, আলিগড়।

ঔরঙ্গজেব—দস্তুর-অল্ অমল-ই আগাহী, ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে রাজা বহর মল কর্তৃক

সংগৃহীত পত্রসমূহ, পাণ্ডু. আবদুস সালাম, ৩২৩/৯৩, মৌলানা আজাদ গ্রন্থাগার আলিগড়।

লেখরাজ মুনশী—মাতিন্-অল্ ইন্সা বা মুফিদ-অল্ ইন্সা, কুচবিহারের ফৌজদার আলি কুলি খানের পক্ষ হইতে লিখিত পত্রাদি, এবং ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে চম্পৎ রায় কর্তৃক সংগৃহীত, পাণ্ডু. বোড্ল. ৬৭৯।

দুর-অল্ উলুম—মুনশী গোপাল রায় সুরদজ-এর অধীনস্থ চিঠি ও প্রমাণাদির সংগ্রহ, ১৬৮৮-৮৯ খ্রীঃ অব্দে সাহেব রায় সুরদজ কর্তৃক সংগৃহীত ও বিন্যস্ত। বোড্ল. পাণ্ডু. ওয়াকার, ১০৪।

মালিক জাদা—নিগর নামা-ই মুনশী, লিথোগ্রাফ্ট্, নওলকিশোর, ১৮৮২। চিঠিপত্র ও শাসন সংক্রান্ত দলিলের গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ।

চিঠি পত্রের সংগ্রহ—লিণ্ডসিয়ানা নাম-তালিকায় বর্ণিত "রিপোর্টস ফ্রম দ্য ডেক্যান্", কিন্তু কার্যতঃ মেবার ও মুঘল দরবারের মধ্যে পত্র বিনিময়। জন রাইল্যাণ্ড গ্রন্থাগার, পাণ্ডু. ৩৫৩।

শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ—'শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ কি সিয়াসি মকতুবাৎ', সম্পাদনা ও উর্দু অনুবাদ কে. এ. নিজামী, আলিগড়, ১৯৫০।

ঙ জীবনী ও তাজকিরা সমূহ

সরৎ সিং—তাজকিরা-ই পীর হাস্ন তৈলি, ১০৫৭ হিজরী সনে লিখিত, (সম্ভবতঃ জীবনী) ইতিহাস বিভাগ গ্রন্থাগার, আলিগড়।

শের খান লোদী—মিরাৎ-অল্ খিয়াল, লিথো, আবদুস সালাম সংগ্রহ, ৬২৮/৪৯, আজাদ গ্রন্থাগার, আলিগড়।

ঘুলাম আলি আজাদ—খাজনা-ই আমীরাহ্, বিব্. ইণ্ডি।

মা আসীর অল করম—লিথোগ্রাফ্ট্, : হায়দ্রাবাদ, ১৯১৩।

শাহ্ নওয়াজ খান—মা আসীর-অল ওমরা সম্পা. মৌলবী আবদুর রহিম, বিব্. ইণ্ডি. ১৮৮৮, ৩ খণ্ড, মুঘল অভিজাতবর্গের জীবনীমূলক প্রসিদ্ধ অভিধান।

কেবল রাম—তাজকিরাৎ-অল্ ওমরা, পাণ্ডু. ব্রি. মিউ. অ্যাড. ১৬,৭০৩।

চ বিবিধ গ্রন্থ

আমিন উদ্দিন খান—মলুমৎ-উল আফাক্ নওলকিশোর সং ১৮৭০ ; পুস্তক

খানিতে পৃথিবীর আশ্চর্য বস্তু ও ঘটনার উল্লেখ আছে। মুঘল কর্মচারী-দের, যথা, দিওয়ান-ই আলা, বক্সী, দারোগা-ই দাঘ তশী, সদর উস্ সুদূর্, কানুনগো প্রভৃতির কার্যাবলীর বিবরণ; রাজস্ব তালিকা এবং পুস্তকের শেষ দিকে মনসবদারগণের বেতন তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

তারিখ-ই আরকান-ই মাআসীর-ই তৈমুরীয়া—পাণ্ডু. ব্রি. মিউ. ওর ১৮৭২।

চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ,—গুলদস্তা পাণ্ডু. আচার্য সুলেমান সংগ্রহ, ৬৬৬/৪৪, আজাদ গ্রন্থাগার আলিগড়।

ছ অভিধান সমূহ

আবদুর রশিদ-তট্টভী—ফরহাং-ই রশিদী, ১৬৫৩-৫৪ খ্রীঃ অব্দ, সম্পা. আবু তাহির জুলফিকার আলি মুর্শিদাবাদী, এশিয়াটিক সোসাইটি অভ্ বেঙ্গল, ১৮৭৫।

মুনশী তেকচাঁদ 'বহর'—বহর-ই আজম, ১৭৩৯-৪০ খ্রীঃ অব্দ, নওলকিশোর, ১৯১৬।

আনন্দ রাম মুখলিস—মিরাৎ-অল ইস্তিলাহ্, অপ্রচলিত শব্দের অভিধান, ১৭৪৫ খ্রীঃ অব্দ, পাণ্ডু. আঞ্জুমন তরক্কি উর্দু গ্রন্থাগার, আলিগড়।

জ ইউরোপীয় গ্রন্থসমূহ

আর্লি ট্রাভেলস্ ইন্ ইণ্ডিয়া (১৫৮৩-১৬১৯),—সম্পা. ডাবেলইউ. ফষ্টার, লণ্ডন, ১৯২৭।

জাহাঙ্গীর অ্যাণ্ড দ্ জেসুইটস্,—অনুবাদ, সি.এইচ. পেন, লণ্ডন, ১৯৩০।

পুরকাস-হিজ পিলগ্রিমস,—৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, জেম্স্ ম্যাকলিহোস অ্যাণ্ড সন্স গ্লাসগো।

টমাস রো—দি এমব্যাসি অভ্ সার টমাস রো, ১৬১৫-১৯; সম্পা. ডাবেল ইউ. ফস্টার, লণ্ডন, ১৯২৬।

দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ ইন্ ইণ্ডিয়া,—১৬১৮-৬৯, সম্পা. ডাবেল ইউ ফস্টার, ১৩ খণ্ড, অক্সফোর্ড, ১৯০৬-২৭। খণ্ডগুলির সংখ্যা প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া প্রতি খণ্ড বৎসর অনুসারে প্রদত্ত হইল।

পিটার মাণ্ডি—ট্রাভেলস্, ২য় খণ্ড: ট্রাভেলস্ ইন্ এশিয়া, ১৬৩০-৩৪, সম্পা. আর্. সি. টেম্পল, হকলুৎ সোসাইটি, ২য় অনুক্রম, লণ্ডন, ১৯১৪।

ডিলায়েৎ—ডেসক্রিপ্‌শন্ অভ্ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ফ্রাগমেন্ট অভ্ ইণ্ডিয়ান্ হিস্টরি অনুবাদ, জে. এস্. হোয়ল্যাণ্ড এবং এস্. এন্ ব্যানার্জী কর্তৃক ভাষ্য সম্বলিত : দি এম্পায়ার অভ্ দ্য গ্রেট মোগোল, কিতাব মহল, বোম্বে, ১৯২৮।

ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ে—ট্রাভেলস্ ইন্ দ্য মুঘল এম্পায়ার, ১৬৫৬-৬৮, অনুবাদ, এ. কানস্ট্যাবল, সম্পা. স্মিথ।

জঁ্যা দ্য থেভেনো—দি ইণ্ডিয়ান্ ট্রাভেলস্ অভ্ থেভেনো অ্যাণ্ড কারেরী, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অনুবাদ, সম্পা. এস্. এন. সেন, নিউ দিল্লী, ১৯৪৯।

জ্যাঁ ব্যাপটিস্ট ট্যাভার্ণিয়ে—ট্রাভেলস্ ইন ইণ্ডিয়া, ১৬৪০-৬৭, অনুবাদ, ভি. বল, লণ্ডন, ১৮৮৯।

দি ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ ইন্ ইণ্ডিয়া—(নূতন অনুক্রম) সম্পা. সার চার্লস্, ফসেট, অক্সফোর্ড, ১৯৩৬।

জন মার্শাল—নোটস্ অ্যাণ্ড অবজারভেশন্স অন ঈস্ট ইণ্ডিজ, সম্পা. এস্. এ. খান, জন মার্শাল ইন ইণ্ডিয়া লণ্ডন, ১৯২৭।

টমাস বাউরী—এ জীয়গ্রাফিক্যাল অ্যাক্‌কাউন্ট অভ্ কান্ট্রিজ রাউণ্ড দ্য বে অভ্ বেঙ্গল, ১৬৬৯-৭৯, সম্পা. আর্. সি. টেম্পল. কেম্ব্রিজ, ১৬০৫।

জন, ফ্রেয়ার—এ নিউ অ্যাক্‌কাউন্ট অভ্ ঈস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পারসিয়া বীইভ্ নাইন ইয়ারস্ ট্রাভেলস্, ১৬২৭-৮১, সম্পা, উইলিয়াম ক্রুক, হকলুৎ সোসাইটি, ২য় অনুক্রম, লণ্ডন, ১৯০৯, ১৯১২ এবং ১৯১৫।

স্ট্রেইন্‌সাম্ মাষ্টার—দ্য ডায়ারিজ অভ্ স্ট্রেইনসাম্ মাষ্টার, ১৬৭৫-৮০, সম্পা. আর্, সি. টেম্পল, ইণ্ডিয়ান রেকর্ড সিরিজ, লণ্ডন, ১৯১১।

পেলসার্ট—জাহাঙ্গীরস্ ইণ্ডিয়া, অনুবাদ জীল ও মোরল্যাণ্ড কেম্ব্রিজ, ১৯২৫।

নিকোলাও মানুচি—স্টোরিয়া ডো মোগোর, ১৬৫৩-১৭০৮, অনুবাদ, ভাবেলইউ আরভিন, ইণ্ডিয়ান টেক্সট সিরিজ. গাভার্ণমেন্ট অভ্ ইণ্ডিয়া লণ্ডন, ১৯০৭-৮।

খ আধুনিক গ্রন্থসমূহ

আবদুল আজিজ—দ্য মনসবদারী সিস্টেম অ্যাণ্ড দ্য মুঘল আর্মি, লাহোর, ১৯৪৫

এস আহ্‌মদ—ওমরা-ই হনুদ (উর্দু)।

মহম্মদ আকবর—দ্য পাঞ্জাব আণ্ডার দ্য মুঘলস্, লাহোর, ১৯৪৮।

সতীশ চন্দ্র—দ্য পার্টিজ অ্যাণ্ড পলিটিক্স অ্যাট দ্য মুঘল কোর্ট, (১৭০৭-৪০), আলিগড, ১৯৫৯।

এম্. এস. কমিসারিয়াট—এ হিস্টরি অভ্ গুজরাট, ২য় খণ্ড, (১৫৭৩-১৭৫৮) ওরিয়েন্ট লং ম্যানস, ১৯৫৭।

ডাবেলইউ ক্রুক—দ্য ট্রাইব্স অ্যাণ্ড কাস্টস্ অভ্ দ্য নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ প্রোভিনসিজ অ্যাণ্ড ওযুধ্ কলিকাতা ১৮৯৬।

এইচ. এইচ. দাস—দ্য নোবিস এম্ব্যাসি টু ওরঙ্গজেব, কলিকাতা ১৯৫৯।

এম ফারুকি—ঔরঙ্গজেব অ্যাণ্ড হিজ টাইমস, বোম্বে, ১৯৩৫।

এ. ফুহরার্—দ্য মনিউমেন্ট্যাল অ্যান্টিকুযিটিজ অ্যাণ্ড ইনসক্রিপশনস ইন দ্য নর্থ-ওযেষ্টার্ণ প্রেভিনসিজ অ্যাণ্ড ওয়ুধ, এলাহাবাদ, ১৮৯১।

ইরফান হাবিব—দি অ্যাগ্রেরিয্যান সিসটেম্ অভ্ মুঘল ইণ্ডিযা, (১৯৫৬-১০০৭), বোম্বে, ১৯৬৩।

ইবন হাসান—দ্য সেন্ট্রাল স্ট্রাকচাব অভ্ দ্য মুঘল এম্পাযার অ্যাণ্ড ইটস্ প্র্যাক্টিক্যাল ওযার্কিং আপ টু দ্য ইয়ার ১৬৫৭, অক্সফোর্ড, ১৯৩৬।

ডি ইবার্টসন্—পাঞ্জাব কাস্টস, লাহোর, ১৯১৬।

উইলিয়াম আরভিন,—দি আর্মি অভ দি ইণ্ডিয্যান মুঘলস, লণ্ডন, ১৯০৩।

আর. পি. খোসলা,—দ্য মুঘল কিংশিপ অ্যাণ্ড দ্য নোবিলিটি এলাহাবাদ, ১৯৩৪।

লেভী,—সোশল্ স্ট্রাকচার অভ্ ইসলাম, কেম্ব্রিজ, ১৯৫৭।

ডাবেলইউ. এইচ. মোবল্যাণ্ড,—ইণ্ডিয়া অ্যাট্ দ্য ডেথ অভ্ আকবর, লন্ডন, ১৯২০।

— অ্যাগরেরিয়্যান সিস্টেম অভ্ মোসলেম ইণ্ডিয়া, কেম্ব্রিজ, ১৯২৯।

— ফ্রম আকবর টু ঔরঙ্গজেব, লণ্ডন, ১৯২৩।

মৌলানা শিবলি নৌমানি—ঔরঙ্গজেব আলমগীর পর্ এক নজর।

গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা—রাজপুতানে কা ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, আজমীর, ১৯৩৭।

বেণী প্রসাদ—হিস্টরী অভ্ জাহাঙ্গীর, ২য় সং এলাহাবাদ, ১৯৩০।

কে কানুনগো—দারা শুকো কলিকাতা, ১৯৫২।

বিশ্বেশ্বর নাথ রিউ—মেবার কা ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ১৯৫০।

পি. সরণ—দ্য প্রোভিন্সিয়াল গভর্ণমেন্ট অভ্ দ্য মুঘলস্ (১৫২৬-১৬৫৮) এলাহাবাদ, ১৯৪১।

যদুনাথ সরকার,—হিস্টরি অভ্ ঔরঙ্গজেব, মেইনলি বেস্ট অন পার্শন্ সোর্সিজ, ৫ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯১২, ১৯১৬ এবং ১৯৩০।

— হাউস্ অভ শিবাজী, ১৯৬০।

— শিবাজী অ্যাণ্ড হিজ টাইমস্ ৪র্থ সং ১৯৪৮।

— স্টাডিজ্ ইন ঔরঙ্গজেবস্ রেইন, কলিকাতা, ১৯৩৩।

— মুঘল অ্যাডমিনিসট্রেশন, কলিকাতা১৯২০।

জগদীশ নারায়ণ সরকার—দ্য লাইফ অভ মীরজুমলা. কলিকাতা, ১৯৫১।

বি. পি. সাক্সেনা—হিসট্রি অভ্ শাহজাহান অভ্ দেলহী, এলাহাবাদ, ১৯৫৮।

এস. আর. শর্মা,—দ্য রিলিজাস পলিসি অভ্ দ্য মুঘল এম্পারারস, অক্সফোর্ড, ১৯৪০ ; ২য় সং বোম্বে ১৯৬২।

কবিরাজ শ্যামল দাস—বীর বিনোদ, ৪ খণ্ড, হিন্দী ভাষায় লিখিত মেবারের এই পুস্তকখানি পারসিক ও রাজস্থানী আকর গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া রচিত ; মুঘল সম্রাট ও রাজপুত্রগণ উদয়পুরের রাণাগণকে যে সকল ফরমান ও নিশান দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থখানিতে প্রায়ই তাহার পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে।

এস্. এন. সেন—দ্য মিলিট্যারি সিস্টেম অভ দ্য মারাঠা. বোম্বে, ১৯৫৮।

ভি. এ. স্মিথ,—আকবর দ্য গ্রেট্ মোঘল, (১৫৪২-১৬০৫), ২য় সং. অক্সফোর্ড, ১৯১৯।

ভিলিয়াস্ স্টিউয়ার্ট—গার্ডেনস্ অভ্ দ্য ইণ্ডিয়ান মুঘলস্, লণ্ডন, ১৯১৩।

থোর্ণ,—মেময়ার্ অভ্ দ্য ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া।

কার্ণেল জেমস টড্,—অ্যান্নালজ অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুয়িটিজ অভ্ রাজস্থান, সাধারণ সং, ২ খণ্ড, লণ্ডন, ১৯১৪।

আর. পি. ত্রিপাঠী,—সাম্ অ্যাস্পেক্টস্ অভ্ মসলিম্ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন্, এলাহাবাদ, ১৯৩৬।

— রাইজ অ্যাণ্ড ফল অভ্ দ্য মুঘল এম্পায়ার, এলাহাবাদ, ১৯৫৬।

এইচ. এইচ. উইলসন—এ গ্লসারি অভ্ জুডিশ্যাল অ্যাণ্ড রেভিনিউ টার্মস, অ্যাণ্ড সি., অভ্ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া লণ্ডন, ১৮৭৫।

নির্ঘণ্ট

উ

এ

ও

ল

শ

স

হ